ওয়েস্টার্ন

# সন্ধান
# ছায়াশত্রু

রওশন জামিল



ওয়েস্টার্ন

## (দুটি বই একত্রে)

# সন্ধান

## রওশন জামিল

ভাগ্যের সঙ্গে অসম জুয়া খেলায় নেমেছে নিকোলাস ড্রেইট। ওকে তাড়াতে চাইছে ওর চারপাশের র‍্যাঞ্চাররা—ড্রেইট বুঝতে পারছে এখন ওর এমন একজনকে দরকার পিস্তলে যার হাত চালু। তাই নবাগত এক লোক যখন সাহায্য করতে চাইল ওকে ড্রেইট লুফে নিল প্রস্তাবটা। নবাগত শুধু জানাল—ওর নাম হুয়ান কর্টেয।

# ছায়াশত্রু

স্যান্তা ফে-গামী ট্রেন থেকে লুট হয়ে গেছে সিকি মিলিয়ন ডলার। নিখুঁত কাজ, পেছনে কোন সূত্র রেখে যায়নি দুষ্কৃতকারীরা। সবাই যখন হতাশ, রহস্যের কিনারায় তলব পড়ল এক মেক্সিক্যান-আমেরিকান যুবকের। নাম তার: হুয়ান কর্টেয সাবাডিয়া।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

---

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সন্ধান : ৫–১৮৯

ছায়াশত্রু : ১৯০–২৭২

# সন্ধান

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৮

## এক

'হাত স্থির রেখে নিজের পরিচয় দাও।'

কঠোর সুরে দেয়া হয়েছে হুকুমটা। বক্তা বিশালদেহী, বয়স আনুমানিক পঁয়ত্রিশ, কাঁধ দুটো বিরাট, এবং তার সঙ্গে মানানসই একখানা বপু। স্লাউচ হ্যাট ব্রিমের নিচে কাল চোখ দুটো জ্বলছে ধকধক করে, পাকান গোঁফ পুরু ঠোঁটজোড়া ঢাকতে পারেনি, অসন্তোষের ভঙ্গিতে উলটে আছে ওগুলো।

আদেশটা যাকে করা হয়েছে জবাব দেয়ার ব্যাপারে এতটুকু তাড়া দেখা যাচ্ছে না তার মাঝে। এই লোকও বেশ লম্বা-চওড়া, তবে প্রথমজনের মত অতটা তাগড়া নয়, আর বয়সে কমপক্ষে আট বছরের ছোট হবে। কঠিন বেপরোয়া চেহারা, দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামান। একটা জঙ্গলের কিনারে, বার কদম ব্যবধানে, মুখোমুখি স্যাডলে বসে আছে ওরা, স্থির দৃষ্টিতে মাপছে পরস্পরকে। খানিক বাদে অপেক্ষাকৃত নবীন লোকটা মুখ খুলল।

'আমাকে এভাবে আটকানর কী অধিকার আছে তোমার?'

সূক্ষ্ম হাসি খেলে গেল বিশালদেহীর ঠোঁটে। 'আছে,' হাতের পিস্তল নাচিয়ে বলল, 'কারণ এলাকাটা আমার।'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল যুবক, যুক্তি দেখাল, 'হলোই-বা, আমি কারো বেড়া কাটিনি।'

'কাটতে পারবেও না—আমার নামটা কাঁটাতারের চাইতেও মজবুত,' বড়াই করল বিশালদেহী। 'চ্যাপম্যান—কোল. চ্যাপম্যান। এবার বোধহয় চিনতে পারছ?'

'না—একটুও—না,' চিবিয়ে চিবিয়ে জবাব দিল যুবক। 'নামই শুনিনি কখনো।'

কথাটা যে মিথ্যে তা বুঝতে পারল না চ্যাপম্যান, তবে বক্তার কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুর ওর কান এড়ায়নি, ফলে মুখাবয়ব আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

'নিশ্চয় নতুন এসেছ, নেস্টর, মানে জবরদখলকারী,' ভেংচি কাটল ও। 'তা তোমার নামটা কী?'

'হতে পারত জুডাস, তবে তা নয়,' ব্যঙ্গ ঝরল যুবকের কণ্ঠে। ওর হাবভাবে বোঝা যায় চ্যাপম্যানকে সে খেপিয়ে তুলতে চাইছে। 'বুড়ো নিকের নাম শুনেছ নিশ্চয়? আমি তার ছেলে—ছোট নিক। শয়তানের চ্যালা, তার সাথেই থাকি সবসময়।'

'ইয়ার্কি রাখ, তোমার খুলি ফুটো করে দেব,' খেঁকিয়ে উঠল চ্যাপম্যান,

পরক্ষণে ওর চোখে সন্দেহের ছাপ ফুটল। 'আচ্ছা, তারমানে তুমিই শ্যাডো ভ্যালির নিকোলাস ড্রেইট। অথচ তুমি কিনা বলছ আমার নামই শোননি?'

'মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে,' হালকা সুরে জবাব দিল নিক, তবে ওর সংকুচিত চোখজোড়া সতর্ক। 'আসলে বলতে চাইছিলাম প্রশংসার কিছু শুনিনি। গরুচোর, ছিনতাইবাজ, খুনী–'

এতক্ষণ ধরে যার অপেক্ষা করছিল, সেই নড়াচড়ার আভাস পেল ড্রেইট, পলকে অস্ত্র উঠে এল ওর হাতে। হলো দুটো গুলি কিন্তু শোনাল একটার মত। বনানীর স্তব্ধতা টুটে গেল, মাথার ওপরে পাখা ঝাপটে উড়াল দিল কয়েকটা পাখি। ড্রেইট তার গালে বুলেটের গরম ছ্যাঁকা অনুভব করল, তারপর দেখল চ্যাপম্যান কাত হয়ে স্যাডল থেকে গড়িয়ে পড়ে গেছে মাটিতে।

'ইয়াল্লা!' সবিস্ময়ে আঁতকে উঠল নেস্টর ওরফে ড্রেইট। শূন্য স্যাডল দেখবে বলে আশা করেছিল ও, অথচ এখন দেখতে পাচ্ছে ভূপাতিত লোকটার স্যাডলে একটা মেয়ে বসে আছে, চ্যাপম্যানের বিরাট শরীর এতক্ষণ আড়াল করে রেখেছিল ওকে। মেয়েটার বয়স কুড়ি-একুশের বেশি হবে না, ড্রেইট অনুমান করল, পরনে সস্তা কাপড়ের মলিন গাউন, পায়ে ছেঁড়া জুতো, পুরান সান বনেটটা ঘাড়ের পেছনে হেলে পড়ায় ওর একমাথা অবাধ্য লাল-সোনালি চুল স্পষ্ট চোখে পড়ছে। বিশাল জানোয়ারটার পিঠে হাস্যকররকমের ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে স্বর্ণ কেশিনীকে। ঘোড়া থেকে নেমে ওর দিকে এগোল ড্রেইট। ভয়ে আতঙ্কে মেয়েটা যেন নড়াচড়ার শক্তিটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে, ভূলুণ্ঠিত লোকটার পিঠের ওপর সেঁটে রয়েছে ওর বিস্ফারিত চোখ দুটো।

'তুমি কে, সুন্দরী?' রুক্ষ সুরে প্রশ্ন করল ড্রেইট।

কোন জবাব পেল না, মেয়েটা এমনকি একবার তাকাল না পর্যন্ত ওর দিকে। আপনমনে গাল বকল ড্রেইট, নিজের শিকারের উদ্দেশে ঘুরল। ঠাণ্ডা সতর্ক চোখে চ্যাপম্যানকে জরিপ করল ও, উবু হয়ে বাঁ হাতখানা তুলে ছেড়ে দিতে নিষ্প্রাণভাবে লুটিয়ে পড়ল ওটা। এবার ওর দেহতল্লাশি শুরু করল নিক। ভেস্টের এক পকেটে চিরকুট মিলল একটা, তাতে পেন্সিল দিয়ে লেখা: 'মাথাপিছু দশ ডলারে তিন বছরের একশটা–মোট এক হাজার ডলার।'

'ঠিক,' বলে চিরকুটটা পকেটস্থ করল ড্রেইট, ফের ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

চ্যাপম্যানের শার্টের নিচে ভারি একখানা মানিবেল্ট পেল ও। বেল্টটা নিজের কোমরে জড়াতে শুরু করেছিল নিক, তারপর কী ভেবে চ্যাপম্যানের স্যাডলব্যাগের পকেটে রেখে দিল। এরপর আবার মেয়েটার দিকে নজর ফেরাল ও, বিমূঢ় দৃষ্টিতে ওকে মাপল একটুক্ষণ। খানিক চিন্তাভাবনার পর, মনস্থির করে ফেলল ড্রেইট। মেয়েটা এখন সরাসরি ওকেই দেখছিল, বিস্ফারিত চোখ দুটোয় নগ্ন আতঙ্ক।

'ঠিক হয়ে বস,' বলল ড্রেইট, 'আমাদের অনেকদূর যেতে হবে।'

ক্যান্টলের ওপর দিয়ে দুপাশে পা ঝুলিয়ে দিল মেয়েটা, রেকাবের ফিতে

ছোট করে বেঁধে দিল ড্রেইট যেন স্বর্ণকেশিনীর পা পৌঁছায় ওই অবধি। তারপর ওর হাতে ঘোড়ার লাগাম তুলে দিয়ে নিজের স্যাডলে ফিরে গেল ও, ধীরে-সুস্থে রওনা হলো। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্বর্ণকেশিনী অনুসরণ করল ওকে, চিবুক ঝুলে পড়েছে বুকের কাছে। রাস্তা খারাপ, তাড়াহুড়ো করলে বিপদের সম্ভাবনা, তাই মন্থরগতিতে এগোচ্ছে ওরা। বার কয়েক মেয়েটার সাথে আলাপ জমাবার প্রয়াস পেল ড্রেইট, প্রতিবারই ব্যর্থ হলো। শেষমেশ হাল ছেড়ে দিয়ে ট্রেইলের দিকে নজর ফেরাল ও। তবে মাঝে মাঝে, যখন সম্ভব হচ্ছিল পাশাপাশি চলা, আড়চোখে স্বর্ণকেশিনীকে জরিপ করছিল। মাথার ওপর সান বনেট টেনে দেয়ায় এখন ঢাকা পড়েছে মুখ, তবু ওর লাবণ্যের দীপ্তি ড্রেইটের নজর এড়াল না।

সূর্য পাটে বসেছে, গোধূলি আলোয় লাল হয়ে গেছে পশ্চিম আকাশ, এরকম সময়ে একটা ক্ষুদ্র ঝরনার পাড়ে ঘেসো জমিতে রাশ টানল নিক। 'এখানেই ক্যাম্প করব আমরা,' বলল ও। 'তুমি নেমে বিশ্রাম নাও–তোমাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

বিনা বাক্যব্যয়ে, আদেশ পালন করল মেয়েটা, মাটিতে নেমে একটা ঢিবিমত জায়গায় গিয়ে বসল, অপলকে চেয়ে রইল ঝরনার পানে। গজ পঞ্চাশেক তফাতে, ঘাস যেখানে আরেকটু সতেজ, জিন খসিয়ে ঘোড়া দুটোকে সেখানে বেঁধে রেখে এল ড্রেইট, তারপর কাঠ জড় করে আগুন জ্বেলে রান্নার জোগাড়ে বসল। ওর বেডরোল খুলতেই ভেতর থেকে তোবড়ান একটা কফি পট, ফ্রাইং প্যান আর একটা টিনের মগ বেরোল। শেষোক্ত জিনিসটা দেখে ভাঁজ পড়ল ড্রেইটের গালে।

'একটাই আছে মোটে,' স্বগতোক্তির ঢঙে বলল ও। 'খাবারও কম। বুঝতেই পারছ, আরেকজন সাথী জুটবে আমি জানতাম না।' স্বর্ণকেশিনীর হাবভাবে বোঝা গেল না কথাগুলো ওর কানে গেছে কিনা, তবে ড্রেইট দমল না। 'দেখি, মিঞা কোল হয়তো আমাদেরকে এ-ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য করতে পারবে।'

চ্যাপম্যানের বেড রোল তল্লাশি করে আরেকটা মগ, কফি পট, আধখানা পাউরুটি, বড় এক টুকরো ভুনা হরিণের মাংস আর একটা টিনের কৌটো পাওয়া গেল। ড্রেইট ভেবেছিল ওতে লবণ আছে, চেখে বুঝল ওটা আসলে চিনি।

ঝরনা থেকে কফি পট ভরে আনল ও, আগুনে চাপাল। যখন ফুটে গেল পানি, রুটির দুটো টুকরো কেটে মাংস ভরল মাঝখানে, একটা মগে ধূমায়িত কফি ঢালল খানিকটা।

'এস, খাবে,' ডাকল ড্রেইট।

'খিদে নেই,' জবাব দিল স্বর্ণকেশিনী।

এই প্রথম ওর গলা শুনতে পেল নিক, নিচু অথচ পরিষ্কার, টোকা দেয়া

বীণার আওয়াজের মত কাঁপা কাঁপা। মেয়েটার জবাব শুনে কেন-যেন হঠাৎ ওর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

'না থাকলেও খেতে হবে। আমি চাই না আমাকে কোন অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে টান পাড়াপাড়ি করতে হোক,' রুক্ষ গলায় বলল ড্রেইট। তবু স্বর্ণকেশিনীর মাঝে যখন ওঠার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন বাধ্য হয়ে যোগ করল, 'আমাকে কি গায়ে হাত তুলতে হবে?'

এবার আগুনের ধারে সরে এল মেয়েটা, খেতে শুরু করল গোমড়া মুখে। এরপর ড্রেইট আর কোনদিকে নজর দিল না, খেয়ে চলল গোগ্রাসে; কিছুক্ষণ আগে ও যাকে গুলি করেছে খাবারের বেশিটাই এসেছে তার মজুত থেকে এই তথ্য জানা সত্ত্বেও ওর রুচি এতটুকু নষ্ট হয়নি। যখন শেষ হলো আহার পর্ব, পলক তুলে স্বর্ণকেশিনী আচমকা একটা প্রশ্ন করল ওকে:

'তুমি ওকে মারলে কেন?'

কর্কশ সুরে হাসল নিক। 'নিজেকে বাঁচানর জন্যে। তুমি দেখেছ, ও-ই পিস্তল বের করেছিল আগে।'

চুপ করে গেল মেয়েটা। জানে, ড্রেইটের বক্তব্য সত্যি, চ্যাপম্যানই ড্র করেছিল প্রথমে। বিষণ্ণ চোখে স্বর্ণকেশিনী চেয়ে রইল ঝোপঝাড়ে ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে, আর ড্রেইট আগুন মেরে কম্বল বিছিয়ে দুটো বিছানা পাতল ক্যাম্পফায়ারের দুপাশে, স্যাডল দুটোকে বালিশ বানাল।

'শুয়ে পড়,' একটা বিছানা দেখিয়ে বলল নিক। 'আমরা ভোরে রওনা দেব।'

কথা সেরে একমুহূর্ত দেরি করল না ও, কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল আরেকটা বিছানায়, অল্পক্ষণের ভেতর স্বাভাবিক হয়ে এল ওর বুকের ওঠানামা, বোঝা গেল নিকোলাস ড্রেইট ঘুমিয়ে পড়েছে। চিত হয়ে চুপচাপ শুয়ে আছে স্বর্ণকেশিনী, একদৃষ্টিতে দেখছে কাল আকাশটাকে, বহুদূরে তারা ফুটছে একটা-দুটো করে। এখন কেবলমাত্র একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মাথায়—পালাতে হবে, যেভাবেই হোক। একটু বাদে উঠে বসল ও, জিনের চামড়ায় মৃদু খসখস শব্দ হলো। ঘাড় ফিরিয়ে আগুনের আরেক পাশে শায়িত লোকটার দিকে তাকাল স্বর্ণকেশিনী। যখন বুঝল নড়ছে না, সন্তুষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়াল, পা টিপে টিপে ঘোড়াগুলো যেখানে আছে সেদিকে এগোল।

মেয়েটা অন্ধকারের ভেতর মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই, একঝটকায় কম্বল ফেলে দিল নিক, চুপিসারে পিছু নিল। স্বর্ণকেশিনী সবে উবু হয়েছে চ্যাপম্যানের ঘোড়ার বাঁধন খুলবে বলে এই সময়ে সেখানে পৌঁছে গেল ও।

'আমাকে ফেলে রেখেই চলে যাচ্ছে,' বিদ্রূপ করল ড্রেইট। 'ঢের সয়েছি, আর না...'

কথা শেষ করল না ও, কোমরে জড়িয়ে ধরে স্বর্ণকেশিনীকে টানতে টানতে ফিরিয়ে আনল ক্যাম্পে। ওর ইশারায় মেয়েটা আবার শুয়ে পড়ল

বিছানায়। ড্রেইট নিজের বিছানা সরিয়ে আনল এপাশে, টানটান হয়ে শুয়ে জাপটে ধরল মেয়েটাকে।

'আর বিশ্বাস করছি না তোমাকে,' কঠিন সুরে বলল ও।

চকিতে আতঙ্ক গ্রাস করল স্বর্ণকেশিনীকে, ওঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল ও। বাধা পেয়ে আরো খেপে গেল নিক, দশ আঙুল সাঁড়াশির মত চেপে বসল মেয়েটার নরম মাংসে, জোর করে আকর্ষণ করল ওকে। বাধা দিল স্বর্ণকেশিনী, শরীরে শরীরে ঘর্ষণের ফলে ড্রেইটের রক্তে কামনার বান ছুটল। ওর তপ্ত নিশ্বাসে মেয়েটার গাল পুড়ে গেল।

পরদিন যখন সজাগ হলো স্বর্ণকেশিনী তখন পুরোপুরি সকাল। আগুনের আরেক ধারে বসে নাস্তা তৈরি করছিল ড্রেইট, ইশারায় ঝরনাটা দেখাল।

'মুখহাত ধুয়ে এসে নাস্তা খাও,' বলল ও। 'সামনে লম্বা রাস্তা।'

ড্রেইটের গলা থেকে রুক্ষতা বিদায় নিয়েছিল, কিন্তু মানসিকভাবে দারুণ বিপর্যস্ত বলে মেয়েটা তা খেয়াল করল না। অবসন্ন পায়ে ঝরনায় গেল ও, হাঁটু গেড়ে বসে বরফশীতল পানি দিয়ে মুখহাত ধুয়ে ফিরে এল আগুনের ধারে, নিকের-দেয়া রুটি, বেকন ভাজা আর কফি গলাধঃকরণ করল কোনমতে। ভীষণ মনমরা হয়ে ছিল স্বর্ণকেশিনী, লক্ষ্য করল না ড্রেইট ওকে জরিপ করছে হতভম্ব দৃষ্টিতে। শেষপর্যন্ত এই নীরবতা অসহ্য ঠেকল নিকের কাছে।

'তুমি আমাকে বলনি কেন?' অভিযোগ করল ও। 'আমি জানব কিভাবে? আমি ভেবেছিলাম তুমি—'

'চ্যাপম্যানের ভোগের সামগ্রী, অতএব সবারই,' ক্রুদ্ধ গলায় ইতি টানল স্বর্ণকেশিনী, ড্রেইট ওর ঘাড়ে দোষ চাপানর অপচেষ্টা করায় ক্ষিপ্ত হয়েছে। 'তোমার সাথে দেখা হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। ও আমাকে চাকরি দিতে চেয়েছিল—ওর বাথানে।'

নিকের ঠোঁট বেঁকে গেল বিদ্রূপের ভঙ্গিতে। 'আর তুমি তাই বিশ্বাস করেছিলে?'

'কেন করব না? পুরুষ মাত্রেই বুঝি মিথ্যুক?' পালটা আক্রমণ শানাল স্বর্ণকেশিনী। 'আমি পালাতে গিয়ে জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

'কার ভয়ে পালাচ্ছ?'

'তোমারই মত আরেকটা জানোয়ারের।'

ধীরে ধীরে, ওর পুরো কাহিনী জানল ড্রেইট। শৈশবে বাবা-মাকে হারিয়েছে মেয়েটা, বড় হয়েছে এতিমখানায়। ওর বয়স যখন ষোল ছোটখাট এক খামারে চাকরি পেয়েছিল। প্রায় চার বছর ছিল ওখানে, বেশ সুখে-শান্তিতে কাটছিল দিনগুলো, কিন্তু তারপর হঠাৎ করেই এল দুর্ভাগ্য। যে-বাসায় থাকত তারা পুবে চলে গেল, আর ও পড়ল বিপদে। নতুন বাসার গৃহিণী মারধর করত ওকে, আর স্বামী লোকটা গায়ে পড়ে ভাব জমাতে চাইত।

শেষমেশ এক সন্ধ্যায় যখন ওর সম্ভ্রম নষ্ট হওয়ার উপক্রম হলো, কোনমতে পালিয়ে এসেছে ও, নিজের সামান্য যা কিছু সম্বল ছিল সেগুলো নিতে পর্যন্ত দাঁড়ায়নি।

'তোমার নাম কী?' জিজ্ঞেস করল নিক।

'রোজি,' সংক্ষেপে জবাব দিল স্বর্ণকেশিনী।

'আমরা এবার রওনা দেব,' বলল ড্রেইট।

ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে মালপত্র বাঁধাছাঁদা করল ও, পাছে দাবা দেখা দেয় এই ভয়ে পানি ঢেলে আগুন নিভিয়ে দিল। স্যাডলে উঠতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল রোজি, ওকে সাহায্য করল ড্রেইট। তারপর নিজে ঘোড়ায় চড়ে এগোল ট্রেইলের দিকে।

পাঁচ মাইল যাওয়ার পর উঁচু একটা পাহাড়ি ধাপে থামল ওরা। ওখান থেকে আশপাশে বহুদূর অবধি দেখা যায়। সামনে, ডানে, কয়েক সারি ধোঁয়ার উপস্থিতি জানিয়ে দিল ওদিকে জনবসতি আছে।

'বার্ন্ট হলো,' বিড়বিড় করে বলল নিক। 'যা খুঁজছি, ওখানে বোধহয় পাব।'

'আমার কী ব্যবস্থা করবে তুমি?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল রোজি।

'বিয়ে করব,' অকপট জবাব দিল ড্রেইট।

চকিতে স্বর্ণকেশিনী যেন বাকশক্তি হারাল, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ড্রেইটের দিকে। ওর দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল আর গম্ভীর চেহারা দেখে বুঝতে পারল ঠাট্টা করছে না, যা বলেছে সত্যিই তাই করবে, বাধা দেয়া নিরর্থক। এরপর, আস্তে আস্তে, রোজি উপলব্ধি করল গতরাতে যে-ভুল হয়ে গেছে ওকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে তা শোধরাতে চাইছে ড্রেইট। সবকিছু বোঝা সত্ত্বেও, রোজির রাগ একটুও কমল না। শুধু হতাশাভরে কাঁধ ঝাঁকাল।

ওরা যখন বার্ন্ট হলোতে ঢুকল ছোট্ট শহরটা তখন সবেমাত্র সজাগ হচ্ছে। 'জেনারেল স্টোর' লেখা একটা দালানের সামনে রাশ টানল ড্রেইট. খোলা দরজাপথে দেখতে পেল গেঞ্জি-গায়ে এক লোক গতকালের ময়লা ঝাঁট দিচ্ছে।

'মেয়েদের কাপড়চোপড় আছে?' জিজ্ঞেস করল ড্রেইট।

'আছে,' জবাব এল। 'ভেতরে এস।'

হিচ রেইলে ঘোড়া বেঁধে ভেতরে ঢুকল ওরা। 'এই ভদ্রমহিলার জন্য পুরো একপ্রস্থ কাপড় লাগবে,' ড্রেইট বলল। 'হবে?'

'মনে হয়,' বলে রোজির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল দোকানি। 'একটা আছে, ম্যাম, বোধহয় তোমার মাপেরই। আমার স্ত্রী পরিয়ে দেবে।'

দোকানির ডাকে এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এল ভেতর থেকে, তারপর কী প্রয়োজন শুনে রোজিকে ডাকল বুড়ি, 'আমার সাথে এস, মা।' ড্রেইটের উদ্দেশে ফিরে যোগ করল, 'ভাল দাম পড়বে কিন্তু, মিস্টার।'

'পড়ুক,' বলে দোকানির দিকে ফিরল ড্রেইট। 'আমার কিছু কার্তুজ আর

তামাক দরকার। তোমাদের এখানে কোন পাদ্রি আছে?'

'আছে, রাস্তার ওপাশে কিছুদূর গেলেই দেখতে পারে।' একগাল হাসল ব্যবসায়ী।

ঘাড় কাত করল খদ্দের, কাউন্টারে হেলান দিয়ে সিগারেট বানাল। একটা শেষ করে আরেকটা ধরাবে এমন সময়ে রোজিকে নিয়ে ফিরে এল বুড়ি। সঙ্গিনীকে দেখে রীতিমত চমকে উঠল ড্রেইট, কষ্ট হলো চোখ ফেরাতে। সস্তা গাউনের স্থান নিয়েছে নিখুঁত ছাঁটের দামী রাইডিং স্কার্ট, সাথে কোমর-ঝুল শার্ট আর হালকা কোট; পায়ে নতুন রাইডিং বুট, মাথায় সান বনেটের পরিবর্তে নরম কাল ফেল্ট ক্যাপ, তলা দিয়ে আবছাভাবে উঁকি দিচ্ছে রোজির কুঞ্চিত সোনালি কেশদাম। এছাড়া ছোট্ট একটা ব্যাগও রয়েছে মেয়েটার হাতে। নতুন জামাকাপড়ে ছন্দোবদ্ধ হয়ে উঠেছে ওর সুঠাম যৌবনভরা দেহ। সহসা নিক উপলব্ধি করল, এবার ওই হিমশীতল মুখে হাসি ফুটলেই সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হয়ে উঠবে ওর চেহারা।

'ব্যাগে আরো আছে,' উদ্বিগ্ন সুরে বলল দোকানির স্ত্রী। 'তুমি বলেছিলে ঢেলে সাজাতে।'

'চমৎকার হয়েছে, ম্যাম,' প্রশংসা করল নিক, দাম চুকিয়ে দিল। 'আমি খুশি হয়েছি।'

বাইরে এসে শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে হাঁটা দিল ওরা। দোকানি সশব্দে হেসে বউকে বলল, 'তুমি ওকে বিয়ের সাজ পরিয়েছ। লোকটাও অবশ্য পাদ্রির খোঁজ করছিল।'

'কিন্তু মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে আজ যেন ওর অন্ত্যেষ্টি,' ম্লান সুরে বলল বুড়ি।

যাদের সম্পর্কে আলোচনা করছিল দোকানি আর তার বউ, ইতিমধ্যে তারা রাস্তার ওপাশে গজ বিশেক দূরে ক্ষুদ্র একটা লগ কেবিনের সামনে থেমেছে। কেবিনের দরজায় একটা নোটিস টানানঃ 'জোশিয়া জোন্স, মিনিস্টার।' ড্রেইট কড়া নাড়তে পাদ্রি নিজেই বেরিয়ে এলেন। হালকা-পাতলা গড়ন, মাথার সমস্ত চুল ধবধবে সাদা। তবে চেহারায় একধনের আটপৌরে আভিজাত্য আছে, সম্ভবত তাঁর পেশার অবদান, মনে সমীহ জাগায়।

'আমরা বিয়ে করব,' ড্রেইট বলল।

ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকিয়ে পাদ্রি ওদেরকে পারলারে নিয়ে গেলেন। অপরিসর কামরা, আসবাব বলতে খানদুই চেয়ার, ডেস্ক আর টেবিল। টেবিলের ওপর বাইবেল আর একটা উপাসনা গ্রন্থ রাখা। বর-কনেকে চেয়ারে বসতে বলে পাদ্রি ওদের নামধাম, আগে কখনো বিয়ে হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন, উত্তরগুলো টুকে রাখলেন একটা মলাট-বাঁধান খাতায়। উনি জানেন, ওদের বক্তব্যের সত্যতা যাচাইয়ের উপায় তাঁর নেই, তবু নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকার জন্য এই আনুষ্ঠানিকতাটুকুর অবতারণা।

'রোজি ফ্র্যান্সিস ডারেল, একুশ, এবং নিকোলাস ড্রেইট, সাতাশ, উভয়েই অবিবাহিত,' পড়লেন পাদ্রি। 'দুজন সাক্ষী লাগবে আমাদের: আমার প্রতিবেশীরাই সাধারণত করে থাকে কাজটা।'

বাইরে গেলেন পাদ্রি, একটু বাদে ফিরলেন দুজন যুবককে সঙ্গে করে। নবাগতরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিল কনেকে, তারপর বর যখন তেরছা চোখে তাকাল ওদের দিকে ওরা থতমত খেয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

'জলদি সারুন, পাদ্রি,' অনুরোধ করল নিক। 'আমাদের তাড়া আছে।'

নির্ঘাত পালিয়ে বিয়ে করছে, সিদ্ধান্তে পৌছুলেন পাদ্রি।

কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় অংশটুকু ছাড়া আর সবকিছু বাদ দিয়ে শ্লোক আউড়াতে শুরু করলেন তিনি। নির্লিপ্ত মুখে শুনে গেল কনে, তবে সাড়া দিল স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে।

'এই আংটি পরিয়ে–' চুপ করলেন পাদ্রি, প্রত্যাশার চোখে তাকালেন বরের দিকে।

মনে মনে ঝেড়ে নিজেকে গালমন্দ করল ড্রেইট, তারপর জিভ কেটে শার্টের নিচে হাত ঢুকিয়ে সোনার ব্যান্ডসহ চেন বের করে আনল একটা। ব্যান্ডটা চেন থেকে খুলে কনের অনামিকায় পরিয়ে দিল ও, এবং ঠিক তখনই টের পেল স্বর্ণকেশিনীর হাত বরফের মত ঠাণ্ডা।

যখন সারা হলো বিয়ে পড়ান সম্পূর্ণ কার্যবিবরণী খাতায় লিপিবদ্ধ করে উপস্থিত সকলের সই নিলেন পাদ্রি। তারপর একরকম বিনা পরিশ্রমে কয়েকটা ডলার রোজগার করে সাক্ষী দুজন যখন বিদায় নিল, কনের হাতে ম্যারেজ সার্টিফিকেটের একটা কপি তুলে দিলেন।

'যত্ন করে রেখ, মা,' বললেন তিনি। 'দোয়া করি, সুখী হও।'

'ধন্যবাদ,' অস্ফুট সুরে বলল রোজি, ক্ষণিকের তরে উষ্ণতায় ভরে উঠল ওর বিষণ্ন চোখ দুটো।

টেবিলের ওপর দশ ডলারের একটা নোট রাখল ড্রেইট। 'আপনার ফী, হবে?' জিজ্ঞেস করল।

'হয়ে বাঁচবে,' মৃদু হাসলেন পাদ্রি।

হাত ধরাধরি করে রাস্তায় নামল নবদম্পতি, ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে গেল শহর ছেড়ে। পেছন থেকে ওদের গমনপথের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইলেন পাদ্রি। অনুভব করছেন কোথাও একটা গোলমাল আছে ওদের মধ্যে, তবে সেটা কী তা ঠিক বুঝতে পারছেন না। 'চমৎকার মেয়ে,' আপনমনে বললেন তিনি। 'ওকে দেখে আমার আরেকজনের কথা মনে পড়ছে–কিন্তু সেটা অনেকদিন আগের ব্যাপার।'

শহর থেকে বেশ কিছুদূর সামনে, ট্রেইল যেখানে দুভাগ হয়ে গেছে সেখানে এসে, স্বামীর দিকে না তাকিয়ে ঝাঝাল সুরে নববধু বলল:

'এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি, তোমার র‍্যাঞ্চে?'

'তেমন কিছু আমার নেই,' জবাব দিল নিক। 'তোমার হয়তো চ্যাপম্যানের জন্যে মন খারাপ হতে পারে, তবে একটা কথা জেনে রাখ, ও একটা গরুচোর, আর ওর বাথান মানে ও যেখানে চোরাই গরুবাছুর রাখে।'

'গরু চুরি করা কি টাকা চুরির চাইতেও বড় অপরাধ?'

'মনে হয় না, তবে সুযোগ পেলে চ্যাপম্যান আমার পকেট কাটত। তাছাড়া আমি যা ভেবেছিলাম তুমি যদি সেরকম হতে, ওই টাকা তোমারই হত, আর তাই এখনো ওগুলোর ওপর বসে আছ তুমি। সেক্ষেত্রে আমি তোমাকে সবচেয়ে কাছের শহরটা দেখিয়ে দিতাম, এবং ওখানেই ইতি ঘটত ব্যাপারটার।' রোজির চোখে অবিশ্বাসের ছায়া ঘনাতে দেখে বিরক্তি বোধ করল ড্রেইট। 'এই ট্রেইল ধরে ডানে দশ মাইল গেলে মিডওয়ে,' বলল ও। 'এখনো সময় আছে–ইচ্ছে হলে তুমি চলে যেতে পার।'

এবার আচমকা ছোঁ মেরে স্যাডলহর্ন থেকে চাবুকটা তুলে নিল রোজি, পলকের জন্য ড্রেইট ভাবল মেয়েটা বুঝি ওকেই আঘাত হানবে। কিন্তু সপাং করে চাবুকের বাড়ি পড়ল ঘোড়ার পিঠে, ড্রেইট যেদিকে নির্দেশ করেছে জোরকদমে সেদিকে চলে গেল রোজি। নেস্টর বাঁয়ের পথ ধরল। পাঁচ মিনিটও যায়নি, পেছনে ছুটন্ত ঘোড়ার পদশব্দ শুনতে পেল ও, নিঃশব্দ হাসিতে ভরে গেল মুখ, কিন্তু গতিবেগ তিলমাত্র কমাল না।

'সবাই বোঝে রুটির কোন্ পিঠে মাখন,' আপনমনে বলল নিক। 'মনে হয় ঠিক আন্দাজ করেছি আমি–অন্তত এবারকার মত।'

খুব বেশি জোরে ছুটছিল না ড্রেইট, অল্পক্ষণের ভেতর ওকে ধরে ফেলল স্বর্ণকেশিনী।

'ফিরে এলে যে, মত বদলেছ বুঝি?' প্রশ্ন করল ড্রেইট।

'একশর্তে আমি তোমার সাথে থাকতে রাজি, আমাদের বিয়েটা গোপন রাখতে হবে।'

'কেন, লজ্জা পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু মানুষ সন্দেহ করবে।'

'করুক, আমার কিস্যু আসে যায় না। তুমি ওয়াদা করছ কিনা তাই বল?'

'বেশ,' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সম্মতি জানাল নিক।

# দুই

স্ক্রাব ওক আর দেবদারু বনের দিকে চলে-যাওয়া আঁকাবাঁকা অসমতল একটা ট্রেইলে ছুটে চলেছে দুজন ঘোড়সওয়ার। উভয়েরই বেশভূষা কাউপাঞ্চারদের মত; কিন্তু ওদের চেহারায় মিলের চাইতে অমিল বেশি। অপেক্ষাকৃত বয়স্কজন একহারা দীর্ঘদেহী, বয়স এখনো ত্রিশ পেরোয়নি। ওর দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল আর অচঞ্চল ধূসর নীল চোখজোড়া বলে দেয় বয়স যা-ই হোক, এ-লোক জীবনে বহু ঘাটের পানি খেয়েছে, সমস্যা মোকাবেলায় কখনো পিছপা হবে না। ওর কোমরে-জড়ান কার্তুজ-বেল্ট আর শিঙের বাঁটঅলা সিক্স-শুটার দুটো সাক্ষ্য দিচ্ছে ওকে ঘাঁটান বিপজ্জনক।

অপরজন দেখতে ততটা ভয়ঙ্কর নয়। বছর কুড়ি বয়স, চেহারা থেকে বয়ঃসন্ধিক্ষণের চাপল্য এখনো মুছে যায়নি, তবে চোখ দুটো আশ্চর্যরকমের প্রখর। ও পিস্তল ঝুলিয়েছে একটা, ভুলেও বাঁট থেকে হাত সরাচ্ছে না। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ওর বয়স্ক সঙ্গী স্মিত হাসল।

'বিপদের ভয় করছ, ল্যারি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না, কিন্তু তৈরি থাকতে দোষ নেই,' জবাব দিল তরুণ কাউবয়।

মাথা দুলিয়ে একমত প্রকাশ করল হুয়ান কর্টেয ওরফে সাবাডিয়া। কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল ও, হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর একটা কর্কশ গলা শুনতে পেয়ে চুপ করে গেল, রাশ টানল ঘোড়ার।

'তোমার কোন শেষ ইচ্ছা থাকলে বলতে পার, ড্রেইট।'

স্যাডলহর্নে লাগাম জড়িয়ে, পিস্তল বের করল সাবাডিয়া, স্পার দাবিয়ে ঘোড়াসমেত জঙ্গলের কিনারে গিয়ে হাজির হলো। ল্যারি পিছু নিল বন্ধুর।

গাছপালার ওপাশে কৌতূহলোদ্দীপক একটা দৃশ্য দেখতে পেল ওরা। বড় একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক, হাত পিঠমোড়া করে বাঁধা। মাথার ওপরে ডাল থেকে ল্যারিয়েট ঝুলছে, ফাঁস গলায় পরান, দড়ির অপর প্রান্ত ধরে আছে দুই পালোয়ান। কয়েক গজ তফাতে আরো দুজন দাঁড়িয়ে, উল্লসিত চোখে জরিপ করছে বন্দীকে। বন্দীও পালটা মাপছে ওদের, দৃষ্টিতে ক্রোধ। ফাঁকা জমির একপাশে মহাসুখে ঘাস খাচ্ছে চারটে ঘোড়া, আরেক পাশে রয়েছে আরো দুটো, ওগুলোর একটায় অবনত মস্তকে বসে আছে একটি মেয়ে, এরও হাত বাঁধা। থ্যাবড়া নাকের এক দুর্বৃত্ত জল্লাদ দুজনকে সংকেত দেয়ার জন্য হাত তুলছে এই সময়ে মুখ খুলল কর্টেয।

'ওকে ছেড়ে দাও, এক্ষণি,' ধারাল কণ্ঠে বলল ও, বোঝা গেল আদেশ

পালনে দেরি করলে দুর্বৃত্তদের বিপদ হবে।

সঙ্গে সঙ্গে পালিত হলো হুকুম,. এমনভাবে দড়ি ছেড়ে দিল জল্লাদরা যেন সহসা ওটা র‍্যাটল সাপে পরিণত হয়েছে। ওরা উপলব্ধি করতে পারছে কাল রোয়ানের পিঠে উপবিষ্ট ওই নবাগত নিজের কাজ ভালই বোঝে, এবং দরকার হলে কঠোর হতে দ্বিধা করবে না। সত্যি, ওরা দলে ভারি, কিন্তু কে না জানে একজন ক্ষিপ্রতম বন্দুকবাজও বুলেটের গতির সাথে পাল্লা দিয়ে ড্র করতে পারবে না। দুর্বৃত্তরা মৌন থাকায় সাবাডিয়া ধরে নিল ওরা পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে।

'আমরা সবাই যখন আরাম পেয়েছি, এবার শোনা যাক কী ঘটতে যাচ্ছিল এখানে?' প্রশ্ন করল ও।

'ওই লোককে আমরা ঝোলাচ্ছিলাম,' ভেংচি কাটল থ্যাবড়ানাক। 'এটা বুঝতে আবার শনি-মঙ্গল লাগে নাকি?'

'না, লাগে না,' স্বীকার করল সাবাডিয়া, তারপর তীক্ষ্ণ সুরে জানতে চাইল, 'তোমার নাম কী?'

'ল্যান্টি,' কোনরকম চিন্তাভাবনা না করেই, জবাব দিল থ্যাবড়ানাক, পরমুহূর্তে সন্দিহান হয়ে উঠল সে; জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'বলা যায় না, তোমার কবরে লেখার দরকার হতে পারে।' চকিতে সাবধান হয়ে গেল ল্যান্টি, জোড়া পিস্তলধারী ইংরেজিভাষী মেক্সিক্যানকে ওর, আর যা-ই হোক, রসিকতা করার লোক বলে মনে হচ্ছে না। 'তোমরা একে ফাঁসি দিচ্ছিলে কেন?'

'ও গরু চুরি করেছে।'

'ওর চেহারা কিন্তু তা বলছে না, আমি হলে তোমাদেরকেই চোর ভাবতাম,' বলল কর্টেয। 'কই, আমি কোন গরুবাছুর দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা সার্চ করেছ ওকে?'

সহাস্যে বন্দীই দিল জবাবটা। 'করেছিল—পায়নি। ওরা আমার ওয়ালেট কেড়ে নিয়েছে।'

'কাজটা ঠিক করনি, সিনর ভিজিলেন্ট,' তিরস্কার করল সাবাডিয়া। 'টাকা থাকলেই অপরাধ প্রমাণ হয় না—ওটা ও সৎপথেও রোজগার করে থাকতে পারে।'

'আমার নাম ডার্ক,' ঘেউ ঘেউ করল ল্যান্টি। 'কোন প্রমাণের দরকার নেই আমাদের। ওর নাম ড্রেইট, নেস্টর, ওরা সবাই চোর হয়। ওই মেয়ে যে-ঘোড়ার পিঠে বসে আছে সেটা চ্যাপম্যানের।'

'ভদ্রমহিলার জন্য ওটা আমি ধার নিয়েছি,' চটপট ব্যাখ্যা করল ড্রেইট।

'কোল তখন ছিল সেখানে?' জানতে চাইল ল্যান্টি।

'আলবত ছিল, একটুও আপত্তি করেনি,' মুখ টিপে হাসল ড্রেইট।

ব্যাপারটা পুরোপুরি বোধগম্য হলো না কর্টেযের, তবে এরকম কঠিন

বিপদের মাঝেও যে-লোক হালকা রসিকতা করতে পারে, স্বাভাবিক ভাবেই, তার জন্য সহানুভূতি জাগল ওর মনে। কঠিন লোক, ভাবল ও, তারপর অন্য ঘোড়াগুলোর দিকে নজর ফেরাল।

'তোমরা এস পি র‍্যাঞ্চের লোক?' জিজ্ঞেস করল ও। ওপর নিচ মাথা ঝাঁকাল ল্যান্টি।

আবার মুখ খুলল ড্রেইট। 'মিথ্যে কথা। এস পি র‍্যাঞ্চে নতুন বাবুর্চি এসেছে। বলুক দেখি ওরা, লোকটা দেখতে কেমন?'

চ্যালেঞ্জের সন্তোষজনক কোন জবাব দিতে পারল না দুর্বৃত্তরা, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। কর্টেযের নির্দেশে স্যাডল থেকে পিছলে মাটিতে নামল ল্যারি, প্রথমে রোজি তারপর ড্রেইটকে মুক্ত করল। দুর্বৃত্তদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিল ওরা, ল্যান্টির কাছ থেকে পিস্তল আর ওয়ালেট ফেরত নিল ড্রেইট, মুখোমুখি হলো ওর।

'আমার হাত বেঁধে আমাকে মেরেছিলে তুমি,' বলল নিক। 'আমার নীতি মারের বদলে মার।' কথা শেষ করেই ল্যান্টির মুখে প্রচণ্ড ঘুসি হাঁকাল ও। এত জোরে, মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে গেল থ্যাবড়া-নাকের পা, নিতম্ব দিয়ে সশব্দে আছড়ে পড়ল। বাতাসের অভাবে খাবি খেল ল্যান্টি, থুতুর সাথে একদলা রক্ত আর এক পাটি দাঁত ফেলে অশ্রাব্য ভাষায় খিস্তি করল।

'ড্রেইট, এর শোধ আমি তুলব।'

'চেষ্টা করে দেখতে পার,' বলে এস পি র‍্যাঞ্চের ঘোড়াগুলোর দিকে এগোল নিক। 'আমি নিজে গিয়ে এগুলো ফেরত দিয়ে আসব।'

পায়ে হাঁটার ভয়ে, তক্ষুণি সমস্বরে প্রতিবাদ জানাল চার দুর্বৃত্ত। ওদের দলনেতা, থ্যাবড়া-নাক ওরফে ডার্ক ল্যান্টি, সাবাডিয়াকে বলল, 'ওই ঘোড়াগুলো আমরা ধার নিয়েছি।'

'মিথ্যে কথাটাও দেখছি গুছিয়ে বলতে শেখনি,' মুচকি হাসল কর্টেয। 'যাকগে, একটু হাঁটাহাঁটি করলে মগজ খোলতাই হবে। তোমাদের সৌভাগ্য, এর চেয়ে তুচ্ছ অপরাধে মানুষকে আমি ফাঁসিকাঠে লটকাতে দেখেছি।'

ঘোড়া নিয়ে সদলবলে ট্রেইলে উঠল ড্রেইট, সামনে ও আর সাবাডিয়া, পেছনে রোজি আর ল্যারি পাশাপাশি।

'তোমার কাছে আমি ঋণী,' ড্রেইট বলল। 'তুমি না এলে এতক্ষণে পটল তুলতাম।'

'ও কিছু না,' সলজ্জ হাসল কর্টেয। 'ল্যান্টিকে দেখেই যা বোঝার বুঝে ফেলেছিলাম আমি। আচ্ছা, তুমি সত্যিই নেস্টর, জবরদখল করে থাকছ এখানে?'

'একরকম তাই। তুমি আমার বাসায় এলে আমি খুশি হব, সিনর।'

'কর্টেয,' মৃদু হাসল সাবাডিয়া। 'আর এ হচ্ছে আমার বন্ধু কামপার্টনার—ল্যারি বার্টন। আমরা দেশ দেখতে বেরিয়েছি।'

'দেখার মত জায়গাটাই বটে, তবে সাপখোপের ভয় আছে,' পরিহাসতরল জবাব এল।

ওদিকে, ল্যারি রোজির সাথে ভাব জমানর ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। স্থাণুর মত স্যাডলে বসে আছে মেয়েটা, চোখ ট্রেইলের ওপর স্থির, কেবল মাঝে মাঝে হুঁ-হাঁ করে ল্যারির প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে।

'এই পশ্চিম দেশটা ভীষণ নিষ্ঠুর, মানুষগুলোও কেমন যেন,' একসময় তিক্ত সুরে বলল রোজি।

'কঠিন, কিন্তু তারমানে খারাপ না,' সাফাই গাইল ল্যারি। 'যেমন তোমার বন্ধু, ড্রেইট'–নিজের কথায় এত মশগুল ছিল ল্যারি, লক্ষ্য করল না 'বন্ধু' কথাটা শুনে শিউরে উঠল স্বর্ণকেশিনী–'কঠিন লোক, কিন্তু আমি ওকে বিশ্বাস করব। সাচ্চা মানুষ। দেখলে না, ল্যান্টিকে কেমন ধোলাই দিল?'

'আচ্ছা, নিষ্ঠুরতাই কি সমস্ত অপরাধের একমাত্র ওষুধ?'

'আমার বিশ্বাস, বিশেষ করে যেখানে আইনের অস্তিত্ব নেই।'

'আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার,' বিরক্তি প্রকাশ করল রোজি, 'সব পুরুষই একগোয়ালের গরু।'

প্রাণ খুলে হাসল ল্যারি। 'একগোয়ালে থাকলে যদি বেঘোরে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচা যায়–আমি, বাবা, তাতেই রাজি।'

স্বর্ণকেশিনী হাসল না, জবাব দেয়ার আদৌ কোন ইচ্ছে থাকলেও ঠিক ওই সময়ে দূরে পরপর কয়েকটা রাইফেল গর্জে ওঠায় মত বদলাল। রেকাবের ওপর সোজা হলো ড্রেইট, গাল বকল।

'সর্বনাশ! ওদিকেই শ্যাডো ভ্যালি; কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। আমাদেরকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে।'

ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল ও, চলার বেগ বাড়াল। অচিরেই মূল ট্রেইল থেকে বাঁয়ে সরে গেল ড্রেইট, ঘন স্ক্রাব ওকের ঝোপঝাড় মাড়িয়ে মেঠোপথ ধরে ছুটল।

'দ্রুত পৌঁছান যাবে, তবে রাস্তা খারাপ,' ব্যাখ্যা করল ও। 'ওই ঘোড়াগুলোকে নিয়ে ঝামেলা হবে।'

'তুমি এগোও, আমি দেখছি,' বলে ল্যারিকে ইশারা করল কর্টেয। 'একদড়িতে সবটা ঘোড়াকে বেঁধে আমাদের পেছনে টেনে নিয়ে আস, তাহলেই আর ওরা ছত্রভঙ্গ হবে না।'

গাছপালা-ছাওয়া দীর্ঘ পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা। যা বলেছিল ড্রেইট, সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে, গতিবেগ বাড়ানর প্রশ্ন এখানে অবান্তর। এখন আর কোন গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে না, তবে মাইল কয়েক সামনে ধোঁয়ায় কাল হয়ে আছে আকাশ।

'ওটা যদি আমার বাড়ি হয়ে থাকে,' দাঁতে দাঁত ঘষল ড্রেইট, 'এখানকার অনেক গরু ব্যবসায়ীকে শিগ্‌গিরই নতুন র‍্যাঞ্চ হাউস বানাতে হবে।'

অল্পক্ষণের মধ্যে সমতল ঘেসো জমিতে নেমে এল ওরা। অনতিদূরে একটা গিরিখাতের প্রবেশমুখ, বড়জোর চল্লিশ গজ চওড়া, দুপাশে কিছুদূর সোজা উঠে গেছে পাথুরে দেয়াল, তারপর ক্রমশ বাঁক নিয়েছে ভেতর দিকে, ভাবখানা প্রকাণ্ড একটা প্রাকৃতিক খিলান তৈরি করবে। কাছেই ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে কিছু বিরাটাকৃতি পাথরচাঁই, বোঝা যায় কোন একসময়ে সত্যি সত্যি খিলান ছিল ওখানে, এখন শুধু স্তম্ভগুলো রয়ে গেছে।

এই তোরণ অতিক্রম করল ওরা, এরপর যা দেখল তাতে বিস্মিত হলো সাবাডিয়া। ও ভেবেছিল জায়গাটা পাথুরে কোন নালা হবে, কিন্তু আসলে তা নয়, ডিম্বাকৃতি একটা উপত্যকা, তিনদিকে ছোট ছোট পাহাড় বেষ্টিত। সামনে তীক্ষ্ণ বাঁক থাকায় উপত্যকার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে পারল না ও, তবে আন্দাজ করল প্রস্থে সিকি মাইল হবে, চারপাশে চমৎকার সবুজ সতেজ ঘাস রয়েছে। আরো পর্যবেক্ষণ করার ইচ্ছে ছিল ওর, কিন্তু ড্রেইট আবার খিস্তি করায় ওর দিকে নজর ফেরাল কর্টেয।

ঝোপঝাড়ের কিনারে একটা কাঠের কেবিন ধিকিধিকি পুড়ছিল তখনো। যখন ওরা আরেকটু কাছে গেল কেবলমাত্র তখনই দেখল গাছের ডালে কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। অল্প কিছুক্ষণ আগেও ওটা একটা তরতাজা মানুষ ছিল, কিন্তু এখন বিদঘুটে ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে আছে মাথা, দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভ বেরিয়ে পড়েছে, চোখ ওলটান। ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল রোজি, ল্যারির মুখ রক্তশূন্য, কেবল সাবাডিয়া আর ড্রেইট স্বাভাবিক, ঠোঁট কামড়ে চেয়ে আছে ঝুলন্ত লাশটার দিকে; এধরনের দৃশ্য এর আগেও বহুবার দেখেছে ওরা। আগে বাড়ল নিক, রেকাবের ওপর দাঁড়িয়ে দড়ি কেটে লাশটাকে সাবধানে নামাল মাটিতে। এবং ঠিক তখনই নিহত লোকটার জামায় গাঁথা একটা চিরকুট চোখে পড়ল ওর। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা: 'ভাগ, ড্রেইট। এরপর তোমার পালা।

চিরকুটটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল ও। পরক্ষণে ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে অকুস্থলে হাজির হলো চারজন রাইডার, রাশ টানল আচমকা, তারপর নিহত লোকটাকে দেখতে পেয়ে নিজেদের টুপি নামাল।

'এডিকে তাহলে খুন করেছে ওরা,' বলল মাঝবয়সী খর্বকায় এক কাউবয়। 'আমরা জানতাম না।'

'তোমরা কী জান, রবসন?' জিজ্ঞেস করল ড্রেইট।

'অল্পই। আরেক মাথায় ছিলাম, তোমার কথামত বন্ধ করছিলাম ওদিককার ঢোকার রাস্তা। ধোঁয়া দেখেই ছুটে এসেছি। আমরা আসছি টের পেয়ে ওরা ভেগেছে, কাপুরুষের দল। আমরা ভেবেছিলাম শুধু কেবিনটাই বুঝি জ্বলছে, তাই তাড়া করেছিলাম ওদের, কিন্তু ধরতে পারিনি—অনেকদূর চলে গিয়েছিল।'

'কজন?'

'সম্ভবত, নয়। না, কারো নাম বলতে পারব না–শুধু পেছনটা দেখেছি। মোটা-তাগড়া একজন ছিল, মনে হলো কুলিন, তবে ঠিক জানি না।'

ভূতলশায়িত লাশের দিকে আবার চোখ ফেরাল ড্রেইট, লোকটার মুখ ও ঢেকে দিয়েছে নিজের হ্যাট দিয়ে।

'একবার ভাব,' ক্ষোভের সুরে বলল নিক। 'ঘোড়া থেকে পড়ে জন্মের তরে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল বেচারা–তবু বেজন্মার দল কিনা ওকেই ফাঁসি দিল। কেন–না, ও আমার লোক। খোদার কসম! এডি, এর মাশুল ওদের গুনতে হবে।'

'তোমাদের এখানে শেরিফ নেই?' কর্টেয প্রশ্ন করল।

'আমার জন্য নেই, গরু ব্যবসায়ীদের আছে,' শ্লেষ মাখা জবাব এল। 'ওরা ওকে নিয়োগ করেছে, এবার তুমি বাকিটা বুঝে নাও।' স্যাডলে ফিরে গেল ড্রেইট। 'রবসন, লোকজন নিয়ে তুমি এডির কবরের ব্যবস্থা কর–ও যে-দেবদারু গাছটার নিচে বসত তার গোড়ায় দেবে। টনি কোথায়?'

'মাল আনতে মিডওয়ে গেছে। বিকেলের মধ্যে এসে পড়বে।'

ঘাড় কাত করল ড্রেইট। 'আজ রাতে তোমরা সবাই আমার বাসায় খাবে। অবস্থা দিন দিন ঘোরাল হচ্ছে, আলোচনা করে আমাদের কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

উপত্যকা বরাবর আরো শ-দুয়েক গজ যাওয়ার পর র‍্যাঞ্চ-হাউসের দেখা পেল ওরা। নিচু লম্বা দালান, গাছের গুঁড়ি কেটে বানান। সামনে উঁচু বারান্দা, বাড়ির পেছনের অংশে অনেকটা জমিতে কোন গাছপালা নেই, কেটে সাফ করা হয়েছে। বাঁয়ে পোল কোরাল, ডানে বাংকহাউস। ঘোড়াগুলো কোরালে রেখে বাসার পথ ধরল ওরা, বারান্দায় উঠতেই মোটাসোটা মাঝবয়সী এক নিগ্রো রমণীর সঙ্গে দেখা হলো।

'হ্যালো, লিণ্ডি,' নিগ্রো রমণীকে সম্ভাষণ জানাল নেস্টর।

'ওহ্, তুমি এসেছ, বাঁচলাম, মাসাহ্ নিক,' জবাব দিল লিণ্ডি।

'কী ব্যাপার?'

'বিপদ বুঝলে এডি আমাকে ঝোপের ভেতর পালাতে বলেছিল। বাইরে গোলমালের আওয়াজ পেয়ে দেখতে গেছে ও, আর ফিরে আসেনি।' উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ল কৃষ্ণাঙ্গিনীর কণ্ঠে।

'ফিরবে না–ওরা ওকে খুন করেছে।' ড্রেইট দেখল লিণ্ডির মুখ হাঁ হয়ে গেছে, চোখে পানি। 'কর্তব্যপালন করতে গিয়ে মারা গেছে এডি, কাঁদলে ওর কোন লাভ হবে না,' রুক্ষসুরে বলে খোলা একটা দরজা দেখাল শ্যাডো ভ্যালির মালিক। 'কর্টেয, ওটা পারলার, তুমি আর ল্যারি আরাম কর, আমি খাবারের জোগাড় করছি।'

ওরা যখন বিদায় নিল আবার নিগ্রো রমণীর দিকে ফিরল ড্রেইট। 'লিণ্ডি, এ আমার বন্ধু, মিস ডারেল, এখানে থাকবে। ওর যাতে কষ্ট না হয় সেদিকে

লক্ষ্য রাখবে তুমি। আপাতত মুখহাত ধোয়ার ব্যবস্থা কর—তারপর আমাদের সবার জন্য খানা লাগাও।'

সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত দুঃখ শোকতাপ ভুলে গেল লিণ্ডি, উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ। 'আমার সাথে এস তুমি,' বলল ও।

দোনোমনো করছিল রোজি, ড্রেইট শান্ত গলায় বলল, 'লিণ্ডিকে তুমি অনায়াসে বিশ্বাস করতে পার।'

সাদামাঠা শোবার ঘর, তবু রোজি ড্রেইটের কাছে ওটাই বিলাসবহুল বলে গণ্য হতে পারত, কিন্তু গেল চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনাবলী, বিশেষ করে ফাঁসির বীভৎস দৃশ্যটা ভয়ঙ্করভাবে দাগ কেটেছে ওর মনে, ফলে আগের মতই হতাশায় ডুবে রইল সে। গোটা ব্যাপারটা ওর কাছে দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে, কোনমতেই ভুলতে পারছে না। নিগ্রো পরিচারিকা রোজির টুপি আর কোট খুলতে সাহায্য করল, পানি ভরে দিল ওঅশ স্ট্যাণ্ডের গামলায়। স্বর্ণকেশিনীর ক্লান্ত মলিন চেহারা ওর মাতৃসুলভ দৃষ্টি এড়ায়নি। 'সকাল থেকে খেয়েছ কিছু?' জিজ্ঞেস করল লিণ্ডি। তারপর রোজি যখন মাথা নাড়াল তখন বলল, 'যা ভেবেছি। মাসাহ্ নিক সব্বাইকে ওর মত শক্তপোক্ত ষাঁড় মনে করে। যাকগে, তুমি একটু বিশ্রাম কর শুয়ে—আমি এক্ষুণি খাবার আনছি।'

পা চালিয়ে বেরিয়ে গেল লিণ্ডি, বিছানায় ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিল রোজি, ঘুমিয়ে পড়ল।

'বিশেষ অতিথির' যত্নআত্তির ভার নিগ্রো রমণীর হাতে তুলে দিয়ে, ড্রেইট পারলারে গিয়ে ওর নতুন বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বেশ বড়সড় কামরা, ঢাউস সেন্টার টেবিলটা গৃহস্বামীর অতিথিপরায়ণতার সাক্ষ্য দিচ্ছে, পুরু গদি-আঁটা চেয়ারগুলো আরামদায়ক। একদিকের দেয়ালে বনেদি ঢঙের উঁচু কাবার্ড রয়েছে একটা, পাশেই লেখার টেবিল, আর কাঠের মেঝে রোদে-শুকানো ভেড়ার ছালে আবৃত।

'খাওয়া আসতে বোধহয় একটু দেরি হবে,' বলল নিক। 'লিণ্ডি জানত না এত লোকজন আসবে—তাছাড়া এডি ওকে রান্নায় সাহায্য করত।'

ল্যারি উঠে দাঁড়াল। 'রান্নাবান্নার কাজ আমার দারুণ পছন্দ,' বলল ও।

গৃহস্বামীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও, একগাল হেসে রান্নাঘরের সন্ধানে বাড়ির ভেতর অদৃশ্য হলো কাউবয়। সাবাডিয়া স্মিত হাসল।

'যেতে দাও,' বলল ও। 'দরকারের সময় করতে চাইবে না, এখন তা নেই, তাই মজা পাচ্ছে। এটা মানুষের একটা মজ্জাগত স্বভাব।'

সংক্ষেপে ল্যারির জীবন-কাহিনী খুলে বলল ও, সবশেষে যোগ করল, 'ছেলেটা সৎ। ওয়াই যেড ছাড়ার সময় ওকে আমি বেড়ানর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, বোধহয় সেজন্যেই ছটফট করছে।'

'তাহলে তো আমার সাথে দেখা হয়ে ওর আনন্দটা মাটি হলো।'

মৃদু হাসল সাবাডিয়া। 'আরে না, তোমার দেখা পাওয়ার এক মুহূর্ত

আগেও আমরা আক্ষেপ করছিলাম, শুধু শুধু বেড়িয়ে কোন মজা নেই, এক-আধটু উত্তেজনাই যদি না থাকল।'

খানিক বাদে ল্যারি যখন ফিরে এসে জানাল খাবার তৈরি, এবং বাথান কর্মচারীরা এসে পড়ল দলবেঁধে, ড্রেইট ওর বউকে ডাকতে উঠে গেল। ওর করাঘাতে রোজির ঘুম ভেঙে গেল, লিণ্ডি ফিরে এসেছে ভেবে খুলে দিল দরজা।

'খাবার তৈরি,' বলল নিক।

'আমার খিদে নেই,' জবাব দিল রোজি, তারপর যখন মনে পড়ল গতরাতেও সে ঠিক একথাই বলেছিল তখন যোগ করল, 'তোমার চাবুক আননি?'

বিদ্রূপ গায়ে মাখল না ড্রেইট। 'তোমার সাথে আমি সকলের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই, অনেককিছু আলোচনার আছে।'

'আমি কারও সঙ্গে পরিচিত হতে চাই না, তাছাড়া তোমার কোন ব্যাপারে আমার মাথাব্যথা নেই,' মুখিয়ে উঠল রোজি।

'ভুল। এডির মৃত্যুতে পরিস্থিতি ঘোরাল হয়ে পড়েছে। নিজের অবস্থা এখন আমার পুরোপুরি জানা দবকার। সবাইকে সবকিছু জানিয়ে, প্রত্যেককেই আমি সুযোগ দেব চলে যাওয়ার। তুমিও আছ সেই দলে।'

একটুক্ষণ চুপ করে রইল রোজি, উপহাসের দৃষ্টিতে মাপল ড্রেইটকে। 'আমার আগে যেসব মেয়ে এটা পরেছিল তাদের ভাগ্যে কী ঘটেছে?' নিকের-দেয়া আঙটিটা হাতের তালুতে রেখে দেখাল ও।

'একজনই পরত, সে মারা গেছে।'

'তুমি খুন করেছ?'

'চমৎকার অনুমান। ওই মহিলা ছিলেন আমার মা, আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছেন,' কঠোর সুরে জবাব দিল নিক। 'এস।' এবারও যখন নড়ল না স্বর্ণকেশিনী, শীতল কণ্ঠে ড্রেইট বলল, 'আজ সকালে তুমি তিনটে কাজ করার ব্যাপারে শপথগ্রহণ করেছ–স্বামীকে ভালবাসবে, সম্মান দেবে, এবং অনুগত থাকবে। প্রথম দুটোর ব্যাপারে আমি জোর খাটাব না, কিন্তু আনুগত্য জিনিসটা চাই।'

পারলারে সাতজন লোক বসেছিল টেবিল ঘিরে, একপ্রান্তে দুটো চেয়ার খালি ছিল তখনও। ড্রেইট আর তার সঙ্গিনী ঢুকতে সবাই দাঁড়িয়ে সম্মান জানাল।

'বন্ধুরা, এর নাম মিস ডারেল, আমার–মেহমান,' বলল নিক।

ঘোষণাটা শুনে বিস্ময়ের ছাপ ফুটল সকলের চেহারায়, দু-একজনকে লজ্জিত দেখাল। সাব্যাডিয়া অনুমান করল মেয়েটাকে নিয়ে রীতিমত আলাপ-আলোচনা হয়েছে বাংকহাউসে, এবং সম্ভবত অন্যকিছু ধারণা করেছিল ওরা। দলের মধ্যে রবসন সকলের বড়, সে-ই মুখ খুলল।

'তোমার সাথে পরিচিত হয়ে আমরা সবাই খুশি হয়েছি, ম্যাম,' বলল ও, এবং সকলে হৈ-হৈ করে সমর্থন করল ওকে।

'ধন্যবাদ,' অস্ফুট স্বরে বলল রোজি, কিন্তু ওর আড়ষ্ট মুখে হাসি ফুটল না।

'আশা করি তুমি অনেকদিন আমাদের সঙ্গে থাকবে, ম্যাম,' স্বভাবসুলভ বাঁকা হাসি হেসে বলল দীর্ঘকায় এক কাউবয়, আঙুল চালিয়ে একমাথা কাল অবিন্যস্ত চুল আঁচড়ে নিল।

'ধন্যবাদ,' বলে স্ত্রীর উদ্দেশে ঘুরল ড্রেইট। 'ওর নাম টনি ল্যামণ্ড, এই আউটফিটের ফুলবাবু। উলটো দিকে রবসন, আমার ফোরম্যান; তার পাশে স্মোকি, চমৎকার কাউহ্যাণ্ড, কিন্তু জুয়াড়ি। বাকি দুজন লংহর্ন আর শর্টহর্ন। যমজ ভাই–মিনিট কুড়ির ছোট-বড়। সকলের নাম জানলে তুমি, এবার খাওয়া, কথা পরে হবে।'

পরবর্তী আধঘণ্টা মুখ বুজে আহার করল ওরা, সবশেষে ধূমায়িত কফি পান করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। চেয়ারে হেলান দিয়ে ঢেকুর তুলল সাবাডিয়া, গৃহস্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসল।

'বহুকাল এরকম খাইনি,' বলল ও। 'তোমার রাঁধুনি সত্যিই ভাল।'

'চেপে যাও, কর্টেয, এক্ষুণি ওর দাম বেড়ে যাবে।'

এঁটো থালাবাসন সরাচ্ছিল লিণ্ডি, মনিবের কথায় ওর হাসি দুই কানে গিয়ে ঠেকল।

যখন বিদায় নিল নিগ্রো হাউসকিপার, টেবিল চাপড়ে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করল ড্রেইট।

'এবার আমি তোমাদের শ্যাডো ভ্যালির কাহিনী শোনাব,' শুরু করল ও। 'বছরখানেক আগে রলিং নামে এক লোক সরকারের কাছ থেকে এই জমি কিনে এখানে বসতি করে। বউ আর তিন ছেলে-মেয়ে ছিল ওর। বড় ছেলের বয়স ষোল। রলিং ছিল ক্যানসাসের লোক, নিরীহ তবে জেদী। অনেকেই এই জমি কিনতে নিষেধ করেছিল ওকে, কিন্তু ও শোনেনি।'

ধাপে ধাপে ওরা জানল, শ্যাডো ভ্যালিতে আসার পরপরই উড়োচিঠি পেতে শুরু করে রলিং, কিন্তু আমল দেয়নি। তারপর একদিন মুখোশ-পরা নজন ঘোড়সওয়ার এসে ওকে হুকুম করল বাড়ি ছেড়ে দেয়ার। ওদের সাথে তর্ক জুড়ল রলিং, এই সময়ে জঙ্গলে শিকার করছিল ওর বড় ছেলে। লোকজনের আওয়াজ পেয়ে বাবার কাছে দৌড়ে আসে ও। রলিং নিষেধ করেছিল ওকে কাছে আসতে, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, দুর্বৃত্তদের একজন গুলি করে খুন করল ওকে। রলিংকে মিডওয়েতে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয় ওরা, যাওয়ার আগে শাসিয়ে যায় যদি ফিরে আসার চেষ্টা করে সে, তার পরিবারের সবাইকে খুন করা হবে।

শেরিফের কাছে গিয়ে বিচার দিয়েছিল রলিং। শেরিফ ক্যামর্ট জিজ্ঞেস

করেছিল লোকগুলোকে ও চিনতে পারবে কিনা, রলিং জানায় পারবে না, দুর্বৃত্তরা সবাই মুখোশ পরেছিল, এবং ওদের ঘোড়ার গায়ে কোন মার্কা ছিল না। এরপর ওকে নিয়ে এখানে আসে শেরিফ। ছেলেটার লাশ আর ওর রাইফেল খুঁজে পেয়েছিল ওরা। একটা খালি কার্তুজ ছিল ওতে। ক্যামর্ট রায় দেয় রলিংয়ের ছেলেই গুলি করেছিল আগে এবং ব্যাপারটা নিছক একটা আত্মরক্ষার ঘটনা।

"আমি কিছু করতে পারব না," ক্যামর্ট বলে। "তুমি চলে গেলেই ভাল করবে।"

'এই রলিংয়ের সাথেই মিডওয়েতে দেখা হয় আমার; ও তখন একদম ভেঙে পড়েছে–মনোবল, টাকাকড়ি সব শেষ, থাকার মধ্যে ছিল এই বাড়ি, জমি-জিরেত আর ওর গরুবাছুর। সবই কিনে নিলাম আমি। এখন খুনীগুলো আমার পেছনে লেগেছে, তবে এবার ওদেরকে অন্য ধরনের লোকের মোকাবেলা করতে হবে। যা-ই ঘটুক, আমি যাব না, মাটি কামড়ে লড়ব–যতক্ষণ না লোভী শয়তানগুলো একটা উচিতসাজা পাচ্ছে।'

একনিশ্বাসে বক্তব্য শেষ করে থামল ড্রেইট। পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে ঘরে। কোনরকম ভণিতার মধ্যে যায়নি ও, সহজসরল ভাষায় নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছে, তবে ওর সংকুচিত চোখের তারায় দৃঢ়সংকল্পের আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। দম নিয়ে খেই ধরল নিক:

'আমার বিবাদে তোমাদের আমি জড়াতে চাই না, তবু ভাবলাম আগেভাগে সব জানিয়ে রাখা ভাল। এখন যদি তোমাদের কেউ, বা সবাই চলে যেতে চাও, আমি একটুও ক্ষুব্ধ হব না। একটা কথা মনে রেখ, আমার সাথে হাত মেলানর অর্থই হচ্ছে আউট-ল হয়ে যাওয়া, কেননা এখানকার গরু ব্যবসায়ীদের মুখের কথাই আইন। তোমরা যদি ভাবনাচিন্তার সময় চাও, কাল সকালে আমাকে জানিয়ো।'

চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে আবার সিগারেট ধরাল ড্রেইট, অপেক্ষা করছে, তবে উত্তর পেতে বেশিক্ষণ দেরি হলো না। রবসনই মুখ খুলল সবার আগে।

'আমি থাকছি, নিক। তোমার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ।'

'আমিও,' বলল স্মোকি। বয়সের বিচারে ফোরম্যানের পরেই ওর স্থান, দোহারা গড়ন, আমুদে চেহারা। তবে যারা ওকে চেনে তারা জানে, প্রয়োজনে ওই লোকই চিতাবাঘের মত ক্ষিপ্র হয়ে উঠতে পারে।

'আমাদের লম্বু কী করবে জানি না, তবে আমি তোমার সঙ্গে আছি, নিক,' ঘোষণা করল ছোট হর্ন ওরফে শর্টি।

ভাইয়ের সুরে নিজের সুর মেলাল লম্বু ওরফে লংহর্ন। 'তাহলে আমাকেও আসতে হয়–একটা নাবালকের হাতে তো আর আমাদের পরিবারের মানসম্মান রক্ষার ভার তুলে দিতে পারি না।'

'কাজ করে এই নাবালকই–বড়জন তো মরা কাঠ,' সতেজে জবাব দিল শর্টি।

টনি ল্যামণ্ডের অলস গলা দুই ভাইয়ের সরস বচসায় ব্যাঘাত ঘটাল। 'আমাকেও তোমরা হিসেবের মধ্যে রাখতে পার।' কেবলমাত্র টেবিলের মাথায়-বসা মেয়েটা লক্ষ্য করল, ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর পানেই চেয়ে আছে কাউবয়।

স্পষ্টত স্বস্তির ছাপ ফুটল ড্রেইটের চেহারায়; জানে এসব লোকের ওপর সে নির্ভর করতে পারবে।

'আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ,' বলল ও। 'একটা মারাত্মক অগ্নিপরীক্ষায় নেমেছি আমরা, সবারই জীবনের ঝুঁকি আছে, তবে তোমরা যদি আমাকে সাহায্য কর, আমরা হয়তো জিততেও পারি এ-লড়াইয়ে। অন্তত ওই খুনীগুলোকে একজন গোবেচারা নয়–ছজন শক্ত লোকের মোকাবেলা করতে হবে।'

এতক্ষণ চুপ করে ওদের কথাবার্তা শুনছিল সাবাডিয়া, প্রতিটি বক্তার হাবভাব জরিপ করছিল। ফিসফিস করে ল্যারি ওকে কিছু বলতে ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল কর্টেয।

'আমার গুণতে ভুল হয়ে থাকতে পারে, তবে মনে হয় আমরা আটজন,' বলল ও।

পলকে পলক তুলল ড্রেইট। 'তারমানে তুমি আর তোমার বন্ধুও যোগ দিতে চাইছ?'

'ক্ষতি কী?' শান্ত জবাব এল। 'কোন কাজ না থাকায় এমনিতেই হাঁফিয়ে উঠেছিলাম আমরা, অবশ্য তাই বলে ভেব না নিছক আনন্দের জন্য থাকতে চাইছি। আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ, কিন্তু কাপুষের মত খুন বরদাস্ত করতে পারি না। অতএব তুমি যদি রাজি হও···'

গৃহে ফেরার পর এই প্রথম খুশি ছড়াল ড্রেইটের চোখে। 'রাজি হব মানে,' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল ও। 'আরেকটা কথা তোমাদের বলা হয়নি–ওই পাঁচটা ঘোড়ার ব্যাপারে,' বলে কর্মচারীদের সবিস্তারে জানাল নিক কিভাবে ওকে দুর্বৃত্তদের কবল থেকে রক্ষা করেছে সাবাডিয়া আর ল্যারি। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ল্যান্টি নামে কারোকে চেন? ও-ই নেতত্ব দিচ্ছিল ওদের।'

'আলবত চিনি,' হুঙ্কার ছাড়ল রবসন। 'চ্যাপম্যানের ডান হাত। ওদেরকে তোমার ঝুলিয়ে দেয়া উচিত ছিল।'

'এডির হাল জানা থাকলে অবশ্যই ঝোলাতাম,' ম্লান সুরে বলল ড্রেইট।

'যাইহোক, মন্দের ভাল–চ্যাপম্যানটা মরেছে।' শ্রাগ করল রবসন। 'শালা একটা দুমুখো সাপ ছিল, কাজ করত গরু ব্যবসায়ীদের, আবার পাশাপাশি ওদের ঘরেই সিঁদ কাটত।' ঘড়ি দেখল ও। 'চল, বন্ধুরা, ঘুমের সময় হয়েছে।'

নিক আর রোজিকে বিদায় জানিয়ে ওরা যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, ফোরম্যানকে কাছে ডেকে শ্যাডো ভ্যালির মালিক বলল, 'কর্টেয আর ল্যারির আরাম-আয়েসের ব্যবস্থা করবে; ওরা না থাকলে কালই তোমাদের অন্যখানে কাজ খুঁজতে হত।'

সবাই চলে যাওয়ার পর, স্ত্রীর দিকে ফিরল ড্রেইট। ওদের পরিচয় কিংবা বিয়ের ব্যাপারে কর্মচারীদের কিছু জানায়নি ও, তবু রোজির বিদ্বেষ কমেনি এতটুকু। স্বর্ণকেশিনীর ধারণা, ওর স্বামী এভাবে নিজের সম্মান বাঁচাতে চাইছে, পাছে সবকিছু জানলে মনিবের মুখে থুথু দেয় কর্মচারীরা।

'ওরা সবাই আমার সঙ্গে থাকছে,' আপনমনে বলল ড্রেইট, কণ্ঠে গভীর পরিতৃপ্তির সুর।

'নিজেদের চাকরি বাঁচাতে।'

স্ত্রীর বিদ্রূপে ক্রুদ্ধ হলো নিক। 'আনুগত্যের তুমি কিছু বোঝ না সেটা আমি জানি। তা কী করবে কিছু ঠিক করেছ?'

স্বামীর প্রশ্নে ফুঁসে উঠল রোজি। 'আমার ইচ্ছার কি কোন দাম আছে? তুমি আমাকে এই বিপদের মধ্যে টেনে আনলে কেন?'

'এডির ঘটনাটা আমাকেই ধাক্কা দিয়েছে ভীষণভাবে,' ধরা গলায় জবাব দিল ড্রেইট। 'আমার পক্ষে যতটা করা সম্ভব তোমার জন্যে, আমি করেছি। কাপড়চোপড় পেয়েছ, বাড়ি পেয়েছ, দেখাশোনার জন্য আয়া আছে–এমনকি আমার নামটাও ব্যবহার করতে পারবে।'

'একটা খুনীর নাম, আর কদিন পরেই আউট-ল হিসেবে যে মরতে যাচ্ছে,' ব্যঙ্গ ঝরল রোজির গলায়।

ড্রেইটের চেহারায় কোন ভাবান্তর হলো না, কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরে প্রচণ্ড ধার প্রকাশ পেল। 'আমি না মরা পর্যন্ত ইচ্ছে করলে তুমি মিডওয়ে গিয়ে থাকতে পার। যা-ই কর, আমার কিস্যু আসে যায় না।'

## তিন

পরদিন সকালে একাই নাস্তা সারল ড্রেইট, তারপর লিণ্ডিকে ডেকে বলল, 'মিস ডারেলের ওপর দিয়ে খুব ধকল গেছে, ওকে বিরক্ত কর না। ওর বিশ্রাম দরকার।'

ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল নিগ্রো পরিচারিকা। 'মেয়েটা ভাল, তবে কেমন যেন মনমরা।'

বাংকহাউসে রবসন তার কাজের নির্দেশ পেল। 'ওই পাঁচটা ঘোড়া

একদড়িতে বাঁধ, আমি ফেরত দিয়ে আসব। উপত্যকার প্রবেশ মুখে রাইফেল হাতে পাহারায় বসাও দুজনকে–অন্যরা ওপাশের ফাটলটা বন্ধ করবে। কর্টেয, তুমি আমার সাথে এলে ভাল হয়।'

বাসা থেকে যার যার স্যাডল নিয়ে ওরা কোরালে ফিরে আসার আগেই, স্মোকি আর শর্টি প্রথম কাজটা সেরে ফেলল। দড়িহাতে, দরজার ভেতরে পা রাখল ড্রেইট, উৎসুক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করল প্রায় গোটা চব্বিশেক ছটফটে ঘোড়াকে। তারপর চকিতে ছুটে বেরিয়ে গেল ওর ল্যারিয়েট, সাদা-কাল বুটিদার একটা ঘোড়ার মাথা গলে ফাঁস আটকে গেল গলায়। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে গোড়ালি দাবিয়ে টানটান করে দড়ি আঁকড়ে ধরল নিক্ষেপকারী। ফাঁস শক্ত হয়ে এঁটে বসতে ঘোড়াটা বুঝল বাধা দেয়া নিরর্থক, অনুগতটির মত পায়ে পায়ে চলে এল প্রভুর কাছে।

'বাহ্,' তারিফ করল সাবাডিয়া। 'আমাকে দিয়ে এসব হয় না, আমি একেবারেই অলস।'

নিচু গলায় শিস বাজাল ও। বিশাল কাল একটা রোয়ান খুনসুটি করছিল অন্যান্য ঘোড়ার সাথে, থমকে দাঁড়াল ও, কান খাড়া, তারপর ঝটিতি ঘুরেই একছুটে চলে এল সাবাডিয়া যেখানে রয়েছে সেখানে। বিশেষজ্ঞসুলভ দৃষ্টিতে ব্যাপারটা লক্ষ্য করল ড্রেইট।

'চমৎকার জিনিস,' বলল সে। 'ওর বিনিময়ে আমার যেকোন দুটো ঘোড়া তোমাকে আমি দান করতে পারি।'

'তোমার আস্তাবলে কয়েকটা ভাল জানোয়ার আছে, তবে সবগুলো দিলেও আমি ওকে দেব না,' কর্টেয জবাব দিল।

'জানতাম, ঠিক একথাই বলবে তুমি,' নিক বলল। 'আশা করি ওকে বেশি পোষ মানিয়ে ফেলনি, তাহলে কিন্তু চুরি যাওয়ার ভয় আছে।'

'চেষ্টা করে দেখতে পার, তবে–সাবধান।'

এক কদম আগে বেড়ে হাত বাড়াল ড্রেইট। কান নামিয়ে ফেলল রোয়ান, মুখব্যাদান করল আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে, প্রসারিত হাত থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে খটাস শব্দে পরস্পর বাড়ি খেল ওর দাঁতগুলো। পরক্ষণে, ক্রুদ্ধ চিৎকার দিয়ে, পেছনের পায়ে সোজা হলো ব্লু ডেভিল; আর মাত্র একটা মুহূর্ত, তারপরই সামনের দুই পায়ের সবকটা মারণঘাতী খুর সবেগে নেমে আসবে ড্রেইটের মাথার ওপর।

'শান্ত হ, ব্লু,' ঘোড়াকে তিরস্কার করল কর্টেয।

জাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো এতে; আবার খাড়া হয়ে গেছে কান, দাঁত ঢেকে গেছে, চোখ থেকে বিদায় নিয়েছে বন্যতা, আলতোভাবে মাটি স্পর্শ করল ওর পা। সভয়ে পিছিয়ে এল ড্রেইট, এতক্ষণের চেপে রাখা শ্বাস ছাড়ল।

'খুনী?' বলল ও।

'সময়ে,' স্বীকার করল কর্টেয। 'আসলে, ও বন্ধু চিনতে ভুল করে না।'

উপত্যকার প্রবেশমুখ অবধি ওদেরকে এগিয়ে দিল দুই কাউবয়; এরাই নিচ্ছে প্রথম পাহারার দায়িত্ব।

'কাজকর্ম বিশেষ নেই,' মন্তব্য করল ড্রেইট। 'আমার গরুবাছুর এখনও আনিনি।'

প্রবেশমুখের কাছাকাছি এসে হঠাৎ রাশ টানল সাবাডিয়া।

'কে বলে কাজ নেই, বহুকিছু করার আছে,' বলল ও। 'পাথরের দেয়াল তুলে মাঝের ফাঁকটা কমিয়ে ফেলা যায়–ঘোড়ার সাহায্যে বড় বড় পাথরচাঁই জায়গামত টেনে আনলেই হলো–তারপর দুই পাল্লার ভারি দরজা লাগাবে, সবসময় বন্ধ থাকবে হুড়কো। এতে করে গরুবাছুর যেমন পালাতে পারবে না, বাইরে থেকে কারোকে ঢুকতে হলেও অনুমতি লাগবে।'

নিজের উরু চাপড়াল ড্রেইট। 'খোদার কসম। দারুণ এক কথা বলেছ বটে,' সোল্লাসে চিৎকার করল। 'শর্টি, যাও, এক্ষুণি ডেকে আন রবসনকে।'

অল্পক্ষণের ভেতর ফোরম্যান এসে হাজির হলো অকুস্থলে। ড্রেইট পরিকল্পনাটা ব্যাখ্যা করল ওকে, রবসন উৎসাহ দেখাল।

'সত্যিই দারুণ, কর্টেয,' বলল ও। 'এখন কাজটা ঠিকমত শেষ করার দায়িত্ব আমাদের। অনেক উঁচু করে বানাব, ভেতরে ওঅচ টাওয়ার থাকবে।' মুচকি হাসল রবসন। 'আমার ওপর সব ছেড়ে দাও, নিক; এক্ষুণি হাত লাগাচ্ছি–ওপাশের ফাটলটা পরে বুজালেও চলবে।'

এরপর এস পি র‍্যাঞ্চের ঘোড়াগুলো নিয়ে আবার এগোল ড্রেইট আর তার সঙ্গী। মাইল খানেক গিয়ে চ্যাপম্যানের ঘোড়াটা ছেড়ে দিল নিক।

'পথ খুঁজে বাড়ি চলে যাবে, না পারলেও আমার কিস্যু আসে যায় না,' বলল ও। 'তারপর, কেমন বুঝলে আমার লোকদের?'

'ভালই।'

'আমার সাথে এসেছে–সব্বাইকে বাজিয়ে দেখে নিয়েছি আগে।'

'ল্যামণ্ডকেও?'

'না–ও এসেছে আমি উপত্যকাটা কেনার পর।'

'নিজেই এসেছিল না ডেকে কাজ দিয়েছ?'

'নিজেই, বলল বেকার, আমারও লোক দরকার, রেখে দিলাম। কেন, কিছু জান ওর বিরুদ্ধে?'

'নাহ্, এর আগে দেখিনি কোনদিন,' হালকা কণ্ঠে জবাব এল। 'তবে ও যেন এখানে ঠিক খাপ খায় না।'

'আমার জংলীগুলোর তুলনায় একটু বেশি ফুলবাবু,' ড্রেইট হাসল।

সাবাডিয়াও হেসে ওখানেই ইতি টানল প্রসঙ্গের। ওরা উত্তরে যাচ্ছে লক্ষ্য করে একটা কথা জানতে চাইল ও।

'আগে ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দেব,' জবাব দিল ড্রেইট। 'তোমার সাথে

যার দেখা হবে সে ফোরম্যান, যদ্দিন মা-িকের খোঁজ না মিলছে, ও-ই চালাচ্ছে বাথান। বুড়ো স্যাম প্যাভিট বছরখানেক আগে মারা গেছে, এক মেয়ে আছে ওর, সে-ই পাবে সব সম্পত্তি। প্রায় পঁচিশ বছর আগে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় মেয়েটা, তারপর আর কোন হদিস পাওয়া যায়নি। এখন স্যামের উকিল তল্লাশি চালাচ্ছে।'

'দেশান্তরী না হয়ে থাকলে পাওয়া উচিত,' মন্তব্য করল কর্টেয। 'অবশ্য যদি মারা গিয়ে থাকে তাহলে আর কিছু করার নেই।'

'আমি যদ্দূর জানি ওদের কাছে এরকম কোন সূত্র নেই যা ধরে কাজ এগোন যায়। স্যামের কাগজপত্রের মধ্যে একটা চিঠি পাওয়া গেছে মেয়েটার। ওতে বলা আছে ওর স্বামী—যার কারণে বাপ-বেটির গোলমাল—মারা গেছে। কিন্তু স্বামীর পুরো নাম নেই, আর ওদের একটা বাচ্চার উল্লেখ আছে, নাম ফ্র্যাংকি। চিঠিটা কোত্থেকে পাঠান হয়েছে তার ঠিকানা বা ডাকঘরের সিলমোহর কিছুই নেই। খামটা ছেঁড়া ছিল। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না, ওই চিঠির উত্তর পায়নি মেয়েটা। সুন্দর র‍্যাঞ্চ, আমার বিশ্বাস গিলম্যান এখন ওটা হাতাবার তালে আছে।'

'ঠকবাজ?'

'দেখলেই বুঝতে পারবে—পেঁচুকে।'

প্রথম কয়েক মাইল গুটিকতক ছড়ান-ছিটান স্ক্রাব ওক ছাড়া আর কোন গাছপালা চোখে পড়ল না ওদের, ট্রেইলও নেই। সাবাডিয়া আন্দাজ করল ওরা সোজা পথে এগোচ্ছে। তারপর এবড়োখেবড়ো একটা ওয়াগন রোডে বেরিয়ে এল, চারপাশে অসংখ্য খুরের ছাপ। বুড়ো আঙুল নাচিয়ে ডানের রাস্তাটা দেখাল ড্রেইট।

'মিডওয়েের পথ,' বলল ও। 'ওখানে পরে যাব।'

বাঁয়ে মোড় নিল ওরা, এবং খানিক বাদে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল কর্টেয রাস্তা ভাল হতে শুরু করেছে; গাছপালা কেটে চওড়া করা হয়েছে পথ; যেন পাশাপাশি দুটো ওয়াগন চলতে পারে, যেসব জায়গা উঁচুনিচু, দুরমুজ করে সমান করার চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলো, তবে জঙ্গল পুনরায় তার থাবা বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে।

'বুড়ো স্যামের তৈরি, ওর বেশির ভাগ রাইডার চলে গেছে এজন্য। কাউবয়রা রাস্তা তৈরির কাজ পছন্দ করে না,' জানাল নিক। 'গিলম্যান তাই ঠিক করার ঝুঁকি নিচ্ছে না আর।'

আরো মাইলটাক যাওয়ার পর শেষ হয়ে গেল রাস্তা, ঘাসে-ছাওয়া খোলামেলা চওড়া একটা রেঞ্জের দেখা পেল ওরা। মাঝখানে একসার দালানকোঠা, পেছনে গাছপালাভরা নিচু পাহাড়-পর্বত।

'চমৎকার লোকেশন,' তারিফ করল কর্টেয।

'ঠিক,' একমত হলো ওর সঙ্গী। 'মজবুত র‍্যাঞ্চ-হাউস, ঘাস-পানি সবই

আছে,' ভাঁজ পড়ল ড্রেইটের গালে। 'আমি এরকম জায়গা পেলে বর্তে যেতাম।'

'হ্যাঁ, সবাই চাইবে এমন একটা রেঞ্জের মালিক হতে,' স্মিত হাসল সাবাডিয়া।

ওরা যখন র‍্যাঞ্চ-হাউসের কাছাকাছি এসে পড়ল, গাট্টাগোট্টা এক লোক বেরিয়ে এল ভেতর থেকে, বারান্দার চালের খুঁটিতে হেলান দিয়ে জরিপ করল ওদের। ওর কুঁতকুঁতে চোখে আমন্ত্রণের লেশমাত্র নেই, দাঁতের ফাঁকে আধপোড়া কাল সিগার ধরা, পাতলা ঠোঁট দুটো বেঁকে রয়েছে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে।

'কী চাই?' কর্কশসুরে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'তোমাদের চারটে ঘোড়া ধরে এনেছি আমি, এখন ওগুলো বুঝে পেয়েছ এইমর্মে একটা রশিদ দাও,' জবাব দিল নিক।

'কোথায় পেয়েছ?'

'চ্যাপম্যানের চার গুণ্ডার কাছে। ওদের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইনি আমি, এছাড়া আরো একটা কারণ ছিল, তাই কেড়ে নিয়েছি।'

'সেই "আরো একটা" কারণ কী?'

'ওরা আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল।'

ভ্রূকুটি করল বারান্দার লোকটা। 'তোমার মনে হয়নি ঘোড়াগুলো ওরা ধারও নিয়ে থাকতে পারে?'

'তাই বলেছিল বটে, তবে কিনা অনেক দেরিতে,' হুল ফোটাল ড্রেইট। 'তাছাড়া, আমি মনে করলাম, এইট বি আউটফিটের সাথে তোমার খাতির থাকার কথা না।'

তেরছা চোখে ওকে একটুক্ষণ মাপল গিলম্যান। 'ঠিক, খাতির নেই,' বলল হুঙ্কার ছেড়ে। 'আসছি,' বলে বাড়ির ভেতর অদৃশ্য হলো ও, খানিক বাদে ফিরে এল একটা চিরকুটহাতে। 'ধন্যবাদ,' বলল এসপি র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান। 'চ্যাপম্যানের খপ্পরে কিছু পড়া মানেই লোকসান। আমার একটা পরামর্শ শোন, ড্রেইট; কোলের সাথে যদি তোমার কোন গোলমাল হয়ে থাকে, সময় থাকতে পালাও। এমনিতেও এখানে সুবিধে করতে পারবে না তুমি। রলিংয়ের কী দশা হয়েছিল ভুলে যেয়ো না।'

'ভুলব না,' নিক জবাব দিল। 'চ্যাপম্যানের হাত ছিল ওই ঘটনায়?'

'ভেবেছ আমি জানলেও বলব তোমাকে–তাও আবার একজন সাক্ষীর সামনে?'-চকিতে একবার ড্রেইটের সঙ্গীর আপাদমস্তক জরিপ করে, শ্লেষের সুরে বলল গিলম্যান।

'কর্টেয–আমার নতুন কর্মচারী,' পরিচয় করিয়ে দিল ড্রেইট। 'আর, কর্টেয, এ হচ্ছে জ্যাক গিলম্যান–এখানকার ফোরম্যান।' ঈষৎ ঘাড় কাত করে একে অপরকে অভিবাদন জানাল ওরা। 'নিখোঁজ উত্তরাধিকারীর কোন খোঁজ পেলে?'

'নাহ্, এই ঝামেলাটা শেষ হলে বাঁচা যেত,' জবাব এল। 'তা শ্যাডো ভ্যালিতে গরুবাছুর এনেছ?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল নিক। 'রলিংয়ের কাছ থেকে যেগুলো কিনেছিলাম চুরি হয়ে গেছে।'

কপট উদ্বেগের ছাপ ফুটল ফোরম্যানের চেহারায়। 'খুব খারাপ,' বলল সে। 'আবার যদি কেনার ইচ্ছে থাকে আমার কাছে এস; তোমার দুটো পয়সা হয়তো বাঁচাতে পারব।'

'মনে থাকবে,' জবাব দিল ড্রেইট। 'আরেকটা কথা, তুমি পারলে সবাইকে বলে দিয়ো, ওই উপত্যকা আমার—আমি ওখানে থাকছি।'

ওরা যখন বিদায় নিল পেছন থেকে কুৎসিত দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে রইল গিলম্যান। 'থাকছে?' আপনমনে বিড়বিড় করল ও। 'বোধহয় তোমার কথাই ঠিক; রলিংয়ের ছেলেও তাই আছে। কিন্তু ওই জোড়া পিস্তলের মেক্সিক্যানকে জোগাড় করলে কোত্থেকে, বাপু? চালু মাল মনে হচ্ছে; নাহ্, লোকটার ওপর নজর রাখতে হবে।'

আশ্চর্যের ব্যাপার, এস পি ফোরম্যান যখন একথা ভাবছে ঠিক সেই সময় কর্টেয আর ড্রেইটের মাথায়ও একই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল।

'কেমন বুঝলে?' জিজ্ঞেস করল নিক।

অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে মুখ বাঁকাল সাবাডিয়া। 'বুঝিনি, তবে বুঝতে হবে,' জবাব দিল।

'একদম আমার মনের কথা বলেছ। কিন্তু আমি ভাবছি, ও আমার টাকা বাঁচিয়ে দেবে কীভাবে? জানতে পারলে বোধহয় আরো বেশি বাঁচাতে পারব।'

'ঠিক,' কর্টেয হাসল। 'তা এবার আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'মিডওয়ে,' ড্রেইট জবাব দিল। 'জায়গাটা নরকেরও অধম।'

'মানে?'

'আইনকানুন বলতে কিছু নেই। বছর দুয়েক আগে শহরবাসীরা অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নতুন জাজকে একটা কোর্ট-হাউস আর জেলখানা তৈরি করে দিয়েছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। গরু ব্যবসায়ীরা তাঁকে হাত করে ফেলেছে, এখন শেরিফের মত নিজের চাকরি বাঁচাতে পারলেই তিনি খুশি।'

'কিন্তু চাকরি থাকা না থাকা নির্ভর করে গভর্নরের ওপর,' প্রতিবাদ করল কর্টেয।

'তাঁকে জানাচ্ছেটা কে?' ব্যঙ্গ ঝরল নিকের গলায়।

'র‍্যাঞ্চাররা তারমানে খুব শক্তিশালী?'

'ওদের কথাই আইন, তার ওপর সাথে কিছু গুণ্ডাপাণ্ডা রয়েছে। কজন? দাঁড়াও, বলছি, উত্তরে এস পি; কুলিনের বিগ সি দক্ষিণ-পুবে; ভিক ভাসকোর ডবল ভি দক্ষিণ-পশ্চিমে; এবং পশ্চিমে চ্যাপম্যানের এইট বি। এরাই আছে

আমার চারপাশে। এবার বুঝলে, তুমি একেবারে ভিমরুলের চাকে পা দিয়েছ।'

'আমার চামড়া মোটা,' স্মিত হাসল কর্টেয।

অনভিজ্ঞ লোকের কাছে, মিডওয়েকে সীমান্তের আর দশটা শহরের মতই মনে হবে। গুটিকতক দোতলা দালানকোঠা, কয়েকটা ফলস ফ্রন্টেড, বাকি সব মামুলি কেবিন, ওপরে ছনের ছাত। শহরে ঢুকেই রাশ টানল নিক, আঙুল তুলে ইশারা করল।

'ওই যে,' বলল ও, 'মিডওয়ের গর্ব।'

বেশ বড়সড় দোতলা একটা দালান, অন্যগুলোর চেয়ে একটু তফাতে অবস্থিত। গাছের গুঁড়ি কেটে বানান। মোট তিনটে দরজা, ওপরের ফলকগুলো বলে দিচ্ছে কোর্ট-হাউস, জেলখানা আর শেরিফের দফতর–আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী তিনটে প্রতিষ্ঠানই সহাবস্থান করছে একভবনে।

'বাইরে থেকে তো ভালই মনে হচ্ছে,' কর্টেয বলল। 'ভেতরটা দেখেছ?'

'এখন পর্যন্ত না,' আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হাসল ড্রেইট। 'ওই যে, জাজ ফাউলার।'

কর্টেয দেখল, ওপাশের ফুটপাত ধরে মাঝবয়সী এক লোক হেঁটে যাচ্ছেন। মাথার তোবড়ান উঁচু টুপিটা বাদ দিলেও যথেষ্ট লম্বা ভদ্রলোক, তবে পিঠে প্রমাণসাইজের একটা কুঁজ আছে। হাঁটার তালে তালে হাঁটুর সাথে বাড়ি খাচ্ছে পরনের রঙ-জ্বলা কাল কোর্তা; শার্টের ইস্ত্রি নেই, ঘামে ভেজা, মুখে সাদা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। তবু ওঁর চেহারায় একধরনের ক্ষয়িষ্ণু আভিজাত্য আছে। ওরা দেখল চোখ নামিয়ে, সাবধানে পা ফেলছেন জাজ। তবু দুবার হোঁচট খেলেন।

'শোনা যায় সকাল থেকেই মাতাল হয়ে থাকেন,' মন্তব্য করল ড্রেইট। 'ব্যাপারটা দুঃখজনক–ভদ্রলোকের বুদ্ধি আছে; কেবল যদি একটু সাহস থাকত।'

আরো কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে 'মার্কার-স্' লেখা একটা স্যালুনের সামনে ঘোড়া থেকে নামল ওরা। সাইনবোর্ডের নিচেই আরেকটা ঘোষণা সাবাডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'এখানে কোন ঠকবাজির কারবার নেই।'

'চালিয়াতি না,' জানাল ড্রেইট। 'এই একটামাত্র স্যালুন, যেখানে তুমি কোনরকম জোচ্চুরি পাবে না। যদি হার তবে হারলে, আর যদি জেত–কড়ায়গণ্ডায় তোমার পাওনা মিটিয়ে দেবে।'

ভেতরে জনসমাগম বিশেষ নেই, মোটে দশ-বারজন, বারের সামনে ছড়ান-ছিটান টেবিলে বসে বিভিন্ন ধরনের জুয়া খেলছে। কাল চকচকে মেহগনি কাঠের বার, পেছনে দাঁড়িয়ে লম্বা-চওড়া এক লোক, দাড়ি-গোঁফ কামান, অন্য কোথাও দেখলে পাদ্রি বলে ভুল হতে পারে।

'তোমাকে দেখে খুশি হলাম, নিক,' বলল স্যালুন মালিক, তারপর ড্রেইট

যখন ওর সঙ্গীর পরিচয় দিল তখন ঘুরে যোগ করল, 'তোমাকে দেখেও, সিনর কর্টেয।' বোতল আর গ্লাস এগিয়ে দিল ও, ফিসফিস করে বলল, 'শেরিফ খুব হম্বিতম্বি করছে, তোমাকে নাকি খুঁজছে সে।'

'একেই বলে কপাল,' জবাব দিল ড্রেইট। 'আমিও ওর সাথেই দেখা করতে এসেছি। আরেকটু সরে যাও, কর্টেয; শেরিফ কী বলে না শোনা পর্যন্ত তুমি আমাকে চেন না—বুঝেছ।'

খানিক বাদে, সশব্দে ব্যাটউইং দোর ঠেলে ভেতরে পা রাখল শেরিফ। বেঁটে, পিপে-সদৃশ গড়ন, পা দুটো গাছের গুঁড়ির মত, থপথপ করে হাঁটে। মাংসল চোয়ালে নীচতার ছাপ স্পষ্ট, মুখটা বেজায় ছোট; ড্রেইটকে দেখামাত্র ওর ধূর্ত চোখজোড়া মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠেই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। মহাসমারোহে একবার ভোঁদড় শিকারে বেরিয়েছিল ও এবং সফল হয়েছিল, সেই থেকে লোকে ওকে ঠাট্টা করে স্টিংকার নামে ডাকে, যদিও নামটা তার মোটেও পছন্দ নয়।

বুকের ছাতি ফুলিয়ে এগিয়ে এল শেরিফ, হুঙ্কার ছাড়ল, 'ড্রেইট, তোমাকেই খুঁজছিলাম।'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল নিক। 'বান্দা সামনেই হাজির,' বলল ও। 'তবে বেশি কাছে এস না—আমার নাক আবার স্পর্শকাতর।'

মুখ টিপে হাসল দর্শকরা, কিন্তু শেরিফের রাগ আরো বেড়ে গেল। 'ফাজলামি হচ্ছে?' ঝামটা মারল সে। 'ঠিক আছে, যত খুশি হাসতে পার—আমি তোমাকে গ্রেফতার করছি।'

'তা-ই?' হাই তুলে প্রশ্ন করল ড্রেইট। 'আমারও খুব জানতে ইচ্ছে হয়, গ্রেফতার হতে কেমন লাগে। সাদামাঠাই বোধহয়। তা এরপর কী করবে?'

প্রশ্নটা না শোনার ভান করল শেরিফ—ব্যাপারটা লক্ষ্য করে দর্শকদের অনেকেই মুখ টিপে হাসল, কিন্তু ওর পরের কথাটা শুনে গম্ভীর হয়ে গেল ওদের চেহারা। 'এস পি র‍্যাঞ্চের চারটে ঘোড়া চুরির অভিযোগ আছে তোমার নামে।'

আসামীর দুই ঠোঁট একান-ওকান হয়ে গেল। 'খবরটা তুমি কীভাবে পেলে জানতে পারি, স্টিংকার?'

'খবর জানাই আমার কাজ।'

'নিশ্চয়, তবে তুমি কখনই সেই দায়িত্বপালন কর না, যেমন এক্ষেত্রেও করনি। খবরটা তুমি পেয়েছ ল্যান্টি নামে এক গরুচোরের কাছ থেকে।'

'তারমানে তুমি দোষ স্বীকার করছ,' বিজয়ের সুরে বলল শেরিফ।

'কীভাবে বুঝলে?'

'কারণ—' এ পর্যন্ত বলেই থেমে গেল অফিসার, সহসা মনে পড়ে গেছে একটা প্রতিবন্ধকের কথা।

ড্রেইট ফাঁস করে দিল শেরিফের মনোভাব। 'বুঝেছি, ল্যান্টি এরমধ্যে

ওকে জড়াতে নিষেধ করেছে, কিন্তু উপায় নেই—ওর নাম এসে যাচ্ছে।' এরপর নিক সংক্ষেপে খুলে বলল গতকাল চ্যাপম্যানের গুণ্ডাপাণ্ডাদের সঙ্গে ওর কী গোলমাল হয়েছিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'স্টিংকার, ঘোড়াগুলোর খোঁজে শ্যাডো ভ্যালিতে লোক পাঠিয়েছ নাকি?'

'হ্যাঁ। ওরা যদি ওখানে পায় ওগুলো, তোমাকে ঝুলতে হবে, সে তুমি যতই আজগুবি কথা বল না কেন।'

অলস ভঙ্গিতে বারে পিঠ ঠেকাল ড্রেইট, দর্শকদের ওপর চোখ বোলাল। 'ভীষণ জেদী লোক, মানে আমাদের এই অপদার্থ শেরিফটা,' বলে স্যালুন মালিকের হাতে একটা চিরকুট ধরিয়ে দিল ও। 'সন্দেহবাতিকও আছে। স্যল, ওতে কী লেখা আছে সবাইকে একটু শোনাও।'

মার্কার উচ্চস্বরে পড়ল: 'নিক ড্রেইটের নিকট হইতে এস পি-র চারটা ঘোড়া বুঝিয়া পাইলাম। ঘোড়াগুলি এই বাথান হইতে চুরি করা হইয়াছে এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ ছিল তাহার।' একটু থামল স্যালুন মালিক। 'এতে আজকের তারিখ আর জ্যাক গিলম্যানের সই আছে।'

এবার সমস্বরে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল দর্শকরা। ওদের হাবভাবে বুঝতে অসুবিধে হয় না, শেরিফকে তার কীর্তিকলাপের জন্যে পছন্দ করে না এ শহরের অধিকাংশ লোক। ওদের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল ক্যামর্ট, কিন্তু অপমানের সমুচিত জবাব দিতে পারল না।

উপহাসের সুরে, আবার মুখ খুলল ড্রেইট। 'তাহলে বুঝতেই পারছ, স্টিংকার, তোমার সাথে চোদ্দশিকে যেতে আমি বাধ্য নই। তবে তোমার বাড়া ভাতে পুরোপুরি ছাই ঢালব না, এবার আমি তোমাকে একটা দায়িত্ব দিচ্ছি। বিকেলে বাসায় ফিরে এডি অলসেনকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি আমি—একটা গাছের ডাল থেকে ফাঁসিতে ঝুলছিল। কী ব্যাপার, তুমি অবাক হওনি মনে হচ্ছে?'

শেরিফের অশুভ চেহারা মলিন হয়ে গেল আরেকটু, চোখেমুখে বিস্ময়ের ছাপ ফোটানর ব্যর্থ চেষ্টা করল। শেষমেশ প্রকাণ্ড কাঁধ দুটো ঝাঁকাল শুধু।

'শ্যাডো ভ্যালির কোন ঘটনাই আমাকে অবাক করে না। ওখানে কেউ বোকার মত থাকতে চায় কেন তাই ঢোকে না আমার মাথায়,' ভেংচি কাটল ও। 'ঠিক আছে, তুমি সাক্ষী-সাবুদ হাজির কর, তারপর আমি তদন্ত করছি।'

'রলিংয়ের ছেলে খুন হওয়ার পর যে-রকম করেছিলে?'

'ওটা নিছক আত্মরক্ষার ঘটনা ছিল, আমি বাজি রেখে বলতে পারি এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।'

'হেরে যাবে; এডি পঙ্গু ছিল, তাছাড়া ওর সঙ্গে কখনো অস্ত্র থাকত না। ওকে হত্যা করার কারণ আমাকে শাসান।'

লম্বাটে মুখের শ্মশ্রুমণ্ডিত এক লোক খেলা থামিয়ে চোখ তুলল। 'কিন্তু এডি তো কোনদিন কারো ক্ষতি করেনি। ফাঁসি দিয়েছে?'

'হ্যাঁ, বব,' জবাব দিল নিক। 'নয়জন মুখোশ-পরা লোক একটা পঙ্গু নিরস্ত্র নিরীহ মানুষকে খুন করেছে।'

'তোমার লোকেরা কারোকে চিনতে পেরেছে?' প্রশ্ন করল শেরিফ।

'তুমি ভেবেছ তাহলে আমি এখানে থাকতাম এখন?' হিংস্র গলায় বলল ড্রেইট।

জবাব শুনে প্রশ্নকর্তার চেহারায় স্বস্তির ছাপ ফুটল। 'নিশ্চয় গরুচোরদের কাজ,' বলল সে। 'এদিকে ওদের বেজায় উৎপাত।'

'ঠিক, এবং ওদের প্রত্যেকেরই র‍্যাঞ্চ আছে। তবে এই নেকড়েরা গরু চুরি করতে আসেনি, এসেছিল আমাকে শেষ করতে—আর এটা হচ্ছে তার প্রমাণ।'

খুনীদের রেখে-যাওয়া সতর্কবাণীটা পড়ে শোনাল ড্রেইট। চোয়াল চেপে মনে মনে গাল বকল শেরিফ; আহাম্মকগুলোর এত নাটুকেপনা না করলেই কি চলত না?

'আমাকে তুমি কী করতে বল এখন?'

'কিছুই না, ক্যামর্ট,' জানাল ড্রেইট। 'পোষা কুকুর যা হয়, তুমিও তোমার মনিবের হুকুমের চাকর।'

যত নির্লজ্জই হোক, এতটা তীব্র হুল হজম করতে পারল না শেরিফ, চোখমুখ লাল হয়ে গেল। কিন্তু বিদ্রূপকারীর ক্ষমতার দৌড় তার অজানা, অথচ ক্যামর্ট পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে লড়ে না। হঠাৎ ওর খেয়াল হলো, পদাধিকার বলে সে কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। পানীয়ের ফরমায়েশ দিয়ে, ক্রূর চোখে ড্রেইটের উদ্দেশে ঘুরল সে।

'অনেক সহ্য করেছি, ড্রেইট, আর না,' ক্ষিপ্ত সুরে বলল ক্যামর্ট। 'বের কর তোমার—'

মাঝপথে কথা থামিয়ে বার থেকে গ্লাসটা ছোঁ মেরে তুলে নিল ও, ভেতরের তরল পদার্থটুকু ছুঁড়ে মারল ড্রেইটের মুখে, হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল। ওদিকে ড্রেইটের তখন অসহায় অবস্থা, ঝাঁঝাল স্পিরিটে চোখ প্রায় অন্ধ, মুহূর্তের জন্য মনে হলো শেরিফের অপকৌশল নির্ঘাত সফল হতে যাচ্ছে। ক্যামর্টের পিস্তল বেরিয়ে এসেছে, আঙুল চেপে বসছে ট্রিগারে এই সময়ে বারের অনতিদূরে দাঁড়ান পাঞ্চারের বাঁ-কোমরের পাশ থেকে এক পশলা আগুন ঝরল। সশব্দে মেঝের ওপর আছড়ে পড়ল শেরিফের অস্ত্র, তীব্র আর্তনাদ করে নিজের আহত হাতটা চেপে ধরল ও। ক্যামর্ট নড়তে পারার আগেই, লৌহকঠিন এক জোড়া হাত চেপে ধরল ওর টুঁটি, ইঁদুরের মত বার দুয়েক ঝাঁকিয়ে দূরে ছুঁড়ে দিল ওকে। ওই দীর্ঘ বলিষ্ঠ বাহুদ্বয়ের শক্তির বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারল না শেরিফ। সবিস্ময়ে দর্শকরা দেখল টলতে টলতে কয়েক কদম পিছিয়ে গেল সে, একটা টেবিলের পায়ার সাথে হোঁচট খেয়ে নিতম্ব দিয়ে উলটে পড়ল মেঝেয়। ওর দিকে এগিয়ে গেল কর্টেয।

'ড্রেইটের কথাই ঠিক,' বলল ও। 'আজ পর্যন্ত আমি যত ইতর দেখেছি, তুমিই সবচেয়ে জঘন্য। তোমার খুলি উড়িয়ে দেয়া উচিত ছিল আমার; ফের যদি লাগতে আস আমাদের সাথে, তাই করব–তখন টিনের তারা ঝুলিয়েও রেহাই পাবে না।'

আপাতত সে নিরাপদ, একথা বুঝতে পেরে আস্ফালন করল ক্যামর্ট। 'আচ্ছা, আমি দেখে নেব।'

শব্দ করে হাসল সাবাডিয়া, তাকাল উপস্থিত জনতার দিকে। 'বন্ধুগণ, ওর কথা তোমরা সবাই শুনেছ। এরপর যদি দেখ আমরা অপঘাতে মারা গেছি–কাজটা কার বুঝতে কষ্ট হবে না তোমাদের।'

'আলবত,' বলল বব। 'শুধু ওই লোককে দিয়ে এ-শহরকে তুমি বিচার কর না, সিনর–ও আমাদের ভোটে নির্বাচিত হয়নি। ড্রেইটকে যদি ওরকম জঘন্য কায়দায় খুন করত, আমিও ছাড়তাম না ওকে।'

'ধন্যবাদ,' হাসল কর্টেয, তারপর ওর বন্ধুর চোখ সেরে গেছে লক্ষ্য করে যোগ করল, 'এখন যেতে পারবে, নিক?'

আবার যখন স্যাডলে চাপল ওরা, ড্রেইট বলল, 'এই নিয়ে গত চব্বিশ ঘণ্টায় দুবার আমার জীবন বাঁচালে তুমি। এরপর, দেখছি, তোমাকে ছাড়া পথ চলাই দায় হবে। তবে তোমার যদি আপত্তি থাকে, আমি তোমাকে আটকাব না।'

'ধেৎ!' জবাব দিল অপরজন। 'আমি চলে যাই, আর ব্যাটা টিনের বাঁশি শেরিফ লোকজনকে বলুক, ওর ভয়ে পালিয়েছি। জ্বি-না, সিনর, এর শেষ না দেখে কোথাও নড়ছি না আমি।'

'তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ,' অন্তর থেকে বলল ড্রেইট।

# চার

ঘটনাবিহীন একটা সপ্তাহ কেটে গেল। রোজ সকালে গুলিচালনা শিখতে স্বামীর সাথে বাইরে যায় রোজি, ফিরে আসে হতাশা নিয়ে। ড্রেইট নিঃসন্দেহে একজন মনোযোগী সঙ্গী, রোজির প্রতিটা ব্যাপারে তার সজাগ দৃষ্টি, কিন্তু এরচেয়ে বেশি কিছু নয়। স্বামীর মন পাওয়ার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে রোজি, কিন্তু ওর সমস্ত কলাকৌশলই ড্রেইটের ভদ্রতার দুর্ভেদ্য বর্মে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। মাঝে মাঝে, রোজির সন্দেহ হয়, ড্রেইট নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে ওর উদ্দেশ্য–এবং যখনই এ-সম্ভাবনার কথা মনে হয় ওর তখনই সে ওকে আরো বেশি করে শাস্তি দিতে চায়। তবে, এতকিছুর পরেও, শ্যাডো

ভ্যালির ভয়াল সৌন্দর্য আর অন্তহীন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ও মুগ্ধ। তাই নিক যখন একদিন ঘোষণা করল আর সে ওকে নিয়ে বেরোতে পারবে না তখন বাস্তবিক অর্থেই হতাশা বোধ করল রোজি।

'শহরে যেতে হবে,' জানাল ড্রেইট। 'অবশ্য তুমি ইচ্ছে করলে টনিকে নিতে পার।'

দায়সারা ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছিল পরামর্শটা, কিন্তু নিকের চেহারায় এমন কিছু ফুটে উঠেছিল যার অর্থ স্বর্ণকেশিনী পড়তে পারল না। 'না, আমি একাই পারব।'

'তবু–ওই মুখটা এখনো বন্ধ করা হয়নি কিনা,' ড্রেইটের গলায় সংশয়ের সুর বেজে ওঠে। 'সঙ্গে অস্ত্র রেখ।'

রোজি অঙ্গীকার করল তাই করবে, তারপর ফোড়ন কাটল ও, 'মিডওয়েরে শেরিফ বোধহয় তোমাকে তেমন পাত্তা দেয় না?'

সূক্ষ্ম হাসি খেলে গেল ড্রেইটের মুখে। 'এর উলটোটা হলেও আমি অবাক হব না।'

'সিনর কর্টেযকে সাথে নিচ্ছ তো?'

এবার আর বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না নিক। 'হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

'জানি না,' অস্ফুট সুরে জবাব দিল রোজি, 'তবে আমি চাই তুমি একটু সাবধানে চলাফেরা কর।'

ওর এই উদ্বেগ লক্ষ্য করে শতকরা নব্বইজন পুরুষই কমবেশি বিগলিত হত, কিন্তু ড্রেইটের চেহারায় কোনরকম ভাবান্তর ঘটল না–বিড়বিড় করে 'সুখের পায়রা' গোছের কী একটা মন্তব্য করে বেরিয়ে গেল ও। কোরালে ল্যারির সাথে দেখা হলো ওর, প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশ দিয়ে সবশেষে যোগ করল, 'তবে নেহাত জরুরি না হলে তুমি দেখা দেবে না। হয়তো অমূলক ভয়, কিছুই ঘটবে না শেষ পর্যন্ত, তবু যদ্দিন না ওই মুখটা বন্ধ হচ্ছে...'

ঘাড় কাত করল ল্যারি; একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল ওর, কিন্তু সাবাডিয়ার সহবতে এই শিক্ষাটা ওর হয়েছে, কখন বন্ধ রাখতে হয় মুখ। ড্রেইট বিদায় নিতে, কাউবয়ের প্রশংসার দৃষ্টি অনুসরণ করল ওকে।

'দুজনই এক রকম–কর্টেয আর ও,' আপনমনে বলল সে। 'শোকর, আলহামদুলিল্লাহ! আমি ওদের লোক।'

নিক তার বাকি কর্মচারীদের দেখা পেল উপত্যকার প্রবেশমুখে, দেয়াল তোলায় ব্যস্ত, ইতিমধ্যেই বেশ জোরাল বাধার সৃষ্টি করেছে ওটা। রবসনকে একান্তে ডেকে নিয়ে ও জানাল ল্যারিকে সে বিশেষ একটা দায়িত্ব দিয়েছে, তারপর তারিফ করল ওদের কাজের।

'আজকের মধ্যে শেষ করে ফেলব,' ফোরম্যান বলল। 'কর্টেযকে তোমার দরকার হলে...'

'কেন হবে?'

'তুমি না শহরে যাচ্ছ?'

'তো?'

'শেরিফ খুব তড়পাচ্ছে। এখনো সুস্থ হয়ে ওঠেনি, তবে ওর বন্ধুবান্ধব অনেক।'

ভ্রূকুটি করল ড্রেইট। তারপর 'দরকার হবে না,' বলে চলে গেল ঘোড়া ছুটিয়ে। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওর গমনপথের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইল রবসন, আপনমনে বলল, 'তুমি দুহাতে টাকা খরচ করছ, নিক, নইলে এই আউটফিটের কেউই থাকত না তোমার সাথে—আমি বাদে।'

উপত্যকায় ঘুরতে বেরিয়ে রোজিও তখন ঠিক একথাই ভাবছিল। কিছুক্ষণ আগে স্বামীর কাছ থেকে যে-ধাক্কা খেয়েছে তার কথা মনে হলেই এখনো লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছে ওর মুখ। শেরিফের সাথে গোলমালের ব্যাপারটা ও লিণ্ডির কাছে জেনেছে। ড্রেইট নিষ্ঠুর সুযোগসন্ধানী হতে পারে, কিন্তু একটা ব্যাপার স্বীকার না করে পারছে না স্বর্ণকেশিনী, পশ্চিমে যে-গুণটার সবচেয়ে বেশি কদর—সাহস—তা আছে ওর মাঝে।

হঠাৎ আমুদে একটা গলা ব্যাঘাত ঘটাল ওর চিন্তায়। 'এরকম উজ্জ্বল সকালে একলা বেরোন তোমার উচিত হয়নি।'

ঘাড় ফিরিয়ে রোজি দেখতে পেল ওর ঠিক পেছনেই আসছে টনি ল্যামণ্ড, হাতে টুপি, কাল চোখের তারায় আত্মবিশ্বাসের ঝিলিক। রাশ টানল ও।

'মিস্টার ড্রেইট আমার সঙ্গে আসতে বলেছে তোমাকে?'

'কই, না, নিশ্চয় ভুলে গেছে,' ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসল ল্যামণ্ড।

'ভুল? ও তোমাকে সাথে নিতে বলেছিল, আমিই বরং রাজি হইনি। বলেছি, একাই ঘুরতে পারব।'

টনির আত্মবিশ্বাস এতটুকু চিড় খেল না এতে। 'তাই? তোমার বুদ্ধি আছে বলতে হবে।'

'না না, আমি ঠিকই বলেছি,' হিমশীতল জবাব দিয়ে তক্ষুণি ওখান থেকে চলে গেল রোজি।

ওকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করল না টনি, তবে ক্ষিপ্ত দৃষ্টি হানল পেছন থেকে। 'আচ্ছা, তাহলে এই ব্যাপার, না? খেঁকিয়ে উঠল ও। 'ঠিক আছে, খেলা জমতে দুজন লাগে, আমিও সবুর করতে জানি।'

নির্দয়ভাবে লাগাম টেনে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল কাউবয়, স্পার দাবিয়ে ফিরে এল ফটকের কাছে। স্মোকি একনজরেই বুঝতে পারল কী ঘটেছে।

'ভুল রাস্তায় ফিরে এলে মনে হচ্ছে, টনি,' টিপ্পনী কাটল ও।

'তোমার নিজের চরকায় তেল দাও,' ঘেউ ঘেউ করল অপরজন।

'কথাটা তোমাকে এইমাত্র আর কেউ বলেছে নাকি?'

ওদের ঝগড়া বেশিদূর এগোনর আগেই বাদ সাধল রবসন। 'তোমরা দুজনেই তাই কর,' ধমক লাগাল সে। 'কাজে হাত লাগাও।'

অশান্ত মনে এগিয়ে চলেছে স্বর্ণকেশিনী। শুধু যে কাউবয়ের ধৃষ্টতায় ক্রুদ্ধ হয়েছে তা নয়, রোজকার সেই দীর্ঘদেহী স্বল্পবাক সাথীটি আজ ওর পাশে নেই এ-সত্যটাও ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিল বহুলাংশে। জোর করে ভাবনাটাকে অলীক বলে উড়িয়ে দিতে চাইল ও, কিন্তু বেড়ানর আনন্দ তখন মাটি হয়ে গেছে পুরোপুরি। ঝরনার ওপাশে গিয়ে ঘোড়া থোকে নামল রেজি, একটা গাছ নিশানা করে বারটা গুলি ছুঁড়ে দুবার সফল হলো। নিক খুশি হবে শুনলে, কথাটা মনে হতেই স্বর্ণকেশিনী ঠিক করল ওকে সে আদৌ কিছু জানাবে না।

শেষপ্রান্তে পৌছে, শ্যাডো ভ্যালির দিকে মুখ করে স্যাডলে বসল ও, অপলকে পান করতে লাগল এর অসীম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-সুধা। চারদিকের সবুজ ঘাস, টলটলে ঝরনা, ধূসর মুখব্যাদান-করা পাহাড় সবকিছুই ভীষণ নির্জন। সামনে উঁচু পর্বত-প্রাচীর থাকায় র‍্যাঞ্চ-হাউস, অথবা উপত্যকার প্রবেশমুখ, যেখানে কাজ করছে লোকজন, কোনটাই দেখতে পাচ্ছে না ও। ক্রমশ প্রখর হয়ে উঠছে রোদ, ঘাসের ডগা থেকে শুষে নিচ্ছে হীরের কণা। বুকভরে শ্বাস টানল রোজি।

'সত্যি, ব্রাউনি, জায়গাটা স্বর্গ,' অস্ফুট স্বরে বলল ও।

'তবে কিনা একজন বাবা আদম দরকার,' একটা কর্কশ কণ্ঠের খিকখিক হাসি শোনা গেল।

সচকিত হয়ে ঘাড় ফেরাল রোজি; দেখল কাছেই ঘোড়ার পিঠে বসে আছে কোল চ্যাপম্যান। ওর বিস্ময় আর পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা লক্ষ্য করে সন্দেহ জাগল শেষোক্তজনের মনে। খপ করে রোজির লাগাম চেপে ধরে সামনে ঝুঁকল চ্যাপম্যান, তাকাল পিটপিট করে, পরক্ষণে জ্বলজ্বল করে উঠল দুর্বৃত্তের চোখ দুটো।

'রাখে আল্লা মারে কে,' খুশির চোটে নিজের বুকে আদরের চড় মারল চ্যাপম্যান। 'এতটা কিন্তু আমি আশাই করিনি।' লোলুপ দৃষ্টিতে রোজির আপাদমস্তক জরিপ করল ও। 'জানতাম তুমি খুবসুরৎ, তবে দামী কাপড়চোপড়ে জেল্লা অনেক বেড়ে গেছে।'

আরো কাছে সরে এল দুর্বৃত্ত, বাউলি কেটে স্বর্ণকেশিনী পিছিয়ে যাওয়ার প্রয়াস পেল। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছ।'

'আরেকটু হলেই যেতাম। তুমি মোটেও খুশি হওনি মনে হচ্ছে?'

'তা হওয়ার কী কোন কারণ আছে?' ঝামটা মারল রোজি। 'তুমি রক্ষা পেয়েছ সেজন্য আমি খুশি, কিন্তু...'

'পুরুষ একটা হলেই হলো?' ভেংচি কাটল চ্যাপম্যান। 'তার ওপর সে যদি নতুন জামাকাপড় কিনে দেয় তাহলে আরো ভাল। যাইহোক, ভুল করেছ তুমি—ড্রেইটের মরণ ঘনিয়েছে; যে-লোক আমার ঘোড়া আমার টাকা আমার মেয়েমানুষ ছিনিয়ে নেয়, তার উচিত আমার প্রাণটাও কেড়ে নেয়া।'

'আমি তোমার মেয়েমানুষ না,' রোজি ফুঁসে উঠল। 'তাছাড়া...'

'চোপ! আমরা এক্ষুণি এইট বি-তে ফিরব।'

রোজির পনির মাথা নিজের দিকে ফেরাল চ্যাপম্যান। চকিতে ড্রেইটের সাবধানবাণী মনে পড়ে গেল স্বর্ণকেশিনীর, হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করেই দুর্বৃত্তের মাথা বরাবর তাক করল। 'ছেড়ে দাও আমাকে, নইলে গুলি করব।'

মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল চ্যাপম্যান, তাকাল ফ্যালফ্যাল করে, তারপর, একগাল হেসে, আরেকটু কাছে সরে এল। ট্রিগার টিপল রোজি, কিন্তু একটা ক্লিক শব্দ ছাড়া বিশেষ কিছুই ঘটল না। সবসময় গুলি ভরে রাখার ব্যাপারে ড্রেইট যে-পরামর্শ দিয়েছিল তা ও আমল দেয়নি। রাগে-দুঃখে অস্ত্রটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল রোজি। কুৎসিত হাসি ফুটে উঠল দুর্বৃত্তের মুখে।

'এরকম বনবেড়ালিই আমার পছন্দ। তোমার নাগরের বলা উচিত ছিল, কোন বন্দুক না থাকার চেয়ে খালি বন্দুক আরো বিপজ্জনক।'

'বলেছিল,' রোজির কণ্ঠে হতাশা। 'আমি ভুলে গিয়েছিলাম।'

'বেশ বেশ, এরপর হয়তো আর ভুলবে না,' দাঁত কেলিয়ে হেসে, অনিচ্ছুক ব্রাউনির লাগাম ধরে হ্যাঁচকা টান মারল চ্যাপম্যান। 'এই, ব্যাটা, তোর পা ওঠা।'

'এই, ব্যাটা, তোর হাত ওঠা,' প্রতিধ্বনি করল একটা তীক্ষ্ণ অথচ অবিচল কণ্ঠস্বর।

নির্দেশ অমান্য করার দুঃসাহস দেখাল না চ্যাপম্যান; মেয়েটার মুখের দিকে একঝলক তাকিয়েই বুঝতে পারল সে ফাঁদে পড়েছে। হাত দুটো মাথার ওপর তোলার সময়ে ঝট করে পেছনে তাকানর ঝুঁকি নিল ও, তবে যা দেখল তাতে ওর মনে কোন আশার সঞ্চার হলো না। নবাগত নেহাত ছেলেমানুষ, সবে দাড়িগোঁফের চারা গজিয়েছে, কিন্তু ওর হাতের উইনচেস্টারটা মোটেই খেলনা নয়, যেভাবে ট্রিগারের ওপর শক্ত হয়ে বসেছে আঙুল তাতে আর একটু চাপ বাড়লেই...'

চ্যাপম্যান এমনিতে সাহসী লোক, ঝুঁকি নিতে জানে, কিন্তু বুঝতে পারছে এখানে সামান্যতম সুযোগও সে পাবে না—কোনকিছু শুরু করতে পারার আগেই তপ্ত সীসায় ঝাঁঝরা হয়ে যাবে ওর দেহ।

'এবার তোমার অস্ত্রগুলো ফেলে দাও—সব। জলদি।'

বিনা বাক্যব্যয়ে, হুকুম তামিল করল তস্কর; শত্রু যেভাবে ওত পেতে আছে পেছনে, এ-সময়ে ওর হাতে পিস্তল থাকলেও লাভ হত না। ঝুপ করে এক জোড়া পিস্তল আর একটা রাইফেল লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। স্থির চোখে, ব্যাপারটা আগাগোড়া লক্ষ্য করল ল্যারি।

'ম্যাম, ও তোমার কোন ক্ষতি করেনি তো?'

'ন্-না,' জবাব দিল রোজি। 'প্লিজ, ছেড়ে দাও ওকে।'

ল্যারির পছন্দ হলো না এই প্রস্তাব—ওর ইচ্ছে লোকটাকে রবসনের হাতে

তুলে দেয়–কিন্তু রোজি জেদ ধরায় হার মানল।

'তোমার কপাল ভাল, এ-যাত্রা পার পেলে, কিন্তু সবসময় পাবে না। ফের যদি তোমাকে কখনো দেখি–গুলি করব। যাও, ভাগ!'

'আজ তোমার দিন, কাল হয়তো আমার আসবে,' চোখেমুখে বিদ্বেষের ভাব ফুটিয়ে জবাব দিল চ্যাপম্যান।

ও চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল কাউবয়, তারপর বাজেয়াপ্ত অস্ত্রগুলো সংগ্রহ করে রোজিসহ বাসার পথ ধরল। আন্তরিক গলায় ল্যারিকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্বর্ণকেশিনী জিজ্ঞেস করল, আজ ও হঠাৎ কী মনে করে এসেছে উপত্যকার ওই অংশে।

'এখান থেকে বেরোনর আর কোন পথ আছে কিনা দেখছিলাম খুঁজে।'

'পেলে?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল কাউবয়। 'খোঁজা শেষ হয়নি এখনো।'

অজুহাতটা মনগড়া, সন্দেহ হলো রোজির, তবে এ নিয়ে বেশি চাপাচাপি করল না। ল্যারি জানাল বাধা দেয়ার মুহূর্তখানেক আগে অকুস্থলে উপস্থিত হয়েছিল সে, এবং অনুপ্রবেশকারীকে ও চেনে না।

'আরে, ওই লোকই তো চ্যাপম্যান,' বলল রোজি।

'ধুসশ্-শালা!' গাল বকল ল্যারি, পরক্ষণে একজন মহিলার সামনে অশালীন আচরণ করেছে বলে ক্ষমা চেয়ে, তিক্ত সুরে যোগ করল, 'ওকে ছেড়ে দেয়া আমাদের উচিত হয়নি।'

'তোমার দোষ না–আমিই বলেছিলাম।'

হঠাৎ করে চ্যাপম্যান আবার আবির্ভূত হওয়ায় ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছে স্বর্ণকেশিনী, ওর শেষ কথাগুলো থেকে বুঝতে পারছে লোকটা আবারো আসবে। চ্যাপম্যানের লোলুপ দৃষ্টির কথা মনে হতেই শিউরে উঠল ও। এর তুলনায় ড্রেইট...চিন্তাটাকে রোজি ঝেঁটিয়ে বিদায় করল; বড়জোর বলা যায়, দুজনের মধ্যে নিক অপেক্ষাকৃত ছোট শয়তান।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আগুয়ান অশ্বারোহীকে লক্ষ্য করছিল এস পি ফোরম্যান, তারপর যখন চিনতে পারল লোকটাকে তখন মুচকি হাসল। খোরাক, মনে মনে ভাবল ও, তবে একটু খেলিয়ে তুলতে হবে। ঘোড়সওয়ার র‍্যাঞ্চ-হাউসের সামনে পৌঁছলে ওকে অভ্যর্থনা জানাল গিলম্যান। 'হ্যালো, ড্রেইট; এখানে এস, আরাম করবে।'

ড্রেইট নেমে বারান্দায় গিয়ে বসল, সিগারেট বানাল একটা, অপরজনের মুখ খোলার অপেক্ষায় রইল।

'কেমন চলছে শ্যাডো ভ্যালির কাজকর্ম?' শুরু করল গিলম্যান।

'চমৎকার,' সহজ সুরে জবাব দিল নিক।

'এর মধ্যে শহরে গেছিলে?'

'কেন, যাওয়ার কী কারণ ঘটেছে কোন?'

'না, তবে না যাওয়ার মত একটা কারণ অবশ্যই আছে।'

'তুমি নিশ্চয় ওই অপদার্থ শেরিফটার কথা বোঝাতে চাইছ না?' ড্রেইটের কণ্ঠে অবজ্ঞা।

'আরে না, ওটা আবার কোন ব্যাপার হলো নাকি,' গিলম্যান হাসল। 'যাইহোক, যদি কখনো যাও, তোমার বন্ধুকে সাথে নিয়ো, আর ওকে বল এরপর কারোকে গুলি করার সময় যেন আরেকটু বুঝে শুনে করে। খল লোকের জামার বোতাম উড়িয়ে দেয়ার মধ্যে অব্যর্থ নিশানার ছাপ থাকতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় নেই। যাক, তারপর, কী ঠিক করলে, আমাদের মাঝেই থাকছ?'

'আলবত—অনায়াসে আরেকটা বাথান করা যাবে এখানে, প্রচুর ঘাস-পানি আছে, কারো কোন অসুবিধে হবে না।'

'হ্যাঁ, তোমার থাকা না থাকায় আমার কিছুই আসে যায় না,' হালকা সুরে বলল ফোরম্যান। 'এই বাথানটা যদি আমার হত তাহলে হয়তো অন্য কথা বলতাম, কিন্তু…' দায়সারা ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওখানেই প্রসঙ্গের ইতি টানল সে।

'তোমার কিন্তু এদিকটায় আরেকটু নজর দেয়া উচিত।'

'আমার তা মনে হয় না। কেন দেব বল? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছি। ওই ব্যাটা উকিল কী দিচ্ছে—বেতন পাচ্ছি ফোরম্যানের, অথচ সব ঝক্কি-ঝামেলা আমার একার। এটাকে তুমি ইনসাফ বলবে?'

'তা অবশ্যি বলব না,' একমত হলো অপরজন। 'তবু, তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও—নতুন মালিকের খোঁজ পাওয়া গেলে হয়তো সে এই ঘাটতি পুষিয়ে দেবে।'

'বরং উলটোটা করাই স্বাভাবিক, ভাববে সে নিজেই করবে সবকিছু,' ম্লান গলায় বলল গিলম্যান। 'তোমার গরুবাছুর এনেছ?'

'সেদিন না তুমি বলছিলে তুমি হয়তো এ-ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারবে।'

'মাথাপিছু আট ডলারে শ-খানেক তিন বছরের গরু কেমন মনে হয় তোমার?'

'সস্তাই।'

'ঠিক, কিন্তু আমাদের এখন টানাটানি চলছে, টাকার দরকার। সব মার্কাহীন গরু, অধিকাংশই আমাদের, অন্যদেরও দলছুট দু-চারটে থাকতে পারে—আমার লোকেরা আবার এসব ব্যাপারে তেমন হুঁশিয়ার না। তবে, যাইহোক, ওদের গায়ে একবার তোমার মার্কা লেগে গেলে আর কোন ঝামেলা হবে না।'

টোপ ফেলে, চোখ কুঁচকে ড্রেইটের দিকে তাকাল ফোরম্যান, কিন্তু

চেহারা দেখে শ্যাডো ভ্যালির মালিকের মনোভাব কিছুই আঁচ করতে পারল না।

'ধন্যবাদ,' ড্রেইট বলল। 'আমাকে একটু চিন্তাভাবনার সময় দাও।'

'বেশ, তোমার যখন সুবিধে হবে আমাকে জানিয়ো, মাল তৈরি রাখব। ভোর রাতে ডেলিভারি নিতে হবে–আমি চাই না কেউ জানুক এস পি-র এত ঠেকা যাচ্ছে।'

চিন্তিত মনে ফিরতি পথ ধরল নিক। সম্ভবত গিলম্যান ইচ্ছেকৃতভাবে তার মালিককে ঠকাচ্ছে, নয়তো এটা একটা ফাঁদ। তবে, ড্রেইট ধারণা করল, একঢিলে দুই পাখি মারতে চাইছে লোকটা। গরু ব্যবসা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ একজন আইনজীবীকে ঠকান অতি সহজ, কিন্তু প্রস্তাবটা ফাঁদ হয়ে থাকলে, ব্যাপার গুরুতর সন্দেহ নেই। সেক্ষেত্রে আশপাশের র‍্যাঞ্চারদের সাথে নিশ্চয় কোন আঁতাত আছে গিলম্যানের। ড্রেইটের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই সেধে নিজের বিরুদ্ধে ওদের হাতে কোন অস্ত্র তুলে দেয়।

শ্যাডো ভ্যালিতে পৌঁছে ও দেখল প্রাচীর তোলা শেষ হয়েছে। স্মোকি একগাল হেসে, ভারি ফটকের হুড়কো নামিয়ে একটা পাল্লা ফাঁক করল, পথ করে দিল ওকে ঢোকার।

'দেখ, বস, কেমন মজবুত,' বলল কাউবয়। 'আর কোন গরু পালানর ভয় নেই, এক রেজিমেন্ট সৈন্য এলেও ভাঙা কঠিন হবে।'

মাথা ঝাঁকাল শ্যাডো ভ্যালির মালিক। 'আশা করি এরপর আর কোন ব্যাপারে চমকে উঠতে হবে না আমাদের।'

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বাসায় সত্যি সত্যি একটা চমক অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল রোজি, ওকে দেখে মেয়েটার চোখেমুখে স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল লক্ষ্য করে মনে মনে অবাক না হয়ে পারল না নিক। 'একটা কথা তোমার জানা দরকার,' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল স্বর্ণকেশিনী। 'চ্যাপম্যান মরেনি।'

ওর বক্তব্য শুনতে শুনতে ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠল নিকের মুখ, কপালে ভাঁজ পড়ল। যখন শেষ হলো রোজির বলা কেবলমাত্র তখনই মুখ খুলল ও। 'তোমরা ওকে ছেড়ে দিলে?'

'দোষটা আমারই। ল্যারি আটকে রাখতে চেয়েছিল।'

'ঠিকই করেছিল।' বিস্মিত চোখে স্ত্রীর দিকে তাকাল ড্রেইট। 'তুমি লোকটাকে গুলি করার চেষ্টা করেছিলে, অথচ তারপর...'

'আহ্, সবকথা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না,' স্বর্ণকেশিনীর কণ্ঠে উষ্মা।

'নিশ্চয় ভেবেছিলে একবার যে-ভুল করেছি, আর তা করব না,' বলল ড্রেইট, তারপর রোজি অস্বীকার করল না দেখে যোগ করল, 'নিরস্ত্র লোককে আমি কখনো গুলি করি না। সমান সুযোগ পেত ও, যদিও আমাকে তা দিত কিনা সন্দেহ আছে। যাইহোক, ওটা পরে সারলেও চলবে, এখন আরেকটা

জরুরি কাজ রয়েছে হাতে।'

দ্রুত পা চালিয়ে বাংকহাউসে গেল ও, স্মোকি ছাড়া দলের অন্য সবাইকে পেল ওখানে। ফোরম্যান একটা কথা জানতে চাইল।

'চমৎকার হয়েছে,' জবাব দিল ড্রেইট। 'তবে আরেক মাথায় একটা ইঁদুরের গর্ত রয়ে গেছে, ওটা বুজিয়ে ফেলতে হবে, এক্ষুণি। ল্যারি, তোমার উপকারের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।'

রক্তিম আভা ছড়াল কাউবয়ের মুখে। 'ও কিছু না,' বলল। 'আমি যদি একটু আগেভাগে জানতাম ওর পরিচয়...'

'বুঝেছি, আর বলতে হবে না,' স্মিত হাসল নিক। 'কর্টেয, তোমার সাথে আমার কিছু আলাপ আছে।'

ওরা যখন বেরিয়ে এল বাংকহাউস থেকে, ড্রেইট জানাল পাঞ্চারকে কী প্রস্তাব সে পেয়েছে। 'জানা কথা, দলের সবাইকে কিছু কিছু দিয়ে বাকি টাকা ও নিজেই পকেটে ভরবে,' উপসংহার টানল নিক। 'তাতে অবশ্যি আমার মাথাব্যথা নেই; কিন্তু আমি ভাবছি, এটা কোন ফাঁদ নাতো?'

'গরুর গায়ে যদি মার্কা না থাকে, আমার মনে হয় না ও কিছু করতে পারবে,' সাবাডিয়া বলল। 'তবে একটা ব্যবস্থা তুমি নিতে পার; ওর অ্যাকাউন্ট কোন্ ব্যাংকে?'

'ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন; মিডওয়ের একমাত্র ব্যাংক, আমাদের সবার অ্যাকাউন্টই ওখানে।'

'বেশ। বড় নোটে টাকা তুলবে, ম্যানেজারকে বলবে তোলার তারিখ আর নোটের নম্বরগুলো টুকে রাখতে। তাকে এও বলে রাখবে, পরে হয়তো তোমার জানার দরকার হতে পারে কে ওগুলো জমা করেছে আবার। গিলম্যান যদি কোন চালাকি করার চেষ্টা করে, হয়তো-বা এতে নিজের জালে ও নিজেই ফেঁসে যাবে।'

'ওই গরুবাছুরগুলো আমার দরকার; সম্ভবত আমার পকেট ভালমত হালকা না করা পর্যন্ত ও কোন ঝামেলা করবে না। তবে তোমার পরামর্শমতই কাল সব ব্যবস্থা করব আমি। ওহ্, আরেকটা কথা, হয়তো কিছুই ঘটবে না, তবু পারলে ল্যারিকে সঙ্গে করে তুমিও এস; আর ওরও একটা ছুটি পাওনা হয়েছে।'

পরদিন সকালে মিডওয়েতে ব্যাংক ভবনের সামনে হিচ রেইলে ঘোড়া বাঁধল ওরা। লেনদেন সারতে ভেতরে গেল ড্রেইট, আর ওর সঙ্গী দুজন বাইরে দাঁড়িয়ে, পশ্চিমের অতিপরিচিত সব দৃশ্য দেখতে লাগল। পথচারীদের গায়ে ধুলো ছিটিয়ে খচ্চর-টানা ভারি মালবাহী ওয়াগন যাওয়া-আসা করছে হরদম। স্যালুনগুলোর সামনে সারি সারি ঘোড়া বাঁধা, লেজ নাড়িয়ে যুদ্ধ করছে হানাদার মশা-মাছিদের সঙ্গে। রাস্তায় নানা জাতি আর বর্ণের লোক; দোআঁশলা ইন্ডিয়ান, চৈনিক, নিগ্রো কী নেই। ভাবলেশহীন চেহারায় সহজ

ভঙ্গিতে স্যাডলে বসে আছে সাবাডিয়া, কিন্তু ওর তীক্ষ্ণ নজরে কোনকিছুই এড়াচ্ছে না। ফলে অচিরেই বুঝতে পারল ড্রেইটের উপস্থিতি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে কারো কারো মাঝে।

'কোন কিন্তু আছে,' ল্যারিকে বলল ও। 'ওই অপদার্থ শেরিফটা যাচ্ছে কোথায়, এত খুশি খুশি লাগছে কেন ওকে?'

ঠিক ওই সময়ে হনহন করে রাস্তা পার হচ্ছিল ক্যামর্ট, হাত এখনো স্লিংয়ে বাঁধা, কিন্তু চোখেমুখে ফুটে আছে বন্য উল্লাস। ল্যারি আগাগোড়া মাপল খর্বকায় হৃষ্টপুষ্ট লোকটাকে।

'চেহারার যা ছিরি, স্বভাবও যদি সেরকম হয় নামটা লাগসই হয়েছে,' টিপ্পনী কাটল কাউবয়। 'এসব লোক এত বড় চাকরি পায় কীভাবে বুঝি না?'

'ওই স্বভাবের জন্যেই,' সাবাডিয়ার কণ্ঠে বিতৃষ্ণা। 'চাবুক থাকে টাকাঅলাদের হাতে। নির্বাচন বলতে হয় প্রহসন; যাকে ঠিক করে দেয় ওরা, লোকজন তাকেই ভোট দেয়। শাঁসাল খদ্দেরদের কেউই নারাজ করতে চায় না, ফলে ব্যবসায়ীরাও চুপ করে থাকে। আর এরপরও যদি কেউ নিজের ইচ্ছেয় চলতে চায়–তার কপালে কী ঘটে ভালই জান তুমি।'

একটু বাদে ড্রেইট বেরিয়ে এল ব্যাংক থেকে। 'সব বন্দোবস্ত পাকা। উইলিয়ম, ব্যাংকের ম্যানেজার, মানুষটা ভাল। এখানকার ব্যাপার-স্যাপার ওর একটুও পছন্দ না; কিন্তু বোঝই তো, ব্যবসার খাতিরে সমঝে চলতে হয়। শুনলাম শেরিফ নাকি আবার তর্জন-গর্জন শুরু করেছে; কাছেপিঠে দেখেছ ওকে?'

'হ্যাঁ, তোমাকে ব্যাংকে ঢুকতে দেখেছে। তখন ওর মুখের যা অবস্থা হয়েছিল না, পারলে তোমাকে চিবিয়ে খায়। তারপর কী ভেবে সামলে নিয়েছে।'

'হুম,' একগাল হাসল নিক। 'তা এখন কী করব?'

ওদের পাশ দিয়ে ধীর কদমে হেঁটে যাচ্ছিল এক লোক, সে-ই দিল উত্তরটা: 'বুদ্ধি থাকলে কেটে পড়বে। ক্যামর্ট বলছে এবার আর নাকি তোমার রক্ষে নেই।'

'তোমার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ, বুড়ো খোকা। তবে ক্যামর্ট একটা গর্দভ–বোধহয় শিক্ষার অভাব। যাইহোক, আমরা দেখা করব ওর সাথে।'

শ্রাগ করল অচেনা পথচারী। 'তোমার মরণ ঘনিয়েছে।'

'মনে হয় না,' নিক হাসল। 'একমাত্র ভালমানুষরাই অল্প বয়সে মরে, আমি খারাপ–ভীষণ খারাপ।'

ঘোড়া হাঁটিয়ে মার্কার-স্য়ে গেল ওরা। নবাগত তিন খদ্দেরকে স্বাগত জানিয়ে মালিক বলল, 'নিক, সাবধান।'

কোন শুভানুধ্যায়ী যখন উদ্বেগ প্রকাশ করে তখন তাকে নিজের অবস্থানটা জানিয়ে দেয়া উচিত, ভাবল শ্যাডো ভ্যালির মালিক। 'দরকারি একটা কাজে

শহরে এসেছিলাম। তো শুনলাম কে একজন নাকি খুঁজছে আমাকে। আমারও আবার এই এক স্বভাব, কারো মনে আঘাত দিতে পারি না।'

'ওর বিশ্বাস এবার আর তুমি রেহাই পাবে না,' মার্কার বলল।

'গতবারও তাই ভেবেছিল,' বলে স্মিত মুখে আশপাশে নজর বোলাল নিক। 'মিডওয়েকে বড্ড তৃষ্ণার্ত মনে হচ্ছে।'

'না–কৌতূহলী।'

আসলেও কথাটা ঠিক। উপস্থিত সকলেই জানে কী ঘটতে চলেছে, তাই ভিড় করেছে মজা দেখতে। জনতাকে নড়েচড়ে উঠতে লক্ষ্য করে ড্রেইট বুঝল কিছু একটা ঘটছে। ঘাড় ফেরাল ও। বীরদর্পে স্যালুনে ঢুকল শেরিফ, পেছনে কাটা শটগানহাতে হ্যাংলা গড়নের এক লোক। সম্প্রতি ওকে তার ডেপুটি নিয়োগ করেছে শেরিফ। লোকটার চোখের গঠন অসামঞ্জস্যপূর্ণ, তাই ঠাট্টাচ্ছলে শহরবাসীরা ওর নামকরণ করেছে–ওয়াল-আই বা টেরা। নিক আর তার সঙ্গী দুজনের সামনে এসে থামল ওরা।

'স্টিংকার, দেহরক্ষী নিয়োগ করেছ?' ড্রেইট জিজ্ঞেস করল।

শেরিফ এর জবাব দিল তার সহকারীকে উদ্দেশ করে। 'এদের কেউ যদি নড়াচড়া করে, গুলি করবে।'

'সেক্ষেত্রে যমের বাড়িতে তোমার ঘুম ভাঙবে, ক্যামর্ট,' হুঁশিয়ার করল স্যালুন মালিক, এখন বারের ওপর ঝুঁকে এসেছে ও, হাতে একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ কোল্ট, সরাসরি শেরিফের দিকে তাক করা। 'ভেব না, আমি ঠাট্টা করছি।'

অগ্নিদৃষ্টি হানল শেরিফ। মার্কার এমনিতে শান্তিপ্রিয়, ফালতু ঝঞ্ঝাটে জড়ায় না, কিন্তু কেউ ওর সাথে গোলমাল করলে রুখে ওঠে; মিডওয়ের সবাই জানে, মার্কার কখনো মিথ্যা বড়াই করে না।

'তুমি আমার দায়িত্বপালনে বাধা দিচ্ছ,' হুঙ্কার ছাড়ল ক্যামর্ট। 'আমি আইনের লোক।'

'হতে পারে–তবে তোমার আইন আর একটা গাধার মধ্যে কোন ফারাক নেই,' ঠাণ্ডা সুরে জবাব দিল মার্কার। 'যাইহোক, আমার ঘরে তুমি দাঙ্গা বাধাতে পারবে না। আমার মনে আছে কীভাবে সেবার এক লোককে তুমি অন্ধ করে, তার ওপর চড়াও হওয়ার পাঁয়তারা করেছিলে।'

অপরজনের চেহারা হিংস্র হয়ে উঠল। 'এই অপমান আমি কিন্তু ভুলব না, মার্কার।'

'না ভুললেই ভাল। নাও, এবার মানে মানে তোমার বিষ ঝেড়ে কেটে পড়।'

'আমিও যেতেই চাই। জাজের সই-করা হুলিয়া আছে আমার কাছে, ড্রেইটকে গ্রেফতার করার জন্য।'

ড্রেইট শান্তভাবে গ্রহণ করল খবরটা। 'কী অপরাধে?'

'কোল চ্যাপম্যানকে হত্যার দায়ে,' ঘেউ ঘেউ করল ক্যামর্ট।

'ব্যস, এই?'

'ওইটুকুই যথেষ্ট,' বক্তৃতার ঢঙে দর্শকদের উদ্দেশে মুখ খুলল শেরিফ, 'হপ্তাখানেক আগে কোলের লাশ টেবিল মেসা ট্রেইলের ধারে আবিষ্কার করেছে তার লোকজন। ওর মাথায় গুলি করা হয়েছিল।'

'খুবই দুঃখের কথা,' বিড়বিড় করে বলল নিক। 'তা কোলই কি তোমাকে বলেছে আমি খুন করেছি ওকে?'

'তুমি কীভাবে-?' শুরু করেছিল শেরিফ, পরক্ষণে ড্রেইটের চোখে কৌতুকের ঝিলিক ওর নজরে পড়ল। 'রসিকতা হচ্ছে, হাহ্? বেশ, যত খুশি হেসে নাও। আজ বিকেলেই আদালতে চালান করা হবে তোমাকে-এবং সন্ধ্যের মধ্যে লটকে যাবে।'

'খুব তাড়াতাড়ি সারতে চাও মনে হচ্ছে, স্টিংকার,' বিদ্রূপ করল আসামী। 'এত ভয় পাচ্ছ কেন?' যখন কোন জবাব পেল না, ড্রেইট বলল আবার, 'আত্মপক্ষ সমর্থন আর একজন সাক্ষীকে ডাকার জন্য আমাকে তোমার সময় দিতে হবে।'

'মোটে একজন?' ভেংচি কাটল ক্যামর্ট। 'বিশজনেও পার পাবে না।'

'সব পাকাপোক্ত করেই রেখেছ, নাকি?' নিক হাসল। 'হ্যাঁ, একজনই-খোদ কোল চ্যাপম্যানকে।'

শেরিফের চোখে শঙ্কার ছায়া ঘনাতে দেখল ড্রেইট, তারপর একটা কাষ্ঠ হাসি শোনা গেল। 'কবরে ঢোকার জন্য অত সময় তোমাকে দেয়া হবে কিনা আমার সন্দেহ আছে।'

স্যালুনের দরজা একপাশে ঠেলে ধরল কে যেন। 'অ্যাই, স্টিংকার, দেখে যাও কে আসছে শহরে।'

সবগুলো চোখ যন্ত্রচালিতের মত ঘুরে গেল দরজা-জানালার দিকে, দেখল তাদের অতিচেনা কোল চ্যাপম্যান মন্থর গতিতে এগোচ্ছে স্যাডলে চেপে, জানে না কী রকম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে ওর আগমন। স্যালুনের লোকজন হতবিহ্বল চোখে দেখতে লাগল ওকে, শেরিফ রাগে চোয়াল চাপল, বিড়বিড় করে গাল বকল কারোকে। নিক ড্রেইট নিঃশব্দে হাসল।

'খোদার কসম, কোলের মত এরকম জীবন্ত লাশ আমি আর একটাও দেখিনি,' মুখ খুলল মার্কার। 'তবে একটা মরা লোকের পক্ষে এভাবে যেখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি করা ঠিক না।'

যদিও একথায় সমবেত কণ্ঠে হাসির রোল উঠল ঘরে, কিন্তু তাতে আর যা-ই থাক, কোনরকম মজার খোরাক ছিল না। ক্যামর্ট টের পেল সবাই তার দিকে কুদৃষ্টি হানছে, অতএব এখনই তার কিছু একটা করা দরকার।

'আমাকে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে-বোকা বানান হয়েছে,' মিনমিন করে বলল ও।

'তাহলে খামোকা সময় নষ্ট করছ,' নিক বলল। 'বোঝাই যাচ্ছে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ সাজান, আর সেজন্যই তুমি তাড়াহুড়ো করছিলে। কোলকে বলা হয়েছিল, আমাকে তুমি না ঝোলান পর্যন্ত ও লুকিয়ে থাকবে। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।' দর্শকদের উদ্দেশে ফিরল ও। 'এই কুকুরটাকে শেরিফ বানিয়ে এরপরও তোমরা গর্ব বোধ করবে?'

'কখনই করি না,' বোমার মত ফেটে পড়ল বব। 'ওকে ঝোলাতে পারলেই আমাদের শান্তি।'

'আমার কী দোষ বল,' সাফাই গাইল শেরিফ। 'আমাকে বলা হয়েছিল কোল মারা গেছে, আর ও সবসময় যে-ঘোড়ায় চড়ত সেটা ড্রেইটের কোরালে আছে।'

'কোল এখনো সেই ঘোড়াতেই বসে আছে,' জানাল একজন। 'আমার মনে হয়, বব যা বলছে, তোমাকে ঝোলানই উচিত।'

দর্শকদের রক্তচক্ষু দেখে ধড়াস করে উঠল ক্যামর্টের বুক; ও জানে পশ্চিমের লোকদের একটা অখ্যাতি আছে, সহজে ক্ষিপ্ত হয়; অথচ ওকে যারা মদত জোগায়, সেইসব গরু ব্যবসায়ী আর তাদের দলবল এ-মুহূর্তে বহুদূরে রয়েছে।

'আমি আমার দায়িত্বপালন করছিলাম মাত্র,' দুর্বল সুরে প্রতিবাদ জানাল শেরিফ।

এবার ফের একচোট হাসল সবাই। ড্রেইট এগিয়ে এসে ক্যামর্টের অসাড় হাত থেকে ছিনিয়ে নিল ওয়ারেন্টের কাগজটা।

'জাজ ফাওলারের সঙ্গে এ-ব্যাপারে আমি নিজেই কথা বলব,' বলল ও। 'দু-দুবার তুমি আমাকে ফাঁসানর চেষ্টা করেছ। তৃতীয়বার ফল ভাল হবে না—তোমার জন্য। যাও, এবার ভাগ।'

'এবং দূরে থাক,' যোগ করল স্যালুন মালিক।

বিধ্বস্ত ভঙ্গিতে শেরিফ আর তার সহকারী বেরিয়ে গেল দরজা ঠেলে, শেষোক্তজন তার মনোভাব গোপনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না। 'সহজে স্যালুন ছাড়তে আমার ভাল লাগে না, কিন্তু এবার সত্যিই লাগছে। আমরা এখানে একটুও জনপ্রিয় না।'

'জনপ্রিয়তাই যদি তোমার লক্ষ্য হয়, ভুল চাকরি নিয়েছ,' বলল ওর মনিব। 'আর ওদের কথা বলছ, ওদের ওই বুলিটুকুই সার, কিছু করার সাহস নেই। যাকগে, এখন কোলকে আমার কয়েকটা উপদেশ দিতে হবে।'

'আমি ডেকে আনব?' প্রস্তাব দিল ওয়াল-আই।

'আমি নিজেই পারব—যদি তার দরকার বোধ করি,' বলল শেরিফ, যদিও জানে তা সে কখনই বোধ করবে না। সাহস ওর আছে, কিন্তু কোল চ্যাপম্যানের মুখোমুখি হতে হলে যে-গুণ থাকা প্রয়োজন সেটা নেই।

অল্পক্ষণ পরেই. দুই বন্ধুকে সঙ্গে করে জাজের অফিসে গেল ড্রেইট।

ওদের আগমনে চমকে উঠলেন বিচারক, ঝটপট পা নামিয়ে ফেললেন টেবিল থেকে, তারপর যখন চিনতে পারলেন দলনেতাকে, তাঁর মুখ হাঁ হয়ে গেল।

'তুমি এখানে কী করছ?' গলায় কর্তৃত্বের সুর ফোটানর প্রয়াস পেলেন জাজ।

'আমাকে দেখবেন বলে আশা করেননি, না, ফাওলার?'

'না-অন্তত দালানের এই অংশে।'

ওয়ারেন্টের কাগজটা ডেস্কের ওপর ছুঁড়ে দিল ড্রেইট। 'আপনি সই করেছেন?'

'অবশ্যই, ওটাও আমার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।'

'সত্যিই লোকটা অপরাধী কিনা জানার জন্য প্রমাণ লাগে না আপনার?'

'প্রমাণ সংগ্রহ করা শেরিফের কাজ; আমি সেগুলো পরীক্ষা করি বিচারের সময়।'

'কিন্তু যাকে হত্যার দায়ে আমাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, সেই চ্যাপম্যান যে মাত্র আধঘণ্টা আগে শহরে এসেছে, সে-খবর রাখেন?'

শিরদাঁড়া টানটান করলেন জাজ। 'এটা কি ঠাট্টা-?'

'না, স্রেফ খবরটা জানাচ্ছি,' ফাওলারকে থামিয়ে দিল নিক। 'কম করে বিশজন সাক্ষীর সামনে ক্যামর্ট বলেছে বাঁচার কোন আশা নেই আমার, সূর্য ডোবার আগেই ফাঁসি হয়ে যাবে। আর এমন একটা অপরাধে, যার অস্তিত্ব কেবল আপনার আর ক্যামর্টের মগজে আছে।'

'এটা কিন্তু তোমার বাড়াবাড়ি হচ্ছে,' বললেন বটে কিন্তু ড্রেইটের চোখে চোখ মেলাতে পারলেন না জাজ।

'হলোই-বা, কী করবেন আপনি শুনি?'

আধপোড়া একটা সিগার ধরালেন জাজ, মনে পড়ে গেছে তাঁর বিশেষ পদমর্যাদা রয়েছে। 'যে-অপমান সরাসরি আমাকে করা হয়েছে আমি বলছিলাম তার কথা,' জবাব দিলেন তিনি। 'শেরিফের সাথে যদি তোমার কোন গোলমাল হয়ে থাকে, সেটা আমার মাথাব্যথা না।' মুখরক্ষার সুযোগ পেয়ে কিছুটা আত্মপ্রসাদ বোধ করলেন ফাওলার।

'আর শ্যাডো ভ্যালিতে সম্প্রতি যে খুন দুটো হয়ে গেছে সেটাও আপনার মাথাব্যথা না?' নিকের গলায় শ্লেষের সুর বেজে উঠল।

'আমি এখানে কারো গাফিলতি আবিষ্কার করতে বসিনি,' তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দিলেন ফাওলার। 'আমি জবাবদিহি করতে বাধ্য কেবলমাত্র আইনের কাছে-'

'এবং গভর্নরের কাছে, যিনি আপনাকে নিয়োগ করেছেন,' স্মরণ করিয়ে দিল সাবাডিয়া।

কঠিন চেহারার মেক্সিক্যান যুবকের দিকে তাকালেন জাজ, এই প্রথম ওর হিমশীতল ধারাল কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন তিনি। আশ্চর্য, লোকটা বিদেশী

হলেও ওর উচ্চারণ নিখুঁত। নিশ্চয় এ সেই লোক, শেরিফকে যে পঙ্গু করেছে। জবাব না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ফাওলার।

'স্টিংকা., আর গরু ব্যবসায়ীদের কথা বাদ দিয়েছ তুমি,' ড্রেইট বলল বন্ধুকে।

বিদ্রূপ নয় যেন কষাঘাত। রাগে কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে উঠলেন বিরক্ত বিচারক, 'আর সহ্য করব না আমি। আদালত অবমাননার দায়ে তোমাকে–'

'শুরুতেই আমি দোষ স্বীকার করে নেব,' ঝাঁঝাল জবাব এল। 'শুনুন, ফাওলার; আমি এখানে জানতে এসেছিলাম আপনি বোকা; না ভণ্ড। এখন দেখতে পাচ্ছি দুটোই, কিন্তু পুরোদস্তুর শয়তান হওয়ার সাহস বা যোগ্যতা–কোনটাই আপনার নেই। ভুল রাস্তায় চলেছেন, এভাবে চললে চোদ্দশিকে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে আপনাকে–যদি বেঁচে থাকেন তদ্দিন। চলি, অ্যাডিওস।'

যাত্রার ঢঙে বিদায় জানিয়েই, যে-পথে এসেছিল সে-পথে বেরিয়ে গেল অতিথিরা। বন্ধ দরজার দিকে একটুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন ফাওলার, তারপর দেরাজ টেনে ফ্লাস্ক বের করলেন, ছিপি খুলে ঢকঢক করে গলায় ঢাললেন উষ্ণ তরল পানীয়।

'জাহান্নামে যাক চ্যাপম্যান,' তপ্ত সুরে অভিশাপ দিলেন জাজ।

# পাঁচ

'আমরা কোথায় যাচ্ছি, কর্টেয?' পরদিন সকালে ঘুরতে বেরিয়ে জানতে চাইল ল্যারি।

'সিনর চ্যাপম্যানকে দেখতে,' সাবাডিয়া বলল। 'তবে আড়াল থেকে। নিককে তোমার কেমন মনে হয়?'

একটুক্ষণ চিন্তা করল কাউবয়। 'খুউব ভাল বন্ধু এবং বিপজ্জনক শত্রু। ওর সাথে কেউ বাঁকা পথে লড়তে চাইলে, ও-ও তাই করবে, হয়তো একটু বেশিই করবে।'

মাথা ঝাঁকাল সাবাডিয়া। 'আমারও তাই ধারণা।' আড়চোখে সঙ্গীর দিকে তাকাল ও। 'শেষপর্যন্ত কী হবে জানি না, তবে ওর পক্ষ নেয়াটা যে খুব সুখের হবে না তা বলতে পারি।'

'আমাকে নিয়ে তোমার চিন্তা না করলেও চলবে। শুধু শুধু ঘুরে বেড়াতে আমার ভাল লাগে না, আমি চাই–অ্যাকশন।'

ঝোপঝাড় চড়াই-উতরাই ভেঙে পশ্চিমে চলেছে ওরা। সামনে, তবে

কয়েক মাইল দূরে, সটান আকাশ পানে উঠে গেছে একটা পাহাড়, চুড়োটা সমতল।

'ওটাই বোধহয় টেবিল মেসা,' মন্তব্য করল সাবাডিয়া। 'ওর কাছেপিঠে কোথাও সিনর চ্যাপম্যানের ডেরা। যদি ওর সামনাসামনি পড়ে যাই, তোমার টুপি সামনে টেনে দিয়ো; ও কিন্তু তোমাকে একবার দেখেছে।'

'ভালমত না, অবশ্য ওর মাথার পেছনেও চোখ থেকে থাকলে অন্য কথা,' কাউবয় হাসল। 'যাইহোক, মাঝে মাঝে আমারও ভাল লাগে নিজের পরিচয় গোপন করতে।'

ওরা যতই মেসার কাছাকাছি হয় ততই বদলে যায় ভূ-প্রকৃতির রূপ। এখন এখানে-সেখানে চমৎকার ঘেসো জমি দেখা যাচ্ছিল, ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত স্ক্রাব ওক, কাঁটাঝোপ আর ক্যাকটাস রয়েছে কিছু, দূরে গরুবাছুর চরছে। কারো চোখে পড়তে চায় না বলে, দুই অনুপ্রবেশকারী খোলা প্রান্তরের কিনার ঘেঁষে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ঘোরা পথে এগোল। খানিক পর গর্তমত একটা নাবাল ঘেসো জমিতে আরো ডজনখানেক গরুবাছুরের দেখা পেল ওরা। জানোয়ারগুলোকে অশান্ত ভীতচকিত দেখাচ্ছে, মাঝে-মধ্যে কেউ কেউ ঘাড় ফিরিয়ে নিজেদের কুঁজ চাটছে। চুল-পোড়ার উৎকট গন্ধ ভাসছে বাতাসে, গর্তের একপাশে ছাইয়ের গাদা থেকে তখনও সরু ফিতের মত নীলাভ ধোঁয়া উঠছিল।

'ব্র্যাণ্ডিং,' সাবাডিয়া মন্তব্য করল। 'যদি এইট বি-র গরু হয়, আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে।'

ঘোড়ার পেটে আলতো স্পার ছুঁয়ে, ধীর কদমে আগে বাড়ল ওরা যাতে সন্দেহজনক মার্কাটা দেখতে পায়। 'ডবল এক্স, নিচের অর্ধেকটা নতুন–বড়জোর ঘণ্টাখানেক আগের,' স্বগতোক্তির ঢঙে বলল কর্টেয। 'তার আগে পর্যন্ত ওগুলোর মালিক ছিল ডবল ভি। বেশ মজার ব্যাপার তো!'

এগিয়ে চলল ওরা, ডবল এক্সের আরো কিছু গরুবাছুর দেখতে পেল, এগুলোর নয়া ব্র্যাণ্ডিংয়ের ঘা মোটামুটি শুকিয়ে গেছে, তারপর এইট বি মার্কার একটা পাল চোখে পড়ল।

'ওটা কোলের নিজের, এই মার্কাই দেখেছিলাম ওর ঘোড়ার গায়ে,' ল্যারি বলল।

'আরেকটু ভাল করে দেখ, বাছা,' উপদেশ দিল ওর বন্ধু। 'হপ্তা দুয়েক আগেও ওগুলো ছিল এস পি-র। দেখেছ, এস-টাকে কীভাবে ঘুরিয়ে এইট করা হয়েছে, আর পি-র নিচে জুড়ে দেয়া হয়েছে আরেকটা অংশ?'

'আরে, তাই তো!' ল্যারি সায় জানাল। 'আমি বুঝতেই পারিনি প্রথমে।'

'আমাদের খাটুনিটা একেবারে বৃথা যায়নি, কী বল,' স্মিত হাসল সাবাডিয়া। 'কিন্তু আমি ভাবছি ও কুলিনের ঘরেও সিঁদ কাটছে না কেন?'

'হয়তো কাটছে; আমরা দেখতে পাইনি এখনো।'

তল্লাশি অব্যাহত রাখল ওরা, তবে প্রান্তরটা খোলামেলা হওয়ায় ঝোপঝাড়ের ভেতর গা ঢাকা দিয়ে এগোতে বাধ্য হচ্ছিল, এবং আর কোন গরুবাছুর চোখে পড়ল না। ছোট্ট একচিলতে ফাঁকা জমির কিনারে এসে থামল দুই বন্ধু; সামনেই দাঁড়িয়ে বড়সড় একতলা একটা কাঠের বাড়ি, দেখলেই যত্নের অভাব বোঝা যায়। এটাই, অনুমান করল ওরা, এইট বি র‍্যাঞ্চ-হাউস। গাছপালার আড়ালে অপেক্ষা করছিল ওরা, অচিরেই দেখতে পেল পুব দিক থেকে এগিয়ে আসছে একজন ঘোড়সওয়ার, ওদেরকে পাশ কাটিয়ে র‍্যাঞ্চ-হাউসের সামনে গিয়ে থামল সে। 'কেউ আছ বাসায়?' অতিপরিচিত কণ্ঠস্বর। পরমুহূর্তে কর্কশ সুরে অভ্যর্থনা জানাল অন্য একজন।

'চমৎকার! এস পি ফোরম্যান গিলম্যান,' বিড়বিড় করে বলে, স্যাডল থেকে পিছলে নেমে গেল সাবাডিয়া। 'আমি আড়ি পাততে যাচ্ছি; এখানে থাক–তুমিই আমার রঙের টেক্কা।'

ওদের, সামনেই, মুখোমুখি একটা জানালা, অংশত খোলা। উবু হয়ে, দ্রুত পায়ে ওটার নিচে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসল কর্টেয। গ্লাস ঠোকাঠুকির শব্দ শুনে আন্দাজ করল দুজন লোক রয়েছে ভেতরে–গৃহস্বামী এবং অতিথি।

'কী ব্যাপার, জ্যাক?' বলল কর্কশ গলা। 'এখানে কী মনে করে?'

'শুনলাম তুমি মারা গেছ, তারপর খবর এল–না,' গিলম্যান জবাব দিল। 'তাই ভাবলাম তোমাকে দেখেও যাই, আর আমি তোমাকে যে-একশটা গরু চুরি করার অনুমতি দিয়েছিলাম সেগুলোর বখরাটাও বুঝে নিই।'

'সবুর করতে হবে, বিক্রি হোক আগে,' জবাব এল। 'রফা করতেই যাচ্ছিলাম, তো এই সময় গোল বাধাল ওই নচ্ছারটা।' সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে নিজের ভাষ্য বলে উপসংহার টানল চ্যাপম্যান, 'ব্যাটা আমার টাকাপয়সা, ঘোড়া–সব নিয়ে গেছে।'

'বাজারে জোর গুজব, তুমি এই পাপের দুনিয়ায় খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছ,' খ্যাকখ্যাক করে হাসল অপরজন।

পরিহাসতরল গলায় ব্যাপারটাকে হালকা করার প্রয়াস পেল চ্যাপম্যান, কিন্তু ওর মর্মজ্বালা তাতে ঢাকা পড়ল না। 'আমাকে এক্কেবারে সঙ বানিয়ে ছেড়েছে। ক্যামর্ট একটা আস্ত গর্দভ। আমাদের এখন চালাক-চতুর আর কারোকে শেরিফ করা দরকার। ড্রেইটকে তাড়াতেই হবে।'

অনীহার সুর বাজল ফোরম্যানের গলায়। 'এস পি-র মালিকানাই যখন পাচ্ছি না, ও থাকলেই-বা আমার কী এল গেল।'

'পাবে না কেন? তুমি যদি ঠিকমত চালিয়ে যাও, প্যাভিটের নাতিটাকে ওরা খুঁজে বের করতে করতে তোমার হাতে প্রচুর টাকা জমে যাবে আর র‍্যাঞ্চটাও যাবে ফতুর হয়ে। তখন খুশি মনে বেচে দেবে ও।'

'চমৎকার আইডিয়া।'

'ধেৎ! খামোকা লজ্জা দিচ্ছ কেন। আমি তোমার দলে, কুলিন আর

ভাস্কোও তাই। আসলে আমরা কেউই চাই না এখানে হুট করে বাইরের কেউ উড়ে এসে জুড়ে বসুক।'

'ধন্যবাদ,' গিলম্যান জবাব দিল। 'আমি তাহলে এবার আসি।'

কর্টেয দেরি করল না আর একমুহূর্ত, ফিরে এল ওদের গোপন আশ্রয়ে। ল্যারিকে রাইফেল বাগিয়ে বসে থাকতে দেখে হাসল ও। অতিথি বিদায় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওরা, তারপর নিজেরাও রওনা হলো, এবার আরেকটু দক্ষিণ মুখে।

'ডবল ভি র‍্যাঞ্চ-হাউসটা যদি খুঁজে পাই, খুব সম্ভব সিনর চ্যাপম্যানের দড়িতে একটা গেরো লাগাতে পারব,' বুঝিয়ে বলল সাবাডিয়া।

মাইল দুয়েক যাওয়ার পর ছড়ান-ছিটান কিছু গরুবাছুরের মুখোমুখি হলো ওরা, ওদের গায়ের মার্কা দেখে বুঝল ঠিক রেঞ্জেই এসেছে। কাছের ঝোপঝাড় থেকে আচমকা বেরিয়ে এল এক ঘোড়সওয়ার, হাঁটুর ওপর আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে একখানা রাইফেল, কঠিন সন্দিগন্ধমনা চেহারা, তবে মারমুখী নয়। সম্ভবত ওই গরুবাছুরগুলোর প্রতি ওদের আগ্রহ লোকটাকে কৌতূহলী করে তুলেছিল।

'কিছু খুঁজছ?' মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ, ডবল ভি র‍্যাঞ্চ-হাউস,' সাবাডিয়া জবাব দিল।

'আরো তিন মাইল সামনে। তবে যদি ভাস্কোকে চাও, তাহলে পেয়ে গেছ। তোমাদের সমস্যাটা কী?'

'আমাদের কিছু না, তবু বলছি,' বলে ঘোড়া থেকে নামল কর্টেয, হাঁটু গেড়ে বসে ধুলোর বুকে আঙুল দিয়ে ডবল এক্স মার্কা আঁকল। 'এই মার্কাটা এখানে কে ব্যবহার করে জান?'

'না। কেন?'

'ওদের কিছু গরুবাছুর দেখলাম কিনা,' সাবাডিয়া বলল ওকে। 'একটা গোলমাল আছে মনে হলো। ওপরের অর্ধেকটা পুরান, নিচেরটা আজকের।' বুটের ডগা দিয়ে নিচের অংশ মুছে দিয়ে, এক কদম পিছিয়ে এল ও। 'খুব সহজ, তাই না?'

খিস্তি করল র‍্যাঞ্চার। 'কোথায় দেখেছ?'

'মাইল দুয়েক আগে, উত্তরে; কয়েকটা এইট বি ষাঁড়ের সাথে চরছিল।'

ফের গাল বকল ভাস্কো। 'এক্ষুণি লোকজন নিয়ে যাচ্ছি আমি।'

নিজের স্যাডলে ফিরে গেল সাবাডিয়া। 'ভুল করবে,' উপদেশ দিল। 'লোকটা অস্বীকার করবে সবকিছু; তাছাড়া আমরাও তো কোন কুমতলবে করে থাকতে পারি কাজটা। না, সিনর, তোমার খেলা হবে ওকে হাতেনাতে ধরা।'

ব্যাপারটা নিয়ে একটুক্ষণ চিন্তাভাবনা করল র‍্যাঞ্চার; লোকমুখে শুনেছে এরকম কিছু মনে পড়ে গেছে ওর; আরেকবার খুঁটিয়ে মাপল দুই নবাগতকে, চোখে সন্দেহ ঘনাল। 'তোমরা ড্রেইটের লোক?' জিজ্ঞেস করল ভাস্কো,

তারপর সাবাডিয়া যখন সায় জানাল মাথা ঝাঁকিয়ে তখন বলল, 'তোমার কথাই বোধহয় ঠিক–নিজের চোখে না দেখে আমার কিছু করা উচিত হবে না।'

'অবশ্যই,' পাঞ্চার হাসল। 'ভুলে যেয়ো না, আমিও কিন্তু ঠিক একথাটাই বলেছি তোমাকে। ঝোপের ভেতর তোমার বন্ধু উসখুস শুরু করেছে। কী হয়েছে ওর–কোন অসুখ?'

ভাস্কোর রোদে-পোড়া তামাটে মুখাবয়ব লাল হয়ে গেল। ধরা পড়ে গেছে ওর চালাকি। 'আমার ফোরম্যান–সাধারণত এতটা অসাবধান হয় না ও,' বলল র‍্যাঞ্চার। 'কই, ফ্যারেল, এদিকে এস!'

লম্বা একহারা গড়নের এক ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে এল ঝোপের বাইরে; চোখেমুখে লজ্জার ছাপ; কোন লোকই চায় না বেমক্কা ধরা পড়তে। লোকটার উঁচু নাক, প্রশস্ত চোয়াল আর স্থির চোখজোড়া জরিপ করল সাবাডিয়া, এবং যা বোঝার বুঝে নিল।

'শ্যাডো ভ্যালির রাইডার,' বলে ওদের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল ভাস্কো। নিজেদের নাম জানাল সাবাডিয়া, এবং ফোরম্যানের সঙ্গে করমর্দন করল।

'তোমার নজর খুব কড়া, সিনর,' প্রশংসা করল ফ্যারেল।

'আসলে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিলাম,' সাবাডিয়া হাসল। 'বুঝতে পেরেছিলাম কাছেপিঠে আরো কেউ আছে, নইলে তোমার বস্ দুজন অচেনা সশস্ত্র লোককে সামলাতে আসত না।'

'হাহ্! তুমি ওকে চেন না,' ফ্যারেল অভিযোগ করল। 'ভীষণ ঝুঁকি নেয়।' পরক্ষণে একান-ওকান হয়ে গেল ওর হাসি। 'আসলে আমরা সব টেক্সানরাই এমন।'

'থাক, ফ্যারেল, আর পিঠ চুলকে কাজ নেই,' ফোরম্যানের প্রশংসায় বাদ সাধল ভাস্কো। 'এবার আসল খবর শোন।'

সব শুনে হাঁ হয়ে গেল ফ্যারেলের মুখ। 'হ্যাঁ, আমরা, অবশ্যি, হামেশাই গরু হারাচ্ছি,' স্বীকার করল ও। 'আমার মনে হয় কর্টেযের কথাই ঠিক–আমাদের নিশ্চিত হওয়া দরকার। আমি তোমাকে বারবার সাবধান করেছি, ভিক, তোমার ওই মার্কাটা উস্কানিমূলক–ডবল ভি, টু ডায়ামণ্ড এগুলো বদলান একদম সোজা।'

'জীবনে প্রথম যে-গরুটা কিনেছিলাম তার গায়ে ওই মার্কাটা লাগিয়েছিলাম আমি,' জেদের সুরে বলল র‍্যাঞ্চার।

'এবং সাবধান না হলে শেষ গরুর সাথে সাথে সেটা লোপ পাবে,' হুল ফোটান জবাব এল।

'আস্ত খচ্চর, তাই না?' প্রশ্রয়ের হাসি হাসল ভাস্কো। 'তো, ঠিক আছে, এখন থেকে ওদের ওপর নজর রাখব আমি। আর তোমাদের যখন সুবিধে,

আমার গরীবখানায় এলে খুশি হব।'

বাড়ি ফেরার পথে, ভেতরে ভেতরে, কিছুক্ষণ ছটফট করল ল্যারি, তারপর লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কর্টেয, তোমার এই কাজটা কি শত্রুকে সাহায্য করা হলো না?'

'মনে হয় না। শোন। চ্যাপম্যান যদি অন্যদের গরু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে, ওর বারটা বেজে যাবে। খবরটা যেহেতু আমরা দিয়েছি, ভাস্কো আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। আর যাই হোক, ওর ভেতরে ঘোরপ্যাঁচ নেই। বাজি লাগ, নিক খুশিই হবে।'

'আমার ওস্তাদের মানা, জেতার ব্যাপারে শিওর না হয়ে বাজি লাগতে নেই,' জোড়হাত করল ল্যারি।

খানিক বাদে ড্রেইটকে যখন ওরা জানাল সেদিনের ঘটনাবলী, তখন কর্টেযের অনুমান নির্ভুল প্রমাণিত হলো। স্পষ্টতই খুশি হলো নিক। 'দারুণ খেল দেখিয়েছ, কর্টেয। আমার সুবিধেই হবে এতে। আমার সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি ভাস্কোর, তবে ওকে ভুল বোঝান হয়েছে এমনটা হওয়া অসম্ভব না।'

'ভাল কথা, নিক, ঘুণাক্ষরেও এ-ব্যাপারে কারোকে কিছু জানাবে না—এমনকি রবসনকেও না,' সাবাডিয়া সাবধান করল। 'চ্যাপম্যান যদি টের পেয়ে যায়, একদম ডুবে যাব আমরা।'

'ঠিক আছে, কর্টেয, তবে রবসনকে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি।'

'তা কর, কিন্তু একটা বেফাঁস কথাই শত্রুকে হুঁশিয়ার করার জন্যে যথেষ্ট। কথায় বলে, সাবধানীর মার নেই।'

ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল শ্যাডো ভ্যালির মালিক। 'গিলম্যান তাহলে এস পি র‍্যাঞ্চ হজম করার তালে আছে। আমারও তাই সন্দেহ হয়েছিল। কুলিনের সঙ্গে বোধহয় দেখা করনি?'

'না, ভাবলাম একদিনে যা হয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।'

'ও একটা আস্ত পচা ডিম,' বলে চলল ড্রেইট। 'এখানে যা কিছু ঘটছে, আমার ধারণা, কুলিন তার নাটের গুরু। কিন্তু ভীষণ হুঁশিয়ার আদমি—ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে।'

## ছয়

এস পি-থেকে-কেনা গরুবাছুরগুলো একদিন ভোর রাতে নিয়ে আসা হলো শ্যাডো ভ্যালিতে, এবং সাঁঝের আগেই নতুন মালিকের মার্কা লাগিয়ে ছেড়ে

দেয়া হলো আবার। পালাতে পারবে না ওরা, উপত্যকার চড়াই প্রান্তের মুখ পাথরের নিরেট দেয়াল তুলে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তাতান লোহার ছ্যাকা খেয়ে শেষ গরুটা যখন তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে পাশ দিয়ে ছুটে পালাচ্ছিল, ড্রেইট তার নিতম্বে আদরের চড় মেরে বাথান কর্মচারীদের দিকে তাকিয়ে অনাবিল হাসি হাসল।

'ভাল কাজ দেখিয়েছ, বাছারা,' প্রশংসা করল ও। 'ধন্যবাদ।' যেহেতু আর সবার মত সে নিজেও অমানুষিক পরিশ্রম করেছে, এই সংক্ষিপ্ত স্বীকৃতিতেই সন্তুষ্ট হলো ওরা। 'আজ রাতে পাই খাবে সবাই, যদি আমার ফরমায়েসমত শুকন আপেলগুলো আনা হয়ে থাকে।'

'আলবত আনা হয়েছে,' জানাল লং। 'এখন লিণ্ডি বেশি করে রাঁধলেই হয়।'

'তোমার দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে,' বলল ওর ভাই। 'লিণ্ডি জানে তুমি তিনজনের সমান খাও।'

উন্মাদের মত হইচই করতে করতে বাংকহাউসের উদ্দেশে ছুট দিল ওরা, তোয়ালে নিয়ে কে কার আগে কলতলায় যেতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলবে। সাবাডিয়া আর ড্রেইট ধীরেসুস্থে ওদের পিছু নিল।

'যাক একটা কাজ অন্তত শেষ হয়েছে,' মন্তব্য করল প্রথমজন। যদিও আমি খুব স্বস্তি পাচ্ছি না।'

'আমার নিজেরও কেমন যেন লাগছে,' একমত হলো নিক।

বাংকহাউসের দরজায় ছাড়াছাড়ি হলো ওদের। ভেতরের কোলাহল থেকে বোঝা যায়, এখনো খাবার দেয়া হয়নি টেবিলে। বাসায় ফিরে হাতমুখ ধুয়ে কাপড় পালটাল ড্রেইট, স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারলারে এল। রোজিকে স্নিগ্ধ হাসি হাসতে দেখে অবাক হলো ও।

'বুঝতে পারছি খাটুনি গেছে, তবে সবকিছু নিশ্চয় ভালয় ভালয় চুকেছে,' বলল স্বর্ণকেশিনী।

'তবু সাবধান থাকতে হবে,' জবাব দিল ড্রেইট। 'এখনো কিছু বলা যায় না। ব্র্যান্ডিং কঠিন কাজ, তবে নিজের বাথানের জন্য করতে হলে অনেক হালকা লাগে। এখন শ-খানেক গরু আছে আমার, কাজ শুরু করার পক্ষে যথেষ্ট যদি–' দায়সারাভাবে শ্রাগ করল ও।

'আশপাশের র‍্যাঞ্চাররা নাক গলাতে পারে ভাবছ?'

'শুধু নাক গলালে তো হতই!' ঝিক করে উঠল নিজের মজবুত নিটোল শ্বেতশুভ্র দাঁতগুলো, এবং রোজি আরো একবার লক্ষ্য করল হাসলে ওর স্বামীকে যথার্থই সুন্দর দেখায়। 'হ্যাঁ, আবার বোধহয় হামলা করার চেষ্টা করবে ওরা। কেন, ভয় পাচ্ছ?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল রোজি। 'দিন-দিন আমি জায়গাটার প্রেমে পড়ে যাচ্ছি,' ওর কণ্ঠে স্পষ্ট আন্তরিকতা।

'ভাল; তবে কখনো যদি খারাপ লাগে—জানিয়ো।'

হতাশ বোধ করল রোজি। আবারো মনে হলো ড্রেইট টের পেয়ে গেছে ওর মতলব: ওকে সে কষ্ট দিতে চায়। এখন পর্যন্ত ওর কোন ব্যাপারে উৎসাহ দেখায়নি ড্রেইট। এতে বিরক্ত হয়েছে স্বর্ণকেশিনী, কিন্তু ওর সংকল্পে এতটুকু চিড় খায়নি।

'রাইডআউট জায়গাটা কেমন?' পরদিন সকালে নিকের কাছে জানতে চাইল সাবাডিয়া।

'মিডওয়ের বড় সংস্করণ বলতে পার। একটা শাখা রেলরাস্তা আছে। কেন—যাবে?'

'আমার আর ল্যারিকে যদি তোমার বিশেষ দরকার না থাকে...'

'স্বচ্ছন্দে, কর্টেয। ব্র্যান্ডিং শেষ, কাজেই আপাতত দু-একদিন ঢিলেঢালাভাবেই চলবে সবকিছু।'

রাইডআউটে ওদের বেড়াতে যাওয়ার খবর শুনে গম্ভীর গলায় সাবধান করল স্মোকি। 'এই অঞ্চলের সবচেয়ে খারাপ জায়গা। কাউবয়রাই সচরাচর ওখানকার শয়তানগুলোর শিকার হয়। প্রথমে ওরা তোমাদের বন্দুক কেড়ে নেবে—তারপর বাদবাকি যা আছে।'

'বন্দুক কেড়ে নেয়ার পর আর বাকি থাকে কী,' সাবাডিয়া হাসল। 'তবে ল্যারিকে তোমরা যতটা সোজা ভেবেছ, ও তা না।' ঘাড় ফেরাল কর্টেয। 'এস, বাছা। অত না খেলেও চলবে। আমরা কোন দুর্ভিক্ষের দেশে যাচ্ছি না।'

প্রথম কয়েক মাইল চুপচাপ এগোল ওরা, এবং ক্রমশ এই নীরবতা অসহ্য হয়ে উঠল কাউবয়ের কাছে।

'তোমাকে বলিনি আগে,' অবশেষে মুখ খুলল পাঞ্চার, 'আমরা কিন্তু আদপে বেড়াতে আসিনি এখানে। তোমার মনে আছে, ওয়াই যেডে একবার বলেছিলাম, সামনে একটা জরুরি কাজ আছে, বেশ কিছুদিন ব্যস্ত থাকতে হবে?* এটাই সেই কাজ।'

চকচক করে উঠল ল্যারির চোখ। 'তাই, কর্টেয? আমাকে কোন দায়িত্ব দেবে না?'

'বোকা! নাহলে সঙ্গে আনলাম কেন?'

'এতে কি নিক জড়িত?'

'জানি না—এখনো। ওর সঙ্গে দেখা হওয়াটা ভাগ্য বলতে পার, এখানে থাকার জন্য আমারও একটা ছুতো দরকার ছিল।'

মাথা ঝাঁকাল ল্যারি। 'কাজটা কি?'

---

* দ্রষ্টব্য বাথান-২

'প্রথমত এস পি-র আইনসঙ্গত মালিককে খুঁজে বের করা,' সাবাডিয়া বলল। 'এর ফলে সিনর গিলম্যানের মতলব বানচাল হয়ে যাবে। এবং যদি আরো দু-একজনের কপাল ভাঙে আমি অবাক হব না।'

'তারমানে, শিগ্‌গিরই আমরা নিজেদেরকে অবাঞ্ছিত করে তুলতে যাচ্ছি?' ল্যারির গালে ভাঁজ পড়ল। 'ভালই।'

নিখুঁত বিবরণই দেয়া হয়েছিল রাইডআউট সম্পর্কে, মিডওয়ের আরেকটু বড় আর ব্যস্ত সংস্করণ, চেহারা তেমনি নোঙরা এবং বিচ্ছিরি। একটা হোটেলে ঢুকে দুপুরের খাওয়া সারল ওরা। ল্যারি ঢেকুর তুলে দার্শনিক মন্তব্য করল; 'এজন্যই বলে ভাল রান্নার তারিফ করতে হলে তা থেকে দূরে সরে যেতে হবে!' ওয়েটারকে ডেকে পাওনা মেটানর সময় সাবাডিয়া একটা প্রশ্ন করল ওকে।

'সীল, উকিল? স্টেশনের পাশেই অফিস। পাবে কিনা? কী জানি, তবে এটুকু বলতে পারি ওর মতলব বুঝতে পারবে না—আজতক কেউই পারেনি। সুন্দর দেখতে, বেজির মত।'

ওরা যখন বেরিয়ে এল হোটেল থেকে তখনো ওয়েটার নিজের রসিকতায় নিজেই হাসছে। সামান্য চেষ্টাতেই আইনজীবীর আস্তানা খুঁজে পেল ওরা, খালি একটা দোকানের ওপরতলায় এক কামরার অফিস, সিঁড়িটা বেশ একটু ভেতর দিকে। সাবাডিয়া দরজায় নক করতে, একটা চিকন কণ্ঠস্বর আমন্ত্রণ জানাল ওদের। ঠাট্টাচ্ছলে মানুষের উপনাম দেয়ার ব্যাপারে পশ্চিমের লোকদের জুড়ি নেই; চ্যাপটা কপাল, লম্বা নাক, ছুঁচোল মুখ আর কুঁতকুঁতে সন্দেহভরা চোখের দিকে একনজর তাকিয়েই অতিথি দুজন বুঝতে পারল, ডেস্কের পেছনে-বসা ওই লোকটার সাথেই দেখা করতে এসেছে তারা। গায়ে কাল লিনেনের ঘামে-ভেজা ঢলঢলে কোট চাপিয়েও ওর বেজিসদৃশ চেহারা এতটুকু ভদ্র বা মার্জিত হয়নি—বরং আরো কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে। অফিস ঘরটাও, এর মালিকের মতই, অপরিচ্ছন্ন: মেঝেতে শতছিন্ন কার্পেট, নড়বড়ে টেবিলের ওপর কিছু আইনের বই ছড়ান-ছিটান, ফাইল কেবিনেট, একটা পুরান ধাঁচের সিন্দুক, আর দুটো গদিবিহীন কাঠের চেয়ার।

অস্থায়ী অফিস, জেন্টলমেন, স্রেফ অস্থায়ী অফিস,' কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলল আইনজীবী, স্পষ্ট বোঝা গেল এই কথা আর ভঙ্গি ওর মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, কেউ এলে যন্ত্রচালিতের মত আউড়ায়। 'বসে তারপর বল আমি কী খেদমত করতে পারি তোমাদের।'

সামনে ঝুঁকল সাবাডিয়া; লোকটার স্বভাব-চরিত্র মেপে ফেলেছে। 'শুরুতেই বলে রাখি,' বলল ও, 'আমি এখানে তোমার সময় নষ্ট করতে আসিনি। আমি জানি, আইনের লোকদের কাছে সময়ের আরেক নাম—টাকা।'

সীলের কুঁতকুঁতে চোখ দুটো ঈষৎ চকচক করে উঠল। 'হ্যাঁ, আমার পেশায় অবশ্যি মক্কেলদের কাছ থেকে সামান্য কিছু খরচ-পাতি নিতে হয়,'

জবাব দিল সে। 'তবে সেটা কাজের ধরন বুঝে, মিস্টার–'

'আমার নাম জেনে তোমার কোন লাভ হবে না,' সাবাডিয়া বলল। 'দক্ষিণ থেকে আসছি আমি, ছুটিতে। জ্বি, স্যার, গরুবাছুর দেখে দেখে চোখ দুটো একদম পচে গিয়েছিল। তো এলি ডীন–মানে আমার বস্–যখন শুনল আমি এদিকেই আসছি তখন জিজ্ঞেস করল আমি তার একটা উপকার করতে পারব কিনা। মনিব, না বলি কী করে, রাজি হয়ে গেল্যাম। বুঝলে?'

'নিশ্চয়। তবে তুমি কিন্তু আমার কাছে আসার তোমার কারণ এখনো বলনি।'

নিজের উরুতে চড় মারল সাবাডিয়া। 'বলিনি? তাহলে শোন: এলি তার পুরান এক বন্ধুর খোঁজ বের করতে বলেছে, একসময় একসঙ্গে কাজ করত ওরা। লোকটার নাম প্যাভিট–স্যাম প্যাভিট। তো আমি এখানে এসে শুনলাম, বছরখানেক আগে নাকি সে মারা গেছে।'

'ঠিক, যদিও আমার খুব দুঃখ লাগছে কথাটা বলতে।'

'না, দুঃখের কী আছে, আমরা সবাই একদিন না একদিন বিদায় নেব। আমার মনে হয় এলিও এরকম কিছুই সন্দেহ করেছিল, প্যাভিট ওর চেয়ে বছর কয়েকের বড়ই হবে, আর ওর বয়সও বাড়ছে বই কমছে না। তাই ওর এক মেয়ের কথাও বলে দিয়েছে। ওই মেয়েটার খোঁজখবর যখন করলাম, আমাকে তোমার সাথে দেখা করতে বলল সবাই।'

'স্বাভাবিক, ওর সম্পত্তি যখন আমার হাতে,' নিজের ওজন বাড়ানর প্রয়াস পেল উকিল। 'তবে মেয়েটার ব্যাপারেও আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারব না। বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে, বিশ বছরেরও বেশি হবে, বাপের অমতে ওর পছন্দর এক লোককে বিয়ে করতে। এখন ওর হদিসই বের করার চেষ্টা করছি আমি; ও-ই এখন এস পি র‍্যাঞ্চের মালিক। কিন্তু মুশকিল হয়েছে, কোন তথ্যই আমার কাছে নেই; না ওর স্বামীর নাম, না কোথায় থাকে। মেয়ের ব্যাপারে বুড়ো কখনো কিছু বলত না।'

'চিঠিপত্র?'

'মোটে একটা, তাও ঠিকানা নেই। ওতে ওর স্বামীর মৃত্যুর খবর আর ফ্র্যাংকি নামে ওদের এক বাচ্চার কথা বলা আছে। শেষ করা হয়েছে এভাবে, "ইতি তোমার রোজি।" আমি বিজ্ঞাপন দিয়েছি কাগজে, লোক লাগিয়েছি, খোঁজখবর করেছে, কিন্তু লাভ হয়নি। কাজটাও ভীষণ ব্যয়সাপেক্ষ। সম্পত্তি নেহাত কম না, তবে দাম পড়ে যাচ্ছে। এখন আমি গভর্নরকে জানিয়েছি, উনি যদি আমাকে অনুমতি দেন, সম্পত্তিটা বেচে দিয়ে ট্রাস্ট গঠন করে টাকাপয়সা সেখানে জমা রাখব–কখনো যদি সেই নিখোঁজ উত্তরাধিকারী আসে, পাবে সে।'

'বুদ্ধিটা তো ভালই মনে হচ্ছে,' সাবাডিয়া বলল।

'আমারও তাই বিশ্বাস,' সীলের গলায় আত্মপ্রসাদ। 'লাভজনক একটা

প্রস্তাবও পেয়েছি, এখন শুধু অনুমতি পেলেই রফা করে ফেলতে পারি। আমি দুঃখিত, আপাতত এর বেশিকিছু বলতে পারছি না, এক্ষুণি আমার আবার একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট... '

পরিষ্কার যেতে বলা হচ্ছে ওদের, কিন্তু ল্যারি তার বন্ধুর কানে ফুসমন্তর দিল একটা। 'আমার এই বন্ধু বলছে,' সাবাডিয়া বলল, 'তুমি যদি ওই চিঠিটা একটু দেখাতে। আমরা ট্রেইল করতে জানি, হয়তো কিছু বুঝতে পারতাম।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়,' রাজি হয়ে গেল আইনজীবী। শত হলেও, এই আনাড়ি দুটো তাকে যে-টাকা দেবে সেটা হালাল করতে তারও অন্তত কিছু একটা কাজ দেখান দরকার। চাবির গোছা বের করে সিন্দুক খুলল ও, একতাড়া কাগজপত্রের ভেতর থেকে বেছে বের করল একটা, ব্যঙ্গের হাসি হেসে তুলে দিল ওদের হাতে।

'নাহ্, কিছু নেই,' পড়া শেষ করে চিঠিটা ফিরিয়ে দিতে দিতে ঘোষণা করল কর্টেয। 'একটা চেষ্টা করে দেখলাম আর কি; আমি চাই না এলি মনে করুক আমরা অল্পতেই ক্ষান্ত দিয়েছি।' ডেস্কের ওপর একশ ডলারের একটা নোট রেখে উঠে পড়ল ও। 'বেশিক্ষণ বকবক করলে আমার গলা শুকিয়ে যায়, চলবে নাকি আমাদের সঙ্গে?'

এরকম দাওয়াত পেলে সীল কখনই না করে না, বিশেষ করে যে-লোক এরকম বিনা পরিশ্রমেই ওকে মোটা অঙ্কের ফী দিয়েছে তার কাছ থেকে পেলে। সিন্দুক বন্ধ করল সে, অতঃপর দরজায় তালা ঝুলিয়ে ওদের নিয়ে এগোল সিঁড়ি ভেঙে। উকিলের ঠিক পেছনে ছিল ল্যারি, প্রায় নিচে পৌঁছে গেছে ওরা এই সময় পা হড়কাল ওর, পতন রোধ করতে জাপটে ধরল সীলকে, গড়াতে গড়াতে ল্যাণ্ডিংয়ে গিয়ে থামল। ধুলো ঝেড়ে প্রায় একই সময়ে উঠে দাঁড়াল উভয়ে, কারোরই কোন চোট লাগেনি, ল্যারি বিনীত ভঙ্গিতে ক্ষমাপ্রার্থনা করল।

'নাহ্, এই হতচ্ছাড়া হাইহিলগুলো সিঁড়ি ভাঙার জন্যে বানান হয়নি,' বিরক্তির সুরে বলল ও, তারপর ওরা যখন সদর রাস্তায় পৌঁছাল তখন যোগ করল, 'দোস্ত, আমার ওসব ছাইপাশ গিলতে ভাল্লাগে না; তাছাড়া তামাক আর কিছু গুলিও কিনতে হবে। তোমরা রাস্তার ওপাশে যাচ্ছ তো? ঠিক আছে, আমি এই গেলাম আর এলাম।'

ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল সাবাডিয়া, আইনজীবীর পেছন পেছন স্যালুনে গিয়ে ঢুকল। 'ছেলেটা ভাল, তবে একটু চঞ্চল,' সাফাই গাইল ও।

'ওই অসুখটা থাকলে আমরা অনেকেই বর্তে যাই,' হেঁ-হেঁ করে হেসে, গ্লাস উঁচু করে ধরল উকিল, 'তোমার স্বাস্থ্য, যদিও তোমার কাজটা হলো না বলে আমার নিজেরই খারাপ লাগছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল কর্টেয। 'সবসময় সাফল্য আসে না, বিশেষ করে এরকম অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে। আমার বিশ্বাস তুমি নিজেও বহু মামলায় হেরেছ।'

'অল্পকিছু—অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে,' স্বীকার করল সীল। 'তা এখানেই থাকছ?'

'না, চলে যাব,' বলে দ্বিতীয় দফা পানিয়ের ফরমায়েস দিল সাবাডিয়া। 'ছেলেটা এত দেরি করছে কেন, এতক্ষণে এসে পড়া লাগে।'

'চিন্তা কর না—দিনের এ-সময়টা সবকিছু শান্তই থাকে। আরে, ওই তো ও, দরজায়।'

ঘোড়াসহ বাইরে দাঁড়িয়েছিল ল্যারি, আইনজীবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্যাডলে চেপে শহর ত্যাগ করল ওরা। রাইডআউট থেকে যখন বেশ অনেকটা পথ চলে এসেছে কেবলমাত্র তখনই মুখ খুলল সাবাডিয়া:

'এত তাড়া কেন, বাছা?' ল্যারি ঘন ঘন উদ্বিগ্ন চোখে পেছনে তাকাচ্ছে লক্ষ্য করেছে ও।

'ও ব্যাটা মিছেকথা বলেছে, কর্টেয।'

'জানি। এখন বল তুমি চিঠিটা দেখতে চাচ্ছিলে কেন?'

'চিঠি না, আমি আসলে জানতে চাইছিলাম ব্যাটা সিন্দুকের চাবি রাখে কোথায়?' পিলে-চমকান জবাব মিলল।

কটমট করে ওর দিকে তাকাল সাবাডিয়া। 'মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে নাকি?'

'না,' জবাব দিল ল্যারি। 'দেখ, কর্টেয, শুরুতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল সিন্দুকে নিশ্চয় এমন কিছু থাকবে যেটা ও দেখাতে চাইবে না আমাদের, তাই ভাবলাম যদি ঠিক পকেটে হাত ঢোকাতে...'

থামল কাউবয়, আড়চোখে জরিপ করল সঙ্গীর মুখ, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। সাবাডিয়ার চোখে তখন ভাসছে কিছুক্ষণ আগে সিঁড়িতে সেই পা হড়কানর দৃশ্যটা।

'আমি ওকে সাফ করে দিতে পারতাম, কিন্তু বিশ্বাস কর, দোস্ত, চাবি ছাড়া আর কিস্যু নেইনি।' ল্যারি ভয় পাচ্ছে যে-মানুষটাকে ও সবচেয়ে শ্রদ্ধা করে সে হয়তো সমর্থন করবে না কাজটা।

সাবাডিয়ার হাসি ফিরে এল আবার। 'আরে না, আমি তোমাকে দুষছি না। একটা শয়তানের সাথে লড়াই করার জন্য সবকিছু জায়েজ। কী পেলে তাই বল?'

'ডিপরিজের এক মহিলার চিঠি, জানিয়েছে মেরি প্যাভিট সম্পর্কে কিছু তথ্য জানে সে। মনে হয় কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে লিখেছিল চিঠিটা। মহিলার নাম, সারাহ্ উইলসন।'

'আমারও সন্দেহ হয়েছিল ব্যাটা ঝুড়ি পুরোপুরি খালি করছে না,' স্বগতোক্তির ঢঙে বলল কর্টেয। 'চিঠিটা রেখে এসেছ?'

'ভাবলাম সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তবে এই অন্য একটা নিয়ে এসেছি।'

সংক্ষিপ্ত অথচ সহজ-সরল চিঠি, বক্তব্যে কোনরকম জটিলতা নেই। পড়তে পড়তে মৃদু সুরে শিস দিল পাঞ্চার।

প্রিয় সীল,

আজ সকালে আমাদের আলোচনা মোতাবেক, আমি পাঁচ হাজার ডলারে এস পি র‍্যাঞ্চ এবং মাথাপিছু আট ডলারে সমস্ত গরুবাছুর কিনতে রাজি। তুমি বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারলে তোমাকে দেব এক হাজার–নগদ। এটাই আমার শেষ প্রস্তাব।

গ্রেগরি কুলিন

চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে পুরল কর্টেয। 'দারুণ কাজ দেখিয়েছে, বাছা,' প্রশংসা করল। 'চাবি নেই দেখে সীলের চেহারাটা কেমন হবে তাই ভাবছি! কোথায় ওগুলো?'

'আমরা সিঁড়িতে যেখানে হোঁচট খেয়েছিলাম সেখানে রেখে এসেছি। ও ভাববে নিশ্চয় পড়ে গিয়েছিল।'

'হয়তো, যদি সিন্দুক না ঘাঁটে। যাইহোক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লুকিয়ে ফেলতে হবে দলিলটা। আমার বিশ্বাস এটা খুব কাজে আসবে আমাদের, তবে আপাতত এর কথা আর কারোকে জানাব না। অনেক সময় ফল দেয় এতে, প্রতিপক্ষ ঘাবড়ে গিয়ে ভুল করে বসে।'

'রাইডআউটে আমাদের এক চেনা লোককে দেখলাম, আমাকে দেখেই ঘাপটি মেরেছে,' ল্যারি বলল। 'কে জান–টনি ল্যামণ্ড।'

'আচ্ছা!'

'হ্যাঁ, আমি সীলের অফিস থেকে বেরিয়েছি, অমনি দেখা–ওখানেই আসছিল।'

'হুঁ,' আনমনে বলল সাবাডিয়া। 'শোন ও যদি ব্যাপারটার উল্লেখ না করে, আমরাও নিজে থেকে করব না।'

## সাত

মিডওয়ের আশেপাশে যে-কটা বাথান আছে, বিগ সি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আকারে বড়, কেবল সেজন্য নয়, বাথান মালিকের অপরিসীম ব্যক্তিত্বই এর মূল কারণ। গ্রেগরি কুলিনের বয়স এখনো চল্লিশ পেরোয়নি, অবিবাহিত। মানবজাতির প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা ওর স্বভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে বাহুবলের নীতিতে। লম্বা পেটা শরীর, রোমশ কুঞ্চিত

ভ্রূ আর পুরু স্ফীতকায় ঠোঁট ওর চেহারাকে একধরনের উগ্রতা দান করেছে। একটুতেই ভয়ঙ্কর রেগে যায় কুলিন, তবে ওকে যারা চেনে তারা জানে, এই রাগকে সে কখনো স্বার্থহাসিলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে না, বরং ওর উগ্রতার আড়ালে সর্বক্ষণ কাজ করে একটা ঠাণ্ডা হিসেবি মাথা।

র‍্যাঞ্চ-হাউসের সঙ্গে এর মালিকের চেহারার মিল যথেষ্ট, শ্রীহীন কিন্তু মজবুত। তেমন বড় নয়, তবে ভেতরটা সুপরিসর, সাদামাঠা আসবাবপত্র মোটামুটি আরামদায়ক, কিন্তু ওই পর্যন্তই। জনরব, আরো বিলাসবহুল বাড়িতে সে থাকে না কেন্ একবার এই প্রশ্ন করা হলে কুলিন জবাব দিয়েছিল: 'এটা বাসা নয়, আমার কোষাগার ভর্তি করার ছাউনি মাত্র।'

সাবাডিয়া যেদিন রাইডআউট পরিদর্শন করল তার পরের দিন সন্ধ্যায় একটা সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল বিগ সি-তে। গিলম্যান, চ্যাপম্যান আর শেরিফ এসে পড়েছে, এবং আরো একজনের আসার অপেক্ষায় আছে ওরা। উত্তপ্ত ফায়ারপ্লেস, আর টেবিলে হুইস্কি আর সিগারের ছড়াছড়ি সত্ত্বেও, স্বস্তি বোধ করছে না অতিথিরা, এবং কুলিনের মুখে ফুটে উঠেছে নিদারুণ বিরক্তি।

'ভিক কোথায়?' রুক্ষ সুরে প্রশ্ন করল সে।

এই নিয়ে তিনবার প্রশ্নটা করল ও, কিন্তু কেউই এর কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারল না। খানিক বাদে বাইরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া গেল, তারপর করিডর থেকে ভেসে এল এক জোড়া ভারি পদশব্দ, এবং ডবল ভি-র মালিক ঘরে ঢুকে তার টুপি আর চাবুক একটা চেয়ারের ওপর রেখে নিজে দখল করল আরেকটা।

'হাউডি,' সম্ভাষণ জানিয়ে নিজের জন্য পানীয় ঢালল সে, হাত বাড়াল সিগারের দিকে।

'এত দেরি?' ব্যাখ্যা দাবি করল কুলিন।

'ব্যস্ত ছিলাম—নিজের কাজে,' চাঁছাছোলা জবাব দিল ভাস্কো। 'হঠাৎ সভা কিসের?'

'ওই ড্রেইট হতভাগাটার ব্যাপারে আমাদের কিছু করা দরকার।'

'কেন, ও কারো ক্ষতি করেছে?'

'ও ব্যাটা নেস্টর, অতএব গরুচোর,' জানাল চ্যাপম্যান।

'তোমার কাছে হতে পারে,' ভাস্কো বিদ্রূপ করল, 'তবে কিনা সব গরুচোরই নেস্টর না।'

চ্যাপম্যানের কপালে ভাঁজ পড়ল কিন্তু নীরব রইল, কুলিনের অসহিষ্ণু গলা থামিয়ে দিল ওদের বিতর্ক। 'ও কী করে না করে তাতে কিছু আসে যায় না; ওকে যেতে বলা হয়েছে—অতএব যেতে হবে। তোমার কিছু বলার আছে, ভিক?'

'হ্যাঁ, ওকে একা থাকতে দাও। ওই জমি ও কিনেছে, এবং ওখানে থাকার অধিকার ওর আছে, যদ্দিন সে আমাদের কোন কাজে ব্যাঘাত না ঘটাচ্ছে।

তোমার রেঞ্জের কতটুকু তোমার নিজের, গ্রেগ?'

অপ্রত্যাশিত এই আক্রমণে মাথায় রক্ত চড়ে গেল বিগ সি মালিকের। ভাস্কো বানোয়াট কিছু বলেনি; যে-জমিতে এই দালান উঠেছে, এমনকি সেই জমির ওপরেও কোন মালিকানা তার নেই। 'নেস্টরের সাথে এর কী সম্পর্ক; আর আমার কী আছে না আছে তাতে তোমার কী এল গেল?' ফুঁসে উঠল কুলিন। 'বেয়াদপির একটা সীমা থাকা উচিত, ভিক, ইচ্ছে করছে–'

কুঁচকে গেল ভাস্কোর চোখ। 'পূরণ করলেই হয় ইচ্ছেটা, তবে তোমার মেজাজ সামলে,' বলল সে। 'এসবে তোমার বেতনভুক কর্মচারীরা ভয় পেতে পারে, কিন্তু আমি তোমার হুকুমের চাকর না আর তুমি আমাকে চরাতে পারবেও না। আর ড্রেইটকে তাড়াবার কথা বলছ, একটা পঙ্গু কাউবয়কে ফাঁসি দেয়ার মধ্যে বাহাদুরির কিছু নেই।'

'ওটা একটা অনিচ্ছাকৃত ভুল,' বলল কুলিন, বুঝতে পারছে সীমা লঙ্ঘন করে ফেলেছে সে। 'ওখানে যারা গিয়েছিল তারা আমার নির্দেশ মানেনি।'

অবজ্ঞার হাসি হাসল ভাস্কো। 'থাক, তোমাকে আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না, আমি ভালই জানি কে কে ছিল। রলিংয়ের ছেলেটাকে যারা মেরেছিল আর তুমি। ক্যামর্ট, আশা করি তুমি কান দিচ্ছ না এসব কথায়।'

'বিশ্বাসও করছি না,' নির্লজ্জের মত বলল শেরিফ।

'তারমানে, এ-ব্যাপারে তুমি আমাদের কোন উপকারে আসছ না,' চ্যাপম্যান ফুট কাটল।

'ঠিক ধরেছ,' শান্ত জবাব এল। 'প্রমাণ কর ড্রেইট গরু চুরি করছে, তখন আমিও হয়তো আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাব।'

'গাভী আর ষাঁড় মিলিয়ে উপত্যকায় মোট একশ গরু চরছে এখন। তোমরা কেউ জান ওগুলো কীভাবে এল ওখানে?' জিজ্ঞেস করল কুলিন, তারপর কোন সাড়া না পেয়ে আবার মুখ খুলল, 'একটা মেয়েও আছে; ওর সম্বন্ধে কিছু জান?' চ্যাপম্যানের মুখ কাল হয়ে গেল, গিলম্যান হাসল অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে, কিন্তু কেউ কোন জবাব দিল না। 'সব অপদার্থ,' বলে চলল কুলিন, 'আমাকে কি বুদ্ধি বের করার পাশাপাশি খবরও জোগাড় করতে হবে তোমাদের জন্য?'

'আমার জন্য কষ্ট না করলেও চলবে,' স্পষ্ট জানিয়ে দিল ভাস্কো। 'অন্য সব ব্যাপারে আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি, যদি সেটা বেআইনি কিছু না হয়।'

'আইন আমাদের পক্ষে,' শেরিফের উদ্দেশে দাঁত কেলিয়ে হেসে, যুক্তি দেখাল গিলম্যান।

'তাতে তোমাদের কারো কারো উপকারই হয়েছে,' সাহস করে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল স্টিংকার।

বিগ সি মালিকের ভ্রূযুগল পরস্পর জোড়া লেগে গেল। 'ক্যামর্ট,' বলল সে, কণ্ঠে প্রচণ্ড ধার ফুটে উঠেছে, 'তোমার জায়গাটা নেয়ার জন্য সবচেয়ে

যোগ্য লোক কে হতে পারে জান কিছু?'

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল স্টিংকার। 'কেন, মিস্টার কুলিন, আ...আমি কিছু করিনি,' তোতলাতে লাগল ও।

'নিজেই স্বীকার করছ তাহলে,' ধমক লাগাল র‍্যাঞ্চার। 'যে-লোক কিছুই করে না তাকে আমাদের দরকার নেই–আমরা চাই ফল।'

'আমার কী দোষ, আমি সব আটঘাট বেঁধেই নেমেছিলাম,' চ্যাপম্যানের উদ্দেশে বিদ্বেষের চাহনি হেনে, প্রতিবাদ করল শেরিফ।

'একটা মারাত্মক ভুল করেছিলে,' হো-হো করে হাসল ভাস্কো। 'কারোকে যদি খুনের দায়ে ফাঁসিতে ঝোলাতে চাও, স্বাভাবিকভাবেই প্রমাণস্বরূপ একটা লাশ লাগবে; তোমার উচিত ছিল কোলকে খুন করে কেসটা আগে মজবুত করা।'

ক্যামর্টের পরাজয়ে সন্তুষ্ট হয়ে, কুলিন এবার নজর ফেরাল আরো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের দিকে। 'ঠাট্টা রাখ, ভিক। এটা হাসির ব্যাপার না।'

'আমার কিন্তু উলটোটাই মনে হয়, এবং মিডওয়েও এর সাথে একমত,' চেয়ার ছাড়তে ছাড়তে মুখ বাঁকাল ভাস্কো। 'আমার পরামর্শ শোন–ড্রেইটের সঙ্গে আস্তে চল; ওকে সাহায্য করার লোকের অভাব হবে না। চলি।'

'ওই শেষের কথাটায় ও কী বোঝাতে চাইল?' ডবল ভি-র র‍্যাঞ্চার বিদায় নেয়ার পর প্রশ্ন করল চ্যাপম্যান।

'জানি না, তবে ভিক এভাবে সরে যাওয়ায় অবস্থা অন্যরকম দাঁড়াচ্ছে,' স্বীকার করল কুলিন। 'একটা খাঁটি কথা বলেছে ও–আমাদের আরো সময় নিয়ে সাবধানে প্ল্যান আঁটতে হবে।'

'ডবল ভি-র কিছু গরু শ্যাডো ভ্যালিতে ছেড়ে দিলেই তো হয়,' প্রস্তাব দিল চ্যাপম্যান।

'নাহ্,' এক কথায় নাকচ করে দিল কুলিন।

ওর স্বভাবই এরকম, চ্যাপম্যান এতে অসন্তুষ্ট হলো না। ওদের সবাইকে ঘৃণা করে সে, কিন্তু বাইরে খাতির বজায় রেখে চলে কারণ এর ফলে ওকে কেউ রাসলার বলে সন্দেহ করবে না। নিজের লাভের প্রশ্ন যেখানে জড়িত, কোল চ্যাপম্যান সেখানে খোদ শয়তানের সঙ্গেও হাত মেলাতে রাজি।

তাই, আপাতত, শ্যাডো ভ্যালিকে আর বহিরাক্রমণের মোকাবেলা করতে হচ্ছে না। সাবাডিয়া আর ল্যারি আবার বাইরে গেছে, বাহ্যত আশেপাশের এলাকা আরো ভাল করে ঘুরে দেখতে, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য রাইডআউটে যে-সূত্র পেয়েছে তার ভিত্তিতে অনুসন্ধান চালান। ফটক পাহারা দেয়া ছাড়া, আউটফিটের অন্যদের আর কোন কাজ নেই বললে চলে, অলসভাবে শুয়ে-বসে সময় কাটাচ্ছে, কখনো-বা পোকার খেলছে এক সেন্ট বাজিতে।

নিক আর তার বউ প্রতিদিন ঘুরতে বেরোয় একসঙ্গে, রোজি নিজের স্বার্থে

ব্যবহার করার চেষ্টা করে এই সময়গুলোকে, কিন্তু শেষপর্যন্ত উপলব্ধি করে সঙ্গীর ওপর সে কোন প্রভাবই ফেলতে সমর্থ হচ্ছে না। ড্রেইট অত্যন্ত সুবিবেচক, মাঝেমধ্যে হালকা হাসি-মস্করাও করে, তবে সঙ্গিনীর প্রতি ওর আচরণ মূলত অগ্রজসুলভ, আর এটাই রোজিকে খেপিয়ে তুলল সবথেকে। বরং ও আগের মত রুক্ষ কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যবহার করলে সে সুখী হত বেশি। বার দুয়েক, ইচ্ছেকৃতভাবে, স্বামীকে রাগাবার প্রয়াস পেল ও, কিন্তু ড্রেইটের হিমশীতল বর্মে মাথা-কুটে মরল ওর সমস্ত প্রযত্ন।

হতাশায়, শেষমেশ চূড়ান্ত পথ বেছে নিল ও—স্বামীকে ঈর্ষান্বিত করে তুলতে চাইল। যদি এতেও ব্যর্থ হয়, ধরে নেবে ও পরাজিত হয়েছে, ড্রেইটের নিস্পৃহতা নির্ভেজাল। তাই এরপর থেকে দেখা হলেই ল্যামণ্ডের প্রতি কৃপাদৃষ্টি বর্ষাতে শুরু করল ও, এবং অচিরে একদিন মালিককে খোঁজ করার অজুহাতে কাউবয় ওদের বাসায় এসে হাজির হলো। এ-সময় রোজি বারান্দায় ছিল।

'আমি ওর অপেক্ষাই করছি,' জবাব দিল স্বর্ণকেশিনী।

নির্লজ্জের মত হাসল ল্যামণ্ড। 'ভাল করছ না,' বলল। 'অপেক্ষা করবে পুরুষ।'

'এই জংলী দেশে কথাটা বোধহয় খাটে না,' হাসল রোজি।

'কেন খাটবে না—আমরা কেউ জংলী নই। তবে ও তাড়াতাড়ি না এলেই ভাল। আজকাল আর তোমার দেখাই পাই না।'

রোজি মুখ খোলার আগেই, নিক এসে পড়ল। 'আমাকে খুঁজছ, টনি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'এখানে যদি কোন কাজ না থাকে, একটু শহরে যেতাম,' ল্যামণ্ড ব্যাখ্যা করল।

'রবসনের কাছে যাও, ও-ই ফোরম্যান,' স্মরণ করিয়ে দিল ড্রেইট। 'ও যদি রাজি থাকে, আমার আপত্তি নেই।'

ঘাড় কাত করল কাউবয়, ঘোড়া ঘুরিয়ে চলে গেল। 'জবাবটা কড়া হয়ে গেল না?' প্রশ্ন তুলল রোজি।

'ও ভাল করেই জানে দোষটা ওর,' বলল ড্রেইট। 'আমি যখন কারোকে ফোরম্যান করি, তার ক্ষমতাটাও তাকে দিই।'

ব্যাপারটা বুঝতে পারল রোজি; ওর স্বামী বিরক্ত হয়েছে কারণ কাউবয় তার বসকে হেয় করতে চাইছিল।

'আমার মনে হয় না রবসনকে খাট করা ওর উদ্দেশ্য ছিল।'

'এই জাতটাকে আমি রগে-রগে চিনি; ফোরম্যানকে টেক্কা দিতে পারলে এরা ভীষণ খুশি হয়, তবে এখানকার আর কেউ তা করবে না।'

'তুমি মনে হচ্ছে ওকে পছন্দ কর না?'

'না, করি না,' বলে গটগট করে চলে গেল ড্রেইট।

পরদিন সাত-সকালে কাজে গেল ও, অগত্যা রোজি একাই ঘুরতে বেরোল

উপত্যকায়। মাত্র অল্প কিছুদূর গেছে এই সময় ওর পাশাপাশি হলো ল্যামণ্ড, টুপি খুলে যাত্রার ঢঙে কুর্নিশ করল। রোজি আমল দিল না কাউবয়কে।

'অভিভাবকটি আজ সঙ্গে নেই দেখে ভাবলাম, আমি হয়তো কিছু প্রসাদ পেতে পারি,' ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষ করে নিজের মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করল ল্যামণ্ড।

'কাজকর্ম নেই তোমার?' রোজি জিজ্ঞেস করল।

'আলবত আছে। রবসন আমাকে আমাদের গরুবাছুরগুলো দেখাশোনা করতে পাঠিয়েছে। সুতরাং, একই পথে যাচ্ছি আমরা। ওদের জড় করার ব্যাপারে ইচ্ছে করলে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পার।'

হার মানল রোজি। ল্যামণ্ডের এই একটা মস্ত গুণ, যখন চায়, অনায়াসে অন্যের চিত্তবিনোদন করতে পারে, ফলে ওর সঙ্গ পেয়ে রোজির একঘেয়েমিও যেন দূর হলো খানিকটা। ঝোপঝাড় থেকে গরুবাছুর তাড়িয়ে বের করার উত্তেজনা দ্যুতি আনল ওর চোখে, মুখে আবীর ছড়াল, এবং কাউবয় তার কাণ্ডজ্ঞান বিস্মৃত হলো।

'ভাগ্যিস তোমার বিয়ে হয়নি, তাহলে তুমি একটা নাদুসনুদুস বিধবা হতে,' রোজির দিকে দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল ও।

নিমেষে পাথর হয়ে গেল রোজি, ঝট করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল। 'আমাকে বাসায় ফিরতে হবে; লিণ্ডি অপেক্ষা করছে।'

'আরে, এত তাড়া কিসের?' পিছু ডাকল ল্যামণ্ড, কিন্তু স্বর্ণকেশিনী থামল না, নিজের বোকামির জন্য নিজেকেই গাল দিল কাউবয়। 'ও তো শিশু না, এভাবে পালাল কেন? তাহলে কি...'.

বাড়ি ফিরে এল রোজি, নিজের এবং কাউবয়ের ওপর রেগে আছে। লোকটাকে ও পছন্দ করে না, কেবল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, কিন্তু ওর মন্তব্যে স্বর্ণকেশিনীর শিরদাঁড়ায় একটা ভয়ার্ত অনুভূতি জেগে উঠেছে। ও কি সন্দেহ করেছে কিছু? অসম্ভব, মনে মনে বলল রোজি, কিন্তু তবু ওর ভয় ঘুচল না; যেখানে আইনকানুনের বালাই নেই, সেখানে আগুন নিয়ে খেলতে যাওয়া বিপজ্জনক।

ওইদিনই সন্ধ্যায়, ড্রেইট–বাংকহাউসে যাওয়ার পথে–দেখতে পেল লম্বা অস্পষ্ট একটা ছায়ামুর্তি চুপিসারে বেরিয়ে এসে উপত্যকার ওপরের অংশে মিলিয়ে যাচ্ছে। কৌতূহল জাগল ওর, এরকম অসময়ে ল্যামণ্ড ওদিকে যাচ্ছে কেন? অন্ধকারে পা টিপে টিপে অনুসরণ করল সে। ছায়ার মত নিঃশব্দে সম্প্রতি-নির্মিত প্রাচীরের কাছাকাছি উপস্থিত হলো ওরা, ল্যামণ্ড নিচু গলায় পেঁচার ডাক অনুকরণ করল। ড্রেইট চট করে গা ঢাকা দিল একটা ঝোপের আড়ালে। প্রাচীরের ওপাশে আরেকটা পেঁচার ডাক শোনা গেল, তারপর ল্যামণ্ড বলল:

'কে, গ্রেগ?'

'হ্যাঁ,' জবাব এল। 'কোন খবর আছে?'

'আছে। এস পি থেকে এসেছে গরুগুলো।'

'তুমি কীভাবে জানলে?'

'ওদের কানাঘুষা থেকে। একটার গায়ে এস পি-র মার্কা ছিল; আমরা এখনো খাচ্ছি সেটা, চামড়া পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।'

'চোরাই?'

'তোমার কী মনে হয়? মার্কা নেই, তার ওপর রাত থাকতে ধরে আনা হয়েছে,' টনির গলায় শ্লেষ।

বিগ সি মালিক খিস্তি করল। 'আচ্ছা, তাহলে এটাই ওর খেলা? আমাদের সবার রেঞ্জে হানা দেবে পালা করে, প্রমাণ পাওয়া যাবে না এমন গরুবাছুর চুরি করবে। মতলবটা ভালই, মিস্টার ড্রেইট, যদি গোপন রাখতে পার। আর কিছু?'

'তোমার লাভ হবে কিনা জানি না, তবে ওই নতুন লোক দুটো, কর্টেয আর ল্যারি, রাইডআউটে গিয়েছিল। সীলের সঙ্গে দেখা করেছে।'

'আচ্ছা! কেন?'

'তুমিই আন্দাজ কর,' কাউবয় জবাব দিল। 'না, কুলিন, ঝুড়ি খালি—আমার পকেটের মতই।'

'ওটা তো সবসময়ই খালি থাকে,' ব্যাজার গলায় বলল র‍্যাঞ্চার। 'নাও, এই পঞ্চাশ রাখ।'

'আরেকটা কথা, ড্রেইট কোত্থেকে যেন একটা ছুকরি এনেছে, দারুণ—তোমার একবার ওকে দেখা উচিত।'

'সুন্দর অসুন্দর যা-ই হোক, কোন মেয়েছেলে আমার পছন্দ নয়,' কুলিন বলল। 'চলি।'

কাউবয় বেশ কিছুদূর এগিয়ে না যাওয়া অবধি অপেক্ষা করল নিক, তারপর র‍্যাঞ্চ-হাউসে ফিরে এল। কর্টেযের অনুমান নির্ভুল—ল্যামণ্ড গুপ্তচর, এবং সেই মতলবেই এসেছে ওর কাছে। রাতের কাল মখমলে-মোড়া অন্ধকারের ভেতর কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল শ্যাডো ব্যালির মালিক; সকালে সে এর বিহিত করবে।

পরদিন আগেভাগে বিছানা ছাড়ল ড্রেইট, নাস্তা সেরে বাংকহাউসে গেল। টনি ছিল না ওখানে। আবার ঢুকছে বাসায়, হঠাৎ পারলারে একটা পুরুষের গলা শুনতে পেল ও।

'সুন্দরী, তুমি আমার সাথে চলে আসছ না কেন? আমি দুহাতে কামাব, তারপর ফুর্তি করব দুজনে। সুখে রাখব তোমাকে। ড্রেইটের মরণ...'

দরজার দিকে পেছন ফিরে ছিল ল্যামণ্ড, রোজির চোখ বিস্ফারিত হতে দেখে সতর্ক হয়ে গেল, ঘুরে মুখোমুখি হলো নিকের। উভয়ই চুপ করে রইল এক মুহূর্ত, তারপর নিক শান্ত গলায় বলল:

'তুমি আমার খোঁজে এসেছ, টনি?'

স্বস্তির ছাপ ফুটল কাউবয়ের চেহারায়—ওর কথা শুনে ফেলেনি মনিব। 'হ্যাঁ, একটু শহরে যাব।'

'ওই পঞ্চাশ ডলার খরচ করতে?'

চোখ কোঁচকাল কাউবয়, মুখে কৃত্রিম হাসি ছড়িয়ে বলল, 'বুঝলাম না; একসাথে পঞ্চাশ ডলার আমি অনেকদিন দেখিইনি চোখে।'

'তোমাকে যখন চাকরি দিই, তুমি বলেছিলে কুলিন তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে,' আস্তে আস্তে বলছে ড্রেইট। 'সব ভণ্ডামি, আমার সঙ্গে বেঈমানি করার জন্য সাজান গল্প। থাক, তোমাকে আর কষ্ট করে অস্বীকার করতে হবে না; কাল রাতে তোমার আর কুলিনের সব কথাই আমি শুনেছি, নিজের চোখে দেখেছি তোমাকে টাকা নিতে।'

বেহায়ার মত ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেয়ার প্রয়াস পেল ল্যামণ্ড। 'একটা গরুচোরের আবার এত বড় গলা কেন?' ভেংচি কাটল ও। 'কুলিন তোমাকে খতম করবে।'

'আমি যদি কথাটা এখন অন্যদের জানাই,' একটুক্ষণ চিন্তা করে বলল নিক, 'এখানে নতুন আরেকটা কবর খুঁড়তে হবে। কিন্তু আমি চাই না শ্যাডো ভ্যালির মাটি একটা বেঈমানের রক্তে অপবিত্র হোক। যদিও মৃত্যুই তোমার পাওনা।'

এতক্ষণ পাথরের মত দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল রোজি, এবার যেন সংবিৎ ফিরে পেল। 'না না,' ডুকরে উঠল ও। 'তোমার দোহাই লাগে, ওকে ছেড়ে দাও।'

ড্রেইটের কঠিন দুর্বোধ্য দৃষ্টি ঝলসে দিল ওকে। 'তুমি বলছ?' জিজ্ঞেস করল সে, তারপর যখন দুর্বলভাবে মাথা ঝাঁকাল স্বর্ণকেশিনী, বিশ্বাসঘাতকের উদ্দেশে ফিরে যোগ করল, 'তোমার জিনিসপত্র নিয়ে এক্ষুণি চলে যাও। আর এই মেয়েটাও যদি ওই দলের হয়, ওকেও নিয়ে যেয়ো।'

পরোক্ষভাবে অপমানটা ওকেই করা হয়েছে বুঝতে পেরে রোজি ফুঁসে উঠল। 'এই মেয়ে কোন পুরুষের সম্পত্তি না।'

ওর কথা ল্যামণ্ডের মুখ থেকে হাসি কেড়ে নিল। ঘটনাপ্রবাহ এতক্ষণ ওর অনুকূলেই এগোচ্ছিল, কিন্তু নিককে আঘাত করার জন্য ওর মনে তখন যে-দুরভিসন্ধি জেগে উঠেছে তা ওকে বহাল-তবিয়তে বিদায় নিতে দিল না।

'কেন, শুধু শুধু ডাঁট দেখাচ্ছ, সুন্দরী,' প্রতিবাদ করল টনি। 'ওকে বলে দাও, আমরা কত মজা—'

আর এগোতে পারল না কাউবয়, একলাফে ওর কাছে পৌঁছে গেল ড্রেইট, সর্বশক্তিতে দুর্বৃত্তের চোয়ালে ঘুসি মারল। পলকে যেন পাখা গজাল ল্যামণ্ডের, ছিটকে পড়ল কয়েক হাত দূরে গিয়ে। ঝিম মেরে কিছুক্ষণ ওখানেই পড়ে থাকল সে, তারপর ওপর পানে তাকিয়ে দেখতে পেল, এক জোড়া ক্ষমাহীন চোখ আর একটা সিক্সশূটারের অন্ধকার নল চেয়ে আছে ওর দিকে।

'কথা ফিরিয়ে নাও, নইলে খোদার কসম–'

পরিষ্কার খুনের নেশা ফুটে উঠেছে বক্তার চোখেমুখে, হাত তিরতির করে কাঁপছে ট্রিগারে। দেরি করল না ল্যামণ্ড। 'আমি মিথ্যা কথা বলছিলাম,' গোমড়া মুখে স্বীকার করল।

দরজার উদ্দেশে ইশারা করল ড্রেইট। 'পনেরো মিনিট সময় দিচ্ছি,' কর্কশ সুরে বলে রোজিনার দিকে তাকাল। 'তুমিও ঠিক করে নাও কী করবে।'

'মিথ্যুক আর বর্বরের মধ্যে কারোকে বেছে নিতে হলে, আমি বর্বরের কাছেই থাকব,' ঝাঁঝাল সুরে বলে চেয়ার ছাড়ল স্বর্ণকেশিনী, স্বামীর দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টি হেনে কামরা ত্যাগ করল।

'হয়ে গেছে ফয়সালা,' বলল ড্রেইট। 'তোমার সময় ফুরিয়ে আসছে।'

কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল কাউবয়, টলতে টলতে বাসা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ড্রেইটের শেষ হুঁশিয়ারি শুনতে পেল: 'দূরে কোথাও চলে যাও; আমি কিন্তু কারোকে দুবার রেহাই দিই না।'

খরা চোখে, নিজের শোবার ঘরে বসে আছে রোজি, ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে নানান মানসিক যন্ত্রণায়, যার ভেতর ওর স্বামীর বিরাগই প্রধান। নিজের লক্ষ্য থেকে আরো দূরে সরে গেছে সে; এতদিন ওর প্রতি নিকের কোন দুর্বলতা যদি থেকেও থাকে এই ঘটনার পর নিশ্চয় উবে গেছে, এবং তার স্থান দখল করেছে ঘৃণা। তবে পরাজয়ের স্বাদ তিক্ত হলেও, তা হতাশা বয়ে আনল না স্বর্ণকেশিনীর মনে। দাঁতে দাঁত চেপে, ও বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি শুধু জমার খাতাই ভারি করছ, নিকোলাস ড্রেইট।'

সেদিন বিকেলে আরেকটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল। উপত্যকার প্রবেশমুখে শর্টির সাথে কথা বলছে রবসন, হঠাৎ বাইরে থেকে একজন অতিথির হাঁক ভেসে এল। সিঁড়ি বেয়ে ওঅচ টাওয়ারে উঠল ফোরম্যান; কুলিন আর ওর তিন রাইডার ছাড়পত্রের আশায় অপেক্ষা করছে।

'এটা কী?' ফটকটা দেখিয়ে জানতে চাইল গরু ব্যবসায়ী।

'নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ,' জবাব পেল। 'তবে মূল উদ্দেশ্য, নেকড়েদের দূরে রাখা–বিশেষ করে দুপেয়ে জাতের, যারা মুখোশ পরে ঘোড়ায় চেপে আসে।'

'এতটা বেয়াদপি ভাল না, বন্ধু,' কুলিন ভ্রূকুটি করল।

'আমি তোমার বন্ধু নই, এবং সেজন্য খুশিও,' টিটকারি মারল ফোরম্যান। 'কেন এসেছ?'

'ড্রেইটের সঙ্গে দেখা করতে।'

'বেশ, তুমি ভেতরে আসতে পার, কুলিন–একা।'

লাল হয়ে গেল র‍্যাঞ্চারের মুখ। 'হয় সবাই নয়তো কেউ না,' গর্জে উঠল।

'তাহলে কেউ না,' নিস্পৃহ জবাব পেল।

বিরক্তির সুরে গাল বকল বিগ সি মালিক, অনুচরদের উদ্দেশে ঘাড়

ফেরাল। 'অপেক্ষা কর আমার জন্য,' বলে ঘোড়া হাঁটিয়ে ফটক পেরোল সে।

'নিক বাসায়,' ফোরম্যান বলল। 'রাস্তা তোমার চেনা—নিশ্চয়।'

শেষের খোঁচাটায় আরো গভীর হলো গরু ব্যবসায়ীর কপালের ভাঁজ, তবে সে কোন উচ্চবাচ্য করল না।

বারান্দার দোলনা চেয়ারে বসে বই পড়ছিল স্বর্ণকেশিনী, কুলিন রাশ টানতে ও চোখ তুলল। মেয়েটা দেখল এক লোক অপলকে চেয়ে আছে তার দিকে, চেহারায় নিপট বিস্ময়। আসলেও ব্যাপারটা তাই। কুলিন বুঝতে পারছিল এ-মেয়ের কথাই শুনেছে সে, কিন্তু ওর অভাবনীয় সৌন্দর্য দেখে সেটা বিশ্বাস করতে বাধছিল। ওর নিষ্করুণ জীবনে ওই মেয়ে যেন একটা চমকপ্রদ আবিষ্কার, মিনিট দুয়েক সেই সৌন্দর্যসুধা লোলুপ দৃষ্টিতে পান করল বিগ সি মালিক। তারপর যখন দেখতে পেল স্বর্ণকেশিনীর ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলা করছে কেবলমাত্র তখনই উপলব্ধি করল নির্বোধের মত আচরণ করছে সে, টুপি খুলে ফেলল ছোঁ মেরে, এবং তার বাকশক্তি ফিরে পেল।

'আমার বিশ্বাস তুমিই মিস্টার ড্রেইটের-বন্ধু, ম্যাম,' বলল কুলিন। 'ও কোথায়?'

'বাংকহাউসে,' জবাব দিল রোজি। 'তুমি বসবে না?'

সাগ্রহে আমন্ত্রণ গ্রহণ করল অতিথি, ধপ করে বসে পড়ল স্বর্ণকেশিনীর নির্দেশিত চেয়ারে। সচরাচর যে-কোন পরিবেশেই কুলিন স্বচ্ছন্দ, কিন্তু এখন সবিস্ময়ে অনুভব করল আলাপচারিতার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পেতে কষ্ট হচ্ছে তার।

'এখানে নিশ্চয় তোমার অখণ্ড অবসর, ম্যাম,' শেষমেশ বলল ও।

ফিক করে হাসল রোজি, ওর পরিপাটি তুষারধবল দাঁতগুলো ঝিকিয়ে উঠল। 'মোটেই না; বহুকিছু দেখার আছে, বই পড়ি, তার ওপর আটজন ক্ষুধার্ত লোকের খাবার জোগাতে হয়—এতেই কোথা দিয়ে সময় কেটে যায় টের পাই না। তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না, ওরা কী রকম খেতে পারে।'

'করব, এর প্রায় দ্বিগুণ লোকের খাবারের দাম মেটাতে হয় আমাকে,' জবাব দিল কুলিন, তারপর আড়চোখে রোজির সুডৌল হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু সেসব নিশ্চয় তুমি একা কর না।'

'না, লিণ্ডি রয়েছে, আমাদের হাউসকিপার, ও-ই বেশির ভাগ করে,' স্বীকার করল স্বর্ণকেশিনী। 'আমি কেবল এক-আধটু সাহায্য করি।'

'লাকি লিণ্ডি,' অস্ফুট স্বরে বলল কুলিন। কথাটা শুনে মৃদু টোল পড়ল রোজির গালে, তারপর ও বলল, ঈষৎ তাড়াহুড়োর সুরে, 'এই যে, মিস্টার ড্রেইট এসে গেছে।'

অতিথিকে চিনতে পেরে নিকের ভুরুজোড়া নিম্নগামী হলো। 'এখানে তুমি কী করছ, কুলিন?' জিজ্ঞেস করল ও।

যেহেতু এবার একজন পুরুষমানুষকে সামলাতে হচ্ছে, বিগ সি মালিক

তার স্থৈর্য ফিরে পেল। 'সময় কাটাচ্ছি,' স্বর্ণকেশিনীর উদ্দেশে স্মিত হেসে জবাব দিল সে। 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'ভেতরে এস,' রুক্ষ সুরে বলে অতিথিকে নিয়ে পারলারে ঢুকল নিক। যখন মুখোমুখি বসল ওরা, ও যোগ করল, 'এবার বল।'

'প্রবেশমুখে দেয়াল তুলেছ দেখলাম।'

'কেন, নিজের জায়গায় বেড়া দেয়া যাবে না এরকম কোন আইন আছে নাকি?'

'তা নেই, কিন্তু এটা পড়শীসুলভ আচরণ হলো না।'

'আমি তোমাকে গোটা দুয়েক ঢিবি দেখাতে পারব যেগুলো পড়শীসুলভ আচরণ থেকে সৃষ্টি হয়নি,' স্মরণ করিয়ে দিল নিক।

কুলি উপলব্ধি করল আলোচনার শুরুটা জুতসই হয়নি, তাই তক্ষুণি কোন জবাব দিল না। আজ সে এখানে এসেছে চরমপত্র দিতে–ড্রেইটকে গরু ব্যবসায়ীদের প্রস্তাব মেনে নিতে হবে, নইলে তাকে উচ্ছেদ করা হবে বলপূর্বক। কিন্তু বারান্দার ওই তন্বী, ওর কুন্তলশীর্ষে সূর্যকিরণের লালচে সোনালি প্রতিফলন সেই সংকল্প থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে ওকে। কেন, তা এখনো বুঝে উঠতে পারেনি কুলিন, তবে ব্যাপারটা মূলত তাই।

'যা হবার হয়ে গেছে,' গম্ভীর সুরে শুরু করল সে। 'ভুল সবারই হয়। পেছনে তাকিয়ে কোন লাভ নেই–এখন শুধু বর্তমান আর ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে হবে আমাদের। তুমি এখানে গরু পালতে চাও?' ড্রেইটকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে বিগ সি মালিক বলল, 'কিন্তু তোমার যা ঘাস, শ-খানেকের বেশি পারবে না।'

'উপত্যকার বাইরে প্রচুর আছে।'

'এবং প্রচুর লোক ব্যবহার করছে তা–উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম সবখানেই তোমার আগে এসেছি আমরা। সেক্ষেত্রে তোমার কী অধিকার আছে ভিড় বাড়ানর?'

'এটা লাখেরাজ সম্পত্তি–তোমাদের কারো একরত্তি মালিকানা নেই এখানে; তাছাড়া তোমরা যদি তোমাদের গরুবাছুর তিনদিকে ছড়িয়ে দাও, ঘাসের অভাব হবে না। দেখ, আমি জাত গরুর ব্যবসায়ী, ভাল করেই জানি কী বলছি। তার ওপর চ্যাপম্যানকে হটিয়ে দিতে পার–সবার অগোচরে ও তোমাদের গরু চুরি করছে।'

'প্রমাণ করতে পারবে?'

'আমার দায় পড়েনি; তুমি যদি ইতিমধ্যে না বুঝে থাক, শিগ্‌গিরই বুঝবে।'

মুখ টিপে হাসল কুলিন। 'শুনলাম উপত্যকায় একশ গরুবাছুর এনেছ তুমি,' বলল সে, 'এস পি থেকে চুরি করে।'

'প্রথমটুকু সত্যি,' কাঠখোট্টা জবাব ড্রেইটের। 'পরেরটা মিথ্যে। ও, হ্যাঁ,

আজ সকালে তোমার গুপ্তচরকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। তোমার ওই পঞ্চাশটা ডলার পানিতেই গেছে, কুলিন।'

দারুণ হিসেবি আঘাত, বিগ সি মালিক অনুভব করল ভেতরে ভেতরে ভয়ঙ্কর রেগে উঠছে সে। কিন্তু পাশাপাশি এও বুঝতে পারল, ওর কুটিল মনে ইতিমধ্যেই যে-কূটপরিকল্পনা রূপ নিতে শুরু করেছে ঝগড়া-বিবাদ করলে তা বাস্তবায়ন করা যাবে না; ধূর্ততাই এ-মুহূর্তে উপযুক্ত, এবং একমাত্র কৌশল।

'আমি বোধহয় তোমাকে অ্যাদ্দিন ভুল বুঝেছিলাম, ড্রেইট,' বলল ও। 'আসলে তুমি আসার পরপরই আমাদের মধ্যে এই আলোচনাটা হওয়া উচিত ছিল। তবু, কথায় বলে, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল; আমার বিশ্বাস আমাদের গোলমাল আমরা মিটিয়ে ফেলতে পারব।' একটুক্ষণ চুপ করে রইল কুলিন, যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন, তারপর যখন আবার পলক তুলল হাবভাবে মনে হলো কোন তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। 'এখন আমি তোমাকে যে কথা বলতে যাচ্ছি সেটা আমি ছাড়া আর মাত্র একজন জানে; তোমাকে ব্যাপারটা একদম চেপে যেতে হবে।'

'কথা লাগান আমার স্বভাব না,' নিরাসক্ত কণ্ঠে জবাব দিল ড্রেইট।

'শিগ্‌গিরই বিক্রি হতে যাচ্ছে এস পি,' মুখ খুলল কুলিন। 'মোটামুটি বড়সড় রেঞ্জ, তবে যত্নের অভাব আছে। আমি ওটা কিনব ঠিক করেছি, এবং দেখাশোনার জন্য আমার একজন যোগ্য লোক লাগবে–বিগ সি-র কাজেই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয় আমাকে–আর গিলম্যানকে বিশ্বাস করা যায় না। দায়িত্বটা তুমি নিলে কেমন হয়? দুটো র‍্যাঞ্চের মধ্যে শ্যাডো ভ্যালি চমৎকার যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে।'

জবাব দেয়ার ব্যাপারে কোনরকম তাড়া দেখাল না ড্রেইট। প্রস্তাবটা ওর কাছে নেহাত অপ্রত্যাশিত, হজম করতে সময় নিচ্ছে; তাছাড়া ও নিশ্চিত, এর পেছনে কোন গভীর ফন্দি রয়েছে। 'চিন্তা ভাবনা করে দেখব,' অবশেষে বলল নিক। 'যথেষ্ট সময় আছে, তুমি র‍্যাঞ্চটা কিনে নাও আগে।'

আত্মপ্রসাদ অনুভব করল কুলিন; ড্রেইটের সঙ্গে তার বিবাদের ফয়সালা আপাতত মুলতুবি রাখা গেছে, এবং এর ফলে হরহামেশা উপত্যকায় আসার একটা অজুহাতও পাচ্ছে সে। ওরা যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখনো রোজি বারান্দায় বসে, কুলিন ওকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে স্যাডলে চেপে চলে যাওয়ার সময় ও যে-স্মিত হাসি উপহার দিল তাতে বিগ সি মালিকের নাড়ির গতি চঞ্চল হলো। আরো কিছুক্ষণ থেকে যেতে পারলে খুশি হত সে, কিন্তু ওর চতুর মন নিষেধ করল।

'ওই লোক এ-অঞ্চলের সবচেয়ে মারাত্মক সাপ,' র‍্যাঞ্চারের অপসৃয়মাণ অবয়ব দেখিয়ে বলল ড্রেইট।

'তবে ভদ্রতাটুকু জানে,' মন্তব্য করল রোজি।

'হ্যাঁ, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভদ্রলোকের মুখোশ পরতে জানে,' টিটকারি

মারল নিক। 'একটা কথা জানলে তুমি হয়তো অবাক হবে, ও মেয়েদের ঘৃণা করে।'

'মোটেও তা হচ্ছি না,' ঠাণ্ডা সুরে জবাব দিল স্বর্ণকেশিনী।

এক ঘণ্টা পরের কথা। নিজের বসার ঘরে একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছে কুলিন, নিদারুণ বিরক্তিভরে অপরিষ্কার মেঝে, ধূলিমলিন অগোছাল আসবাবপত্র আর ছেঁড়া পর্দাগুলো জরিপ করছে। ভাবছে, কিছুক্ষণ আগে যে-পারলারে বসেছিল সে তার পরিপাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশের সঙ্গে এর ফারাক কত আকাশপাতাল। রাগত সুরে হাউসকিপারকে তলব করল ও, স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল আগামীকালের মধ্যে সব জঞ্জাল সাফ করে ফেলতে হবে।

# আট

তিনদিন অনুপস্থিত থাকার পর, সাবাডিয়া আর ল্যারি ফিরে এল। ওদের দেখে স্পষ্টত আনন্দিত হলো নিক; দুজনকেই গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছে ও, কর্টেযের বিচারবুদ্ধির ওপর অগাধ আস্থা এসে গেছে।

'রাতে বাসায় এস, কর্টেয,' আমন্ত্রণ জানাল ও। 'তোমার সাথে একটা পরামর্শ আছে।'

কর্টেয যখন উপস্থিত হলো রোজি চলে গেছে নিজের ঘরে, ফলে পারলারে বসে নিভৃতে আলাপ করার সুযোগ পেল ওরা।

'তাহলে ল্যামগুকে তুমি হারিয়েছ?' শুরু করল সাবাডিয়া। বাংকহাউসে খবরটা শুনেছে ও।

'হ্যাঁ, তবে আমি এটাকে লোকসান বলব না,' শুধরে দিল নিক। 'তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলে। কীভাবে করলে, কর্টেয?'

'কী জানি,' সলজ্জ হাসল সাবাডিয়া। 'শৈশবে বাবার কাছে বুনো ঘোড়া পোষ মানাতে শিখেছি, ওদের মাঝেই আমি মানুষ, সর্বক্ষণ লক্ষ্য করতাম ওদের, হাবভাবে বুঝতে চেষ্টা করতাম দলে কোন বজ্জাত আছে কিনা। আমার মনে হয় মানুষকেও আমি সেইভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি; কিন্তু এতে সবসময় কাজ হবে এমন দাবি করি না।'

'এক্ষেত্রে হয়েছে,' ড্রেইট বলল। 'কুলিনের ব্যাপারে তোমাকে কষ্ট দেব না–তার দরকার নেই, তবে ওর মতলব বোঝার ব্যাপারে বোধহয় তুমি সাহায্য করতে পারবে। ও এসেছিল এখানে, হম্বিতম্বি দূরের কথা উলটো প্রস্তাব দিয়েছে একটা। আগামীতে ও একটা ব্যবসা করতে যাচ্ছে, আমাকে তার বখরা দিতে চায়। ব্যবসাটা কী তোমাকে বলতে পারব না, আমি ওকে কথা

দিয়েছি। কুলিন ছাড়া আর মাত্র একজন এর খবর জানে।'

সাবাডিয়ার ঠোঁট দুই কানে গিয়ে ঠেকল। 'প্রস্তাবটা নিশ্চয় এস পি র‍্যাঞ্চ কেনার ব্যাপারে নয়?'

নিকের শিরদাঁড়া টানটান হয়ে গেল। 'খোদার কসম!' সবিস্ময়ে চিৎকার করল ও। 'হয় তুমিই সেই লোক, নয়তো গোনাপড়া জান।'

'কোনটাই না,' কর্টেয অস্বীকার করল। 'এতে একটু চোখ বোলাও।'

সীলকে-লেখা কুলিনের চিঠিখানা হস্তান্তর করল ও, পড়ার পরেও নিকের বিস্ময় বিন্দুমাত্র হ্রাস পেল না। 'এটা তোমার হাতে এল কীভাবে?' জানতে চাইল সে।

'বলব, তবে তার আগে আরেকটা কথা বোধহয় জানান দরকার তোমাকে,' জবাব দিল সাবাডিয়া। 'আমি তোমাকে বলেছিলাম আমি আর ল্যারি দেশভ্রমণে বেরিয়েছি। কথাটা ওর ক্ষেত্রে সত্যি হলেও, আমি এই অঞ্চলে এসেছি একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে, এবং তোমার সাথে যোগ দিয়েছি কারণ এতে আমার কাজের সুবিধে হবে। তাছাড়া, তোমাকেও মনে হয় আমার ভাল লেগে থাকবে,' অপ্রতিভ গলায় শেষ করল পাঞ্চার।

'আমার মধ্যে কোনরকম বজ্জাতি দেখতে পাওনি না?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল নিক।

কর্টেয হাসল। 'তবে আর ফিরে এসেছি কেন?'

'তাই। এবং তুমি এসেছ বলে আমি খুশি। এখানে তোমার কী কাজ, সেসব তোমার ব্যাপার, আমার তাতে মাথাব্যথা নেই।'

'এতটা নিশ্চিত হয়ো না; আমার দায়িত্ব ছিল এস পি-র মালিককে খুঁজে বের করা।'

'সেটা আমি যে নই, এটুকু বলতে পারি,' মুচকি হাসল ড্রেইট। তারপর হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হতে জিজ্ঞেস করল, 'দায়িত্ব ছিল বললে মনে হলো। তারমানে—'

'ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে এই,' জবাব দিল কর্টেয, তারপর ওদের রাইডআউট পরিদর্শন, উকিলের সঙ্গে আলাপ এবং পরবর্তী ঘটনাবলী খুলে বলল। 'আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম সীল সেই উত্তরাধিকারীকে খুঁজে বের করতে চায় না, তারপর কুলিনের চিঠিটা পড়ে পুরোপুরি শিওর হলাম, উকিল ব্যাটা ওই এক হাজার ডলার হাতানর তালে আছে, আর সবই যখন ওর হাতে, ভেবেছে কাজটা করা মোটেও কঠিন হবে না। তবে একদফায় এতকিছু জানতে পারতাম না—এর কৃতিত্ব ল্যারির।'

'আমিও আন্দাজ করেছিলাম,' ছোকরার বুদ্ধি আছে,' প্রশংসা করল ড্রেইট।

সাবাডিয়া সম্মতির হাসি হাসল। 'তো, সীল যেখানে শেষ করেছিল, সেই ডিপরিজে গিয়ে ট্রেইল ধরলাম আমরা। ওখানেই বিয়ে হয়েছিল রোজি

প্যাভিটের, স্বামী-স্ত্রী দুজনে মারাও গেছে ওখানে। ওদের একমাত্র সন্তান, মেয়ে, ওকে পাঠান হয় রেডস্টোনের এক এতিমখানায়। তারপর ওর বয়েস যখন ষোল, কাছেই এক খামারে গৃহিণীর ফাইফরমাস খাটার চাকরি পায়। প্রায় চার বছর পর, ওই বাসার লোকজন পুবে চলে যায়, আর রোজি আরেকটা কাজ পায় শ্যান্টনে। জায়গাটা চেন?'

'একবার গেছি,' ড্রেইট জবাব দিল। 'টেবিল মেসার একটু দক্ষিণে।'

'ঠিক,' একমত হলো সাবাডিয়া। 'বাসাটা খুঁজে বের করি আমরা, যদি আদৌ বাসা বলা যায় ওটাকে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুব চালু, মহিলা দজ্জাল আর লোকটা মিনমিনে। প্রথমে ওরা স্বীকারই করতে চায়নি, তারপর যখন বুঝল এতে ওদের বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না, তখন কবুল করল মেয়েটা ছিল ওখানে, কিন্তু মাস দেড়েক আগে পালিয়েছে। ওর নাম, রোজি ফ্র্যান্সিস ডারেল। কাহিনীর বাকিটুকু বোধহয় তুমি শেষ করতে পারবে।'

ড্রেইট পলক তুলল। 'তাজ্জব ব্যাপার, সন্দেহ নেই, তবে আমি খুব বেশি যোগ করতে পারব না,' শুরু করল ও। 'তোমাদের সাথে যেদিন বিকেলে দেখা, তার আগের দিন এক জঙ্গলে আমার সঙ্গে ওর পরিচয়, একলা ঘুরছিল। পালানর কথা স্বীকার করেছে ও, তিনকুলে কেউ নেই, তাই আমি এখানে নিয়ে এসেছি। তবে প্যাভিটের সাথে ওর কোন আত্মীয়তা থাকতে পারে স্বপ্নেও ভাবিনি; ওই নামটা উল্লেখ করেনি ও, তাছাড়া সবাই ওর দ্বিগুণ বয়েসী কোন মহিলা বা একজন যুবককে খুঁজছিল।'

'এমনও হতে পারে এখানে আসার আগে প্যাভিট নামটা ও জানতই না,' যুক্তি দেখাল কর্টেয। 'যাইহোক, যদি না ঘুমিয়ে থাকে, আমি ওর সাথে কিছু কথা বলব।'

'দেখছি,' জবাব দিল নিক।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ফিরে এল ও। 'আসছে,' বলল। 'আমি না থাকলেই বোধহয় ওর আলাপ করতে সুবিধে হবে। আমি পরে আসবখন।'

আপত্তি জানানর অবকাশ পেল না কর্টেয, তার আগেই অদৃশ্য হলো ড্রেইট, এবং প্রায় তক্ষুণি স্বর্ণকেশিনী ঢুকল ঘরে, স্বামীর পরিত্যক্ত আসনে বসে সাবাডিয়ার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

'আমাকে কিছু বলবে?'

'কিছু জানব আগে,' কর্টেয স্মিত হাসল। 'এবং সেটা নিছক কৌতূহল না। তোমার জন্ম–'

'ডিপরিজ নামে এক শহরে, তবে ওখানকার কথা তেমন মনে নেই–মাত্র আট বছর বয়সে বাবা-মাকে হারানর পর অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিলাম।'

আরো জিজ্ঞাসাবাদের পর কর্টেয নিশ্চিত হলো মেয়েটার গতিবিধি সম্পর্কে ও যেসব তথ্য জেনেছে সেগুলো ঠিক। এরপর আর একটা মাত্র পরীক্ষা বাকি রইল।

'তোমার বাবা-মা তোমাকে কী বলে ডাকতেন?'

'ফ্র্যাংকি। বুঝতেই পারছ, আমি ওঁদের হতাশ করেছিলাম—দুজনেই ছেলে চেয়েছিলেন।'

সাবাডিয়া বুঝল, মেয়েটার দুঃখের স্মৃতি জাগিয়ে তুলছে সে, তাই মিষ্টি হেসে প্রবোধ দিল, 'ধেৎ! ছেলে হলে আর এমনকি লাভ।'

একথায় হাসি ফুটে উঠল স্বর্ণকেশিনীর মুখে, সান্ত্বনার, হয়তো-বা, কিন্তু তবু, এক টুকরো হাসি।

'তোমার মায়ের আসল নাম বলতে পারবে?' খেই ধরল কর্টেয।

মাথা নাড়াল রোজি। 'কখনো শুনেছি বলে মনে পড়ে না।'

'যাক, আমার যা-যা জানা প্রয়োজন ছিল সবই আমাকে তুমি বলেছ,' সাবাডিয়া বলল। 'তোমাকে ধন্যবাদ, ম্যাম।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?' জানতে চাইল মেয়েটা, তারপর কর্টেয যখন একমত হলো অবশ্যই সে-অধিকার ওর আছে তখন বলল, 'এসব তথ্য দিয়ে কী করবে তুমি?'

রোজি প্যাভিটের কাহিনী শোনাল কর্টেয, তার বাড়ি থেকে পালান এবং বুড়ো বাপের উইলের কথা। 'রোজির সন্তানকেই খুঁজছিলাম আমি, সে-ই এখন এস পি র‍্যাঞ্চের আইনসঙ্গত মালিক। আমার বিশ্বাস, আমি তাকে খুঁজে পেয়েছি।'

'কিন্তু এটা—কেমন যেন—অসম্ভব মনে হচ্ছে,' রোজির দম বন্ধ হয়ে এল।

'তোমাকে যে আরো আগে খুঁজে পাওয়া যায়নি সেটাই বরং অবিশ্বাস্য,' দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলল কর্টেয। 'ওই উকিল লোকটা নিশ্চয় গর্দভ, আর নয়তো…' বাকিটুকু পূরণের ভার রোজির ওপর ছেড়ে দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ও। 'আরেকটা কথা: আমি হলে এখনই এ-ব্যাপারে কারোকে কিছু বলতাম না, এমনকি লিণ্ডিকেও নয়। বলা যায় না, আমাদের জানায় কোন ভুলও হয়ে থাকতে পারে।'

'মিস্টার ড্রেইট জানে?'

'স্বাভাবিক, আমিই বলেছি। ও ফাঁস করবে না।'

উঠে ধন্যবাদ জানানর ব্যর্থপ্রয়াস পেল স্বর্ণকেশিনী, কথা আটকে এল গলায়, সাবাডিয়া লাজুক হেসে পরিবেশ হালকা করে দিল। 'ওসবের কোন দরকার নেই,' ঝটপট বলল ও। 'আমার যে-জন্য এখানে আসা, আমি কেবল তাই করছি।'

নিজের আধো-অন্ধকার ঘরে বসে, ওর জীবনের আসন্ন অথচ অমোঘ পরিবর্তনকে ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করার প্রয়াস পেল রোজি। কী ঘটবে এর ফলে? প্রাচুর্য, স্বাধীনতা, মুক্তি? ড্রেইট খুশি হবে, না অসন্তুষ্ট? নিজের মনোভাব ওকে কখনো বুঝতে দেবে না নিক, কিন্তু রোজি শপথ নিল এবার ও যে-সিদ্ধান্ত নেবে তাই কার্যকর হতে হবে। শ্যাডো ভ্যালি থেকে চলে যাবে সে,

তারপর সবিস্ময়ে অনুভব করল এই চিন্তাটা ওকে ব্যথিত করছে।

স্বর্ণকেশিনী যখন নিজের সমস্যার সঙ্গে কুস্তি লড়ছে, ঠিক সেই সময় পারলারে ফিরে এল ওর স্বামী, ধপ করে একটা চেয়ারে বসে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল ওর বন্ধুর দিকে।

'আর কোন সন্দেহ নেই,' কর্টেয বলল ওকে, তারপর সুচিন্তিত ভাবে যোগ করল, 'কুলিনের খেলাও শেষ হয়ে গেল এর ফলে—এখন আর ওই প্রস্তাবটা তোমার বিবেচনা করার দরকার হবে না।'

'আমি তা করতে চাইওনি,' বলল ড্রেইট।

'ও যদি র‍্যাঞ্চটা রাখাই মনস্থির করে, ব্যবসা দেখাশোনার জন্যে ওর একজন সৎ লোকের দরকার হবে। গিলম্যানকে দিয়ে হবে না, ও পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নেবে।'

'হ্যাঁ, ওর জন্যেও এটা একটা বিরাট ধাক্কা বটে। চ্যাপম্যান পছন্দ করবে না ব্যাপারটা, শেরিফ চটবে। সব মিলিয়ে, বুঝলে, কর্টেয, তুমি ভীষণ অপ্রিয় হয়ে উঠবে এখানে।'

'অতীতেও বহুবার এমনটা ঘটেছে,' জবাব দিল সাবাডিয়া, কৌতুক ঝিলিক মারছে ওর চোখের কোণে। 'তবে সেজন্য আমি কখনো আমার ঘুম হারাম করিনি। অপরাধ জগতের একজনেরও যদি লাভ হয় আমাকে দিয়ে, নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারব না।'

'তুমি বাইরে থাকাকালে এস পি থেকে আরো পঞ্চাশটা গরু কিনেছি আমি। হ্যাঁ, তোমার পরামর্শমত এবারও টুকে রেখেছি নোটের নম্বর। সীলের ব্যাপারে কী করবে ঠিক করেছ কিছু?'

'এখানে আসতে লিখে দেব, কারণ উল্লেখ করে। বাজি ধরে বলতে পারি, আমার চিঠি পেয়ে একমুহূর্ত দেরি করবে না ও, ছুটে আসবে, এবং তারপর এখান থেকে সোজা দৌড়াবে বিগ সি-র দিকে, যদি এর পরেও ওই এক হাজার টাকা পকেটস্থ করা যায়।'

'যাক, তোমার সাফল্যে আমি খুব খুশি হয়েছি, কর্টেয। মেয়েটার ভাগ্যও খুলে যাবে এতে। কাজ যখন একরকম শেষই হয়ে গেছে, তুমিও নিশ্চয় শিগ্‌গিরই পথে নামছ আবার?' বিষণ্ণ সুরে বলল ড্রেইট।

মাথা নাড়াল সাবাডিয়া। 'এখনো বহু কাজ বাকি।'

'ভাল,' আন্তরিক জবাব পেল, কিন্তু বাংকহাউসে ফেরার পথে কেন-যেন কর্টেযের মনে হলো ওর সাম্প্রতিক আবিষ্কারে আসলে ততটা খুশি হয়নি শ্যাডো ভ্যালির মালিক, এবং ব্যাপারটা ওকে ধাঁধায় ফেলে দিল।

# নয়

এস পি র‍্যাঞ্চের একজন উত্তরাধিকারীর হদিস পাওয়া গেছে এইমর্মে লেখা সাদামাঠা চিঠিটা আইনজীবী সীলের কাজকর্মে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করল। যদিও নিজেকে বিশ্বাস করাতে সচেষ্ট হলো সে, দাবিটা নেহাতই জাল, অতিসহজে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাবে, তবু সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য একটুও সময় নষ্ট করল না। সাপ্তাহিক স্টেজকোচ মিডওয়েতে বয়ে আনল ওকে, এবং সেখান থেকে গন্তব্যের বাকি অংশটুকু পাড়ি দিতে বাকবোর্ড ভাড়া করল সে। সীল হিসেবি লোক, কিন্তু এক্ষেত্রে মুক্তহস্ত হলো এই আশায়, মক্কেল তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে।

শ্যাডো ভ্যালির অশুভ ইতিহাস ওর জানা, এবং এও জানে বর্তমানে ড্রেইট নামে অবাঞ্ছিত এক লোক এর মালিক। কিন্তু যে-চিঠিখানা ও পেয়েছে তাতে সই দিয়েছে 'হুয়ান কর্টেয' নামে কেউ একজন এবং এ থেকে সে কিছুই বুঝতে পারেনি। তাই, লিণ্ডির হাত ঘুরে যখন পারলারে পৌঁছল আইনজীবী, একটা চেনামুখ দেখতে পেয়ে ভীষণ অবাক হলো। রাইডআউটে যে-মেক্সিক্যান কাউবয় দেখা করেছিল ওর সাথে, এ-মুহূর্তে সামনেই বসে আছে সে।

'অ, তুমি?' বলল সীল।

'হ্যাঁ, আমি,' হাসল অপরজন। 'বুঝতেই পারছ, খালিহাতে বেচারা এলির কাছে ফিরতে পারলাম না। দাঁড়িয়ে কেন, বস।' ওরা ছাড়া আর মাত্র একজন রয়েছে ঘরে, যুবতী, আবছায়া একটা কোণে বসে আছে। এবার সেই মহিলার দিকে ঘাড় ফেরাল মেক্সিক্যান। 'এর নাম ল্যুক সীল, ম্যাম, তোমাকে ও বেশ অনেকদিন হলো খুঁজছে।'

'আমি খুঁজছিলাম আরো বয়স্কা কোন মহিলা কিংবা ফ্র্যাংক নামে এক তরুণকে,' তীক্ষ্ণ সুরে বলল উকিল। 'এটা যদি কোন তামাশা...'

'আমাকে দেখে কি অত বোকা মনে হয়?' কড়া গলায় জানতে চাইল সাবাডিয়া। 'এবার আমি যা বলছি মন দিয়ে শোন। আমার তদন্ত শুরু হয় ডিপরিজে, যেখানে তুমি শেষ করেছ।' একথায় চোখ পিটপিট করল সীল, তারপর ব্যাজার মুখে শুনে গেল কীভাবে, ধাপে ধাপে, তদন্ত শেষ করেছে সাবাডিয়া।

'ঠিকই আছে মনে হচ্ছে,' কর্টেযের বলা শেষ হলে, খিটখিটে গলায় মন্তব্য করল ও. 'তবে কিনা সবটাই মানুষের মুখের কথা—আইন লিখিত প্রমাণ চায়।'

কিন্তু বাইরে যতই দাপট দেখাক, ওর কল্পনায় তখন চার অঙ্কের একটা লোভনীয় অর্থকরী প্রস্তাব দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

'অবশ্যই দেব,' মুখ টিপে হেসে পকেটে হাত ঢোকাল সাবাডিয়া। 'রোজি প্যাভিট আর ফ্র্যান্সিস ডারেলের বিয়ে যে প্যাদ্রি পড়িয়েছিল, জোশিয়াহ জোন্স, আমি তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম।' কর্টেয বা সীল কেউই লক্ষ্য করল না নামটা শুনে যুবতী চমকে উঠল। 'এখন আর সে ডিপরিজে থাকে না, তবে কোথায় পাওয়া যাবে আমি তোমাকে বলতে পারব। পুরান রেজিস্টার ঘেঁটে আমাকে একটা এন্‌ট্রি দেখায় সে। এই হচ্ছে তার কপি।'

কাগজটা নিরীক্ষণ করল সীল। 'জালও হয়ে থাকতে পারে,' বলে চোখ তুলতেই ও দেখল হিমশীতল এক জোড়া ইস্পাত চেয়ে আছে ওর পানে। ঢোক গিলল আইনজীবী, 'আমি বলছি না...'

'ওই একই লোক ব্যাপটাইজ করেছে ওদের সন্তানকে, এবং ডিপরিজে এখনো বহু লোক আছে যারা জানে মেয়েটাকে ওর বাবা-মা ফ্র্যাংকি নামে ডাকত,' বলে চলল কর্টেয। 'এই আরেকটা দলিল, আসল—আমি নিজে হাতে লিখেছি।' আবার সেই বুকের রক্ত হিম করা হাসি। 'এটা এতিমখানার ঠিকানা, ওখানে গেলে ওরা তোমাকে রেকর্ড দেখাবে মিস ডারেল ওদের কাছেই ছিল, এবং ওর চেহারার সুন্দর একটা বর্ণনাও দিতে পারবে। এবার বল, তুমি কি ভাবছ?'

ওই মুহূর্তে কেবলমাত্র একটি কথাই ভাবতে পারছিল আইন ব্যবসায়ী: ওর মোটা অঙ্কের কমিশন আর তা বহুগুণ বাড়িয়ে নেয়ার সম্ভাবনা দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে স্বপ্নের মত। ক্ষীণতম আশাও জাগাতে পারে, সাক্ষ্য-প্রমাণে এরকম খুঁত আবিষ্কারের লক্ষ্যে নিজের মস্তিষ্ককে বেত্রাঘাত করল সে।

'মিস ডারেল সম্পর্কে তোমার বক্তব্য হয়তো ঠিক, কিন্তু তুমি এখনো প্রমাণ করতে পারনি, তোমার মক্কেলই সেই ব্যক্তি,' সীল বলল।

এই প্রথম মুখ খুলল যুবতী: 'মিস্টার নীল, রোজি প্যাভিট বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে তুমি তাকে কখনো দেখেছ?'

'বহুবার,' অন্যমনস্ক গলায় জবাব দিল উকিল।

উঠে আলোয় এসে দাঁড়াল রোজি। 'তাহলে তুমি কি বলবে না, আমার সঙ্গে তার চেহারার মিল আছে?'

মাথা তুলল সীল, ওর নীচতাপূর্ণ কুঁতকুঁতে চোখ দুটো সম্পূর্ণ বিস্ফারিত হয়ে গেল। 'কসম খোদার! তুমি ওর একদম জীবন্ত ছবি,' মুখ ফসকে সত্যি কথাটা বলে ফেলল সে।

'আমিও তাই শুনেছি,' শান্ত গলায় বলল স্বর্ণকেশিনী। 'এবার তুমি সন্তুষ্ট?'

এখন আর কোন সন্দেহ ছিল না সীলের মনে, কিন্তু তা স্বীকার করতে চাইল না; হয়তো-বা শেষমুহূর্তে কোন পথ বেরোলেও বেরিয়ে যেতে পারে।

'তোমার দাবির পেছনে অবশ্যই যুক্তি আছে,' ধীর গলায় বলল ও, 'তবে সেগুলো যাচাই করতে সময় লাগবে।'

'ওই সার্টিফিকেটটা যদি হারিয়ে যায় দুশ্চিন্তা কর না,' মুচকি হেসে বলল সাবাডিয়া। 'মূল কপি আর যে ওটা লিখেছে দুই-ই হাজির করা যাবে। তুমি গভর্নরকে জানাবে, নিশ্চয়?'

'দরকার নেই—এখনই,' তড়িঘড়ি বলল সীল। 'আমার হাতে সবকিছু। আমি একটা সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারলেই, মিস ডারেলকে তার সম্পত্তি বুঝিয়ে দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা সেরে ফেলব।'

গালভরা এই বুলি আউড়েই বিদায় নিল আইন ব্যবসায়ী। দরজা অবধি ওকে এগিয়ে দিল কর্টেয। 'গতিই এখন আমাদের সবথেকে বেশি দরকার, বুড়ো খোকা,' নিচু গলায় বলল ও। 'ভদ্রমহিলা দীর্ঘদিন হলো তার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত। মনে রেখ, এমনকি সামান্য এক হাজার টাকার জন্যেও তোমাকে অনেক চড়া মাশুল গুনতে হতে পারে।'

নিমেষে ফ্যাকাসে হয়ে গেল সীলের চেহারা, কোনমতে পা চালিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ির বাইরে, হাঁচড়েপাঁচড়ে বাহনে উঠে বসে চাবুকটা তুলে নিল। সাবাডিয়ার পরিহাসতরল দৃষ্টি অনুসরণ করল ওকে।

'ধেৎ! বিগ সি-তে যাওয়ার শর্টকাট রাস্তাটা ওকে আমার বলে দেয়া উচিত ছিল,' স্বগতোক্তি করল কর্টেয।

উকিলের গন্তব্য সম্পর্কে ওর অনুমান নির্ভুল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাড্ডিসার ঘোড়া ছুটিয়ে সীল যাত্রা করল সেখানে। বাকবোর্ডটা যখন বিগ সি র‍্যাঞ্চ-হাউসের দৃষ্টিসীমার ভেতর এল কেবলমাত্র তখনই গতিবেগ মন্থর করল ও। এই সাক্ষাৎকারের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না সে, জানে র‍্যাঞ্চারের জিভে ভয়ানক ধার, এবং অধীনস্থ লোকদের সম্বন্ধে তার অবজ্ঞা লুকোছাপার কোন চেষ্টাই সে করে না।

'তুমি আবার কিসের গন্ধে এসেছ?' অভ্যর্থনা জানাল কুলিন।

'খবর আছে, গ্রেগ—খুউব খারাপ খবর,' জবাব দিল উকিল।

'সে তোমাকে দেখেই মালুম হচ্ছে। খারাপ—তোমার জন্যে, না আমার?'

'দুজনেরই—এস পি র‍্যাঞ্চ আমরা হারিয়েছি।'

কুলিনের ভ্রূকুটি গভীরতর হলো। 'তারমানে তুমি একটা ভজকট বাধিয়ে বসেছ। কীভাবে বাধালে?'

'নিখোঁজ উত্তরাধিকার এসে হাজির হয়েছে।'

'আইনকে ফাঁকি দেয়ার সব ছলাকলাই তুমি জান, দাবিটা নাকচ করা তোমার পক্ষে অসুবিধে হওয়ার কথা না।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল সীল। 'লাভ নেই—ওদের কাছে প্রমাণ আছে। আমি স্বীকার করিনি এখনো, তবে ব্যাপারটা পানির মত পরিষ্কার।'

'ওদের কাছে মানে?'

'ওই দাবিদার, আর মেয়েটাকে যে খুঁজে পেয়েছে—এক মেক্সিক্যান কাউপাঞ্চার।'

'মেয়েটাকে খুঁজে পেয়েছে?' প্রতিধ্বনি করল কুলিন। 'তুমি আমাকে বলেছিলে প্যাভিটের মেয়ে মারা গেছে, ওর ছেলেকে তুমি খুঁজছ। ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বল তো।'

তৈরিই ছিল আইনজীবী; ও জানে, ফাঁকি দেয়ার কোন রাস্তা যদি এখনো থেকে থাকে, একমাত্র এই গরু ব্যবসায়ী তার সূক্ষ্ম চতুর মাথা খাটিয়ে তা বের করতে পারবে। কুলিন, ভাবলেশহীন মুখে, বিনা মন্তব্যে ওর সব কথা শুনল।

'আমি বলেছিলাম—তোমার নিজের গরজেই তোমার উচিত ওকে খুঁজে বের করা,' বলল বিগ সি মালিক। 'তাহলে আদৌ কোন দাবি যেন না ওঠে তার ব্যবস্থা করা যেত। এখন ওই মেয়ের সাথে হাত মেলাতে হবে তোমাকে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর সম্পত্তি ওকে বুঝিয়ে দেবে, তারপর এস পি-তে যেসব সমস্যা রয়েছে সুকৌশলে উল্লেখ করবে সেগুলো। যত্নের অভাব, অব্যবস্থাপনা, লাভ বিশেষ নেই, গরু ব্যবসার ভবিষ্যৎ অন্ধকার এইসব বলবে। মোদ্দা কথা, ওকে বোঝাবে বাথানটা বেচে দিয়ে অন্যকিছুতে টাকা খাটানই ওর জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বুঝেশুনে এগোও, ঠিক ফাঁদে পা দেবে ও, আর তোমাকে আমি যে-কমিশন দিতে চেয়েছি সেটা তুমি ঠিকই পাবে। ভাল কথা, ওই চিঠিটা কোথায়?'

'পুড়িয়ে ফেলেছি—বিপজ্জনক জিনিস কিনা,' অম্লানবদনে মিথ্যা কথা বলল উকিল। 'তোমার প্ল্যানটা ভালই, তবে এক্ষেত্রে কাজ হবে না। বুদ্ধি দেয়ার লোকের অভাব হবে না ওই মেয়ের। তাড়াহুড়োয় ওর বর্তমান ঠিকানা উল্লেখ করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম—শ্যাডো ভ্যালি।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল কুলিন। 'তারমানে, ও-ই সেই মেয়ে?' নিখাদ বিস্ময় ফুটল ওর গলায়। 'এত জায়গা থাকতে ওখানে গিয়ে হাজির হলো কীভাবে, আর করছেটাই-বা কী?'

'শেষ চাকরিটা থেকে পালিয়েছিল, ড্রেইট রাস্তায় পেয়েছে,' ব্যাখ্যা করল সীল, তারপর ইঙ্গিতপূর্ণ গলায় যোগ করল, 'আর কী করছে, সেটা বুঝতে নিশ্চয় মাথা খাটানর দরকার পড়ে না।'

ওর দিকে কঠোর দৃষ্টি হানল গরু ব্যবসায়ী। 'আর কক্ষনো ওই কথা উচ্চারণ করবে না, সীল,' সাবধান করল সে। 'আমি ওকে দেখেছি, ও সেরকম মেয়ে না।'

এবার হতবাক হওয়ার পালা আইনজীবীর; কুলিন একটা মেয়ের সাফাই গাইছে এমনটা শুনবে সে কোনও দিন স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। বরং প্রত্যাশা করেছিল বিস্ফোরণ ঘটবে। অথচ ওর সামনেই রয়েছে আগ্নেয়গিরিতুল্য মানুষটা—এখন বসে পড়েছে আবার, হাসছে মিটিমিটি। বলা বাহুল্য, এর পেছনে সঙ্গত কারণ ছিল র‍্যাঞ্চারের। ভাগ্য ওর সহায় হতে শুরু করেছিল।

যে-মেয়েকে সে চায়, যে-বাথান কুক্ষিগত করার ফন্দি এঁটেছে, এবং যাকে ঘৃণা করে, মনে হচ্ছিল, সে-সবই এখন তার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। স্বর্ণকেশিনীর চেহারা মনে পড়ল ওর, সীলের কলুষিত মুখ বন্ধ করার পেছনে মেয়েটার সম্মানরক্ষা ওর অভিপ্রায় ছিল না, ওটা নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে ঘটে গেছে—যাকে নিজের করবে বলে ঠিক করেছে তার গায়ে সে আর কারোকে কলঙ্ক লেপতে দেবে না।

কিছুক্ষণ পর ফের মুখ খুলল কুলিন। 'যা বলেছি ভুলে যাও, ল্যাক, কেবল মিস ডারেলকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার জায়গায় বসিয়ে দেয়ার কথাটা ছাড়া। আর ও যেন সুবিচার পায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখবে। বাকি সব আমার ওপর ছেড়ে দাও; তোমার যাতে লোকসান না হয় আমি তার ব্যবস্থা করব।'

হুইস্কির কড়া ডোজে চাঙা হয়ে, মিডওয়ের উদ্দেশে রওনা হলো আইন ব্যবসায়ী, ওখানে রাতটা কাটিয়ে ভোরের কোচ ধরবে। সারাদিন ওর শরীর আর মন, দুয়েরই ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ধকল গেছে, এখনো সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি ভেবে এ-মুহূর্তে খানিকটা উৎফুল্ল বোধ করলেও নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না সে। তবে যত দুশ্চিন্তাই থাকুক, একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝতে পারছে সীল, তলে তলে কোন দুরভিসন্ধি এঁটেছে র‍্যাঞ্চার। ও সিদ্ধান্ত নিল যেভাবে হোক সেটা আবিষ্কার করবে এবং তা থেকে নিজের মুনাফা লুটবে। নিরুদ্দিষ্ট চিঠিটা ভাবিয়ে তুলেছে ওকে; ওটা খোয়া যাওয়ার দিনকতক পরে ব্যাপারটা টের পেয়েছে সে। সাময়িকভাবে ওর চাবি খোয়া গিয়েছিল, একথা সে বেমালুম ভুলে বসে আছে। ফলে হালকা করে দেখছে কাউবয়ের বিদায়ী মন্তব্যকে, অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার সঙ্গে তুলনা করছে।

ওদিকে, ঠিক ওই মুহূর্তে, কুলিন অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল নিজের ঘরে, কল্পনায় মনোমুগ্ধকর একটা ছবি আঁকছিল। বিগ সি আর এস পি-র মালিকানা তাকে আশেপাশে কয়েক মাইলের মধ্যে সবচেয়ে ধনী গরু ব্যবসায়ীর মর্যাদা দান করবে, এবং ক্ষমতাও বয়ে আনবে সেই সাথে। চ্যাপম্যানকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে, ভাস্কোর বাথানটা কিনে ফেলবে নয়তো তাকেও শেষ করে দেবে নিংড়ে। শ্যাডো ভ্যালিকে অন্য কাজে লাগান যাবে।

'জায়গাটা যখন ওর এতই পছন্দ, চমৎকার একটা বাড়ি না হয় বানিয়ে ফেলব ওখানে,' আপনমনে বিড়বিড় করে বলল ও। স্বর্ণকেশিনীর কথা আবার মনে পড়ল ওর, মাত্র একবার দেখেছে, অথচ তাতেই লালায়িত হয়ে উঠেছে ওকে পাবার জন্য। 'টনি বলছিল ড্রেইটকে ও পছন্দ করে না, সেক্ষেত্রে আমাকে নিশ্চয় বিমুখ করবে না।'

যদিও বেলা এখনো নবীন, বারান্দার ছায়ায় আধশোয়া অবস্থায় বিশ্রাম নিচ্ছিল জ্যাক গিলম্যান, ইজিচেয়ারে লম্বা করে দিয়েছে শরীর, পা দুটো রেলিংয়ের

ওপর, চোখ বোজা, মুখ হাঁ। তীক্ষ্ণ একটা আদেশে জেগে উঠল সে।

'হাত তোল!'

নিমেষে তৎপর হয়ে উঠল গিলম্যান, হুকুম তামিল করতে যাচ্ছিল, তারপর কোন মারণাস্ত্র চোখে না পড়ায় থেমে গেল। আদেশটা যার কাছ থেকে এসেছে সে ওকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে জরিপ করছিল।

'আরাম করছ—তা কর,' বলল নবাগত ওরফে কুলিন। 'কেউ না কেউ একদিন র‍্যাঞ্চটা ঠিকই কেড়ে নেবে তোমার কাছ থেকে।'

'আমি সুস্থ থাকতে পারব না,' গিলম্যানের হাসি দুই কানে গিয়ে ঠেকল। 'কাল ভীষণ খাটুনি গেছে।'

ঘোড়া থেকে নামল কুলিন, রেঞ্জের চারপাশে নজর বোলাল। মোটামুটি যা দেখল তাতে সন্তুষ্ট হলো সে, তবে দালানকোঠার জরাজীর্ণ অবস্থা এর উলটো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। হাত বাড়িয়ে সিগার বের করল ও, ফোরম্যানকে একটা দিয়ে আসন গ্রহণ করল।

'সত্যিই বুড়ো স্যামের জায়গা চেনার চোখ ছিল,' তারিফ করল কুলিন। 'ও এখানে সবার আগে এসেছিল—সেরা-টা বেছে নেবে এতে আর অবাক কী! তোমার যেতে খারাপই লাগবে।'

'যাব—আমি?' আঁতকে উঠল গিলম্যান। 'কী আবলতাবল বকছ?'

কাঁধ ঝাঁকাল বিগ সি মালিক। 'খবরটা তুমি শোননি মনে হচ্ছে? অবশ্য, বেশি কেউ জানেও না।'

'তুমি বুঝি সেটাই বলতে এসেছ?'

'আরে না, বেড়াতে—এই জায়গাটা আমার বরাবর পছন্দ,' জবাব দিল র‍্যাঞ্চার। 'আমি ভেবেছিলাম সীল নিজেই তোমাকে জানাবে।'

'জানাবে—কী জানাবে?' খেঁকিয়ে উঠল ফোরম্যান। 'ওই নোংরা পুঁচকে ইঁদুরটা যদি আমার ওপর কিছু চাপানর চেষ্টা করে...'

কুলিনের উদ্দেশ্য সফল হলো, অনিশ্চয়তার উৎকণ্ঠায় ফোরম্যান স্নায়ুর চাপে ভুগতে শুরু করল। এবার মোক্ষম আঘাত হানল গরু ব্যবসায়ী: 'চেষ্টা করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এস পি-র আইনসঙ্গত মালিকের খোঁজ পাওয়া গেছে, স্যাম প্যাভিটের নাতনি। ফ্র্যাংকি আসলে কোন ছেলের নাম নয়।'

অপরকে যন্ত্রণা দিয়ে পুলক পায় কুলিন, দেখল এমনভাবে কুঁকড়ে গেল ফোরম্যান যেন কেউ ওকে ঘুসি মেরেছে। তবে শিগ্‌গিরই নিজেকে সামলে নিল গিলম্যান।

'হাহ্, একটা মেয়ে?' বলল ও। 'তার মানে এই না, আমাকে যেতে হবে। নিশ্চয় ও গরু ব্যবসার কিছু বোঝে না, সবকিছু সামলাতে দক্ষ একজন লোকের দরকার হবে ওর।'

'তোমার ওই নিরেট মাথাটা বোধহয় তোমাকে আরেকটু খেলাতে হবে,'

মুচকি হাসল কুলিন। 'শোন, ওই মেয়ে ড্রেইটের বান্ধবী। কাজেই ওর যদি কোন সাহায্য লাগে...'

এবারের আঘাতটা ফোরম্যানের ভিতসুদ্ধ নাড়িয়ে দিল। 'শালা নেস্টর,' একটুক্ষণ স্তব্ধবাক হয়ে থাকার পর, বোমার মত ফাটল সে।

'খোদা মেহেরবান, এ-তল্লাটে ওই নামে মাত্র একজনই আছে,' বিদ্বেষপূর্ণ গলায় বলল অপরজন। 'এবং ওই একজনই অনেক। ভাল কথা, শুনলাম ওর গরুগুলো এস পি থেকে গেছে। তুমি কিছু জান?'

'যদি তাই গিয়ে থাকে, ও নির্ঘাত চুরি করেছে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল গিলম্যান।

'তাই বলে একশ গরু, এবং সবগুলোই মার্কাছাড়া?' কুলিনের গলায় অবিশ্বাস। 'তোমার রাইডাররা শুয়ে-বসে বেতন নেয় নাকি?'

একটা কাঁধ উঁচু-নিচু করল ফোরম্যান। 'আরো থাকলেও আমি অবাক হব না। এমনিতেই আমার লোকের টান–খরচ কমিয়ে রাখার জন্য–তার ওপর, র‍্যাঞ্চের যা ভবিষ্যৎ শুনছি, তাতে আমার মনে হয় না আমাদের কারোরই বাড়তি কাজ করার ইচ্ছে হবে। তুমি হলেও করতে না।'

'কী জানি, তবে তোমাকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে: ড্রেইট আনাড়ি নয়।'

'আমিও না; এমনও হতে পারে ওকেই জবাবদিহি করতে হবে আগে।'

'হবে, যদি তুমি প্রমাণ করতে পার গরুগুলো ও চুরি করেছে,' মৃদু সুরে বলল কুলিন।

পরস্পর মিলিত হলো উভয়ের চোখ, ফোরম্যান বুঝতে পারল তার ব্যাখ্যা গৃহীত হয়নি; কুলিনের শেষ মন্তব্যের গূঢ়ার্থও অনুধাবন করতে পারল সে।

'ভেবে দেখব কিছু করা যায় কিনা,' বলল গিলম্যান। 'না হলে, অন্য রাস্তা আছে।'

গাত্রোত্থান করল র‍্যাঞ্চার। 'অবশ্য এটা তোমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে তুমি না থাকলে আমরা দুঃখ পাব, গিলম্যান।'

ক্রুদ্ধ চোখে এস পি ফোরম্যান দেখল প্রান্তর পেরিয়ে গাছ-পালার আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে কুলিন। 'হ্যাঁ, আমার ব্যাপার তো বটেই,' ভেংচি কাটল সে। 'তুমি চাও পথের কাঁটা দূর হোক, আর আমি সেটা তোমার হয়ে করে দিই। হয়তো করবও তা, কারণ এতে লাভ আমারই। তবে আমাকে যদি হাতে রক্ত মাখতেই হয়, তুমিও হুঁশিয়ার থেক, কুলিন, বেটা বেজন্মা।'

কত বড় শত্রু পেছনে রেখে এসেছে বুঝতে অক্ষম হলেও, বিগ সি মালিক জানে সে কোন কৃতজ্ঞতা অর্জন করেনি। তবু, নিজের সাফল্যে সে খুশি। তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে এস পি-র গরুবাছুর চুরি করছে গিলম্যান, এবং সম্ভবত ড্রেইট তা জানে, আর নয়তো অচিরে জানবে। কাজেই ফোরম্যানকে যদি তার পদ কিংবা অবৈধ উপার্জন নিজের দখলে রাখতে হয় নেস্টরকে

অপসারণ করতেই হবে। কিন্তু কুলিন কোন জুয়ায় কেবলমাত্র একটা বাজি ধরেই সন্তুষ্ট থাকার বান্দা নয়, ওর মস্তিষ্ক এখন বিকল্প আরেকটা ব্যবস্থা সন্ধান করছিল। মনস্থির করতে বেশিক্ষণ লাগল না, ড্রেইটের প্রতি চ্যাপম্যানের বিদ্বেষ প্রায় তার নিজের সমানই।

ও যেখানে রয়েছে সেখান থেকে এইট বি-তে যাওয়ার পথ শ্যাডো ভ্যালির কোল ঘেঁষে চলে গেছে। প্রবেশমুখ থেকে মাত্র শ-খানেক গজ দূরে রয়েছে, এই সময়ে সামনে এক অশ্বারোহীকে চোখে পড়ল ওর, তন্বী, পরনে ধূসর জামা। দেখামাত্র ওকে চিনতে পারল কুলিন, সবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে অল্পক্ষণের ভেতর পাশাপাশি হলো।

'আজ নিশ্চয় আমার সৌভাগ্যের দিন,' টুপি খুলে হাসল র‍্যাঞ্চার। 'এত শিগ্‌গির আবার তোমার দেখা পাব কল্পনাও করিনি। প্রায়ই এদিকে বেড়াতে আস বুঝি?'

মাথা নাড়াল রোজি। 'না, আজই প্রথম ভ্যালির বাইরে এলাম।'

'কামনা করি এটাই যেন শেষ না হয়।'

কিছুক্ষণ নীরবে এগোল ওরা। স্বর্ণকেশিনীর সঙ্গসুখে কুলিন রোমাঞ্চিত, ওর ঘোড়ায় চড়ার অনায়াস ভঙ্গি, হালকা তামাটে বরণ কপোলে রক্তিম আভা, হ্যাট ব্রিমের নিচে লতান কুন্তল দেখে মনের আশ মেটাচ্ছে। রোজির চোখ, যদিও অপেক্ষাকৃত কম অনুসন্ধানী, একেবারে অলস বসে নেই। কুলিনের পরনেও পশ্চিমের সাজপোশাক, তবু এর গুণগত মান অনেক উন্নত একনজরেই বুঝতে পারল সে। শার্ট আর ব্যাণ্ডানা সিল্কের, মুখাবয়ব নিখুঁতভাবে কামান। সব মিলিয়ে মার্জিত বেশভূষা, টনি ল্যামণ্ডের মত চাকচিক্য নেই। হঠাৎ হেসে উঠল র‍্যাঞ্চার।

'ওহ্ হো, তোমাকে অভিনন্দন জানান হয়নি।' মেয়েটা ওর কথা বুঝতে পারেনি লক্ষ্য করল কুলিন। 'তোমার উত্তরাধিকারের ব্যাপারে।'

'ও, আচ্ছা,' জবাব দিল রোজি, ভুরু ঈষৎ কুঁচকে গেছে। 'এখনো মীমাংসা হয়নি, খবরটা রটে যাওয়ায় আমার নিজের কাছেই এখন খারাপ লাগছে।'

'রটেনি। সীল আমারও উকিল, কাল সন্ধ্যায় বাসায় এসেছিল। ওকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছিল। কারণ জিজ্ঞেস করায় প্রথমে বলতে চায়নি, তারপর কবুল করল। তবে আর কারোকে বলতে মানা করেছে।'

'কিন্তু আরো তিন মাস আগেই যদি আমাকে খুঁজে পেত আমি বেশি খুশি হতাম,' বলল স্বর্ণকেশিনী, ওর সুরে একধরনের ঝাঁঝ প্রচ্ছন্ন হয়ে ওঠে যার স্বরূপ কুলিন আঁচ করতে পারল না।

'আমার বিশ্বাস এ-ব্যাপারে তোমার আর কোন অভিযোগ থাকবে না, এখন থেকে,' অভয় দিল গরু ব্যবসায়ী। 'সীল আমাকে মানে, আমি ওকে বলে দিয়েছি তোমার কাজে যদি সে অহেতুক গড়িমসি করে, আমি সেটাকে

মামার সাথে শত্রুতা করা বলে গণ্য করব।'

'তুমি খুব ভাল মানুষ, মিস্টার কুলিন,' আন্তরিক সুরে বলল রোজি।

'ও কিছু না, এটা আমার নীতি বলতে পার,' জবাব দিল কুলিন। তারপর হেসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার এই সৌভাগ্যকে ড্রেইট কী চোখে দেখছে?'

'আমাদের আলাপ হয়নি এখনো। তবে মনে হয়, আমার মত সেও বাস্তবকে মেনে চলতে পছন্দ করে।'

'তোমাদের পরিচয় অনেকদিনের?'

'না,' সংক্ষেপে জবাব দিল রোজি, কুলিনও আর প্রসঙ্গটা বাড়াল না।

রোজি যখন ফেরার ইচ্ছে প্রকাশ করল কোনরকম আপত্তি তুলল না সে, তবে এগিয়ে দেয়ার ব্যাপারে জিদ ধরল।

যেখানে মিলিত হয়েছিল সেখানে এসে ছাড়াছাড়ি হলো ওদের, স্বর্ণকেশিনীর সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়ে কুলিনের রক্তে কামনার বান ডাকল। হাতটা ধরে রেখে, ও বলল: 'আমি চাই তুমি আমাকে বন্ধু ভাব, তোমার প্রয়োজনে যে সবসময় এগিয়ে আসতে তৈরি আছে।'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই, আচমকা ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল র‍্যাঞ্চার, চলে গেল। ওর গমনপথের দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকে রোজি, বিস্ময় বোধ করে এবং, পাশপাশি, গভীরভাবে আপ্লুত হয় মন-যেমনটা উদ্দেশ্য ছিল কুলিনের। কিন্তু একটিবারের জন্যেও আর পেছন ফিরে তাকাল না র‍্যাঞ্চার।

ধীরকদমে শ্যাডো ভ্যালিতে ফেরার পথে, স্বর্ণকেশিনী ব্যর্থপ্রয়াস পেল কুলিন সম্পর্কে নিজের মনোভাব বোঝার। ওকে সে পছন্দ করে পরিষ্কারভাবে এটা বুঝিয়ে দিয়েছে র‍্যাঞ্চার, কিন্তু ভঙ্গিটা ল্যামণ্ডের মত অশালীন এবং কামনার্ত নয়। লোকটাকে ওরও ভাল লেগেছে, অথচ তবু...

নিজের অনুভূতি সম্পর্কে বিগ সি মালিকের কোনরকম সংশয় নেই-ওই মেয়েকে সে চায়, এবং নিজের করবেও, তা ভাল বা মন্দ, যে-উপায়েই হোক না কেন। নেস্টরের সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক সে জানে না, তবে সেটা যদি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তার পরিণাম খারাপ হবে-ড্রেইটের জন্যে। গন্তব্যের দিকে আপনমনে এগিয়ে চলেছে কুলিন, কুটিল হাসি খেলা করছে ঠোঁটের কোণে।

কিছুটা বিস্মিত, এবং নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে অভ্যর্থনা জানান হলো ওকে, তবে ভেতরে নিয়ে গিয়ে, রীতিমাফিক, অতিথির সম্মানে বোতল খোলা হলো।

'তো, গ্রেগ, কারণ ছাড়া তুমি এতটা পথ আসনি,' শুরু করল চ্যাপম্যান। 'সেটা কী বলে ফেল।'

'আহ্, কোল,' যাত্রার ঢঙে মৃদু প্রতিবাদ করল অতিথি, এবং এতে চ্যাপম্যান আড়ষ্ট হয়ে গেল; কুলিন যখন খোশমেজাজে থাকে তখন সে আরো বিপজ্জনক চরিত্র। 'তোমাকে দেখার আনন্দ থেকে নিজেকে...'

'ভাল করে একবার দেখে নিয়ে আসল কারণটা উগরে দাও,' গোমড়া

মুখে বলল অপরজন।

'তোমার সন্দেহবাতিক আর ঘুচল না, কোল,' কুলিন হাসল। 'তবে তোমাকে কৌতূহলী করার মত একটা খবর সত্যিই আছে—এস পি-র মালিকানা বদল হতে যাচ্ছে।'

'তুমি কিনছ?'

অতিথির চোখ সংকুচিত হয়ে গেল। ব্যাপারটা নিছক অনুমান, নাকি ফাঁস হয়ে গেছে কোনকিছু? 'না,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল কুলিন। 'নিখোঁজ উত্তরাধিকারীকে পাওয়া গেছে—প্যাভিটের নাতনি।'

'শেষমেশ কিনা একটা মেয়ে। এতে আমার কৌতূহলী হওয়ার কী আছে?'

'জ্যাক গিলম্যানকে তল্পিতল্পা গুটাতে হবে।'

'আমি তার কোন কারণ দেখছি না—একজন ফোরম্যান লাগবে ওর।'

'তাই? এই মুহূর্তে নিকোলাস ড্রেইট ওর দেখাশোনা করছে,' দায়সারা ভঙ্গিতে আসল খবরটা ভাঙল বিগ সি মালিক।

কপালে উঠে গেল চ্যাপম্যানের ভুরু, মুখ হাস্যকররকমের হাঁ হয়ে গেছে। 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, না আমার?' জিজ্ঞেস করল ও।

'বোধহয় আমাদের দুজনেরই, তবে আমি তোমাকে যা বললাম তার প্রতিটা বর্ণ সত্যি।'

ব্যাজার মুখে খবরটা হজম করল কোল। যে-মেয়েটাকে ও হারিয়েছে সে-ই কিনা এস পি র‍্যাঞ্চের মালিক, আর যে-লোক—চ্যাপম্যানের ভাষায়—ওকে চুরি করেছে এখন তার কাছেই আছে মেয়েটা। আঘাতটা রীতিমত হতবুদ্ধি করে দিয়েছে ওকে। সেদিনই যদি…পরক্ষণে ভাবনাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল ও। রাসলারের প্রতিক্রিয়া অবাক করল কুলিনকে, সে নিশ্চিত ফোরম্যানের ভবিষ্যৎ নিয়ে এতটা উদ্বিগ্ন কোল হতেই পারে না।

'গিলম্যানের কপাল মন্দ,' টিপ্পনী কাটল র‍্যাঞ্চার।

'চুলোয় যাক গিলম্যান,' হুঙ্কার ছাড়ল চ্যাপম্যান। 'কপাল মন্দ আমার।'

'বুঝলাম না।'

'শোন,' ঘেউ ঘেউ করল রাসলার, 'সেবার টেবিল মেসার কাছে ড্রেইট যখন আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল, তখন ওই মেয়েটাই ছিল আমার সাথে। এর ঘণ্টাখানেক আগে আমি ওকে রাস্তায় পেয়েছিলাম।' শ্রোতার উদ্দেশে চোখ টিপল কোল। 'এরপরের ঘটনা তুমি জান, ড্রেইট আমাকে অজ্ঞান করে মেয়েটাকে নিয়ে যায়; আমার লোকেরা যখন পাকড়াও করে ওকে তখন ওরা একসাথেই ছিল, সেসময় যদি ওই কাউপাঞ্চার দুটো বাগড়া না দিত—জাহান্নামে যাক শালারা—মেয়েটাকে আবার ফিরে পেতাম আমি। যাইহোক, আমি ওকে চাই, অবশ্য এটা তুমি ঠিক বুঝবে না কারণ এই রস থেকে তুমি বঞ্চিত, এবং এখন আরো বেশি করে চাই—এস পি র‍্যাঞ্চে ভালই দিন কাটবে আমার।'

কুলিনের আত্মসংযম প্রবল, ভাবলেশহীন মুখে নির্লজ্জ স্বীকৃতিটা হজম করল। এখানে ওর আসার উদ্দেশ্য হাতিয়ারের সন্ধান, যা আশা করেছিল তার চাইতে সেটা যদি আরো ধারাল এবং আরো ভয়ঙ্কর হয় ওর জন্যেই লাভজনক। তারপর যখন স্বার্থসিদ্ধি হয়ে যাবে তখন···

'ড্রেইট কঠিন লোক,' মন্তব্য করল কুলিন। 'আমার ধারণা মেয়েটাকে ও বিয়ে করে ফেলবে—এখন।'

'আমার কাছে সব সমান,' মুচকি হাসল চ্যাপম্যান। 'জিনিস ভাল হলে বিধবায় কী এল গেল!'

নিজের গ্লাস খালি করল বিগ সি মালিক। 'আমি তোমার সাফল্য কামনা করছি, কোল,' বলল। 'তবে বোকার মত কিছু করে বস না, রেহাই পাওয়া শক্ত হবে; মিডওয়ে এখন ক্যামর্টকে বিশ্বাস করতে পারছে না, জাজও তটস্থ। গিলম্যান আর ভাস্কোকে হারানর ফলে আমাদের শক্তি কিন্তু আগের মত নেই।'

'তোমাকে চিন্তা করতে হবে না,' দাঁত কেলিয়ে হাসল চ্যাপম্যান। 'নেস্টরের দফারফা করে আমাকে এস পি-র হাল ধরতে দাও, তারপর সব শালাকে টাইট দেব।'

অতিথিকে দরজা অবধি এগিয়ে দিল ও, পেছনে উপহাসের ভঙ্গিতে মুখ বাঁকাল। 'আমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে চাও,' আপনমনে বলল কোল। 'তোমার খেলা কী আমি জানি না, মিস্টার কুলিন, তবে আমি আমার খেলাই খেলছি।'

ঘাড় গুঁজে চিন্তাচ্ছন্ন মনে ছুটে চলেছে কুলিন। খবর সরবরাহ করতে গিয়ে, সে নিজেও জেনেছে অনেককিছু। হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল গরু ব্যবসায়ী।

'ড্রেইটকে ও খতম করবে, তারপর আমরা ওকে খুনের দায়ে ফাঁসিতে লটকাব,' বলল কুলিন, এবং সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান করতে পারায় ওর মেজাজ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। বিগ সি-তে ফিরে ও দেখল ল্যামও অপেক্ষা করছে।

'তোমার কাজ ফেরত চাও? ড্রেইট তাহলে তোমাকে বরখাস্ত করেছে। কেন?'

'বলেছে বেঈমানির জন্যে, কিন্তু আসলে আমি যখন ওই মেয়েটাকে ফুঁসলাচ্ছিলাম তখন হাতেনাতে ধরে ফেলেছে। বিশ্বাস কর, একখানা জিনিস বটে, ওর জন্যে যেকোন ঝুঁকি নেয়া যায়।'

'তোমার বরাত; আমি হলে পিঠের চামড়া তুলে ফেলতাম,' র‍্যাঞ্চার বলল।

'ও-ও সেটাই করত, কেবল মেয়েটার অনুরোধে ছেড়ে দিয়েছে,' ল্যামের হাসি একান-ওকান হয়ে গেল। 'আমাকে বলা হয়েছে দেশ ছাড়তে, কিন্তু আমি

থাকছি; বদলা নেব—ভোগ করব মেয়েটাকে।'

আবারো আত্মসংযমের পরিচয় দিল কুলিন। আরেকটা মোক্ষম অস্ত্র পাওয়া গেছে। একমুহূর্ত দ্বিধা করল না সে। 'ঠিক আছে, নেস্টরের সাথে তোমার হিসেবনিকেশ আগে চুকাও, তারপর বেতনের খাতায় তোমার নাম তুলে নেব।'

'কোন চিন্তা কর না,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, বিদায় নিল কাউবয়।

পরিতৃপ্তির হাসি হাসল র‍্যাঞ্চার। 'বুদ্ধিমান লোক মাত্রেই পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করে, আর ফলটা নিজে খায়।'

# দশ

প্রায় দুহপ্তা অতিবাহিত হতে চলেছে, শ্যাডো ভ্যালির পবিত্রতা বিঘ্নিত করার মত নতুন কিছু ঘটেনি। কিন্তু, তাই বলে, ফাঁড়া কেটে গেছে এমন ভাবছে না নিক, এবং ওর এই ধারণা ঠিক—শত্রুরা বসে নেই। এর প্রথম আলামত পাওয়া গেল যেদিন সাত-সকালে দুজন ডেপুটিসহ শেরিফ নিজের পদধূলি দিল ওর বাসায়। ফটকে ঘন ঘন ধাক্কা দিয়ে, 'আইনের নামে,' প্রবেশাধিকার দাবি করল সে।

ড্রেইট আর ওর স্ত্রী সবে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে এই সময়ে মিছিল পৌঁছাল সেখানে। রোজকার মত আজও বেড়াতে যাচ্ছিল ওরা। বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে শেরিফ ওদের জরিপ করল।

'আমাকে দরকার?' নিক জানতে চাইল।

'আলবত,' জবাব দিয়ে একটা কাগজ মেলে ধরল ক্যামর্ট। 'ওয়ারেন্ট।'

'আবার?' একগাল হাসল ড্রেইট। 'নাছোড়বান্দা লোক মনে হচ্ছে? এবার কোন্ কাহিনী ফেঁদেছ?'

'এমন কিছু না, পরের গরু নিজের ভেবে তুলে আনা,' ভেংচি কাটল শেরিফ, তারপর সহকারীদের উদ্দেশে ঘুরল। 'ওর পিস্তল কেড়ে নিয়ে হাতকড়ি পরিয়ে দাও। যদি বাধা দেয়, গুলি করবে।'

ওয়াল-আই আর তার সঙ্গী একটুক্ষণ দোনোমনো করে, নামতে শুরু করল—ধীরে ধীরে। ড্রেইটের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ব্যাঘাত ঘটাল ওদের তৎপরতায়।

'স্যাডলেই থাক—অনেক নিরাপদে থাকতে পারবে। ঠিক আছে, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, স্টিংকার, স্বেচ্ছায় এবং অস্ত্রসমেত। তোমার যদি কোন কুমতলব থাকে, আগেই সাবধান করছি রবসন একটা রাইফেল তাক করে আছে তোমার দিকে, আমি একটু ইশারা করলেই মিডওয়ে একজন

রক্তমাংসের শেরিফ নির্বাচিত করতে পারবে। আর তোমার চামচাদের কথা ভাবছ, ওদের আমি এক-তুড়িতে উড়িয়ে দিতে পারি। ভবিষ্যতে যদি কখনো আমার ওপর জোর খাটানর চেষ্টা কর, সঙ্গে সেই জোর-টা নিয়ে আসবে।'

হিংস্র হয়ে উঠল ক্যামর্টের চেহারা। 'ভবিষ্যতে না,' ঘেউ ঘেউ করল, 'এবারই তোমাকে কফিনে ভরব আমরা।'

ঠিক এই পর্যায়ে সাবাডিয়া আর ল্যারি স্যাডলে চেপে হাজির হলো। ওদের দেখে ফিক করে হাসল ড্রেইট। 'শহরে যাবে, কর্টেয? স্টিংকার আমাদের দাওয়াত করেছে।' রোজির দিকে ঘাড় ফেরাল ও। 'তুমি ল্যারিকে নিয়ে বেড়াতে যাও।'

অল্পক্ষণের মধ্যে রওনা হলো ওরা, নিক আর সাবাডিয়া সামনে, পেছন পেছন শেরিফ আর তার দুই ডেপুটি। রবসন ওদের ফটক অবধি এগিয়ে দিল।

'শোন, নিক, দুর্ঘটনার কথা কিছু বলা যায় না, ওই বদমাশগুলোকে আগে যেতে দিলেই ভাল করতে,' সবাইকে শুনিয়ে পরামর্শটা দিল ও।

'তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন স্টিংকার আইনের লোক, ওর বুকে একটা টিনের তারা আটকান আছে,' হাসল ওর মনিব।

'অর্থাৎ তুমি বলছ, ওটা ওকে মানায় না,' হুল ফোটাল ফোরম্যান। 'বেটা যদি আবার কোন চালিয়াতির চেষ্টা করে ওর কপালে খারাবি আছে।'

'ওসব হুমকিতে কোন লাভ হবে না, আমি ডরাই না, হুঙ্কার ছাড়ল ক্যামর্ট।

'রবসন তোমাকে হুমকি দিচ্ছে না, ও কেবল ওয়াদা করছে একটা,' হালকা সুরে জবাব দিল ড্রেইট। 'আর আমি জানি, ওয়াদা করলে ও তা রাখে।'

তার সুযোগও আসবে, নিজেকে প্রবোধ দিল শেরিফ, তারপর কুলুপ আঁটল মুখে। ওর অনুচরেরা শত চেষ্টাতেও ভাঙতে পারল না সেটা। ওদিকে, ওদের কয়েক গজ সামনে, নিক আর তার সঙ্গী নিচু গলায় আলাপ করতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

সচরাচর ব্যস্ত থাকে মিডওয়েস্টের রাস্তা, কিন্তু আজ অস্বাভাবিকরকমের জনশূন্য দেখাচ্ছিল। ব্যাংক ভবনের সামনে রাশ টানল ড্রেইট, স্যাডল থেকে পিছলে নেমে ভেতরে ঢুকে গেল। শেরিফ চেঁচিয়ে উঠল সবিস্ময়ে, হাত রাখছিল পিস্তলের বাঁটে, পরক্ষণে ত্রস্ত ভঙ্গিতে সরিয়ে নিল যখন দেখল ঠাণ্ডা চোখে ওর পানে চেয়ে আছে সাবাডিয়া। মুহূর্ত কয়েক পরেই নিক ফিরে এল। আরো কিছুদূর সামনে সোৎসাহে ওদের স্বাগত জানাল বব।

'হ্যালো, নিক, তুমি আমাকে দশটা ডলার জিতিয়ে দিয়েছ,' বলল ও। 'আমি বাজি ধরেছিলাম তুমি রুখে দাঁড়াবে, এবং সশস্ত্র অবস্থায় আসবে।'

'ধন্যবাদ, বুড়ো খোকা,' ড্রেইট হাসল। 'আশা করি এতে আমার বন্ধুদের কারো পকেট ধসছে না।'

'না না; বেচারা আর কেউ না, তোমার পেছনের ওই গোবর্ধনটা।'

আড়চোখে শেরিফকে লক্ষ্য করল ড্রেইট, ঝোড়ো মেঘে অন্ধকার হয়ে আছে মুখ। সখেদে মাথা নাড়াল ও। 'বোকামির ফল। আর সবাই কোথায়?'

'আদালতে। সব ব্যবস্থা করে রেখেছে ওরা–জুরি, সাক্ষী সবাই হাজির। জাজ ঢোকার অপেক্ষায় আছেন, সুস্থ মাথায়, যদি সম্ভব হয়। তবে তুমি ন্যায়বিচার পাবে, বাছা, নাহলে শহরে আজ খুনোখুনি হয়ে যাবে। তো, এবার দশটা ডলার ছাড় দিকিনি, ক্যামর্ট; তোমার মত মোটা লোক আবার কখন হুট করে অক্কা পায় তার নেই ঠিক।'

টাকা হস্তান্তরিত হলো। বব এই শহরের সবচেয়ে বড় দোকানের মালিক, সমাজে ওর প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট, তাছাড়া শেরিফ জানে তার জনপ্রিয়তা এখন ভাটার দিকে, তাই কোন প্রতিবাদ করল না। ক্যামর্ট আশা করছে ওর জনপ্রিয়তা এই মামলায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

আদালত কক্ষের বাইরে একদল রকবাজ ছোকরা হৈ-হৈ করে স্বাগত জানাল ওদের আগমনকে এবং খবরটা জানাতে তড়িঘড়ি ভেতরে ছুটল। ওরা ঢোকার পর কোনরকম শোরগোল উঠল না, মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল মাত্র, কেউ কেউ ঘাড় ফিরিয়ে দেখার চেষ্টা করল আসামীকে কীভাবে আনা হচ্ছে কাঠগড়ায়। সম্পূর্ণ নির্বিকার একটা মানুষকে দেখতে পেল ওরা, বন্ধুদের সাথে চোখাচোখি হতে কৌতুক ঝিলিক মেরে উঠছে তার চোখের তলায়, বাকি সময়ে–স্থির শান্ত নিরুদ্বিগ্ন।

কামরাটা সুপরিসর, এক প্রান্তে উঁচু প্ল্যাটফর্ম, তার ওপর বিচারকের আসন, সামনে কেরানির টেবিল। ডাইনে এবং বাঁয়ে, রেইল্-ঘেরা কাঠগড়া। শেরিফ তর্জনী নাচিয়ে ওগুলোর একটা দেখিয়ে দিল।

'ওখানে,' বলল সে।

'চেষ্টা করে দেখ তুলতে পার কিনা,' কঠিন সুরে জবাব দিল ড্রেইট, সঙ্গীকে নিয়ে সামনের সারির দুটো চেয়ারের দিকে এগোল।

চুপ করে থাকার সিদ্ধান্ত নিল ক্যামর্ট। আদালত কক্ষে তিল-ধারণের স্থান নেই, যারা বসার জায়গা পায়নি তারা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাবাডিয়া ওদের কয়েকজনকে চিনতে পারল: ভাস্কো আর তার ফোরম্যান, পাশেই কুলিন; গিলম্যান, ফিসফিস করে কথা বলছে শেরিফের সঙ্গে, দেখে মনে হয় চাপা অস্বস্তিতে ভুগছে; চ্যাপম্যান আর ল্যান্টি, আসামীর ওপর চোখ পড়লেই শয়তানি জেগে উঠছে দৃষ্টিতে; মার্কার, এবং, আশ্চর্যের ব্যাপার, আইনজীবী সীল। এবার জুরিদের সন্ধান করল সে, একটা ঘেরা জায়গায় বসে আছে, ওখান থেকে আসামী ও সাক্ষীর কাঠগড়া স্পষ্ট দেখা যায়। একনজরেই সাবাডিয়া বুঝতে পারল প্রথমোক্ত জায়গাতেই ওদের মানায় ভাল।

প্ল্যাটফর্মের পেছনের একটা দরজা খুলে প্রবেশ করলেন জাজ, উঁচু টুপিখানা ডেস্কের ওপর রেখে আসনগ্রহণ করে লালচে ঘোলাটে চোখ মেলে জরিপ করলেন উপস্থিত জনতাকে।

'সুস্থ বোধ করছেন না উনি,' বাঁকা মন্তব্য ছুঁড়ল একজন। 'নিশ্চয় সকালের নাস্তা তেমন জমেনি।'

'কয়েদি কোথায়?' খেঁকিয়ে উঠলেন জাজ। 'কাঠগড়ায় ওঠেনি কেন?'

ড্রেইট উঠে দাঁড়াল। 'কারণ আমি কয়েদি নই,' বলল ও, 'স্বেচ্ছায় এসেছি।'

ফাওলার না শোনার ভান করলেন। তাঁর কান শেরিফের মিনমিনে ব্যাখ্যার দিকে।

'মারাত্মক অনিয়ম,' বিরক্তির সুরে বললেন তিনি, আসামীর উদ্দেশে অগ্নিদৃষ্টি হানলেন। 'তোমার বিরুদ্ধে এস পি র‍্যাঞ্চ থেকে গরু চুরির অভিযোগ আছে। তুমি দোষী না নির্দোষ?'

'সেটাই আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে,' কাঠখোট্টা গলায় বলল ড্রেইট।

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বাতাসে হাত খেলালেন বিচারক। 'গিলম্যানকে কাঠগড়ায় তোল,' শেরিফকে নির্দেশ দিলেন তিনি, তারপর যখন সমাধা হলো কাজটা তখন যোগ করলেন, 'এবার তোমার বক্তব্য বল।'

'আমার অভিযোগ, এস পি থেকে একশ গরুবাছুর চুরি করেছে ড্রেইট,' বলল ফোরম্যান। 'ভোরের দিকে আমার দুই লোক ওকে ওগুলো ধরে নিয়ে যেতে দেখেছে।'

'তুমি ঠিক জান একশটাই ছিল?' প্রশ্ন করল নিক, তারপর গিলম্যানকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে বলল, 'অন্ধকারে অতগুলো মার্কাহীন গরু গোনা সম্ভব নয়।'

'গোনার দরকার ছিল না; ওদেরকে এক জায়গায় রাখা হয়েছিল যাতে–'

'আমি নিতে পারি?' মোলায়েম সুরে ইতি টানল নিক।

'না, সকালে মার্কা লাগানর জন্যে–সেজন্যেই আমি হিসেবটা জানি,' দাঁত বের করে হাসল গিলম্যান। ওর বিশ্বাস অব্যর্থ যুক্তি খাড়া করা গেছে।

'তোমার লোকেরা বাধা দেয়নি কেন?'

'ওরা ছিল দুজন, তোমরা পাঁচ। আমি শুনেই শেরিফকে জানিয়েছিলাম ব্যাপারটা। পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে সে আমাকে পরামর্শ দেয় ফাঁদ পাততে। সেইমত পরে আরো পঞ্চাশটা রেখে টোপ দিলাম আমরা, আর তুমি তাতে ঠিক পা দিলে।'

'এই লোকসান সম্বন্ধে তুমি তোমার বস্, মিস্টার সীলকে জানিয়েছ?'

'না, তার সাথে আমার দেখা হয়নি, তাছাড়া আমি আশা করছিলাম ওগুলো ফেরত পাব।'

'তোমার দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটা আমার বেশি যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে,' বলে

বিচারকের উদ্দেশে ফিরল ড্রেইট। 'জানি আপনার কাজ অনেক কমে যায় যদি আমি গরুগুলো নেয়ার কথা স্বীকার করি, কিন্তু—'

'তোমার ওই কথাই প্রমাণ করছে তুমি দোষ স্বীকার করছ, আমি কোন অজুহাত শুনতে চাই না,' বাধা দিয়ে বললেন ফাওলার।

'শুনবেনও না, আপনার মত একজন দায়িত্বশীল লোকের ঝট করে কোন সিদ্ধান্তে এসে পড়া উচিত নয়, এমনকি তৃষ্ণার্ত হলেও,' গায়ে জ্বালা ধরান জবাব এল। 'ঠিক যা ঘটেছে আমি শুধু তাই বলছি। খোদার কসম! শুনতে আপনাকে হবেই।'

পরস্পর মিলিত হলো ওদের চোখ, সংঘর্ষ হলো, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বয়স্কজন—নিজের অধঃপাতজনিত দুর্বলতার কারণে—তাঁর তরুণ তেজী প্রতিপক্ষের সঙ্গে তাল মেলাতে পারলেন না। মাটির দিকে তাকালেন তিনি, অবসন্ন গলায় বললেন, 'আমি তোমার কথা শুনব।'

'ওই শয়তানটার সাথে আলোচনা করেই গরুগুলো নেয়া হয়েছে,' সাক্ষীকে দেখিয়ে, খেই ধরল ড্রেইট। 'তাই ওদের জড় করে রাখা হয়েছিল। ও চেয়েছিল গরুগুলো যেন অন্ধকার থাকতেই নিয়ে আসা হয়, যাতে এই বিক্রির খবর কেউ জানতে না পারে। বিক্রির কারণ হিসেবে ও বলেছে, এস পি-র এখন টাকাপয়সার টানাটানি যাচ্ছে, কিন্তু সেটা কারোকে জানাতে চায় না ওরা। কথাটা কি ঠিক, মিস্টার সীল?'

'না,' সংক্ষেপে জবাব দিল আইনজীবী।

'ওগুলোর দাম আমি কড়ায়গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়েছি, মাথাপিছু সাত ডলারে, যদিও ও প্রথমে আট ডলার চেয়েছিল,' বলে চলল ড্রেইট, গুমট হয়ে উঠেছে ঘরের পরিবেশ, একটা পিন পড়লেও বুঝি শোনা যাবে।

'প্রমাণ করতে পারবে?' বিচারক প্রশ্ন করলেন, এবং গিলম্যান হেসে উঠল।

'বোধ হয়,' নিক জবাব দিল। 'মিস্টার উইলিয়ম।'

ব্যাংক ম্যানেজার উঠে দাঁড়ালেন; বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, বুদ্ধিদীপ্ত চতুর চেহারা। নিজের ব্যবসা ছাড়াও শহরের ভালমন্দের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি, ফলে সবাই তাঁকে যথেষ্ট সমীহ করে।

'মিস্টার ড্রেইট আমার একজন খদ্দের,' শান্ত গলায় শুরু করলেন উইলিয়ম। 'সম্প্রতি দুবারে সাতশ এবং সাড়ে-তিনশ ডলার তুলেছে সে। তার অনুরোধে, আমি প্রতিটা নোটের নম্বর টুকে রেখেছিলাম।' একটু থামলেন ম্যানেজার, গিলম্যানের ওপর নজর রাখছিল সাবাডিয়া, দেখল চকিতে সন্দেহের ছায়া ঘনাল তার চোখে। 'ওই নোটগুলোই, ঠিক যে-পরিমাণে ছাড়া হয়েছিল, আবার ফিরে এসেছে ব্যাংকে। মিস্টার গিলম্যান তার নিজস্ব অ্যাকাউন্টে জমা করেছে।'

সাদামাঠা বক্তব্য, কিন্তু এটাই উপস্থিত জনতার ওপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া

সৃষ্টি করল। ছি-ছি রব উঠল চারদিকে, আর সেই তুমুল হট্টগোলের মধ্যে গিলম্যান, অপ্রত্যাশিত আঘাতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে, নিজের মাথা ঠিক রাখতে পারল না।

'তুমি ভুল করেছ উইলিয়ম,' চেঁচিয়ে বলল সে। 'আমি ওটা র‍্যাঞ্চ অ্যাকাউন্টে জমা করতে বলেছিলাম।'

সঙ্গে সঙ্গে, সুযোগের সদ্ব্যবহার করল ড্রেইট। 'নোট করুন জাজ; ও স্বীকার করছে আমি ওই গরুগুলোর জন্যে দাম দিয়েছি।'

উইলিয়ম মুখ খুললেন আবার। 'ব্যাংক কখনো ভুল করে না, মিস্টার গিলম্যান। দুবারই আমার কেরানির সাথে তোমার কথা-বার্তা শুনতে পেয়েছি আমি। যাইহোক, তুমি যখন বলছ টাকাগুলোর মালিক এস পি, আমি বদলির ব্যবস্থা করব।'

ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলে গেল ফোরম্যান। উপলব্ধি করছে সব তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে সে, যে লাভের আশায় চক্রান্ত করেছিল, তা অর্জিত হওয়া দূরে থাক, এখন তার নিজেরই সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়েছে। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকল ও, আড়চোখে সহানুভূতিশীল মুখে সন্ধান করছে, এবং প্রতিবারই নিরাশ হচ্ছে। কিন্তু ওর লাঞ্ছনা তখনো শেষ হয়নি।

'এর মাঝে আর কোন গরুবাছুর ঝেড়ে দিয়েছ?' জিজ্ঞেস করল ড্রেইট, তারপর ফোরম্যান যখন হাঁড়িমুখ করে অস্বীকার করল তখন, 'কেন, চ্যাপম্যানের কাছে তিন বছরের যে-একশটা বিক্রি করেছ তার কী হবে; মিথ্যা বলে লাভ নেই, বাছা; তোমার স্বহস্তে লেখা নোট আছে আমার কাছে।'

চিরকুটখানা চিনতে পারল গিলম্যান, জনাকীর্ণ এজলাসের ভ্যাপসা গরম সত্ত্বেও, শীত অনুভব করল ও। নেস্টররূপী এই শয়তানটার ঝুলিতে আর কত তাস আছে?

'মনে ছিল না,' থতমত খেল ও। 'ওগুলোর ব্যাপারে এখনো ফয়সালা হয়নি।'

'ওই টাকাগুলোও কি এস পি-র প্রাপ্য?' যখন মাথা ঝাঁকাল ফোরম্যান তখন, 'তাহলে তুমি জেনে সুখী হবে, কয়েক হপ্তা আগে ওটা র‍্যাঞ্চের অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে।'

চ্যাপম্যানের উদ্দেশে প্রতিহিংসার দৃষ্টি হানল গিলম্যান, ড্রেইট এর অর্থ সহজেই বুঝতে পারল। 'তোমার অনুমান কিছুটা ঠিক,' বলল সে। 'কোল সোনা জুগিয়েছে, আর আমি সেটা সংগ্রহ করে জমা দিয়েছি।'

এতক্ষণে ফাওলার হঠাৎ খেয়াল করলেন এইট বি মালিক ভুরু কুঁচকে কটাক্ষ করছে তাঁকে, অতএব এ-মুহূর্তে তাঁর কিছু একটা করা দরকার। ড্রেইটের উদ্দেশে প্রশ্নবাণ ছুঁড়লেন বিচারক:

'আর কিছু বলার আছে তোমার?'

'শুধু এটুকু,' নিক জবাব দিল। 'আমি চাই ব্যাপারটা আপনার কাছে

পরিষ্কার হোক। গিলম্যান আমার কাছে গরুবাছুর বিক্রি করেছে এবং তার টাকা মেরে দিয়েছে। তারপর আমার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ খাড়া করেছে ও, ভেবেছিল এতে আমার ফাঁসি হয়ে যাবে। যদি তাই হত, গরুগুলো ফেরত পেত সে, এবং ফাঁকতালে, সবার অজান্তে, নগদ এক হাজার পঞ্চাশ ডলার লাভ। চ্যাপম্যানের কাছ থেকে দাম পাওয়ার পর, ওর সঙ্গেও এই চাল খাটাত সে।'

ড্রেইট বসে পড়তেই, বব চেঁচিয়ে উঠল, 'সাবাস, শ্যাডো ভ্যালি,' এবং উপস্থিত জনতার অনেকেই সুর মেলাল ওর সাথে। বিচারক হাতুড়ি পিটে জনতাকে শান্ত করলেন।

'চুপ কর! নইলে সবাইকে আমি বের করে দেব,' খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি।

দোকানি এতটুকু ঘাবড়াল না এতে। 'সে-চেষ্টা করলে আমি আপনার ভক্ত হয়ে যাব, জাজ,' উপহাসের সুরে বলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ও।

বিচারকের কানে ফুসমন্তর দিচ্ছিল শেরিফ। 'ব্যাটা আমাদের একদম বেঁধে ফেলেছে,' উদ্বিগ্ন সুরে বলল সে। 'কোনভাবে ফাঁসান যায় না ওকে?'

একটুক্ষণ ভাবলেন জাজ, ক্রূর হাসিতে বেঁকে গেছে তাঁর নিস্তেজ ঠোঁট দুটো, হাতুড়ি ঠুকে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। 'মামলা এখনো শেষ হয়নি,' বললেন তিনি। 'একটা জিনিস পরিষ্কার, যে-গরুবাছুরগুলো কিনেছে বলে দাবি করছে আসামী, সেগুলো গিলম্যান তার লাভের জন্য চুরি করেছিল। এখন, ড্রেইটের যদি জানা থাকে এটা, সেও যোগাসাজশকারী হিসেবে অপরাধী।'

ফোরম্যান দেখল পালটা ছোবল বসানর মওকা উপস্থিত; এমনিতেও যখন ডুবতে চলেছে শত্রুকে সঙ্গে নিতে পারলে তার দুঃখ কিছুটা লাঘব হবে, ভাবল সে। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, জাজ, ঠিক এভাবেই ঘটেছে ব্যাপারটা,' তড়িঘড়ি চিৎকার করে বলল গিলম্যান। 'আমরা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে ব্যবস্থা করেছিলাম সবকিছু।'

'আসামীর যদি কিছু বলার থাকে, আমি তা শোনার জন্যে তৈরি,' মোলায়েম সুরে বললেন ফাওলার, ভাবখানা যেন বিরাট পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছেন।

ড্রেইট উঠল; সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটা বাঁক নিতে যাচ্ছে মামলা, ব্যাপারটা ওর মোটেও সুবিধের মনে হচ্ছে না। 'ফোরম্যান হিসেবে গরু বিক্রি করার ক্ষমতা গিলম্যান রাখে,' শান্ত গলায় ব্যাখ্যা করল সে। 'আমার সন্দেহ হয়েছিল, তাই কেনার সময়ে নিরাপত্তার খাতিরে সাবধানতা অবলম্বন করেছিলাম। ওর জোচ্চুরি থেকে আমার কি ফায়দা লোটার ছিল?'

'পানির দরে মাল পেয়েছ তুমি,' যুক্তি দেখাল চ্যাপম্যান।

'খুব একটা পানির দরে না, আমি হলেও ওই দামে দিতাম,' বাগড়া দিল ডাস্কো। 'আর বাছুরের জন্য সাত কম হলে, তুমি যে দশ ডলারে তিন বছরের

গরু কিনেছ সেটা কী?'

চুপসে গেল চ্যাপম্যান, মনে মনে গাল পাড়ছে নিজেকে। ড্রেইটকে একটা আঘাত হানার লোভে পড়ে নিজের দুর্বলতার কথা সে ভুলে গিয়েছিল।

কুলিন এতক্ষণ উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনছিল অবিচল ভঙ্গিতে, তবে এই নিস্পৃহতা ওর বাইরের খোলস মাত্র। যে-মুহূর্তে গিলম্যানের অপকীর্তি ফাঁস হয়ে গেছে, তখন থেকেই ও জানে এ-মামলা টিকবে না। ফাওলারের নাছোড়বান্দা মনোভাব বরং আরো খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে পরিস্থিতি–স্পষ্টত পক্ষপাতমূলক আচরণ করছেন বিচারক। গিলম্যান আর চ্যাপম্যান গণধিকৃত, ভাস্কো বিপক্ষ শিবিরে, ফলে তাদের অবস্থান নাজুক হয়ে পড়েছে। পরাজয়ের পাঁক থেকে ব্যক্তিগত বিজয় ছিনিয়ে আনতে এক অতুলনীয় কৌশল উদ্ভাবন করে ফেলল ওর ধুরন্ধর মস্তিষ্ক। ড্রেইটকে সমর্থন করে শহরবাসীদের আস্থা অর্জন করবে সে, এবং এর সাহায্যে–ভবিষ্যতে নেস্টর যদি কখনো কোন দৈব দুর্ঘটনার শিকার হয়–নিজের ওপর থেকে সমস্ত সন্দেহ দূরে সরিয়ে রাখবে। উঠে দাঁড়াল বিগ সি মালিক, আবার নীরবতা নামল আদালত কক্ষে।

'ন্যায়বিচারের স্বার্থেই,' শুরু করল সে, 'আমি উল্লেখ না করে পারছি না, আসামীর বিরুদ্ধে একমাত্র যে-প্রমাণ পাওয়া গেছে তা একজন চোরের মুখের কথা, এবং সেই চোর ইতিমধ্যেই আদালতে একবার মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।'

চোখ তুললেন জাজ; জানেন তাঁকে এখনই কিছু নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু নিজের মুখরক্ষার খাতিরে তাঁরও খানিকটা সাহস দেখান দরকার।

'কী বলতে চাইছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'গিলম্যান বলেছে ওই গরুগুলো ব্র্যাণ্ডিংয়ের জন্য জড় করা হয়েছিল। এখন দাবি করছে ড্রেইটের সাথে যোগসাজশ ছিল তার। আপনি কোন্ বক্তব্যটাকে সত্যি বলে গ্রহণ করবেন?'

'সত্যি-মিথ্যা যাচাইয়ের ব্যাপারে জুরিদের আমি এখনো কোন নির্দেশ দেইনি, মিস্টার কুলিন,' সদম্ভে বললেন ফাওলার। 'আর কিছু?'

নিজের ঠোঁট কামড়াল র‍্যাঞ্চার। বেশ, বুড়ো নির্বোধটা যদি আরো অপমানিত হতে চায় অসুবিধে কোথায়? 'হ্যাঁ, আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, একবার কোন লোককে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ব্যাপারে বেকসুর বলে প্রমাণ পাওয়ার পর, আরেকটা অভিযোগ আনার অধিকার আপনার আছে কিনা। আইনের আমি সামান্যই বুঝি, তবে মিস্টার সীল সম্ভবত এ-ব্যাপারে আমাদের কিছু বলতে পারবে।'

সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছাড়ল আইনজীবী, কুঁতকুঁতে চোখজোড়া খুশিতে চকচক করছে: ঠিক এই মুহূর্তে র‍্যাঞ্চারকে ওর ভীষণ আপনার মানুষ বলে মনে হচ্ছে। মাত্র মাসখানেক আগে ঠিক ওই আসনে বসেছিল সে, এখন যে-লোককে কড়ায়গণ্ডায় মাশুল চুকিয়ে দেয়ার সুযোগ পেয়েছে তাঁর তীব্র ভর্ৎসনার

সামনে ছটফট করছিল। সীল কোনকিছু ভোলে না।

'যথাযোগ্য শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, মাননীয় আদালত তাঁর এক্তিয়ারবহির্ভূত কাজ করছেন, এবং এই পদ্ধতিকে বৈধ প্রমাণ করতে পারে আইনের কোথাও এরকম কোন উল্লেখ নেই,' বলল সে। 'বস্তুত, এ-যাবৎ যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ নেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে কোন দণ্ড দিলে সেটা হবে বিচার বিভাগের-দুর্নীতি।'

বসে পড়ল ও, ঘরসুদ্ধ লোকের ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। লাল হয়ে গেছে পাওলারের ফ্যাকাসে মুখ, যে-লোকটি তাঁর এ-বেইজ্জতির কারণ তাকে তিনি এখন হাসতে হাসতে খুন করতে পারেন। কিন্তু নিজের অক্ষমতার কথাও তাঁর জানা আছে। উকিলকে উপেক্ষা করে, কুলিনের উদ্দেশে মুখ খুললেন জাজঃ

'আপনি যদি আরেকটু ধৈর্যশীল হতেন, স্যার, তাহলেই শুনতে পেতেন আসামীকে দুটো অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস দেয়ার জন্যে জুরিদের আমি নির্দেশ দিচ্ছি,' ভারিক্কি চালে ব্যাখ্যা করলেন তিনি। 'বস্তুত তার মঙ্গলের জন্যেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি দ্বিতীয়, এবং সম্ভাব্য, অভিযোগের বিরুদ্ধে এখনই ব্যবস্থা নেব।'

আনুষ্ঠানিকভাবে রায় লিপিবদ্ধ হওয়ার পর জুরি বেঞ্চ ভেঙে দিলেন জাজ, তারপর হঠাৎ মনে পড়ল আরো একটা দায়িত্বপালন এখনো বাকি রয়ে গেছে।

'শেরিফ, গিলম্যানকে তুমি হাজতে রাখ, ওর বিচার পরে হবে,' আদেশ করলেন তিনি।

স্খলিত পায়ে বেরিয়ে গেল ফোরম্যান, মুখে রা নেই, চিবুক ঝুলে পড়েছে বুকের কাছে, দুপাশে পাহারা দিচ্ছে দুই ডেপুটি। ক্যামর্ট পিছু নিল ওদের, শত্রুমিত্র দুপক্ষের কাছ থেকেই পালাবার একটা ছুতো পেয়ে আনন্দিত বোধ করছে, কারণ জানে ওদের কেউই রেহাই দেবে না তাকে। জাজও তাঁর টুপি তুলে নিয়ে বিদায় নিলেন। হাড়ে হাড়ে অনুভব করছেন নিজেকে তিনি উপহাসের পাত্র করে তুলেছেন।

ড্রেইট আর কর্টেয চেষ্টা করছিল সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে যাওয়ার, কিন্তু দেখল জনতার একাংশ ঘিরে ধরেছে ওদের, সরবে অভিনন্দন জানাচ্ছে, ধস্তাধস্তি করছে কাছে এসে নিকের পিঠ চাপড়ানর জন্যে। ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে সমস্ত উপদ্রব সহ্য করল সে, জানে ওদের মাঝে এমন অনেকেই আছে যারা সুযোগ পেলে জল্লাদের ভূমিকায় নামতে কসুর করত না।

'ঠিক আছে, বন্ধুগণ,' চেঁচিয়ে বলল ও, 'আমি তোমাদের গলা ভেজানর বন্দোবস্ত করছি, তবে সেজন্যে মার্কার-স্য়ে যেতে হবে।'

একথায় আরেক দফা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো-এবার স্যালুন অভিমুখে-এবং খুব কম সময়ের ভেতর দেখা গেল, কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কিছু লোক পেছনে রয়ে গেছে। যতক্ষণ বিজয়োল্লাস চলল, সযত্নে নিজেদের দূরে

সরিয়ে রাখল ওরা।

'আমি তোমাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ,' শান্ত গলায় বলল নিক।

'নোংরামি থেকে তুমি উদ্ধার পেয়েছ সেজন্যে আমি খুশি,' ব্যাংকার বললেন। 'ওই নম্বরগুলো টুকে রাখার কথা যদি তোমার মনে না হত...'

'আমার না,' অকপট স্বীকারোক্তি মিলল, 'কর্টেয দিয়েছিল বুদ্ধিটা।'

'নিঃসন্দেহে কাজের বুদ্ধি,' প্রশংসা করল সীল। 'এতে মামলা যেমন সম্পূর্ণ কেঁচে গেছে, একটা শয়তানেরও মুখোস খসে পড়েছে।'

'তা ঠিক, তবে যে-লোক ওকে উস্কানি দিয়েছিল সেই ধেড়ে শয়তানটার নাম আমরা জানতে পারিনি,' ইঙ্গিতপূর্ণ গলায় বলল বব।

'বিচারের সময় সেটাও হয়তো জানা যাবে,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল কুলিন। 'এটা তো একরকম প্রাসঙ্গিক ব্যাপার।'

'ওসব বিচার-টিচার হবে না,' দৃঢ় কণ্ঠে নিজের অভিমত ব্যক্ত করল নিক। 'গিলম্যান পালাবে।'

'সেই সুযোগ দেয়ার দুঃসাহস পাবে না ওরা,' ক্ষিপ্ত সুরে বলল বব।

'বল, আটকে রাখার দুঃসাহস হবে না,' ভিন্নমত পোষণ করল ড্রেইট।

বিগ সি মালিক হাসল। 'তোমার কথাই বোধহয় ঠিক। যাইহোক, গিলম্যান পালালেও ক্ষতি নেই, আমরা যেখানে আকর্ষণীয় একটা বদলি পেতে যাচ্ছি। এখন ঘোষণা দিলে আপত্তি আছে, সীল?'

'না, সব ব্যবস্থা একরকম পাকা হয়ে গেছে,' আইনজীবী বলল। ড্রেইটের দিকে তাকাল ও। 'সকালে এস পি-তে থাকব আমি। মিস ডারেল কি তার সম্পত্তিটা স্বচোখে দেখার জন্যে একটু আসতে পারবে?'

নিক জানাল সেটাই স্বাভাবিক। তারপর ব্যাপারটা যখন খুলে বলা হলো অন্যদের তখন আরো অভিনন্দন আসতে লাগল, স্বর্ণকেশিনীকে পৌছে দেয়ার জন্যে। বিদায় নেয়ার কথা বলে ওদের আতিশয্যে বাদ সাধল ড্রেইট।

'ব্যবসার কাজ আছে, আমাকে এবার যেতে হয়,' বলল ও।

পথে, কিছুদূর ওকে সঙ্গ দিল কুলিন। 'তুমি যদি শ্যাডো ভ্যালি বেচতে চাও, আমাকে জানাবে আগে, দাম কোন সমস্যা না,' প্রস্তাব দিল সে।

'বেচব না, যত টাকাই দাও—আমি থাকছি,' কাটা কাটা জবাব দিল ড্রেইট।

ঘুণাক্ষরেও টের পেল না ও, বিগ সি মালিক ঠিক এই উত্তরই আশা করেছিল।

# এগার

সেই সন্ধ্যায় অত্যাসন্ন পালাবদল সম্বন্ধে, নিক আর তার বউ, প্রথমবারের মত, নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করল। মিডওয়ের ঘটনাবলী সংক্ষেপে স্ত্রীকে জানিয়েছে ড্রেইট, তবে তার বিপদ কতটা গুরুতর ছিল সে-ব্যাপারে কিছু প্রকাশ করেনি। কুলিন ওর পক্ষ সমর্থন করেছিল এটাও গোপন করল না সে।

'তাহলে ওর সম্বন্ধে ভুল ধারণা করেছিলে তুমি?' বলল রোজি।

'মোটেই না,' জবাব দিল নিক। 'এটাও আসলে ওর একটা কূটচাল। ফাওলার লেজেগোবরে করে ফেলছিল সবকিছু, লোকজনও বুঝে গিয়েছিল ব্যাপারটা। তবে কুলিন আমাকে বোকা বানাতে পারেনি। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, ও-ই নাটের গুরু।'

ওর এই অকৃতজ্ঞসুলভ কথাবার্তা অশালীন ঠেকলেও, রোজি কোন মন্তব্য করল না। ঠিক হলো, ড্রেইট শ্যাডো ভ্যালিতেই থাকবে, আর ও স্বচ্ছন্দে এস পি-তে গিয়ে বসবাস করতে পারে। কথাটা জেনে স্বর্ণকেশিনী যেন মুক্তির আস্বাদ অনুভব করল। দূরে সরে যাওয়ার ব্যাপারে স্ত্রীর এই আগ্রহ যদি নিককে দুঃখ দিয়েও থাকে, বাইরে সে তা প্রকাশ করল না।

'ওখানে তোমার একজন আয়া দরকার হবে,' রোজির সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে বলল ড্রেইট। 'এক কাজ কর, লিণ্ডিকে নিয়ে যাও।'

'কেন, ওখানে কোন কুক নেই?'

'আছে একজন। তোমার দাদুর আমলের লোক, বয়সের ভারে এখন আর স্যাডলে চাপতে পারে না বলে রান্নার কাজ নিয়েছে। তবে ও একা সবদিক সামলাতে পারবে না।'

হার মানল রোজি। সত্যি বলতে কি, ওই নিগ্রো রমণীকে পেলে ও বর্তে যায়, কিন্তু প্রাণ গেলেও মুখ ফুটে চাইত না। আসলে, যত বড়াই করুক, এস পি-তে গিয়ে নির্বান্ধব পরিবেশে কীভাবে দিন কাটাচ্ছে এ-দৃশ্য কল্পনা করলেই যাওয়ার সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে সে।

'এছাড়া একজন ফোরম্যান লাগবে,' বলে চলল নিক। 'রবসনকে ছেড়ে দিতে পারব আমি—আপাতত।'

'না,' তীক্ষ্ণ সুরে আপত্তি জানাল রোজি, তারপর স্বামীর ভুরু কপালে উঠে গেছে দেখে বলল, 'আমি আদেশ করতে পছন্দ করি, পালন করতে নয়। আমি নিজেই খুঁজে নিতে পারব কারোকে; সেই লোক যদি কাজ জানে, আমার আর কোন চাহিদা নেই।'

'গিলম্যান জানত,' স্মরণ করিয়ে দিল ড্রেইট। 'কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সেটা পালন করেনি।'

'তখন হাল ধরার মত কেউ ছিল না,' তর্ক জুড়ল স্বর্ণকেশিনী। 'সব পুরুষ এক-বেলাইনে যাওয়ার জন্যে ওদের কেবল একটু অজুহাতের দরকার হয়।'

ড্রেইটের বুঝতে অসুবিধে হলো না, খোঁচাটা প্রকারান্তরে ওকেই মারা হয়েছে। মৃদু হাসল ও। 'তাই, সংসারটাই আসলে দুর্নীতিপরায়ণ,' টিপ্পনী কাটল, 'পুরুষগুলো শয়তান, আর মেয়েরা, সম্ভবত, দেবী। কাল আমিও তোমার সঙ্গে যাবখন।'

'কোনও দরকার নেই,' শীতল জবাব দিল রোজি। 'মিস্টার সীলই সবকিছু বুঝিয়ে দিতে পারবে।'

'সীল গরু ব্যবসার কচু বোঝে; বেশি বিশ্বাস কর না ওকে; ভুলে যেয়ো না, তোমার সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারে শুরুতে ও বাগড়া দিয়েছিল।'

কিন্তু রোজির মনে পড়ল কুলিন ওকে কী বলেছিল। অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'আরো কেউ আছে যাকে তোমার সন্দেহ হয়?'

'আছে, তবে সংখ্যাটা বেশি না,' স্বীকার করল নিক। 'লিণ্ডিকে সাথে নিচ্ছি আমরা–রাইডারদেরই কেউ একজন পৌঁছে দেবে; জায়গাটাকে বাসযোগ্য করে তুলতে কী কী লাগবে দেখে আসবে ও।'

রোজি জানে অবুঝের মত ব্যবহার করছে সে, যা কিছু ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে তার পেছনে যুক্তি আছে এবং ওর মঙ্গলের জন্যেই করা হচ্ছে, কিন্তু সে-সবই তুচ্ছ হয়ে গেছে ওর জেদের কাছে। নিজের অজান্তে মনের ভাব প্রকাশ করে ফেলল ও!

'ওফ্ খোদা, শিগ্‌গিরই আমি নিজের পছন্দমত চলতে পারব।'

কথাগুলো বলার সময়ে নগ্ন উল্লাস ফুটে উঠেছিল স্বর্ণকেশিনীর কণ্ঠস্বরে, ওর ভেতর কৃতজ্ঞতার অভাব লক্ষ্য করে ড্রেইটের গায়ে আগুন ধরে গেল।

'তুমি যেখানেই থাক না কেন, এখনো তুমি আমার স্ত্রী,' কঠোর সুরে বলল ও। 'যদি কখনো ভুলে যাও এটা–'

'আমাকে গুলি করবে তুমি, অবশ্যই,' স্পর্ধার সুরে বাঁকা জবাব দিল রোজি।

ইতিমধ্যে নিভে গেছে ক্রোধের আগুন, সেখানে রেখে গেছে আরো বিপজ্জনক উপাদান–সীমাহীন হিমশীতল নিষ্ঠুরতা।

'তোমার যোগ্যতা একটা বুলেটের সমানও হবে না,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল নিক। 'তবে নাগরটাকে আমি অবশ্যই খুন করব।'

বাইরে বেরিয়ে গেল ও। এরপর ফায়ারপ্লেসের জ্বলন্ত কাঠগুলোর দিকে অপলকে চেয়ে, ঠায় অনেকক্ষণ বসে থাকে রোজি, উত্তাপ সত্ত্বেও, শীত অনুভব করছিল ও–ভেতরে ভেতরে। ড্রেইট তার অঙ্গীকার রাখবে, ও জানে, অন্তত এই একটা গুণ ওর আছে। লিণ্ডিকে বাদ দিলে, মনিবকে যে প্রায় দেবতার মত

ভক্তি করে, এখানে সে একা, তার কোন বন্ধু নেই। কুলিনের দিকে প্রবাহিত হলো ওর চিন্তা, লোকটা ওর স্বামীর চেয়ে কত আলাদা; দরদী বিবেচক মার্জিত। সন্দেহ নেই, শক্তির প্রকাশ সেও ঘটাতে জানে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে হয়তো নির্মমও বটে–এরকম অর্ধসভ্য দেশে টিকে থাকার স্বার্থে তা না হয়ে উপায় নেই পুরুষের–কিন্তু রোজি বিশ্বাস করতে পারে না শ্যাডো ভ্যালির বিপর্যয়ের জন্যে কুলিনই দায়ী। ওকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিগ সি মালিক। কথাটা মনে পড়তেই বিরাট একটা পাষাণভার নেমে গেল ওর বুক থেকে–গুটিগুটি পায়ে বিছানার দিকে সরে গেল ও।

পরদিন সকালে এস পি-র উদ্দেশে রওনা হলো ওরা। লিণ্ডিকে ভেতরে বসিয়ে বাকবোর্ড চালাচ্ছে ল্যারি, দুপাশে ঘোড়ার পিঠে রোজি, নিক আর সাবাডিয়া। বারান্দায় ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল আইনজীবী, সাথে খর্বকায় এক বুড়ো। অতিথিদের সাদরে অভ্যর্থনা জানাল সে, তারপর ওরা যখন নামল, বাতাসে হাত খেলিয়ে চারপাশটা দেখাল।

'তো, মিস ডারেল, এই হচ্ছে তোমার সাম্রাজ্য,' বলল সীল।

ওর দিকে তাকাল রোজি, চোখ বিস্ফারিত। 'তারমানে তুমি বলছ, এসব জমি আমার,' সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল ও।

হাসল সীল, ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়াল। 'না, তোমার মালিকানা আসলে এই দালানকোঠাগুলো যেসব জমি দখল করে রেখেছ সেগুলোর ওপর। তবে আশপাশের কয়েক মাইল অবধি গরু চরাতে পারবে।' চোখ ইশারায় শ্মশ্রুমণ্ডিত লোকটাকে দেখাল ও। 'এর নাম রড মিল্টন, কুক, তোমার দাদুর পুরান কর্মচারীদের একজন।'

'তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, ম্যাম,' বলল মিল্টন, তারপর স্বর্ণকেশিনীকে যখন দেখতে পেল পরিষ্কারভাবে তখন, 'মাশাল্লা! আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে মিস রোজিই আবার ফিরে এসেছে।'

'তুমি আমার মাকে চিনতে?' রোজি আত্মহারা।

'ওর প্রথম ঘোড়াটাকে আমিই পোষ মানিয়েছিলাম,' জবাব দিল বুড়ো। 'তবে সেটা আমরা এখানে আসার আগে।'

'রড ওর চাকরির ব্যাপারে শঙ্কিত,' সীল বলল, 'কিন্তু আমি অভয় দিয়েছি তুমি ওকে রাখবে।'

'অবশ্যই রাখব। লিণ্ডি আসছে হাউসকিপার হিসেবে, রান্নাঘরে ওকে সাহায্য করার লোক লাগবে।'

কৃষ্ণাঙ্গিনীকে জরিপ করতে করতে লাজুক হাসি হাসল মিল্টন। 'তোমার সামনে আমার রান্না টিকবে মনে হয় না, তবে আমি শিখতে চাই।'

লিণ্ডির হাসি ওর দুই কান গ্রাস করতে উদ্যত হলো; কৃষ্ণাঙ্গিনীর নেকনজরে পড়ার সহজতম উপায় ওর রান্নার প্রশংসা করা। রড একজন ভাল বন্ধু পেল।

উকিলের পরামর্শে, বাসার ভেতর ঢুকল ওরা। মোটামুটি সুপরিসর; রেওয়াজমাফিক পারলার ছাড়াও, বড় বড় তিনটে কামরা, রান্নাঘর আর বাবুর্চির শোয়ার জন্য লাগোয়া একটা চালাঘর রয়েছে। আসবাবপত্রের অভাব নেই, তবে প্রত্যেকটাতেই অযত্নের ছাপ প্রকট। মিল্টন মুখ দেখে দুই মহিলার মনোভাব আঁচ করতে পারল।

'গিলম্যানের কোন মায়া ছিল না। এসবের প্রতি, আর আমি সবসময়ই ব্যস্ত থাকতাম এটা-ওটায়,' অজুহাত দেখাল বুড়ো।

দরজা খোলার আগে, বিশেষ একটা কামরার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করল ও। 'মিস রোজি থাকত,' বলল রড। 'মারা যাওয়ার আগের দিন পর্যন্ত ঘরটার যত্ন নিয়েছেন মালিক, কিন্তু কক্ষনো আর কারোকে ব্যবহার করতে দেননি।'

'পরে দেখব,' তাড়াতাড়ি বলল স্বর্ণকেশিনী। অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল খানসামা, চাবি বের করে ওর হাতে বুঝিয়ে দিল।

আবার যখন বাইরে বেরিয়ে এল ওরা, লিণ্ডি মুচকি হাসল। 'সামনে আমাদের প্রচুর কাজ পড়ে আছে,' বলল সে। 'এবং তোমার মোটা টাকাই খসবে।'

রোজির হতচকিত দৃষ্টি উকিলের দিকে ঘুরে গেল; খরচের দিকটা ও মোটেই ভাবেনি। সীল আশ্বাসের হাসি হাসল।

'কোন চিন্তা নেই। ফোরম্যানের কুকীর্তি ফাঁস হওয়ায় আমাদের এক হাজার ডলার বেঁচে গেছে, আর চ্যাপম্যানের কাছে পাওনা ছিল আরো এক হাজার। অবশ্য মিস্টার ড্রেইট সাহায্য না করলে আমরা ওটা কোনকালেই পেতাম না। সব মিলিয়ে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে এখন তোমার জন্যে আছে তিন হাজার একশ পঞ্চাশ ডলার।'

রোজিকে অভিভূত করাই যদি আইনজীবীর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, নিঃসন্দেহে সে সফল হয়েছে; একসঙ্গে এত টাকার মালিক হবে স্বপ্নেও ভাবেনি ও। চকিতে আরেকটা চিন্তা এল ওর মাথায়, এখন বুঝতে পারছে চ্যাপম্যানের কাছ থেকে যে-সোনা চুরির ব্যাপারে নিককে অভিযুক্ত করেছিল সে তার কী সদ্‌গতি হয়েছে। ঝট করে ড্রেইটের মুখের দিকে একবার তাকিয়েই আবার দৃষ্টি সরিয়ে নিল স্বর্ণকেশিনী। স্বামীর মুখে হাসি দেখতে পেয়েছে ও। ওদিকে, সীল তখন খেই ধরেছে আবার।

'ভাল কথা মনে পড়েছে, তুমি কি শুনতে জান?' শ্যাডো ভ্যালির মালিককে বলল সে। 'কাল রাতে জেল ভেঙে পালিয়েছে গিলম্যান। খাবার দিতে এসেছিল যে-ডেপুটি তাকে মেরে অজ্ঞান করে, চাবি দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে। শুনলাম ক্যামর্ট নাকি রেগে কাঁই হয়ে আছে।'

'হতেই হবে,' অর্থপূর্ণ সুরে বলল নিক। 'যাইহোক, আমাদের সাবধান থাকতে হবে এই আরেকটা কয়োটের ব্যাপারে।'

কোরালের ধারে এতক্ষণ পাঁচজন লোক আড্ডা মারছিল চুটিয়ে, এবার

তারা এগিয়ে এল পায়ে পায়ে, নতুন মনিবকে টুপি খুলে সম্মান জানাল। আইনজীবী মুখ খুলল ওদের উদ্দেশে:

'সবাই শোন তোমরা, এঁর নাম মিস ডারেল, তোমাদের নতুন মালিক। আগামীতে ওঁর কাছ থেকে কাজের নির্দেশ নেবে তোমরা।'

ওদের মধ্যে চারজনের বয়স চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই বা পেরিয়ে গেছে, শক্তসমর্থ রুক্ষ পোড়-খাওয়া লোক। 'হাউডি,' বিড়বিড় করে বলল ওরা, পা ঘষল মাটিতে, উশখুশ করতে লাগল। পঞ্চমজন অপেক্ষাকৃত তরুণ; লোকটার পীতবর্ণ ত্বক, কাল চোখ আর লম্বা-পাতলা চুল বলে দেয় ওর শরীরে সঙ্কর রক্ত বইছে।

'তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুউব খুশি হলাম, ম্যাম,' সতর্ক গলায় বলল সে, তারপর সীলকে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার গিলম্যান ফিরবে না?'

'না, টমিনি,' সংক্ষেপে জবাব দিল আইনজীবী। এরপরেও যখন নড়ল না ওরা তখন যোগ করল, 'এখনো দাঁড়িয়ে কেন?'

'নির্দেশের জন্য,' জবাব দিল দোআঁশলা, স্বর্ণকেশিনীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে।

আগে বাড়ল ড্রেইট। 'এখানে যদি কোন কাজ না থাকে, আমাদের লোকের দরকার নেই,' কঠিন সুরে বলল ও। 'আর যদি থাকে, লেগে পড়-এক্ষুণি।'

দোআঁশলা বুঝতে পারল নতুন মনিবকে অপদস্থ করার ব্যাপারে তার কুমতলব ভেস্তে গেছে: লোকমুখে নিকোলাস ড্রেইটের খ্যাতির কথা শুনেছে ও, জানে এর সঙ্গে রসিকতা করা চলে না। ওর সাথীরা ইতিমধ্যে সরে পড়তে শুরু করেছিল, ও তাদের অনুগামী হলো।

'ওরা প্যাভিটের লোক?' নিক জিজ্ঞেস করল।

'না। এক মিল্টন বাদে অন্য সব পুরোন কর্মচারীকে ছাঁটাই করে দিয়েছে গিলম্যান,' সীল জানাল।

'অনুমান করেছিলাম। ওদেরকে কেমন বুঝছ, কর্টেয?'

'ইতর; আর ওই দোআঁশলাটা ধূর্ত।'

'ঠিক। প্রাক্তন ফোরম্যানের ব্যাপারে ওর উদ্বেগ আমার ভাল ঠেকেনি,' বলে রোজির উদ্দেশে ঘুরল নিক। 'ওকে বরং তুমি বরখাস্ত কর।'

রোজি দেখল নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার এই এক চমৎকার সুযোগ। 'ভেবে দেখব,' জবাব দিল ও।

'আচ্ছা,' দায়সারাভাবে মন্তব্য করল ড্রেইট।

খাওয়াদাওয়ার পর, আইনজীবী, ড্রেইট আর কর্টেয বিদায় নিল; ল্যারি রয়ে গেল সন্ধ্যা ঘনাতে দুই মহিলাকে শ্যাডো ভ্যালিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। নিগ্রো হাউসকিপার আর মিল্টন পা বাড়াল রান্নাঘরের দিকে, ল্যারি গেল বাঁধন খুলে ঘোড়াগুলোকে কোরালে তুলে রাখতে। ওর মায়ের ঘর

পরিদর্শন করার ব্যাপারে এই অবসরকে কাজে লাগাল রোজি, ইতিমধ্যেই মনস্থির করে ফেলেছে, ও নিজেও থাকবে ওই কামরায়।

আরাম-আয়েসের প্রচুর উপকরণ রয়েছে ঘরে, কিন্তু প্রত্যেকটাই ধূলিমলিন জরাজীর্ণ, যত্নের অভাব ধরা পড়ছে ভীষণভাবে। ছোট দেরাজ আলমারিটা খালি করে ফেলা হয়েছে, তবে একটা কাবার্ডে গুটিকতক পুরান কাপড়চোপড় ঝুলছে এখনো, পোকায় কেটে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। এক পাশের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে এক বৃদ্ধের ছবি, পঞ্চাশোত্তীর্ণ বয়স, ভারি রিভলভার সজ্জিত গানবেল্টে দুই বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একটা বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে। ঠোঁট দুটো দৃঢ়বদ্ধ, চোয়াল চৌকো এবং উন্নত, চওড়া কারনিসের স্টেটসন হ্যাটের নিচ দিয়ে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী এক জোড়া চোখ চেয়ে আছে রোজির দিকে। ওর দাদু। উগ্রতা সংকল্প জেদ–সবই ওই ছবিতে দেখতে পেল ও, এবং সেই সঙ্গে দুর্দমনীয় তেজ–ভাঙবেন তবু মচকাবেন না।

তবু ওই বৃদ্ধ লোকটির মাঝে নিশ্চয় বিবেচনাবোধের দৃঢ় ভিত্তিভূমি ছিল, ভাবল স্বর্ণকেশিনী, তাই জীবদ্দশায় ক্ষমা করতে না পারলেও, যে-সম্পত্তি গড়ে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন তিনি, তা যেন কোন বহিরাগতের হাতে না পড়ে সেই আন্তরিক ইচ্ছে ব্যক্ত করে গেছেন। সহসা প্রচণ্ড ভাবাবেগে শিউরে উঠল রোজি, মনে মনে একটা অঙ্গীকার করল ছবিটার কাছে, তারপর সংশয় আর হতাশায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে ঘর থেকে পালিয়ে এল ছুটে।

পারলারের বড় একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে, ও আপ্রাণ প্রয়াস পেল ওখানে সম্ভাব্য যেসব পরিবর্তন আনতে হবে সেগুলোর দিকে মনোযোগ দিতে। গভীর চিন্তায় ডুবেছিল সে, তাই টের পেল না বারান্দার দিককার কাচের লম্বা দরজাটা কখন খুলে গেছে।

'কী সৌভাগ্য। স্বয়ং রেঞ্জের রানী,' বলল ভাঁড়ামিপূর্ণ একটা কণ্ঠস্বর। 'সুন্দরী, তোমাকে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি।'

সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল রোজি। টনি ল্যামণ্ড, টুপি পেছনে ঠেলে দিয়েছে, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাসছে মিটিমিটি। মুহূর্তের জন্যে, বিস্ময়ে অচল হয়ে গেল ওর জিভ, তারপর ল্যামণ্ড কী মারাত্মক ঝুঁকি নিচ্ছে মনে হতেই চেঁচিয়ে উঠল:

'তোমার কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে? মিস্টার ড্রেইট যদি এখন এখানে তোমাকে দেখতে পায়...'

'দেখা হয়েছে, ওর দেহরক্ষী কর্টেযকেও দেখেছি,' জবাব দিল টনি।

'আমি বিশ্বাস করি না ওর কোন দেহরক্ষীর প্রয়োজন আছে,' কেন-যেন কথাটা বলার জন্যে অন্তরের তাগিদ অনুভব করল রোজি।

'ওর মত এতটা দরকার এই তল্লাটে আর কারো নেই,' বিদ্রূপের সুরে বলল ল্যামণ্ড। 'তোমাকে বলা উচিত হচ্ছে না, তবে আমি জানি, তুমি ওকে সতর্ক করে দেবে না।'

'নিজেকে তুমি কী ভাব—সবজান্তা?' শ্লেষ ঝরল স্বর্ণকেশিনীর কণ্ঠে।

'অন্তত এটুকু জানি ওর জন্যে তোমার এতটুকু দরদ নেই, আর তাই তো আমি এসেছি,' লোলুপ কটাক্ষ হেনে বলল টনি। 'আমি এও জানি, এই বাথানটা তোমার, গিলম্যান না থাকায়, এখানে একজন ফোরম্যানের দরকার। দায়িত্বটা আমাকে দিলে কেমন হয়?'

স্থির দৃষ্টিতে ওকে একটুক্ষণ মাপল রোজি। স্যাম প্যাভিটের সঙ্গে ল্যামণ্ডের যদি ঘনিষ্ঠতা থাকত, এ-মুহূর্তে স্বর্ণকেশিনীর মাঝে তাঁকে দেখতে পেল সে। 'এখানে তোমার জায়গা হবে না, কোনও দিন না,' শীতল কণ্ঠে বলল স্বর্ণকেশিনী। 'দয়া করে তুমি চলে যাও।'

শুরুতে কথাটা বোধগম্য হলো না টনির; তারপর চেহারা থেকে হাসি মিলিয়ে গিয়ে জেগে উঠল নিদারুণ ক্রোধ। 'দেমাগ?' ভেংচি কাটল ও। 'আমি তোমার উপযুক্ত না—এখন। ঠিক আছে, আমার যখন ইচ্ছে হবে যাব, তবে তার আগে…' ঘরের ভেতর এগিয়ে এল সে, বাহুদ্বয় প্রসারিত, হিংস্র চোখ দুটোতে পাশবিক ক্ষুধা।

'আমার ধারণা, তুমি চলে গেলেই ভাল করবে, টনি,' একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর পরামর্শ দিল।

স্বর্ণকেশিনীর ওপর থেকে অন্দরমহলের দরজার দিকে সরে গেল কাউবয়ের দৃষ্টি; ল্যারি দাঁড়িয়ে ওখানে। 'কেমন আছ, বাছা,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল ও, তারপর আচমকা বিষ ঢেলে দিল কণ্ঠে, 'এক্ষুণি ভাগ, নইলে—' বিদ্যুৎগতিতে পিস্তলের দিকে চলে গেল ল্যামণ্ডের হাত, কিন্তু বাঁট স্পর্শ করতে পারার আগেই দেখল ল্যারির অস্ত্র খাপমুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে, সরাসরি চেয়ে আছে ওর পেটের দিকে। সবিস্ময়ে মাথা নাড়াল টনি; ক্ষিপ্র বলে যথেষ্ট সুনাম আছে তার, অথচ…

'ঠিক সময়েই থেমেছ, বাছা—আর এক সেকেন্ড, তারপরই ওপরে কিংবা নিচে যাত্রা করতে, তোমার পাপ-পুণ্যের বিচারে। এবার, আগে বাড়!'

মার্চ করে এগোল ল্যামণ্ড, টের পাচ্ছে একটা পিস্তলের নল অনবরত খোঁচা মারছে পাঁজরে। বারান্দার কিনারে এসে থামল সে, আর ল্যারি ওর ডান গোড়ালি টনির নিতম্বে স্থাপন করে আচমকা সামনে মেলে দিল পা। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে বালু আর কাঁকর-মেশান মাটিতে ছিটকে পড়ল অসতর্ক শিকার, মুখ ঘষটে বেশ কয়েক ফুট দূরে চলে গেল। রক্তাক্ত মুখে যখন উঠে দাঁড়াল, হত্যার নেশা পেয়ে বসেছে ওকে, ভাবখানা পারলে এখনই নিজের মাংস ছিঁড়ে খায়। বারান্দায়-দাঁড়ান হাস্যোজ্জ্বল তরুণের উদ্দেশে আগুন ঝরাল ওর চোখ, আপনাআপনি হাত চলে গেল কোমরের কাছে, তারপর ওই কাউবয় তার চেয়েও ক্ষিপ্র একথা মনে হতেই জমে গেল। অশ্রাব্য খিস্তি করতে করতে, একলাফে নিজের স্যাডলে চাপল টনি ল্যামণ্ড, ধুলোর মেঘ উড়িয়ে অদৃশ্য হলো।

বিবর্ণ মুখে বসেছিল রোজি, চোখে ভয়। 'ধন্যবাদ, ল্যারি,' অস্ফুট স্বরে বলল ও। 'তুমি শুনেছ ও কেন এসেছিল?'

'না, ম্যাম। আমি বেশিক্ষণ হলো আসিনি।'

ওকে বিশ্বাস করল রোজি, অবশ্য এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই কারণ মিথ্যাকথা বলায় ল্যারির জুড়ি মেলা ভার। শৈশবে, যখন এতিমখানায় ছিল, ও বুঝতে শিখেছে মিথ্যের প্রলেপ লাগিয়ে অনেকসময় অনেক অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়া যায়, তবে সেটা বলতে হবে সত্যের মত করে। তাই, ওই বয়সেই, ব্যাপারটা রপ্ত করেছে ও। যে-মিথ্যায় মানুষের উপকার ছাড়া ক্ষতি নেই, ল্যারি তার নাম দিয়েছে–নির্দোষ মিথ্যা।

'ব্যাটা ভেগেছে,' বলল ল্যারি। 'তুমি জান ও এখনো কেন ঘুরঘুর করছে?'

রোজি উপলব্ধি করল কারণটা ওর অজানা নয়, কিন্তু স্বীকার করল না তা, এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল।

'বসের গর্দান নেয়ার জন্যে,' কাঠখোট্টা জবাব এল। 'এই র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান হলে তার সুযোগ পেতে ওর বেশি দেরি হত না।'

ঠিক এই কথাটা ভাবেনি স্বর্ণকেশিনী, তবু কাউবয়ের সেদিনের সেই উক্তি–বিয়ে করলে নাদুসনুদুস বিধবা হবে ও–এবং ড্রেইটের হাতে ওর লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করে, ব্যাখ্যাটা তার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত মনে হলো। যে-শান্তির সন্ধান এস পি-তে পাবে বলে আশা করেছিল, এখন তা ওর কাছে সুদূর পরাহত মনে হচ্ছে। চকিতে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রোজি।

'মিস্টার ড্রেইট বলেছিল ইচ্ছে করলে আমি শ্যাডো ভ্যালির যেকোন একজনকে ধার নিতে পারি। তুমি আমার এখানে কাজ করবে, ল্যারি?'

'অবশ্যই, ম্যাম, করতে পারলে আমি খুশি হব,' বলল কাউবয়। 'তবে ওয়াই যেডে আমাকে ফিরে যেতে হবে–কথা দিয়ে এসেছি।'

'সাময়িক, আমি সামলে না ওঠা পর্যন্ত,' ব্যাখ্যা করল রোজি। 'দেখতেই পাচ্ছ, বাথানের কাজকর্ম কিছু বুঝি না, পরামর্শ দিয়ে তুমি আমার ভুলত্রুটি শুধরে দিতে পারবে। তোমাকে ফোরম্যান বানাতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু...'

'সেটা সম্ভব না–হুকুমজারি করার বয়স আমার এখনো হয়নি।' স্বর্ণকেশিনীর হাসি চোখে পড়ল ল্যারির। 'হ্যাঁ, টনিকে কিছু দিয়েছি, ও তা পালনও করেছে, কিন্তু সবসময় তো আর বন্দুকের নল দেখিয়ে কাজ আদায় করা যায় না।'

টোল পড়ল রোজির গালে। 'বেশ, তাহলে ওই কথাই রইল, আজ সন্ধ্যায় সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলব। আচ্ছা, এবার বল মিস্টার ড্রেইটকে আমি জানাব কিনা–ল্যামণ্ডের ব্যাপারটা?' ল্যারির হতভম্ব দৃষ্টিতে উত্তর পেয়ে গেল ও। 'আলবত জানাতে হবে।'

কাউবয় যখন বিদায় নিল, বাইরের উঠনে এসে চারপাশে আরেকবার নজর বোলাল স্বর্ণকেশিনী। সমতল ঘেসো জমি, বনজঙ্গল, গভীর খানাখন্দে ভরা মরুভূমি সবই আছে এখানে, আর এর মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে রুপোলি স্রোত। আর দূর-দিগন্তে, পান্নাবেগুনি পর্বতমালা, আকাশ পানে মাথা তুলেছে বাকি বিশ্বের সাথে সমস্ত যোগাযোগের পথরোধ করে।

'হ্যাঁ, দেখার মত জায়গা বটে।'

ঠিক ওর মনের কথাটা বলে দিল কে যেন। রোজি ঘুরে দেখল কয়েক গজ তফাতে টুপিহাতে দাঁড়িয়ে আছে কুলিন। অস্বস্তিভরে অনুভব করল স্বর্ণকেশিনী, ওর মুখ লাল হয়ে গেছে। তড়িঘড়ি অস্ফুট স্বরে অভ্যর্থনা জানাল ও।

'তোমাকে দেখতে এলাম,' বলল গরু ব্যবসায়ী। 'নিশ্চয় এখন থেকেই থাকছ না?'

'নাহ, আরেকটু বাসযোগ্য হোক,' জবাব দিল রোজি। 'বিচ্ছিরি অবস্থা হয়ে আছে, আমি চাই না আর কেউ তা দেখুক।'

সশব্দে হাসল কুলিন। 'তারমানে আমি ভেতরে যাওয়ার অনুমতি পাচ্ছি না। যাক, আমিও ইদানীং এসব ক্ষেত্রে মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে শুরু করেছি। বলতে কি, বিগ সি-তে রীতিমত একটা বিপ্লবও ঘটাচ্ছি। আমার হাউসকিপার সম্ভবত ভাবছে তার মনিবের মাথা নির্ঘাত খারাপ হয়ে গেছে। অবশ্য কথাটা একদম মিথ্যে নয়।'

রোজি উপলব্ধি করল গরু ব্যবসায়ী তোষামোদ করছে ওকে—ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইছে, বাড়িঘর সংস্কারের যে-কাজে সে হাত দিয়েছে সেটা মূলত ওরই অবদান। 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আর আরাম এ দুটো চিরকালই সহাবস্থান করে।'

'আমার হাউসকিপারের কাছে না। ওর আদর্শ অলসতা—কাল কিংবা পরশু যে-কাজ করলে চলে আজ সে তা কিছুতেই করবে না। যাইহোক, আমি নিজের কথা বলতে আসিনি এখানে। গিলম্যানের পদে লোক নেয়া হয়ে গেছে?'

'না। মিস্টার ড্রেইট রবসনকে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি বলে দিয়েছি আমার র‍্যাঞ্চের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমিই নেব।'

'অবশ্যই,' সায় জানাল কুলিন। 'আমার হাতে একজন উপযুক্ত লোক আছে। ভদ্র, মার্জিত, গরু ব্যবসা বোঝে। ওর নাম ম্যাকেঞ্জি। কাল সকালে আমি ওকে পাঠিয়ে দেব; তবে একটা কথা, আমার কাছ থেকে আসছে বলেই ওকে তোমার রাখতে হবে তার কোন মানে নেই; তুমি বাজিয়ে দেখে নেবে।'

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে যাচ্ছিল রোজি, কিন্তু বিগ সি মালিক হাত ইশারায় নিষেধ করল। 'তোমার উপকারে আসতে পারলে নিজেকে আমি ধন্য মনে করব।'

একথার পর আর কিছু বলার রইল না ওর, স্যাডলে চেপে বিদায় নিল কুলিন। ল্যারি যখন হাজির হলো ওখানে তখনো দেখা যাচ্ছিল গরু ব্যবসায়ীর অপসৃয়মাণ অবয়ব।

'মিস্টার কুলিন,' বলল রোজি। 'ওকে বোধহয় তুমি পছন্দ কর না, তাই না?'

কাউবয়ের সদা-হাস্যোজ্জ্বল চেহারা বদলে গেল নিমেষে। 'আমাকে যদি বলা হয় কুলিন অথবা একটা র‍্যাটল সাপকে নিয়ে পথ চলতে, আমি সাপটাকেই বেছে নেব।'

অন্দরমহলে চলে গেল রোজি, নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করছে মনিবের দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করাই ল্যারির পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যর্থ হলো; ও জানে নিজস্ব মতামত গড়ে তোলার ক্ষমতা ল্যারি রাখে।

সন্ধ্যে নাগাদ শ্যাডো ভ্যালিতে প্রত্যাবর্তন করল ওরা। রাতের আহারপর্বে সাবাডিয়াকে ওদের মাঝে পেয়ে খুশি হলো স্বর্ণকেশিনী। পাঞ্চারকে সে পছন্দ করে, ওর বিচারবুদ্ধির ওপর আস্থা আছে, যদিও জানে প্রয়োজনে কর্টেযও ভয়ঙ্কর হিংস্র এবং জেদী হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে ওদের সাথে আলোচনা করতে চাইছিল রোজি। ওর স্বামী নিজেই তার সুযোগ করে দিল।

'আমার ইচ্ছা না তুমি আর লিণ্ডি ওখানে গিয়ে একলা থাক,' বলল ড্রেইট। 'মিল্টন সৎ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওর বয়স হয়েছে, আর দলের অন্যদের একটু বিশ্বাস করা যায় না।'

'সেক্ষেত্রে ল্যারিকে ধার দেয়া যায়?' জানতে চাইল রোজি।

'নিশ্চয়, কিন্তু ওর বয়স কম,' আপত্তি করল ড্রেইট। 'কর্টেয, তুমি কী বল?'

'শরীরটা যা-ই হোক, ল্যারির মাথা অনেক বেশি পরিণত,' স্মিত হাসল সাবাডিয়া। 'বিপদে ওর বুদ্ধি খুলে যায়।'

'জানি,' গম্ভীর সুরে বলল রোজি। 'প্রথমে চ্যাপম্যান, তারপর আজ–ল্যামণ্ড।'

নীরবে বিকেলের ঘটনা সম্পর্কে ওর বয়ান শুনল ওরা, ড্রেইটের মুখ কাল হয়ে গেল রাগে, শিষ্যের সাফল্যে সাবাডিয়া গর্ব বোধ করল।

'সাবাস, ল্যারি,' হুঙ্কার ছাড়ল প্রথমজন। 'তবে কাজটা শেষ করতে পারেনি এই যা দুঃখ।'

'শত্রু যদি ড্র না করে, তুমি কী করবে শুনি?' জানতে চাইল কর্টেয। 'বারান্দা থেকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে, না? কায়দাটা ভালই, কিন্তু শিখল কার কাছ থেকে?'

'আমি বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি,' কপট গাম্ভীর্যের সুরে বলল রোজি।

'ঠিক হবে না, ম্যাম,' সাবাডিয়া প্রত্যুত্তর দিল। 'আমার কাছে ও বহুকিছু শিখেছে সত্যি, তবে সব না। ওয়াই যেডের বজ্জাতগুলো অনেক আগেই পাকিয়ে দিয়েছিল ওকে।'

'আরো একজন অতিথি এসেছিল—মিস্টার কুলিন। আমাকে প্রস্তাব দিয়েছে, ওর একজন রাইডারকে ফোরম্যানের পদটা দেয়ার জন্যে।'

নিককে অত্যন্ত শান্তভাবে খবরটা গ্রহণ করতে দেখে বিস্মিত হলো রোজি; ওর ধারণা ছিল বিস্ফোরণ ঘটবে, যা ওকে আরো জেদী করে তুলত লোকটাকে নিয়োগ করার ব্যাপারে। কিন্তু ড্রেইট সেটা সম্ভবত আঁচ করতে পেরেছিল।

'লোকটার নাম কী?' জিজ্ঞেস করল সে, তারপর রোজি যখন বলল, মাথা নাড়াল ডাইনে-বাঁয়ে। 'নতুন কেউ হবে হয়তো, এবং সৎ, তাই কুলিন তাড়াতে চাইছে,' দায়সারা মন্তব্য করল নিক।

সাবাডিয়া বাংকহাউসে ফিরে যাওয়ার পর, স্বামীর মুখোমুখি হলো রোজি। ওর সঙ্গে কথা বলার সময়ে কখনই সহজ হতে পারে না সে।

'ল্যারির ধারণা তোমাকে খুন করার জন্যেই ল্যামও এখনো আছে এখানে,' বলল স্বর্ণকেশিনী।

'তুমিও কি তাই মনে কর?' প্রশ্ন করল ওর স্বামী।

'জানি না,' নিষ্প্রভ গলায় জবাব দিল রোজি। 'আমার কাছে মনে হয় এই বর্বর দেশে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে সবই সম্ভব।'

'প্রতিশোধ, হ্যাঁ, ওকে ধোলাই করছি বলে আমাকে ওর ঘৃণা করা স্বাভাবিক,' স্বগতোক্তির ঢঙে বলল ড্রেইট। 'এবং যদি সফল হয় তুমি একজন আকর্ষণীয়া বিধবায় পরিণত হবে। এদিকটা ভেবে দেখেছ?'

তপ্ত রক্তে রোজির গাল পুড়ে গেল। 'নিশ্চয়ই,' চিৎকার করল ও। 'তা নাহলে তোমাকে সাবধান করছি কেন?'

'তুমি দুঃখ পাবে এরকম ভাবার মত আমি কোন উৎসাহ খুঁজে পাচ্ছি না।'

'তা পাওয়ার কি কোন কারণ আছে আমার?'

'হয়তো নেই,' শান্ত কণ্ঠে বলল ড্রেইট। 'কিন্তু এস পি-র কর্ত্রী, একটা কথা জেনে রাখ, গোপনে আমার নাম বহন করার যন্ত্রণা চ্যাপম্যানের খেলনা হওয়ার চেয়ে অনেক ভাল। যাইহোক, তোমার হুঁশিয়ারির জন্যে ধন্যবাদ।'

ড্রেইট যখন বিদায় নিল, পাথরের মত বসে রইল রোজি। ক্রুদ্ধ বিচলিত বোধ করছে ও, অথচ তর্ক করবে সেরকম মনের জোর খুঁজে পাচ্ছে না। স্বামীর শেষ কথাগুলো নির্মল শেলের মত বিঁধছে ওর বুকে, কিন্তু এর বাস্তবতাও অস্বীকার করতে পারছে না সে। ওই দৃষ্টিতে বিচার করলে অবশ্যই তার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু রোজি ঈর্ষাকাতর হয়ে সত্যকে পদদলিত করতে চাইল।

সকালে, ল্যারি ওর নতুন মনিব আর লিণ্ডিকে পাহারা দিয়ে এস পি র‍্যাঞ্চে

নিয়ে গেল। আজো অপেক্ষা করছিল একজন অতিথি, তবে এবার বলিষ্ঠ গড়নের এক কাউবয়, সারা মুখে অসংখ্য ভাঁজ, ডান চোখটা লক্ষণীয়ভাবে টেরা। এর নামই ম্যাকেঞ্জি, কুলিন পাঠিয়েছে। রোজিকে ওর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দিয়ে, ল্যারি বাংকহাউসের দিকে এগোল ওর নতুন বাসস্থান পরিদর্শন করতে। দরজা ঠেলবে ও এমন সময়ে উদ্ধত একটা গলা ভেসে এল ভেতর থেকে।

'বললাম তো, একদম পানির মত সোজা। ল্যামণ্ড বলেছে এই মেয়ে র‍্যাঞ্চ ব্যবসার কিস্যু বোঝে না। আমাদেরকে মাসে পঞ্চাশ ডলার দেবে ও। মেয়েটা সুন্দরী, তার ওপর একা–কাজেই শিগ্‌গিরই র‍্যাঞ্চ-হাউসে ঘুমানর সুযোগ পেতে যাচ্ছি আমি।'

দড়াম করে দরজা খুলে ভেতরে পা রাখল শ্রোতা। পাঁচজন লোক বসেছিল একটা টেবিল ঘিরে, সটান উঠে দাঁড়াল, নবাগতকে দেখে হকচকিয়ে গেছে।

'টমিনি, তুমি একটা জঘন্য মিথ্যুক,' ইচ্ছেকৃতভাবে বিশেষণগুলোর ওপর বাড়তি চাপ প্রয়োগ করল ল্যারি। 'ড্র কর।'

নীচতা ফুটে উঠল দোআঁশলার চোখে। বুঝতে পারছে ওর কথা শুনে ফেলেছে কাউবয় এবং এতে ওর মনস্কামনা ভেস্তে যেতে পারে, যদি না···গানবেল্ট থেকে হাত সরিয়ে নিল ও, কনুই ভাঁজ করল।

'নাবালকদের সাথে আমি লড়ি না,' টমিনি বলল সতেজে।

'তা লড়বে কেন, তোমার যত হম্বিতম্বি মেয়েদের সাথে,' হুল ফোটাল ল্যারি। 'ব্যাটা, দোআঁশলা, আমাকে কি তোর মুখে থাপ্পড় মারতে হবে এরপর?'

যা চেয়েছিল ল্যারি, ত্বরিত প্রতিক্রিয়া হলো এবার, কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কায়দায়। টমিনির ডান হাতটা ঝলসে উঠল কাঁধের কাছে, সবেগে নেমে এল। ল্যারির সৌভাগ্য, ঠিক সময়ে ইস্পাতের ফলায় আলোর প্রতিফলন ধরা পড়েছিল ওর চোখে, বিদ্যুৎবেগে একপাশে সরে গিয়েই পিস্তল বের করে গুলি করল। ভারি থ্রোয়িং নাইফটা বাতাসে ঝাপটা তুলে বেরিয়ে গেল ওর গালের পাশ দিয়ে, দরজার চৌকাঠে বিদ্ধ হলো। কাঁধে বুলেটের প্রচণ্ড ধাক্কায় আধপাক ঘুরে গিয়েছিল টমিনি, এখন খিস্তি করতে করতে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে।

'থাম!' হুঙ্কার ছাড়ল ল্যারি। 'তোমার খুলি উড়িয়ে দেব।'

ঠিক তখনই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলো ম্যাকেঞ্জি, পেছনে স্বর্ণকেশিনী, হাঁপাচ্ছে; গুলির আওয়াজ পেয়ে ছুটে এসেছে ওরা।

'কী হচ্ছে?' চিৎকার করল রোজি।

'কিছু না–এখন, ম্যাম,' পিস্তলের খালি চেম্বারে টোটা ভরতে ভরতে বলল ল্যারি। রাগে ঠকঠক করে কাঁপছে ও। 'এই বেজন্মাটা,' একটু ইতস্তত করল

কাউবয়, 'আমাকে মা-বাপ তুলে গাল দিয়েছিল, আমি সহ্য করতে পারিনি। তারপর ও ছুরি নিক্ষেপ করলে, আমি ওর কাঁধ ফুটো করে দিয়েছি।'

হাত ইশারায় অস্ত্রটা দেখাল ও, রোজি শিউরে উঠল। অনুভব করল হানাহানি যেন পিছু তাড়া করছে ওকে।

'কিন্তু তোমাকে ও গাল দিল কেন?'

'ওদের কুমতলব শুনে ফেলেছিলাম আমি, দশ ডলার বেতন বাড়ানর জন্যে ওরা তোমাকে চাপ দিতে চাইছিল। ল্যামণ্ড উসকে দিয়েছে।'

ওই কাউবয়ের নাম উচ্চারিত হওয়ায় রোজির মসৃণ কপালে ছোট্ট ভাঁজ জেগে উঠল। কর্মচারীদের গোমড়া মুখগুলো একনজর দেখল সে, তারপর পরিস্থিতি তার আয়ত্তের বাইরে উপলব্ধি করে ম্যাকেঞ্জির দিকে ঘাড় ফেরাল। 'তুমি পারবে এখনই কাজ শুরু করতে?'

'পারব। বিছানাপত্র নিয়েই এসেছি,' জবাব দিল ম্যাকেঞ্জি। 'তুমি চাও ব্যাপারটা আমি সামলাই?'

'হ্যাঁ,' বলে অন্যদের উদ্দেশে যোগ করল রোজি, 'এর নাম ম্যাকেঞ্জি, আমার এবং তোমাদের—ফোরম্যান।'

একটা মুহূর্ত অপচয় করল না নবাগত। 'বরখাস্ত করা হলো তোমাকে,' জানাল দোআঁশলাকে। 'তোমার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হলেই চলে যাবে।' তারপর বাকি চারজনকে বলল, 'বেতন চল্লিশ; না পোষালে রাস্তা মাপতে পার।'

চুপ করে রইল সবাই; শরৎকালীন রাউণ্ডআপ শুরু হতে এখনো মাস কয়েক দেরি আছে, এ-সময় নতুন কাজ পাওয়া সহজ নয়।

'আচ্ছা, এবার তাহলে আমার কথা শোন,' বলে চলল ফোরম্যান। 'ঠিকমত কাজ কর, দেখবে আমি লোক খারাপ নই। কিন্তু কোনরকম গোলমাল বা বন্দুকবাজি বরদাশত করব না।' পাঁই করে ল্যারির দিকে ঘুরল ও। 'তুমি যদি এই আউটফিটের হও, তুমিও কথাটা ভাল করে গেঁথে নাও তোমার মগজে।'

নিষ্কম্প চোখে ওর দিকে তাকাল ল্যারি। 'জাহান্নামে যাও,' বলে বাংকহাউস থেকে বেরিয়ে এল সে। সবে কয়েক পা এগিয়েছে এই সময়ে দৌড়ে ওকে ধরে ফেলল রোজি। দেখে বোঝা যায় মেয়েটা মর্মযাতনায় ভুগছে।

'সত্যি আমি খুব দুঃখিত, ল্যারি, তোমার সাথে ওভাবে কথা বলা ওর উচিত হয়নি,' শুরু কলল স্বর্ণকেশিনী।

'তুমি কিন্তু চেঁচাচ্ছ,' রুক্ষ সুরে জবাব দিল কাউবয়। 'বুট পরে না, তার ওপর টেরা, এরকম কোন কাউ-রেসলারের চোখ রাঙানি আমি সহ্য করতে পারব না। তার চেয়ে বরং শ্যাডো ভ্যালিতে ফিরে যাই, এখানে থাকলে শুধু শুধু ঝঞ্ঝাট হবে। তবে একটা কথা না বলে পারছি না, তোমার লোক বাছতে ভুল হয়েছে।'

'মানে?'
'ম্যাকেঞ্জি সরল মানুষ না।'
'যেহেতু ও বিগ সি থেকে এসেছে, তাই তুমি একথা বলছ।'
'না, ম্যাম। জীবনে আমি বহু ঠকবাজ দেখেছি; ও যদি বেহেশত থেকে আসত, তবু একথাই বলতাম। ওর ভেতরে পাপ আছে। ওই যে আসছে ব্যাটা–আমাকে ভজাতে।'
পরমুহূর্তে নবনিযুক্ত ফোরম্যান পাশাপাশি হলো ওদের, ঠোঁটে অপ্রতিভ হাসি। 'আমার বোধহয় ক্ষমা চাওয়াই উচিত,' শুরু করল ম্যাকেঞ্জি। 'ওই গর্দভগুলোকে এক-আধটু কড়কা দিতেই আসল ঘটনাটা জানতে পারলাম।' বাংকহাউসে আদপে কী ঘটেছিল রোজিকে সবিস্তারে খুলে বলল ও, তারপর ল্যারির দিকে ঘাড় ফেরাল। 'তাই যখন বুঝলাম আমাদের এই বন্ধু তার মনিবের অনুগত, তখন নিজের ওপরেই রাগ হলো আমার। মনে কোন কষ্ট রেখ না, বাছা।'
প্রসারিত হাতখানা, দায়সারাভাবে, ঝাঁকাল ল্যারি, এবং ফোরম্যান তাতেই আহ্লাদে আটখানা হলো। 'ঠিক আছে। আমি তবে যাই এখন–বদমাশগুলোকে ওদের কাজ বুঝিয়ে দিই গিয়ে।'
'আচ্ছা, তাহলে এই ব্যাপার?' মৃদু গলায় বলল রোজি। 'তুমি আমার সম্মান বাঁচাতে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলে। এরপরও কি তুমি বলবে লোক চিনতে ভুল হয়েছে আমার?'
'বলব। ম্যাকেঞ্জি ক্ষমা চাইল তার কারণ নিজের ক্রটিটা ও বুঝতে পেরেছে,' কাউবয় অনমনীয়।
রোজি হাসল। 'শুনেছি আমার দাদু দারুণ জেদী মানুষ ছিলেন। আমি তাঁরই নাতনি। ম্যাকেঞ্জি যদি সৎ না হয়ে থাকে–তোমাকে আমার আরো বেশি করে প্রয়োজন হবে, ল্যারি।'

## বার

সেই সন্ধ্যায় সাবাডিয়া আর ল্যারি উভয়ই র‍্যাঞ্চ-হাউসে আহার করল। সকালের তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, যথেষ্ট হর্ষোৎফুল্ল দেখাচ্ছিল স্বর্ণকেশিনীকে, আর ওর স্বামী, সচরাচর ওর উপস্থিতিতে যেমন থাকে তার তুলনায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল।
'তুমি তাহলে তোমার ফোরম্যান পেয়েছ?' মন্তব্য করল নিক।
'হ্যাঁ,' রোজির জবাব। 'মনে হলো বেশ–যোগ্যই।'

'এখন নিশ্চয় স্বীকার করবে, দোআঁশলার ব্যাপারে কর্টেযের অনুমান ঠিক?' ড্রেইট দেখল রোজি একবার আড়চোখে তিরস্কার করল ল্যারিকে। 'না, ও বলেনি। লিণ্ডির কাছে শুনেছি, আর ও মিল্টনের কাছ থেকে, বোধহয়। কথাটা সত্যি?'

'হ্যাঁ, সিনর কর্টেয–'

'এভাবে বললে কিন্তু নিজেকে আমার পর-পর মনে হয়,' অভিযোগ করল সাব্যাডিয়া।

'বেশ, শুধু কর্টেযই, আজ থেকে,' রোজি হাসল ফিক করে। 'হ্যাঁ, ঠিক। আর ল্যারি–দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছে।'

নিকের রুক্ষ চেহারা কোমল হলো কিছুটা। 'তোমরা দুজন যেভাবে আমার ঋণের বোঝা বাড়াচ্ছ, কোনদিন বোধহয় শোধ করতে পারব না,' সংক্ষেপে বলল ও।

'ধেৎ,' প্রতিবাদ করল সাবাডিয়া, কাঁচুমাচু হয়ে গেছে বন্ধু-যুগলের মুখ, যেন কোন অন্যায় করে হাতেনাতে ধরা পড়েছে।

ওদের মনোভাব আঁচ করে, অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল নিক। 'তোমার গরুবাছুর সব এক জায়গায় জড় করে ফেল,' পরামর্শ দিল ও। 'তারপর যাদের গায়ে মার্কা নেই তাদের মার্কা লাগিয়ে গুনে রাখবে। আমার ধারণা গিলম্যান এসবের তোয়াক্কা করত না।'

ক্রমশ আরো নানান প্রসঙ্গ স্থান পেল ওদের আলোচনায়। একসময় রোজি জানাল বাসার জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে সকালে লিণ্ডিকে নিয়ে ও শহরে যাচ্ছে। কথাটা বলার সময়ে, মেয়েদের যা হয়, আসন্ন কেনাকাটার আনন্দে ওর চোখমুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ওর সঙ্গীদের অনেক বড় বড় শহর দেখা আছে, বুঝতে পারল নিরাশ হতে যাচ্ছে ও।

'বিরাট কিছু আশা কর না,' আগেভাগে জানিয়ে দিল ড্রেইট। 'মিডওয়ে ছোট শহর, দোকানপাট বিশেষ নেই–মদের ছাড়া।'

'আর ঠিক ওই জিনিসটাই আমার তালিকায় নেই,' পরিহাসতরল গলায় বলল স্বর্ণকেশিনী, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'সেরা দোকান কোন্‌টা?'

'সেরা বলে কিছু নেই, তবে ববের কাছে ন্যায্য মূল্যে পাবে,' বলল ড্রেইট। 'ওখানে আমার অল্প যেকজন বন্ধু আছে ও তাদের একজন।'

স্বামীর উদ্দেশে মিষ্টি করে হাসল রোজি। এখন আর আড্ডায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছিল না নিক, চুপ করে কথাবার্তা শুনছিল অন্যদের, যদিও ওর দৃষ্টি সারাক্ষণ স্বর্ণকেশিনীর কাছেপিঠে থাকছিল। সত্যি বলতে কি, ড্রেইট বিশ্বাস করার প্রয়াস পাচ্ছিল এই মেয়েকে ও বিয়ে করেছে। ওর একহারা বৈশিষ্ট্যটি এখনো আছে, কিন্তু দেহের চড়াই-উতরাই আর বাঁকগুলো হয়ে উঠেছে আরো ভরাট এবং লোভনীয়; রোদে-পোড়া তামাটে কপোলে রক্তিম ছোঁয়া লেগেছে, কণ্ঠে যে-তিক্ততার সুর শুনতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল সে তা

আর নেই–এখন নিচু, মদির। সহসা ড্রেইটের বুকের ভেতর ঘাই মারল একটা কিছু, উপলব্ধি করল রোজির মাঝে পাগলকরা সৌন্দর্য রয়েছে।

বাংকহাউসে ফেরার পথে এস পি-র ঘটনাবলী সম্পর্কে সব জানতে পেল সাবাডিয়া। 'তোমার কপাল ভাল, বেঁচে গেছ,' মন্তব্য করল ও। 'জান না, দোআঁশলারা সবসময় ঘাড়ের পেছনে নয়তো বগলতলায় ছুরি লুকিয়ে রাখে?'

'আমি পিস্তলের দিকে নজর রেখেছিলাম–তবে ওর হাত ভাঁজ করা দেখেই বোঝা উচিত ছিল,' অপরাধীর সুরে বলল কাউবয়।

'তোমার ভীষণ ঝগড়ার স্বভাব,' তিরস্কার করল কর্টেয। 'ভবিষ্যতে জিভে লাগাম দিয়ে রেখ, সবসময়ই যে ভাগ্য সহায় হবে তার কোন মানে নেই।'

ওদিকে র‍্যাঞ্চ-হাউসে, কাপড় ছাড়তে ছাড়তে নিজেকে তখন বোঝাচ্ছে নিক। 'বেচারি। মেয়েরা যেসব জিনিস পছন্দ করে কখনো সেগুলো কেনার সামর্থ্য হয়নি ওর। তবে, কোন একদিন হয়তো–কিন্তু ও যে আমাকে ঘৃণা করে।' তবু, বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়ে একটা মাত্র ভাবনাই আচ্ছন্ন করে রইল ওকে: 'হয়তো কোনও একদিন।'

র‍্যাঞ্চ-হাউসের বারান্দায় অপেক্ষা করছিল রোজি আর নিগ্রো হাউসকিপার। তুফান বেগে বাকবোর্ড চালিয়ে ওদের সামনে এসে চকিতে থমকে দাঁড়াল ল্যারি।

'বাবা, ল্যারি, সাবধানে চালিয়ো একটু,' মিনতি করল লিণ্ডি। 'আমাদের কোন তাড়া নেই–প্রচুর সময় আছে। মা মেরির সাথে যদি দেখা করতেই হয়, অক্ষত অবস্থায় যেতে চাই আমি।'

'আমিও,' টোল পড়ল রোজির গালে।

'আজ পর্যন্ত আমার কোন সওয়ারি নালিশ করেনি,' বড়াই করল ল্যারি।

প্রশস্ত হাসিতে নিগ্রো রমণীর মুখ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। 'নির্ঘাত প্রত্যেকবারই মড়া বয়েছ,' বলল সে।

বারান্দা থেকে একটা চাপা হাসির আওয়াজ ভেসে এল। 'খামোকা ওই মহিলার সাথে তর্ক কর না, বাছা,' ড্রেইট বলল। 'সুবিধে হবে না।' বাকবোর্ড তীরবেগে উঠন ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে বাতাসে টুপি নাড়াল ও।

পথে ল্যারি অস্বাভাবিকরকমের নীরব থাকায়, ওদের আলাপ জমল না।

ব্যাংকের বাইরে সবে থেমেছে ওরা এই সময় হঠাৎ ওর পাশেই একজন ঘোড়সওয়ারের উপস্থিতি টের পেল রোজি, তারপর একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, 'কী সৌভাগ্য!' চোখ তুলতে বিগ সি মালিকের হাস্যোজ্জ্বল মুখ নজরে পড়ল ওর। 'এস পি-তে গিয়ে শুনলাম তুমি আজ আসছ না। দেখলাম, ম্যাকেঞ্জিকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছ।'

'হ্যাঁ, ওকে মিলিয়ে দেয়ার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ,' জবাব দিল রোজি। 'বেশ যোগ্য মনে হলো।' ড্রেইটকেও ঠিক এ-কথাটাই বলেছিল সে, স্মরণ

হলো ওর।

'যদি না পোষায়, ছাড়িয়ে দিয়ো–দ্বিধা করবে না,' আন্তরিক সুরে বলল কুলিন। 'আমি চাকরি খুঁজে দিয়েছি, কিন্তু সেটা বজায় রাখার দায়িত্ব ওর।' দোআঁশলার সাথে গতকালের অপ্রীতিকর ঘটনা সম্পর্কে কোনরকম মন্তব্য করল না গরু ব্যবসায়ী, কিন্তু রোজি দেখল ল্যারিকে সে কৌতূহলী চোখে মাপছে। তারপর ব্যাংকের দিকে সরে গেল কুলিনের দৃষ্টি, হাসল প্রাণখুলে। 'হুম্, বুঝতে পারছি, টাকা ওড়াতে এসেছ।'

'ঠিক,' বলল রোজি। 'তবে তার আগে জানতে হবে কতটা ওড়ানর সামর্থ্য আছে; আমার কেনাকাটার ফর্দটা এমনিতেই বেশ লম্বা।'

'নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া বেশিকিছু পাওয়ার আশা কর না,' কুলিন বলল। 'মিডওয়ে সভ্যজগৎ থেকে বহুদূরে, তাছাড়া ফ্রেইটিং ব্যবসাটা ব্যয়বহুল। তা, এস পি-তে তুমি যে-স্বর্গ গড়ে তুলছ সেটা দেখার সৌভাগ্য আমার কবে হচ্ছে?'

গরু ব্যবসায়ীর নির্লজ্জ আগ্রহ লক্ষ্য করে বিস্ময় বোধ করল রোজি। জবাব দিল, 'চট করে তো কিছু হবে না।'

'অর্থাৎ ধৈর্য ধরতে হবে, যেটা আবার আমার স্বভাব না,' বলল কুলিন, নিচু ইঙ্গিতপূর্ণ সুরে। 'যাক, আর দেরি করাব না। তোমার কেনাকাটা শুভ হোক।'

বিদায় নিয়ে শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে ধীর কদমে চলে গেল কুলিন। পেছন থেকে অস্বস্তিভরে ওর পানে চেয়ে থাকে রোজি। কেন-যেন ওর মনে হয় ওদের মধ্যে দেখা না হলেই ভাল হত।

শেরিফের বাসভবনের উলটো দিকে পৌঁছে কুলিন খেয়াল করল হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে অফিসার। রাস্তা পেরিয়ে ওখানে গেল সে, ঘোড়া থেকে নেমে ভেতরে ঢুকল। 'কী?' জিজ্ঞেস করল বিগ সি মালিক।

'ওই হতভাগা নেস্টরকে একটা উচিতশিক্ষা দেয়ার মওকা পেয়েছি,' ক্যামর্ট বলল।

নিদারুণ অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বেঁকে গেল র‍্যাঞ্চারের ঠোঁট দুটো। 'আমার ধারণা ছিল ও তোমাকে যে-গোবর গিলিয়েছে তা হজম করতেই তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে।'

'ওকে কবরে না শুইয়ে আমার ক্লান্তি নেই,' বিদ্বেষপূর্ণ জবাব এল। 'শোন, ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, গ্রেগ–'

'আমি তোমাকে আমার ডাকনাম ব্যবহারের অনুমতি দিলাম কবে?'

ঢোক গিলল শেরিফ। 'না, ভাবলাম আমরা যখন বন্ধু…'

'ওসব ভাবনা ভুলে যাও। তুমি আমার চাকর, বুঝেছ? এবার বল, কী বলছিলে।'

'গতকাল এস পি-তে একটা গোলমাল হয়েছে,' ব্যাজার মুখে খেই ধরল ক্যামর্ট। 'ড্রেইটের এক লোক গুলি করেছে টমিনিকে, অথচ ও তখন পিস্তলের দিকে হাতও বাড়ায়নি। টমিনি কসম কেটে বলছে ওকে খুন করার জন্যেই পাঠান হয়েছিল লোকটাকে। সুতরাং, ওই মেয়ে আর পিস্তলবাজের বিরুদ্ধে আমরা সহজেই খুনের অভিযোগ আনতে পারি।'

ক্রোধ সংবরণ করতে দুহাতের মুঠি চাপল কুলিন। 'কান খুলে আমার কথা শোন, গর্দভ,' ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল সে। 'ওই দোআঁশলাটা ওর মনিব, মানে ওই মহিলার নামে কলঙ্ক রটাচ্ছিল। ড্রেইটের লোক প্রতিবাদ করায়, ছুরি মারতে গিয়ে গুলি খেয়েছে। একটাই ভুল করেছে ছোকরা—ওকে নিকেশ করে দেয়নি। এরপরেও যদি তোমার ইচ্ছে হয়, সাজাতে পার মামলা, কিন্তু আমিও তেমনি পাঁচজন সাক্ষী হাজির করব।'

থ হয়ে গেল শেরিফ; এরকম সক্রিয় বিরোধিতা সে মোটেও আশা করেনি। রাগে দুঃখে অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ক্যামর্ট। 'ঠিক আছে, তুমি যদি চাও আমি ড্রেইটকে না ঘাঁটাই, আমার কী, ঘাঁটাব না।'

চোয়াল চেপে সামনে ঝুঁকল র‍্যাঞ্চার। 'নেস্টরকে কিছু করতে পারলে কর, আমার তাতে উপকার হবে; কিন্তু মিস ডারেল বা এস পি-র বিরুদ্ধে যদি একটা আঙুলও তুলেছ—চাবকে তোমার পিঠের চামড়া তুলে নেব আমি।'

শেরিফকে মানসিক বিপর্যয়ের ঘূর্ণাবর্তে ডুবিয়ে, গটগট করে বেরিয়ে গেল গরু ব্যবসায়ী। অনেকক্ষণ পর একটা সন্তোষজনক সমাধানে উপনীত হতে সমর্থ হলো ক্যামর্ট: শুধু র‍্যাঞ্চ নয়, কুলিন মেয়েটাকেও কুক্ষিগত করতে চায়। শিস বাজাতে বাজাতে, তামাক আর কাগজ বের করল ও, সিগারেট বানানর প্রয়াস পেল। ওর কম্পমান আঙুলের খোঁচায় কাগজ ছিঁড়ে তামাক ছড়িয়ে পড়ল। বিরক্ত হয়ে ওগুলো একপাশে নিক্ষেপ করল শেরিফ, উঠে দাঁড়াল।

'যাই, তার চেয়ে বরং জাজকে সাবধান করে আসিগে,' সিদ্ধান্তে পৌঁছাল সে।

একটা চেয়ারে কাত হয়ে কর্কশ শব্দে নাক ডাকছিলেন ফাওলার; যথারীতি, সারা রাত জেগে আজো ভোরে বিছানায় গিয়েছিলেন তিনি, ফলে তন্দ্রায় ব্যাঘাত ঘটায় রুষ্ট হলেন।

'অ, তুমি?' ঘেউ ঘেউ করলেন বিচারক। 'তা, দুঃসংবাদটা কী?'

'কুলিন উন্মাদ হয়ে গেছে,' অতিথি বলল।

'কী ব্যাপারে?'

'আমি ঠিক ওই অর্থে বলিনি—আসলেই পাগল হয়ে গেছে।'

'ওটা কোন নতুন খবর না,' বিরক্ত হলেন আইনজ্ঞ। 'আমরা সব্বাই তাই—এই নরকে থাকতে হলে তা না হয়ে উপায় নেই। যাইহোক, তোমার রাগের কারণ আমি ধরে নিচ্ছি, নিশ্চয় গাধার মত কোনকিছু বলতে গিয়ে ওর গালমন্দ খেয়েছ।'

আঁতে ঘা লাগায় তেলেবগুনে জ্বলে উঠল শেরিফ। 'ওর লাফালাফি আমার আর সহ্য হচ্ছে না।'

'সেটা বলেছ ওকে?' মোলায়েম কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন জাজ।

'না, তবে ইচ্ছে আছে–'

'বড়াই কর না, ক্যামর্ট; আরে না, ঠাট্টা করছিলাম; কিন্তু একটিবার ভেবে দেখেছ, এর ফলে তোমার অবস্থা কী দাঁড়াবে–শেরিফের পদটা তো আর আজীবনের জন্যে দান করা হয়নি তোমাকে–অন্তত, আমরা সকলেই তাই আশা করি।'

কথাটার দুরকম অর্থ হয়, একটা অপয়া এবং অন্যটা অপ্রিয়। বলা বাহুল্য, এর কোনটাই শেরিফের নিরুদ্বেগ মনের কাছে গ্রহণযোগ্য হলো না। তবে ওকে কিছু চিন্তাভাবনার খোরাক জোগাল। যা ভেবেছিল সে বুড়ো মদ্যপটা সম্ভবত ততখানি নির্বোধ নয়।

'এস পি-র সমর্থন হারিয়েছ তুমি, ভাস্কো তার মনোভাব পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, চ্যাপম্যান তোমার ওপর খুশি না,' বলে চললেন জাজ। 'এখন যদি কুলিনের সাথে গোলমাল বাধাও, মধু খেতে হাত বাড়াবে কোথায় শুনি? শহরবাসীদের মধ্যে তোমার জনপ্রিয়তা কি বাড়ছে?'

'আপনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে, আমার বিশ্বাস,' বিচারকের চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, ঔদ্ধত্যের সুরে জবাব দিল শেরিফ।

'তারমানে ভাটির দিকে,' শান্ত গলায় প্রত্যুত্তর দিলেন পাওলার। 'কিন্তু আমার পদটা অন্যরকম, থাকা না থাকা জনপ্রিয়তার ওপর নির্ভর করে না।'

'কিন্তু গভর্নর যদি জানতে পারেন–'

'যদি,' জাজ হাসলেন। 'অসাধারণ একটা শব্দ, ক্যামর্ট; কত কিছুই না বোঝায়। যদি, ধর, এই শহরবাসীরা জানতে পায় গিলম্যানকে পালানর ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে কুলিন আর চ্যাপম্যান তোমাকে কত ঘুষ...'

চমকে উঠল শেরিফ। 'ওটা তো...'

'গোপন ব্যাপার, অবশ্যই,' ইতি টানলেন বিচারক, তারপর তীক্ষ্ণ সুরে যোগ করলেন, 'ঢের কূটতর্ক হয়েছে। আমি তোমার নিরেট মগজে যে-কথাটা ঢোকাতে চাইছি তা হলো, তুমি যদি বিগ সি-কে চটাও তোমার কেরিয়ার খতম হয়ে যাবে। অন্যদিকে, ড্রেইটকে হটিয়ে কুলিন যদি এস পি-র ঘাড়ে সওয়ার হতে পারে–ওর কথায় সবাই ওঠবস করবে। সুতরাং, তুমি যদি ওকে সাহায্য কর, ক্যামর্ট...' উঠে হাত বাড়িয়ে নিজের টুপি তুলে নিলেন জাজ। 'শুকন মুখে এত বকবক করা যায় না। চল, তুমি গলা ভেজানর ব্যবস্থা করবে–আমার কাছে পরামর্শ পাওয়ার ফী।'

সেদিন সন্ধ্যায়, নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শহরবাসী বা ডেপুটিদের কারোকে কিছু না জানিয়ে মিডওয়ে ত্যাগ করল শেরিফ। বলতে কি, অন্ধকার হওয়ার

আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও যাতে সবার অলক্ষ্যে সরে পড়তে পারে, তারপর রাইডআউটের পথ ধরল। মাইল দুই যাওয়ার পর ঘুরে সরু মেঠোপথে নেমে গেল ও, ঝোপঝাড় ঠেলে জরাজীর্ণ একটা লগ কেবিনের সামনে এসে উপস্থিত হলো। চারিদিক আগাছায় ভরা, মানুষ বসবাসের অযোগ্য; তবু, আশ্চর্যের ব্যাপার, কেবিনের একমাত্র ভাঙা জানালা গলে মৃদু আলো আসছিল বাইরে। ক্যামর্ট জানে রহস্যময় এক পুরুষ কোন একসময় বাস করত ওখানে, মারাও গেছে ওই ঘরে, এবং সেই থেকে ভুতুড়ে বলে জায়গাটার বদনাম আছে। কিন্তু শেরিফ কুসংস্কারে বিশ্বাসী নয়; একটা গাছের সাথে ঘোড়া বাঁধল সে, নক করে ভেতরে ঢুকল। তাস খেলছিল তিনজন লোক, শেরিফকে চিনতে পেরে চকিতে নিজেদের পিস্তলগুলো খাপে ফেরত পাঠাল তারা।

'হ্যালো, স্টিংকার, আমরা বুঝতে পারিনি তুমি এসেছ,' গিলম্যান ব্যাখ্যা করল। ওর দুই সাথী, টনি ল্যামণ্ড আর টমিনি, সায় জানাল মাথা ঝাঁকিয়ে।

'কেন, আর কারোকে আশা করেছিলে?' ক্যামর্ট সন্দিগ্ধ।

'না, তবে কোনরকম ঝুঁকি নিচ্ছি না।'

'শুনে দুঃখ পেলাম; আমি তাহলে খামোকা এসেছি।'

'ভণ্ডামি রেখে তোমার আসল মতলবটা বলে ফেল।'

'ভাবলাম তোমরা হয়তো লোকসান পুষিয়ে নিতে চাইবে, কিন্তু তোমাদের যদি ইচ্ছে না থাকে...'

তাস ফেটতে ফেটতে গাল বকল টমিনি।

'আমার ধারণা, তোমরা কেউই নিক ড্রেইটকে পছন্দ কর না,' বলে চুপ করল শেরিফ, তারপর ওদের অশ্রাব্য খিস্তি যখন স্তিমিত হলো তখন যোগ করল, 'ঠিকই আন্দাজ করেছি তবে। অবশ্য এই দলে আরো অনেকে আছে, গ্রেগ কুলিন তাদের একজন। ও কী চায়, তোমরা কেউ কিছু জান?'

জানত না ওরা। শেরিফ বলল, হুবহু জাজের কথাগুলোই। সাগ্রহে শুনল দুর্বৃত্তরা, তবে বিনা মন্তব্যে; কেবল বিগ সি মালিকের মূল উদ্দেশ্যটি যখন জানান হলো, টরির সংকুচিত চোখজোড়া শ্বাপদের মত জ্বলে উঠল ক্ষণিকের জন্যে।

'আমাদের কী লাভ হবে এতে?' জানতে চাইল গিলম্যান।

'অনেককিছু,' দৃঢ় কণ্ঠে জবাব এল। 'গ্রেগ ছিঁচকে চোর নয়, ওকে যে সাহায্য করবে আখেরে তার নিজেরই লাভ হবে। তো প্রথম কাজটা হচ্ছে—নেস্টরকে হটান।'

'আদালতে ওকে সমর্থ করেছিল কুলিন,' গিলম্যান স্মরণ করিয়ে দিল।

'আলবত, কুলিন গভীর পানির মাছ; আমি যদি ড্রেইট হতাম, ওই এক চালেই দিশেহারা হয়ে পড়তাম,' ব্যাখ্যা করল ক্যামর্ট। 'আমি তোমাদের যা বলছি শোন, শ্যাডো ভ্যালিতে কোন মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটলে বিগ সি-র জন্যে সেটা সুখবর হবে।'

'কিন্তু তোমার মুখের কথায় বিশ্বাস কী?' ল্যামও অজুহাত দেখাল। 'ধর, আমরা করলাম কাজটা, তারপর কী দেখলাম, না, মোম-মাখান দড়িতে লটকে গেছি।'

'তোমাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আমার কিছু যায় আসে না,' স্টিংকার বিরক্ত। 'কী ভেবেছ তোমরা, আমি লিখিত প্রতিশ্রুতি দেব? কাজ সারতে পারলে, মাথা পিছু দুশ ডলার পাবে।'

'আমার সমস্যাটার কী হলো, মিস্টার ক্যামর্ট?' জানতে চাইল দোআঁশলা।

'লাভ নেই, টমিনি। কমপক্ষে পাঁচজন সাক্ষী দেবে, দোষ তোমার। একজন ভদ্রমহিলার নামে কুৎসা রটিয়েছ তুমি, তারপর ছুরি মারার পাঁয়তারা করেছ। শ্বেতাঙ্গদের কোন আদালতে তুমি রেহাই পাবে না—ওরা লিঞ্চ করবে তোমাকে।'

'ঠিক আছে, আমি নিজেই বদলা নেব।'

'তার সুযোগ তো দেয়াই হচ্ছে: তোমাকে যে-ছোকরা গুলি করেছে তাকে ড্রেইট পাঠিয়েছিল—সম্ভবত ওই মতলবেই। তোমার হাতের অবস্থা কেমন?'

'ভাল,' জবাব দিল টমিনি। 'হাড়-টাড় ভাঙেনি। হপ্তাখানেকের মধ্যেই আবার পিস্তল ধরতে পারব।'

'ম্যাকেঞ্জি লোকটা কে?' গিলম্যান প্রশ্ন করল।

'জানি না। গ্রেগ জোগাড় করে দিয়েছে, ওর দাবার চাল হিসেবে, আমার ধারণা।'

'হাহ্!' সাবেক এস পি ফোরম্যান ভেংচি কাটল। 'অন্যরাও দাবা খেলতে জানে।'

'ঠিক, তবে কিনা ও জেতে, অন্যরা পারে না,' চোখা জবাব দিল ক্যামর্ট। 'যাইহোক, ভাইসব, চিন্তাভাবনা করে দেখ তোমরা কী করবে।'

## তের

হপ্তাখানেক বাদে এক বিকেলে, ভাস্কোর বাথানে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব দিল সাবাডিয়া; সেই যে আদালতে দেখা হয়েছিল, তারপর থেকে আর সাক্ষাৎ হয়নি ওদের। নিক সানন্দে রাজি হল এতে, এবং বেরিয়ে পড়ল ওরা, টের পেল না কয়েক জোড়া শিকারী চোখ ওদের লক্ষ্য করছে। ডবল ভি র‍্যাঞ্চের মালিক এবং তার টেক্সান ফোরম্যান আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাল অতিথিদের।

'আমি কোন সাহায্য করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল ভাস্কো।

'মনে হয়,' ড্রেইট জবাব দিল। 'তুমি যদি খোলামনে বল, শ্যাডো

ভ্যালিতে বাইরের কেউ আসায় তোমার কেমন লাগছে আমি খুশি হব।'

'ভীষণ গরম পড়েছে,' র‍্যাঞ্চার বলল। 'চল, আগে একটু সেচের ব্যবস্থা করি।'

বৈঠকখানার শীতল পরিবেশে বসে গলা ভেজাল ওরা, সিগারেট বানিয়ে ধরাল। তারপর আবার কথাবার্তা শুরু করল ভাস্কো:

'সুন্দর প্রশ্ন করেছ। রলিং আসলেই নেস্টর ছিল, গরু ব্যবসা তেমন বুঝত না, নিজের গরুবাছুরও ছিল না বিশেষ। স্বাভাবিকভাবেই আমরা ধরে নিয়েছিলাম, আমাদের গোয়ালে হানা দেবে ও, আর তাই আমিও অন্যান্য র‍্যাঞ্চারের সাথে হাত মিলিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম জায়গাটা ওর কাছ থেকে কিনে নেয়া হোক, আমরা সবাই টাকা দেব এবং ওই উপত্যকায় আমাদের যৌথ মালিকানা থাকবে। কিন্তু প্রস্তাবটা ধোপে টেকেনি, আর রলিংও রাজি হয়নি বেচতে। ফলে ওরা অন্য রাস্তা দেখেছে, যেমনটা এখন ঘটছে তোমার বেলায়। তবে বুকে হাত রেখে একটা কথা বলতে পারি, খুনের ব্যাপারে আমি আগেভাগে কিছু জানতাম না।'

'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি,' শান্ত কণ্ঠে বলল নিক।

একথায় নির্ভার দেখাল ভাস্কোকে। 'তুমি রলিংয়ের মত নও,' বলে চলল সে। 'তুমি যদি উপত্যকায় এবং বাইরে গরু পালতে চাও, প্রচুর জায়গা পড়ে আছে, আমি আপত্তি করার কোন কারণ দেখছি না। তোমার কিছু কিছু গরুবাছুর আমার আর বিগ সি-র জানোয়ারগুলোর সাথে মিশে যাবে, কিন্তু তারমানে এই না, আমাদের মধ্যে প্রতিবেশীসুলভ সদ্ভাব থাকবে না।'

'এ-ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত,' বলে র‍্যাঞ্চারের সাথে করমর্দন করল ড্রেইট। তারপর আবার যখন মুখ খুলল ও, কণ্ঠস্বর বদলে গেছে। 'তবে চ্যাপম্যান আর কুলিনের ক্ষেত্রে কিন্তু তা খাটবে না।'

'চ্যাপম্যান তো একটা রাসলার,' কঠিন সুরে বলে সাবাডিয়ার দিকে ঘাড় ফেরাল ভাস্কো। 'হ্যাঁ, তোমার কথামত আমরা ওই ডবল এক্স গরুগুলোর হদিস পেয়েছি। কিন্তু আমি ওকে হাতেনাতে ধরতে চাই।'

'এতে ফালতু ঝামেলা এড়ান যাবে,' সাবাডিয়া সমর্থন করল।

'ঠিক,' জবাব দিল ভাস্কো। 'আর গ্রেগের কথা বলছ, ও বড়রকমের কোন দাঁও মারার তালে আছে, কিন্তু ওর কাজকর্ম আমার পছন্দ না, এবং আমি সেটা সাফ-সাফ জানিয়েও দিয়েছি।'

'এখন অবশ্য ভাল ব্যবহার করছে,' নিক হাসল মুখ টিপে। 'শ্যাডো ভ্যালি কিনতে চাইছে—আমার শর্তে।'

শিস বাজাল ভাস্কো। 'আচ্ছা! খুব সাবধান, আর মনে রেখ ডবল ভি-তে তোমার বন্ধুর অভাব হবে না।'

'এরপর আর তোমার সঙ্গে কোলাকুলি না করে পারছি না,' আন্তরিক সুরে বলল নিক। 'তোমার বিপদ হলেও জানিয়ো।'

ফিরতি পথে ড্রেইটের সদা-বিষণ্ণ চেহারা প্রসন্ন হয়ে উঠল। 'চোরাই গরুবাছুরগুলোর খবর ভাস্কোকে জানিয়ে আমার বিরাট উপকার করেছ তুমি,' বন্ধুকে বলল ও। 'আগে আমি একা পাঁচজনের বিরুদ্ধে লড়ছিলাম, আর এখন সেটা তিন-দুইয়ে ঠেকেছে—এস পি-কে বাদ দিলে।'

'একটা কথা ভুলে যেয়ো না, গিলম্যান পালিয়েছে, এবং ল্যামণ্ড এখনো যায়নি।'

'ঠিক, তবে ওরা একা কিছু করার সাহস পাবে না।'

সবে কথা শেষ করেছে ড্রেইট, হঠাৎ শ-খানেক গজ দূরবর্তী একটা ঝোপের ভেতর একঝলক আগুন দেখা গেল, হ্যাঁচকা টান পড়ল ওর টুপিতে। পরমুহূর্তে গুলির শব্দ শুনতে পেল ওরা।

'জলদি,' চেঁচিয়ে বলল সাবাডিয়া, চকিতে ঘোড়া ঘুরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল সবচেয়ে কাছের ঢাল বরাবর, চড়াই পেরিয়ে অদৃশ্য হলো গাছপালার আড়ালে। ড্রেইট পিছু নিল, তবে তার আগেই ওর মাথার ওপর দিয়ে ক্রুদ্ধ গুঞ্জন তুলে উড়ে গেল আর একটা বুলেট।

'ওই গুলিটা এসেছে আরো পঞ্চাশ কদম সামনে থেকে,' পাঞ্চার বলল। 'মনে হয় দুজন; ঝটপট ঘোড়াগুলো লুকিয়ে ফেলতে হবে আগে।'

পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে-থাকা একটা পাথরচাঁইয়ের পেছনে ঘোড়া দুটো বাঁধল ওরা, রাইফেলহাতে হামাগুড়ি দিয়ে এমন এক জায়গায় এসে অবস্থান নিল যেখান থেকে ঢালের নিচটা স্পষ্ট চোখে পড়ে। ধোঁয়ার ক্ষীণ একটা রেখা তখনো ঝুলছে স্থির বাতাসে, দেখিয়ে দিচ্ছে কোত্থেকে ছোঁড়া হয়েছিল দ্বিতীয় গুলিটা। নিক ওর টুপিটা নেড়েচেড়ে দেখল।

'জিনিসটা ভাল ছিল,' সখেদে বলল ও।

'এখনো আছে—দুটো ফুটোয় কী এমন এল গেল, বরং আগের চেয়ে বেশি হাওয়া খেলবে,' সান্ত্বনা দিল ওর বন্ধু।

কাঁধে রাইফেলের কুঁদো ঠেকিয়ে, মাটি কামড়ে পড়ে রইল ওরা, দৃষ্টি সজাগ; কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটল না।

'পালিয়েছে?' নিক প্রশ্ন করল।

'আমাদের নড়াচড়ার অপেক্ষায় আছে,' বলল পাঞ্চার। 'ওদেরকে আমরা নিশানা করার মত একটা টোপ দেব। যদি গেলে, দুবার গুলি করবে, ধোঁয়ার ডাইনে এবং বাঁয়ে; লোকটা যদি বাউলি কাটার চেষ্টা করে, এভাবে হয়তো তুমি ঘায়েল করতে পারবে ওকে।'

একটা নুড়িপাথর কুড়িয়ে নিল ও, ডান দিকে প্রায় ছগজ দূরের একটা ঝোপের ভেতর উঁচু করে ছুঁড়ে মারল। সঙ্গে সঙ্গে, ঢালের ওপাশ থেকে তিনটে রাইফেল গর্জে উঠল, বুলেটবৃষ্টির আঘাতে স্ক্রাব ওকের ঝোপটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। পালটা জবাব দিল কর্টেয আর ড্রেইট, মাটির সাথে বুক মিশিয়ে। আরো একঝাঁক গুলি ছুটে এল, এবার ওদের মাথার ফুটখানেক ওপর দিয়ে উড়ে

গিয়ে গাছের ডাল-পালা ঝরাল। সাবাডিয়া লক্ষ্য করল, অজ্ঞাতনামা আততায়ীদের মধ্যে এখন মাত্র দুজন সক্রিয়।

'তৃতীয়জন মনে হয় দেরিতে যোগ দিয়েছে,' মন্তব্য করল ও।

'তাই, এবং একজন সম্ভবত আগেভাগে কেটে পড়েছে,' জবাব দিল ড্রেইট।

অনড় হয়ে পড়ে থাকল ওরা, চোখ সতর্ক, কিন্তু চারিদিকে অটুট স্তব্ধতা। তারপর একটা পেঁচার ডাক ভেসে এল এবং, প্রায় সাথে সাথে, আরেকটা।

সাবাডিয়া হাসল। 'সংকেত দিচ্ছে, মোটে একটা জবাব পেয়ে বেচারা নির্ঘাত চিন্তায় পড়বে।'

'ঠিক বলেছ, কর্টেয। ওই দেখ, তদন্ত করতে যাচ্ছে ব্যাটা।'

সবচেয়ে দূরের গুপ্তঘাতক যেখান থেকে গুলি ছুঁড়ছিল সেখানে ডাল নড়ে উঠল একটা, তারপর সামান্য বাঁয়ে ঘাস ঝোপ এলোমেলো হয়ে গেল। যেহেতু একফোঁটা বাতাস নেই, এর অর্থ কেউ অথবা কোনকিছু চলাফেরা করছে। দুনম্বর বন্দুকবাজ ঢালের যে-অংশে লুকিয়ে আছে, ওই সন্দেহজনক চিহ্ন অনুসরণ করে দুই বন্ধুর চোখ সেখানে গিয়ে হাজির হলো। তারপর বিকট শব্দে গর্জে উঠল ড্রেইটের রাইফেল, দুবার। নড়াচড়া এবার আরো তীব্র হয়ে উঠেছে, ঢালের মাথায় যেখানে ঘন আড়াল আছে উঠে যাচ্ছে সেদিকে। পলায়নপর দুটো মনুষ্যমূর্তিকে আবছায়া দেখতে পেয়ে অবিরাম গুলি ছুঁড়তে লাগল গরু ব্যবসায়ী। অশ্রাব্য একটা খিস্তি শুনতে পেল ওরা, তারপর আবার নীরবতা নেমে এল।

'কী মনে হয়, লাগাতে পেরেছ?' নিক জিজ্ঞেস করল।

'বলা যাচ্ছে না,' সাবাডিয়া জবাব দিল। 'এখন বোধহয় একটুক্ষণ চুপ করে থাকাই ভাল, ওটা কোন কৌশলও হতে পারে, বুঝতে চাইছে আমরা কোথায় আছি।'

সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। হঠাৎ, ঢালের শেষমাথায়, ঝোপের ভেতর থেকে জ্যা-মুক্ত তীরের মত ছিটকে বেরিয়ে এল দুজন অশ্বারোহী, উন্মত্ত ভঙ্গিতে স্পার দাবিয়ে মিডওয়ে অভিমুখে নিজেদের ঘোড়া ছোটাল। ওদের একজনের মাথায় ব্যাণ্ডেজ, স্যাডলে বসে সামনে-পিছনে দুলছে। নিক গাল বকল।

'আরে, ওটা টনি—ওই ঘোড়া আমার চেনা। আর ওর সঙ্গের লোকটা গিলম্যান। তৃতীয়জন কোথায়?'

'আমরা গিয়ে খুঁজে বের করব, তবে তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই মনে হয়,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল পাঞ্চার।

নিজেদের স্যাডলে চেপে ঢালের ওপাশে গেল ওরা, যা খুঁজছিল অল্পক্ষণের মধ্যেই পেয়ে গেল। সাবাডিয়ার অনুমান নির্ভুল: কোন প্রয়োজন ছিল না তাড়াহুড়োর। বুলেট-বিক্ষত একটা ঝোপের পেছনে উপুড় হয়ে পড়ে আছে

টমিনি, পাশেই ওর রাইফেল। দেখে মনে হয় মৃত, কিন্তু সাবাডিয়া যখন চিত করল শরীরটা, চোখ খুলে গেল, ফ্যাকাসে ঠোঁটজোড়া দুটো শব্দ গঠন করল। 'স্টিংকার—কুলিন।' তারপর একপাশে ঢলে পড়ল মাথা।

'হুম্, এতক্ষণে বুঝলাম,' ড্রেইট বলল।

'কিন্তু কাজ হবে না এতে। আমাদের মুখে একজন মৃত ব্যক্তির জবানবন্দীতে কিছুই প্রমাণ হবে না।'

'ঠিক। ভেবেছিলাম ওকে ফেলেই যাব এখানে, কিন্তু এখন আরেকটা ভাল বুদ্ধি এসেছে। ওর লাশটা আমরা শেরিফকে উপহার দেব।'

কাছেই গাছের ডালের সাথে বাঁধা ছিল মৃত ব্যক্তির ঘোড়া, আড়াআড়িভাবে লাশটা স্যাডলে চাপাল ওরা, দড়ি দিয়ে বাঁধল কষে। জামাকাপড়ের পকেট হাতড়ে অল্পকটা টাকা আর সিগারেটের মশলাপাতি ছাড়া অন্যকিছু মিলল না। রওনা হলো দুই বন্ধু, লাগামে ধরে লাশবহনকারী ঘোড়াটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

দীর্ঘ ক্লান্তিকর যাত্রাশেষে ওরা যখন শহরে পৌছাল, রাত্রি তার কম্বল মেলে ধরেছে। স্বভাবতই, ভয়ঙ্কর বোঝাটা কৌতূহলী করে তুলল লোকজনকে, ওদের অনুসরণ করে একদল জনতা শেরিফের অফিসে গেল। অফিস ঘরের জানালাটা আলোকিত, ফলে বাইরের অন্ধকার গাঢ়তর হয়েছে। পিস্তলের বাঁট দিয়ে খড়খড়িতে মৃদু টোকা দিল ড্রেইট, লাশ চাপান ঘোড়াটাকে বেশ অনেকটা সামনে রেখে নিজে পিছিয়ে এল। দরজা খুলল ক্যামর্ট, বাইরে একনজর তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠল সন্তোষের সুরে।

'শেষপর্যন্ত খতম করেছ তাহলে?' পরক্ষণে অশ্বারোহী দুজনকে দেখতে পেয়ে যোগ করল, 'টমিনি কোথায়?'

'ঠিক তোমার নাকের ডগায়,' কঠোর সুরে জবাব দিল ড্রেইট। 'কেন, কার লাশ দেখার আশা করছিলে তুমি?'

ইতিমধ্যে অন্ধকার সয়ে এসেছে অফিসারের চোখে, এবার সে দর্শকদের দেখতে পেল। দ্রুত চিন্তা করতে হবে তাকে, অথচ এই একটা কাজে সে মোটেই পটু নয়। যাইহোক, শেষমেশ সাহস ফিরে পেল ক্যামর্ট।

'আমি ভেবেছিলাম আমার ডেপুটিরা গিলম্যানকে ধরে এনেছে—ওর খোঁজে আজ সকাল থেকে ওরা বাইরে।'

বিদ্রূপের সুরে হেসে উঠল জনতার একজন। 'তোমার দুই ডেপুটি বিকেল থেকেই মার্কারের স্যালুনে, কথা বলার শক্তি নেই, মদে বেহুঁশ।'

ক্যামর্টের গায়ে গণ্ডারের চামড়া; ছোটখাট কটাক্ষ ওকে স্পর্শ করতে পারে না। শুরুটা শুভ হয়নি উপলব্ধি করে মনে মনে নিজেকে গাল দিল ও, তারপর হঠাৎ মনে পড়ল এখনো তার একটা কর্তব্যপালন বাকি রয়েছে।

'ব্যাপারটা কীভাবে ঘটল আমাকে জানতে হবে,' তর্জনীর ইশারায় লাশটা দেখিয়ে বলল ও।

'জানবে,' ওকে আশ্বস্ত করল ড্রেইট। 'টমিনি এবং আরো দুজন, কর্টেয আর আমাকে লিটল বেসিনে অ্যামবুশ করেছিল। ব্যর্থ হয়েছে ওরা, অল্পের জন্য, এবং আমরা পালটা জবাব দিয়েছি। টমিনি পটল তোলায়, ওর দুই বন্ধু পালিয়েছে। ওদের একজন টমি ল্যামণ্ড।'

'গেল এক হপ্তার মধ্যে ওকে দেখিনি,' ক্যামর্ট বলল।

'সেক্ষেত্রে পরশু রাতে তুমি নিশ্চয় বেহেড মাতাল ছিলে,' দ্বিমত পোষণ করল দর্শকদের একজন। 'কারণ, পিন্টো পিটের স্যালুনে তোমাদের দুজনকে একসাথে মদ খেতে দেখা গেছে।'

'বিলকুল–'

'কী?' আলোয় এসে দাঁড়াল বক্তা, বিশাল গড়ন, ছয় ফুটের ওপর লম্বা, দেখলেই বোঝা যায় গায়ে আসুরিক শক্তি রাখে লোকটা। বাস্তবিক তাই, ওর নাম জুলস্, মিডওয়েের কামার, খালিহাতে পিটিয়ে যেকোন শক্তসমর্থ লোককে ছাতু করার ক্ষমতা রাখে। শেরিফ চুপসে গেল।

'ভুলে গেস্লাম, জুলস্,' তড়িঘড়ি বলল ক্যামর্ট, 'আসলে এখনো সেদিন সন্ধ্যার সব ঘটনা আমার মনে নেই।'

'অন্যজন ছিল গিলম্যান,' বলে চলল ড্রেইট।

আবার ভুল করল শেরিফ। 'কিন্তু ও তো দেশ ছেড়ে ভেগেছে।'

'তাসত্ত্বেও তুমি তোমার ডেপুটিদের পাঠিয়েছ ওর খোঁজে?'

'ওর পালানর কথাটা শোনা, আমি নিশ্চিত হতে চাইছিলাম। সেজন্যই অবাক হয়েছিলাম ওরা ওকে ধরতে পেরেছে ভেবে।'

'অবাক না–বল, উৎফুল্ল। কারণ তুমি ভেবেছিলে লাশটা আমার,' ড্রেইট শুধরে দিল। 'থাক, আর মিথ্যা বল না, চুপ করে শোন: ফের যদি এরকম হামলা হয়, আমি তোমাকে খুন করব। তখন তোমার ওই টিনের তারা তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। একটা কথা মনে রেখ, মরার আগে টমিনি মুখ খুলেছিল।'

ক্যামর্টের অন্তরাত্মা হিম হয়ে এল। 'বিশ্বাস কর, আমার কোন দোষ নেই,' মিনমিনে গলায় প্রতিবাদ করল ও। 'এই তিনজনের প্রত্যেকেরই আক্রোশ ছিল তোমার ওপর।'

'টমিনি মুখ খুলেছিল, স্টিংকার,' কঠিন সুরে পুনরাবৃত্তি করল ড্রেইট। 'আবার তুমি গুবলেট করে ফেলেছ সবকিছু, তোমার মনিব খুশি হবে না। আর, হ্যাঁ, গিলম্যান আর টনিকে বলে দিয়ো, ওদেরকে দেখামাত্র আমি গুলি করব। চল, কর্টেয, যাওয়া যাক।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে অন্ধকারের ভেতর হারিয়ে গেল ওরা। পেছনে, অবাঞ্ছিত একটা লাশ আর কিছু সন্দিগ্ধমনা দর্শকদের মাঝে দাঁড়িয়ে, ঘামতে লাগল স্টিংকার, ভয়ের অদৃশ্য একটা কাঁটা খচখচ করে বিঁধছে ওর মনে। টমিনি কথা বলেছে–কতটা?

# চোদ্দ

বাথানের ছকবাঁধা জীবনযাত্রা এস পি-তে শুরু হলো আবার। নিজের নতুন বাসস্থান সাজানর উত্তেজনা থিতিয়ে আসায়, রোজি বাইরের কাজকর্মে সক্রিয় আগ্রহ দেখাতে আরম্ভ করল। এক্ষেত্রে ল্যারির কাছ থেকে সুচিন্তিত সাহায্য পাচ্ছিল ও, ফলে কোন সমস্যা মোকাবেলায় ওকে তেমন বেগ পেতে হচ্ছিল না।

'রাইডআউটের ওই উকিল হয় নিরেট, নয়তো পাক্কা শয়তান—তা না হলে কিছুতেই এসব মেনে নিত না,' মন্তব্য করল ল্যারি।

গিলম্যানের হিসেব খাতা পরীক্ষা করছে ওরা, খুব সাদামাঠা ভাষায় বললে, খাতাটা অযোগ্যতা অথবা অমনোযোগিতার একটা বিস্ময়কর দলিল বিশেষ। কোন রসিদ নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে উল্লেখ নেই দিনতারিখের, টাকাপয়সা খরচের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও দেখান হয়নি। স্পষ্টত সব কর্মচারী বেতনের অগ্রিম নিয়েছে, কিন্তু এমন কিছু লেখা নেই যা থেকে বোঝা যায় সেগুলো শোধ দিয়েছে ওরা। এছাড়া, অকারণে খাবারদাবার কিংবা আরো নানা ধরনের টুকিটাকি জিনিস কেনা ছিল একরকম নিত্যকার ব্যাপার, এবং সর্বদা এসব মাল কিনেছে ফোরম্যান নিজে।

'ও চল্লিশ টাকার জিনিসে পঞ্চাশের হিসেব দিয়েছে কিনা কিস্যু বোঝার উপায় নেই,' ল্যারি বলল।

ভ্রূকুটি করে খাতাটা নিরীক্ষণ করছিল স্বর্ণকেশিনী। চোখ তুলে বলল, 'আমার তো মনে হচ্ছে, এখানকার প্রত্যেকেরই কমপক্ষে এক মাসের বেতন কাটা যাওয়া উচিত।'

'আমার তা মনে হয় না, ম্যাম,' আপত্তি করল ল্যারি। 'ওরা সবাই বলেছে, চাইলেই অগ্রিম দিত গিলম্যান, তবে বেতনের দিন সেটা কেটে রাখতে ভুল করত না কক্ষনো। আমার বিশ্বাস, ওইসব টাকাপয়সা ও খাতায় জমা না করে নিজের পকেটে পুরেছে। এখন তুমিই বল, কর্মচারীরা কীভাবে প্রমাণ করবে তারা ধার শোধ দিয়েছে? সীলের দায়িত্ব ছিল এগুলো খেয়াল করা, হয় ও কখনো হিসেব দেখেনি, আর নয়তো ইচ্ছে করে ঢিলে দিয়েছিল।'

'তা কী করে হয়, ও একজন আইন-জানা লোক।'

'যে যত বেশি আইন জানে তার পক্ষে সেটা ভাঙা তত বেশি সহজ।'

'এগুলো ফেলে দিয়ে, এখন থেকে আমি নিজে হিসেব রাখব।'

'তা রাখ, কিন্তু ওই খাতাটা নষ্ট কর না,' পরামর্শ দিল ল্যারি।

'গিলম্যানকে কমপক্ষে চোদ্দ বছর ঘানি টানাতে পারবে ওটা।'

'কিন্তু আমি তা চাই না। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, লুটপাট করে খেয়েছে ও, অবশ্য তখন ও জানত না আমার কথা।'

'কিন্তু ভুললে চলবে না, গরু চুরির অপবাদ দিয়ে নির্দোষ একটা লোককে ফাঁসানর চেষ্টা করেছিল গিলম্যান,' স্মরণ করিয়ে দিল ল্যারি। 'এবং তা যখন পারেনি, তাকে অ্যামবুশ করার চেষ্টা চালিয়েছে।'

'মানে?' নিখাদ বিস্ময় ফুটে উঠল রোজির কণ্ঠে।

সেদিন সকালেই মিডওয়ে গিয়েছিল ল্যারি, অ্যামবুশের ঘটনা সম্বন্ধে সেখানে কয়েক রকমের মতবাদ শুনে তা থেকে আসল ঘটনা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিয়েছে। সব শুনে রক্তশূন্য হয়ে গেল রোজির মুখ, ও মনস্থির করে ফেলল।

'খাতাটা আমি সযত্নে তুলে রাখব।'

'আরো একটা কারণে এটা রেখে দেয়া উচিত। সীল তো বোধহয় এখনো তার বিল পাঠায়নি?'

'না। কিন্তু তার সাথে এর–'

'হিসাবের এই গরমিলের ব্যাপারে তুমি ওর কাছে ব্যাখ্যা চাইলে, আমার বিশ্বাস, ও তোমার কাছে আর কোন টাকাপয়সাই দাবি করবে না,' অনাবিল হাসি হাসল কাউবয়। 'জীবনটাই একটা জুয়াখেলা, ম্যাম, এখানে ভাল তাস নষ্ট করতে নেই।'

রোজিও হেসে উঠল, তর্জনী নাচাল ল্যারির উদ্দেশে। 'বয়সের তুলনায় তুমি অনেক বেশি পেকে গেছ।'

'এ-দেশে তাই হতে হয়, ম্যাম। ওই উকিলকে বেশি বিশ্বাস কর না। কর্টেযের ধারণা ও একটা জোচ্চর।'

'এবং কর্টেযের ধারণা সবসময় ঠিক হয়,' সকৌতুকে বলল স্বর্ণকেশিনী।

'অবশ্যই,' দৃঢ়কণ্ঠে সমর্থন করল ল্যারি। 'ও যদি বলে আমি উচ্ছন্নে গেছি, আমি তাই বিশ্বাস করব।'

'না, তোমার কর্টেযের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই–ওর কাছে আমি ঋণী। তাছাড়া আমার ধারণা, ও আমার প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল।'

'নিশ্চয়। তা নাহলে আজ তুমি এখানে থাকতে না–কর্টেয কক্ষনো অন্যায়কে সমর্থন করে না,' ল্যারি অভয় দিল রোজিকে।

বাইরে বেরিয়ে গেল ও, খেয়াল করল না স্বর্ণকেশিনীর চোখ ভিজে উঠেছে। অ্যামবুশের চিন্তাটা ওর রক্ত হিম করে দিয়েছে। আর মাত্র দুইঞ্চি নিচে লাগলেই শ্যাডো ভ্যালি এতিম হয়ে যেত, আর ও···না, মনে মনে আর্তনাদ করে উঠল রোজি, সেটা হবে অকল্পনীয় ব্যাপার–নিষ্ঠুর।

ম্যাকেঞ্জিকে যখন র‍্যাঞ্চের হিসেবনিকেশ সম্পর্কে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানাল ও তখন ফোরম্যানকে ঈষৎ ক্ষুব্ধ দেখাল। 'তারমানে তুমি আমাকে

বিশ্বাস পাও না?' সরাসরি জানতে চাইল সে।

'কথাটা ঠিক না,' জবাব দিল রোজি। 'তোমার অনেক কাজ, আর তাছাড়া নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্যে আমারও কিছু করা দরকার। ও, হ্যাঁ, আমাদের কী পরিমাণ গরুবাছুর আছে আমাকে তা জানতে হবে। দয়া করে তুমি সব জড় করে গুনে ঠিকমত মার্কা লাগিয়ে ফেল।'

নির্দেশটা শুনে মুখ বাঁকাল ম্যাকেঞ্জি। 'এতে অনেক ঝামেলা আছে, ম্যাম, আমাদের হাতে এখন অত লোক নেই,' ওজর দেখাল সে। 'তাছাড়া আর মাস কয়েক পরেই শীত, এমনিতেও তখন আবার জড় করতে হবে সব-ফলে এখন করা মানে খামোকা সময় নষ্ট। এখানে বাইরের গরুবাছুরের উৎপাত নেই, ঘাসও ভাল। আমার পরামর্শ, অপেক্ষা কর; আগে ব্র্যাণ্ডিংয়ের কাজটা আমরা শেষ করে ফেলি।'

'দেখি,' বলে রোজি নিজের ঘোড়ার কাছে হেঁটে গেল। সকালে বেড়ানর এই আনন্দটা ও কোনমতেই হারাতে চায় না।

তবে বেশিদূরে গেল না সে, র‍্যাঞ্চ-হাউসের কাছেপিঠে বেড়ান সীমাবদ্ধ রাখল। প্রায়শ এখানে-সেখানে, ছায়া-ঘেরা গাছপালার আড়ালে নয়তো কোন পাহাড়ি ফাটলের কিনারে, লং হর্ন গরুর পাল চোখে পড়ে ওর, এবং ল্যারির পরামর্শ অনুযায়ী কৌশলে কাছে গিয়ে ওদের মার্কা দেখে নেয়। আজ সকালে যখন বেশকিছু মার্কাবিহীন গরুবাছুর দেখতে পেল তখন ম্যাকেঞ্জির প্রস্তাবটা আবার মনে পড়ল ওর। বুঝল, নিজের সিদ্ধান্তে ওকে অটল থাকতে হবে।

র‍্যাঞ্চ-হাউসে ফিরে রোজি দেখল একজন অতিথির সাথে খোশগল্প করছে ফোরম্যান। এই অতিথি আর কেউ নয়-বিগ সি মালিক কুলিন। ম্যাকেঞ্জি ওর ঘোড়া নিয়ে চলে যাওয়ার পর কাছে গিয়ে র‍্যাঞ্চারকে সম্ভাষণ জানাল ও।

'বাধ্য হলাম আসতে,' কুলিন বলল। 'মনে হচ্ছিল কতদিন দেখি না তোমায়।'

'কিন্তু কথাটা ঠিক না,' প্রতিবাদ জানাল রোজি।

'আগেই বলেছি "মনে হচ্ছিল",' স্মরণ করিয়ে দিল কুলিন। 'সত্যি, এখানকার পরিবেশের সাথে চমৎকার মানিয়ে গেছ তুমি।' ওর কণ্ঠস্বর আর চোখের উষ্ণতা থেকে রোজি উপলব্ধি করল প্রশংসাটা অন্তঃসারশূন্য নয়, এবং এর ফলে যে-রক্তিমাভা ছড়াল ওর মুখে তাতে স্বর্ণকেশিনীর লাবণ্য বহুগুণ বেড়ে গেল।

'এসব সুন্দর কথায় আমার কোন উপকার হবে না,' মৃদু সুরে বলল ও। 'বরং পরামর্শ পেলে বেশি উপকৃত হব।'

'গরুবাছুর গোনার ব্যাপারে? হ্যাঁ, ম্যাকেঞ্জি বলেছে-মনে হলো, তোমার সাথে একমত হতে পারছে না বলে অস্বস্তিতে ভুগছে ও। তবে ওর কথাটা কিন্তু ঠিক।'

'এ-সময়ে যদি আমি কাজের লোক না পাই, শীতের সময়ে তো আরো

পাব না,' তর্ক জুড়ল রোজি।

'দাঁড়াও, তোমাকে বুঝিয়ে বলছি ব্যাপারটা,' র‍্যাঞ্চার বলল। 'শীতের মুখে, মানে শরতের শেষ দিকে আর বসন্তে যে-রাউণ্ডআপ হয় তাতে সব গরু ব্যবসায়ী মিলেমিশে কাজ করে, তখন পালা করে সাহায্য করা হয় সবাইকে। যখন তোমার পালা আসবে, তুমি বিগ সি, ডবল ভি, আর এইট বি থেকে দুজন করে রাইডার পাবে। বিনিময়ে তোমাকেও একইভাবে সাহায্য করতে হবে ওদের। এতে করে আমাদের ঝামেলা যেমন কমে যায়, তেমনি অল্প কিছুদিনের জন্যে বাড়তি কোন কাজের লোকও রাখতে হয় না। অবশ্য তুমি যদি এরপরেও বল, আমি স্বচ্ছন্দে ধার–'

'না তার আর কোন প্রয়োজন দেখছি না এখন,' বাধা দিয়ে বলল রোজি। 'আমারই ভুল, ফোরম্যানের ওপর আমার আস্থা রাখা উচিত ছিল।'

'ঠিক, তবে ও আরেকটু খোলসা করে বললে পারত,' সাফাই গাইল কুলিন। 'লোকটা মনেপ্রাণে চায় তোমাকে খুশি করতে; বলতে কি, এ-ব্যাপারে ওর ভাগ্য দেখে রীতিমত হিংসে হচ্ছে আমার।' রোজি উপেক্ষা করল মন্তব্যটা, র‍্যাঞ্চার বলল, 'বাসাটা কি এখনো দেখার উপযোগী হয়নি?'

এবার আর নিষ্কৃতি পেল না রোজি। 'বসার ঘরটা,' স্বীকার করল।

ভেতরে গেল ওরা। শ্যাডো ভ্যালিতে যা ঘটেছিল, এখানেও তেমনি গৃহকর্ত্রীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আর সুরুচির পরিচয় পেয়ে তাক লেগে গেল কুলিনের। এইসব আসবাবপত্র, প্রাক্তন মালিকের আমলেও দেখেছে সে, কিন্তু এখন সবকিছু ঝকমক করছে; বড় চতুষ্ক একটা কার্পেটের নিচে ঢাকা পড়েছে কাঠের মেঝে, বারান্দার দিককার লম্বা কাচের দরজায় সুদৃশ্য পর্দা ঝুলছে, আর সেন্টার টেবিলটাকে অলঙ্কৃত করে রেখেছে একগুচ্ছ তাজা স্প্যানিশ গোলাপ। প্রশস্ত একখানা চেয়ারে বসে গা এলিয়ে দিল কুলিন।

'চমৎকার!' আন্তরিক সুরে বলল ও।

'আমাকে পুরো কৃতিত্বটা দেয়া উচিত হচ্ছে না তোমার,' বলল রোজি, 'আন্ট লিণ্ডি যথেষ্ট সাহায্য করেছে।'

'আন্ট লিণ্ডির ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই,' জবাব দিল র‍্যাঞ্চার।

হাসি চাপল রোজি; ঠিক এ-কথাটাই কৃষ্ণাঙ্গিনীও বিশ্বাস করে। গৃহকর্ত্রী হিসেবে ওর দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা স্মরণ করে, অতিথির সামনে হুইস্কির বোতল গ্লাস আর পানি হাজির করল ও। এ-সময়ে ঘরের ভেতর ওর অনায়াস চলাফেরা আড়চোখে লক্ষ্য করে কুলিন ঘন ঘন ঢোক-গিলল।

'এই একটা জিনিস কেনা সবচেয়ে সহজ হয়েছে,' স্বর্ণকেশিনীর গালে টোল পড়ল। 'আমাকে বলা হয়েছে এ-জিনিস ছাড়া কোন র‍্যাঞ্চ-হাউসই পূর্ণাঙ্গতা পায় না।'

'নিশ্চয় কথাটা কোন গরু ব্যবসায়ী কিংবা স্যালুন মালিকের।' স্বহস্তে পানীয় ঢেলে গ্লাস উঁচু করল কুলিন। 'তোমার প্রতি আমার ভালবাসা।' চকিতে

রোজির মুখ অন্ধকার হতে দেখে সাবধান হয়ে গেল সে, ঝটপট অজুহাত খাড়া করল একটা। 'আমি যেখানে মানুষ, সেখানে মহিলাদের এভাবে সম্মান দেখানই রেওয়াজ ছিল; তোমার পছন্দ হয়নি?'

'না,' বলল রোজি।

আশ্চর্যের ব্যাপার, রাগ হওয়া দূরে থাক, ওর শালীনতায় গরু ব্যবসায়ী মুগ্ধ হলো; এই রমণীকে জয় করে আনন্দ আছে, ভাবল সে। 'আমি আসলে মেয়েদের সাথে বিশেষ মিশিনি,' রোজিকে বলল র‍্যাঞ্চার। 'যদি কখনো ভুলচুক হয়ে যায়, মাফ করে দিয়ো।'

কথাগুলো বলার সময়ে ভীষণ মর্মাহত দেখাচ্ছিল কুলিনকে, ফলে রোজির হাসি ফিরে এল আবার। এরপর নানান বিষয়ে গল্পগুজব করল ওরা। যেসব বড় বড় শহর, ফুর্তির জায়গা দেখেছে সেগুলোর কথা স্বর্ণকেশিনীকে জানাল বিগ সি মালিক। তারপর যখন বুঝতে পারল নিজের সম্পর্কে কাঙ্ক্ষিত ধারণাটি সৃষ্টি করতে পেরেছে তখন সে বিদায় নিল।

স্যাডলে চেপে রোজির উদ্দেশে স্মিত হাসল কুলিন। 'এরপর তোমার রেঞ্জটা তুমি আমাকে একদিন ঘুরিয়ে দেখাবে। আমি খুব নিঃসঙ্গ, তোমার সাথে কথা বলে মনে বল পাই।' জবাবের অপেক্ষা না করেই, ঘোড়া ছুটিয়ে এস পি র‍্যাঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো ও।

ওদের আলোচনার কথা স্মরণ করে, পথে বার কয়েক মুচকি হাসল গ্রেগরি কুলিন। বলতে কি, নিজের এবং রোজি ডারেল দুজনের ওপরেই সন্তুষ্ট বোধ করছে সে। চিরকাল নারীবিদ্বেষী হয়েও, আজ অকস্মাৎ কেন ওই মেয়েকে পাওয়ার জন্যে খেপে উঠেছে তা সে নিজেও ব্যাখ্যা করতে পারবে না। তবে জানে ওর এই অনুভূতি নির্ভেজাল, এবং এজন্যে যেকোন কাজ করতে সে প্রস্তুত।

'সব গর্দভের দল,' আপনমনে বিড়বিড় করল কুলিন। 'আর দুইঞ্চি নিচে...'

কুলিন বিদায় নেয়ার খানিক বাদে, আরেকজন অতিথির পদধূলি পড়ল এস পি-তে। বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে দিবাস্বপ্ন দেখছিল রোজি, সহসা ধড়মড় করে জেগে উঠে দেখল ওর স্বামী ওকে সকৌতুকে জরিপ করছে।

'র‍্যাঞ্চের দায়িত্ব সবাইকেই ভয়ের মধ্যে রাখে,' বলল নিক।

'স্বপ্ন দেখছিলাম। ঘোড়ায় চড়ে কোথায় যেন যাচ্ছি, হঠাৎ মনে হলো পথ হারিয়ে ফেলেছি,' জবাব দিল রোজি। 'ভেতরে আসবে না?'

ওকে অনুসরণ করল ড্রেইট, প্রশংসার দৃষ্টিতে নজর বোলাল চারপাশে। 'সুন্দর,' রায় দিল ও। 'আসলেই গুণটা তোমার আছে।'

'কোনটা?'

'নীড় তৈরির,' জবাব দিল ড্রেইট। ওর রাশভারী চোখে আলো লক্ষ্য করে আবীর ছড়াল রোজির মুখে।

'লিণ্ডি অনেক করেছে,' তড়িঘড়ি বলল ও।

'অসম্ভব!' স্মিত হাসল নিক। 'লিণ্ডির কদর আমার চেয়ে বেশি কেউ করে না, কিন্তু ওর সীমাবদ্ধতাও আমি জানি।' বোতলটা ওর মনোযোগ আকর্ষণ করল। 'বুঝতে পেরেছিলে বোধহয় আমি আসছি।'

'মিস্টার কুলিন এসেছিল,' ব্যাখ্যা করল রোজি। 'বলছিল এই জায়গাটা নাকি ওর পছন্দ।'

নিমেষে বদলে গেল ড্রেইটের চেহারা। 'হ্যাঁ, এর ওপর ওর লোভ বরাবর,' বলে সিগারেট বানাতে শুরু করল ও।

আজ নতুনভাবে ওর স্বামীকে যেন আবিষ্কার করে রোজি। ওর পোশাকআশাক বিগ সি মালিকের মত অতটা জৌলুসপূর্ণ নয়, নজর কাড়ার চেষ্টা করে না কখনো, তবু, অপরজনের মাঝে যা নেই এবং মনিবের যে-গুণটির কথা লিণ্ডি হরহামেশা বলে, ড্রেইটের সেই রহস্যময় আকর্ষণ সম্পর্কে রোজি পূর্ণ সচেতন। তবে এও ঠিক, এর স্বরূপ কী তা সে এখনো বুঝে উঠতে পারে না। ওকে খেয়ে যেতে বলল রোজি। কুলিন হলে এই সুযোগে একপেশে প্রশংসা করতে ছাড়ত না; কিন্তু নিক ঠিক তার উলটোটি করল।

'লিণ্ডির রান্না খাওয়ার লোভ সামলান কঠিন। তবে আমার লোকেরাও একেবারে খারাপ করছে না।'

'ওকে নিয়ে এসেছি বলে নিজেকে আমার ভীষণ ছোট মনে হয়।'

'ভুলেও তা ভেব না, একপক্ষে আমাদের লাভই হয়েছে; আমরা জানতাম না আমাদের ভেতর কী ছাই-চাপা আগুন আছে।'

খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকেই মনিবকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জরিপ করল লিণ্ডি। 'মাসাহ্ নিক, তোমাকে খুব রোগা লাগছে,' ঘোষণা করল ও। 'নিশ্চয় খাওয়াদাওয়া হচ্ছে না ঠিকমত।'

'ভুল, ম্যাম,' ঠাট্টা করল নিক। 'আসলে আমার হাউসকিপার না থাকার দুঃখ ভুলতে পারছি না।' কথাটা বলার সময়ে স্ত্রীর উদ্দেশে দুষ্টু হাসি হাসল ও, এবং রোজিও, নিজের অজান্তেই, তা ফিরিয়ে দিল।

নীরবে খাওয়া-দাওয়া সারল ওরা, তারপর ড্রেইট জিজ্ঞেস করল, 'তোমার গরুবাছুর গুনতে শুরু করেছে?'

'শীত পর্যন্ত অপেক্ষা করব,' জবাব দিয়ে এর কারণ ব্যাখ্যা করল রোজি। 'প্রস্তাবটা ম্যাকেঞ্জির, আর কুলিনও, দেখলাম, ওকেই সমর্থন করছে।'

'ম্যাকেঞ্জি ওর লোক,' বলল নিক। 'যাইহোক, সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক তুমি।'

'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে কুলিনকে তোমার বুঝতে ভুল হয়েছে? তোমাকে একবার সাহায্য করেছে ও, এবং এখন আমাকে।'

'নিশ্চয় মন বদলে গেছে; তবে কিনা ওর খ্যাতি স্বার্থপর হিসেবে।'

ড্রেইট ওর টুপিখানা হাতে নিতেই ওটার চুড়োয়, সামনে-পেছনে, অশুভ

গর্ত দুটো চোখে পড়ল রোজির। উদ্বেগের ছায়া ঘনাল ওর মুখে। ব্যাপারটা নিকের নজর এড়াল না।

'কোন্ গর্দভ তোমার কান ভারি করেছে?' জিজ্ঞেস করল ও। 'কুলিন?'

'না, আমি আগেই জেনেছি। কুলিনকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল।'

'বল, হতাশ,' রূঢ় কণ্ঠে নিক বলল। 'তোমার কী অভিমত?'

স্বামীর চোখে চোখ রাখল রোজি। 'আমি খুশি হয়েছি—তোমার কোন ক্ষতি হয়নি বলে।'

আবার প্রফুল্ল দেখাল ড্রেইটকে। 'ধন্যবাদ,' হাসল ও। 'আরেকটা কথা: কোনরকম বিপদ বুঝলেই ল্যারিকে পাঠিয়ে দেবে—আমরা সবাই ছুটে আসব।'

দীর্ঘ পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে স্যাডলে চাপল ও, বুলেট-বিক্ষত টুপি নেড়ে বিদায় জানিয়ে প্রান্তরের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছোটাল।

# পনের

এ-ঘটনার এক হপ্তা পর রাইডআউট হোটেলের বাইরে নিজের ঘোড়া থামাল গ্রেগরি কুলিন, ডেস্কে অনুসন্ধান করে দোতলার একটা কামরায় উঠে গেল। সাড়া না দিয়েই ভেতরে ঢুকল সে, সচকিত হয়ে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল ঘরের মালিক, তারপর নবাগতকে চিনতে পেরে ক্ষান্ত হলো। লোকটা মাঝবয়সী, দোহারা স্বাস্থ্য, হাড্ডিসার মুখখানা সর্বক্ষণ পেঁচার মত হয়ে থাকে যেন জগৎ-সংসারের ওপর নিদারুণ বিতৃষ্ণা জমে গেছে ওর, চোখজোড়া সদা-অস্থির। দুই কোমরে দুটো পিস্তল ঝুলছে, হোলস্টারগুলো নিচু করে বাঁধা। সামনে একটা বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে বসে আছে সে।

'তারপর, লুকাস, কেমন চলছে তোমার দিনকাল?' জিজ্ঞেস করল র‍্যাঞ্চার।

'খুউব খারাপ,' ঘেউ ঘেউ করে উঠল বন্দুকবাজ। হাত ইশারায় একটা চেয়ার আর বোতলটা দেখাল। 'সাহায্য কর নিজেকে।'

'করব, তবে আমি কিন্তু তোমাকে সাহায্য করতেই এসেছি।'

গরু ব্যবসায়ীর কপট রসিকতায় ঈষৎ বেঁকেচুরে গেল বন্দুকবাজের প্রায়-রক্তশূন্য দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট দুটো, এবং এর ফলে যা সৃষ্টি হলো তাকে হাসি না বলে ভেংচি বলাই সঙ্গত। 'ভণিতা রাখ,' অবজ্ঞার সুরে বলল লুকাস। 'আর যা-ই হোক, তোমাকে আমার কখনই দানবীর বলে মনে হয়নি।'

'কিন্তু আমি মজুরি ভাল দিই,' পালটা আক্রমণ শানাল র‍্যাঞ্চার। গ্লাসে খানিকটা স্পিরিট ঢালল সে, তারপর অপরজন যখন ছোঁ মেরে বোতলটা তুলে

নিয়ে কানায় কানায় ভরে নিল নিজের পাত্র তখন যোগ করল, 'আমি হলে রয়ে-সয়ে খেতাম।'

'হাহ্! মদে আমার কিস্যু হয় না, কাল রাত থেকে খাচ্ছি।' গ্লাস উঁচু করল বন্দুকবাজ, একঢোকে অর্ধেক খালি করে মুখ মুছল হাতের পিঠ দিয়ে। 'এবার বল কাজটা কী?'

'আমার পথে এক লোক বাধার সৃষ্টি করেছে,' কুলিন জানাল ওকে।

'মাত্র একজন?' দাঁত কেলিয়ে হাসল বন্দুকবাজ। 'কেন, তোমার হাতও তো পিস্তলে চালু বলে জানতাম।'

'বিশেষ একটা কারণে আমার অসুবিধে আছে।'

'অ।' প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ধরা পড়ল লুকাসের কণ্ঠস্বরে।

গরু ব্যবসায়ীর ধৈর্য শেষসীমায় পৌঁছে গেল; কেউ তাকে কাপুরুষ ভাববে এটা সে মোটেই সহ্য করতে পারে না। চেয়ার ছাড়ল কুলিন। 'বুঝেছি, পাঁচশ ডলার রোজগারের ইচ্ছা নেই তোমার,' হিমশীতল গলায় বলল সে।

মক্কেলের স্বভাব দুর্বৃত্তের ভালই জানা, ধোঁকা খেল না।

'ঠিক বলেছ, ইচ্ছে নেই। কমপক্ষে একহাজার-পছন্দ না হলে রাস্তা মাপ।'

ইতস্তত করল কুলিন, তবে সেটা নিছক লোক দেখান; স্বার্থহাসিলের জন্যে এর দ্বিগুণ অর্থ ঢালতেও তৈরি ছিল সে।

'পছন্দ হয়েছে, লুকাস,' বলল র‍্যাঞ্চার। 'মিডওয়েতে এসে আস্তানা গাড়বে তুমি, সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। তবে তোমার আসল নাম ব্যবহার কর না-কেউ চিনে ফেলতে পারে।'

তামাকের ছোপ-লাগা দাঁত বের করে নেকড়ের মত হাসল অপরজন। 'জানি। আমাকে তুমি আনাড়ি ভেবেছ, হুঃ?'

'সবচেয়ে চালাক লোকেরও ভুল হতে পারে,' কুলিন জবাব দিল। 'লোকটার নাম নিকোলাস ড্রেইট, দেখতে আমার মতই, বা আরেকটু তাগড়া হতে পারে। নেস্টর, এবং তারমানেই গরুচোর। তুমি নিশ্চয় নেস্টরদের পছন্দ কর না?'

'ওদের বাঁচারই কোন অধিকার নেই,' ঘৃণামিশ্রিত সুরে বলে থুতু ফেলল লুকাস। 'আমার ওপর ছেড়ে দাও, খালাস করে দেব। এখন পঞ্চাশটা ডলার ছাড়, খরচাপাতির জন্য; এটা কিন্তু অগ্রিম না, মনে রেখ।'

র‍্যাঞ্চার তার টাকার তোড়া থেকে কয়েকটা নোট খসাল। 'তাড়াহুড়োর দরকার নেই। ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক দেখাতে হবে। আর খেয়াল রাখবে, ও যেন তোমাকে ধরতে না পারে-তাহলে কিন্তু পিষে ফেলবে।'

'যদি এক ডজন গুলি হজম করতে পারে তবেই,' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঠোঁট ওলটাল বন্দুকবাজ। 'তোমার দুশ্চিন্তা এখন ঝেড়ে ফেলতে পার, ধরে নাও কাজটা হয়ে গেছে।'

তক্ষুণি রাইডআউট ত্যাগ করল কুলিন, টের পেল না এক জোড়া নবীন অথচ তীক্ষ্ণ চোখ রাস্তার ওপাশের একটা দালানের কোনা থেকে নজর রাখছিল। ঘটনাচক্রে কুলিনকে মিডওয়ে হয়ে পুবে যেতে দেখে, ওর গন্তব্য কোথায় জানার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে ল্যারির মনে। র‍্যাঞ্চার যখন হোটেলের ভেতর অদৃশ্য হলো, পিছু নিল ও, কেরানির সাথে আলাপ করে জানতে পারল মন্দা যাচ্ছে ব্যবসা—মাত্র একজন খদ্দের রয়েছে।

'সারাক্ষণ মদ গেলে, বিলকুল বন্দুকবাজের চেহারা,' কেরানি বলল ওকে।

এরপর নিজের গুপ্তাশ্রয়ে ফিরে এল ল্যারি, দেখতে পেল কুলিন বেরিয়ে আসছে, কিন্তু তবু অপেক্ষা করতে লাগল ও। অচিরেই ওর ধৈর্যের পুরস্কার মিলল; লুকাস রাস্তায় নেমে গজেন্দ্রগমনে এগোল সবচেয়ে কাছের স্যালুনটার দিকে। ওর জোড়া পিস্তল, শক্তপোক্ত ডান হাত আর বাজপাখির মত চোখ ল্যারির দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

যখন বুঝতে পারল আর কিছু জানার নেই, বাড়ির পথ ধরল ও, সন্ধ্যার মুখে গিয়ে পৌঁছল। বাসার সামনে রোজির সাথে দেখা হলো ওর।

'কী ব্যাপার, ল্যারি, আমরা রীতিমত ভাবনায় পড়েছিলাম,' অনুযোগ করল সে। 'কোথায় ছিলে?'

সঙ্গত কারণেই সত্যিকথাটা বলতে চাইছিল না কাউবয়, এবং তাৎক্ষণিকভাবে সম্ভাব্য যে-উত্তরটা মনে এল তা ওকে উপহাসের পাত্র করে তুলবে জানা সত্ত্বেও, আর কিছু করতে পারল না সে।

'কাছেপিঠেই, ম্যাম, সত্যি,' কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলল ল্যারি। 'ভাবলাম শর্টকাট রাস্তা বের করতে পারব। কিন্তু খানিক বাদে দেখি আবার সেই মিডওয়ে। অগত্যা পুরান ট্রেইলই ধরলাম।'

বাংকহাউসে ওর উদ্দেশে ভ্রূকুটি করল ম্যাকেঞ্জি। 'কোথায় ছিলে সারাদিন?' প্রশ্ন করল ও। 'বস্ জানতে চাইছেন।'

'জেনেছেন,' বলে নিজের মুখ সেলাই করে ফেলল ল্যারি।

সাবাডিয়াকে খবরটা পৌঁছান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল ওর জন্যে, চাইলেই শ্যাডো ভ্যালিতে যাওয়ার অনুমতি মেলে, কিন্তু এখন সেটা ওর মনঃপূত হচ্ছিল না, কারণ শত্রু সাবধান হয়ে যেতে পারে। ল্যারির কপাল—পরদিন বিকেলেই বেড়াতে এল পাঞ্চার।

'নিক এত প্রশংসা করছিল, না এসে পারলাম না,' গৃহকর্ত্রীকে বলল কর্টেয। রোজি হেসে ভেতরে আমন্ত্রণ জানাল ওকে।

ঘরের চারপাশে নজর বোলাল সাবাডিয়া। 'সত্যিই চমৎকার,' ঘোষণা করল ও। 'আমি ভেবেছিলাম নিক হয়তো বাড়িয়ে বলছে; এখন বারান্দার সামনে ছোটখাট ফুলের বাগান...'

'দারুণ হবে,' রোজি উচ্ছ্বসিত, 'তোমাকে ধন্যবাদ।'

ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়াল পাঞ্চার। 'আইডিয়াটা নিকের; আমি কেবল

পৌঁছে দিচ্ছি।'

'তাহলে আমার কৃতজ্ঞতাটাও অবশ্যই পৌঁছে দেবে,' আন্তরিক সুরে জবাব দিল স্বর্ণকেশিনী।

ল্যারির কুশল জানতে চাইল সাবাডিয়া, ওর ব্যর্থ অভিযানের কাহিনী শুনে চোখে-মুখে ছদ্মগাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলল।

'এই অঞ্চলে ও নতুন; যে কারোর এরকম হতে পারে,' সাফাই গাইল কর্টেয।

শিষ্যের খোঁজে রেঞ্জে যাওয়ার পথে ব্লু ডেভিলকে ও বলল: 'বেটা, বন্ধুর জন্যে যদি একটু মিথ্যাই বলতে না পারলাম, বন্ধুত্ব কিসের। মনে করে বাগানের কথাটা জানিয়ে রাখতে হবে নিককে।'

কিছুদূর যেতেই ল্যারির দেখা পেল ও, একটা কাঁটা ঝোপের ভেতর থেকে গরুবাছুর তাড়িয়ে বের করতে গিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছে, খিস্তি করছে অবিরাম। কাউবয়ের শব্দভাণ্ডার ফুরিয়ে আসছে এমন সময়ে পেছন থেকে একটা নিচু কণ্ঠ ফোড়ন কাটল: 'দেখ, ওখানেও যেন আবার হারিয়ে যেয়ো না।'

দড়ির প্রান্তভাগ দিয়ে বেয়াড়া একটা ষাঁড়ের নিতম্বে আঘাত করে, ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল ল্যারি।

'মনে মনে তোমাকেই খুঁজছিলাম,' খুশিতে চিৎকার করল ও, তারপর বন্ধুর কথাগুলো মগজে ঢুকতে, 'পথ হারানর অজুহাতটা তুমি নিশ্চয় বিশ্বাস করনি?'

'ন্-না, আমার ধারণা কোন কিন্তু আছে এর পেছনে,' সাবাডিয়া স্বীকার করল।

'ঠিক তাই,' বলে ওর আবিষ্কারের কথা জানাল কাউবয়।

'ভেরি গুড,' প্রশংসা করল সাবাডিয়া। 'তোমাকে সঙ্গে এনে লাভই হয়েছে দেখছি।'

এ-তরফের প্রশংসা ল্যারির কাছে মহার্ঘ বস্তু, ব্লু ডেভিল যখন সবেগে দৃষ্টিপথের আড়াল হলো, সানন্দে পরিশ্রমে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল ও।

শ্যাডো ভ্যালিতে পৌঁছেই নিকের সাথে দেখা করল কর্টেয, বাগানের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দিল ওকে। অদ্ভুত দৃষ্টিতে বন্ধুকে একটুক্ষণ জরিপ করল ড্রেইট।

'ধন্যবাদ, কর্টেয; বুদ্ধিটা আমার মাথায় আসা উচিত ছিল।'

দিনকতক পর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার ব্যাপারে নিক মিডওয়েতে যাওয়ার ইচ্ছে ব্যক্ত করল।

'আমিও ভাবছিলাম যাব,' সাবাডিয়া বলল।

'আমাকে দিয়ে হয় না তোমার কাজটা?'

'না; কিছু কিছু জিনিস নিজেকেই করতে হয়, চুল ছাঁটা সেগুলোর একটা। তারচেয়ে বরং এক কাজ কর, তোমার ফর্দটা দাও, আমি কিনে আনব।'

'বেশ।'

এইভাবে সাবাডিয়া ওর সবথেকে বড় সমস্যার সমাধান করে ফেলল। আসন্ন যাত্রার জন্যে, ব্লু ডেভিলের পরিবর্তে, কোরাল থেকে অন্য একটা ঘোড়া বেছে নিল ও। ঠিক কেন, তা সে বুঝতে পারল না; তবে চিন্তাটা হঠাৎ মাথায় আসতে সেইমত কাজ করল। বব, দোকানের মালিক, উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল ওকে, এবং অল্পক্ষণের ভেতর কেনাকাটা সেরে কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সাবাডিয়া, কাছের একটা ঝুড়ি থেকে একমুঠো কিশমিশ তুলে নিয়ে আড্ডার পরিবেশ তৈরি করল।

'নিক ভাল তো?' শুরু করল বব, তারপর খদ্দের যখন মাথা নাড়াল তখন, 'এবার এস পি-র মেয়েটাকে ও বিয়ে করে ফেললেই পারে। রাজকন্যা আর রাজত্ব দুই-ই পাবে।'

আরেক মুঠো কিশমিশ তুলে নিল সাবাডিয়া। 'ভাল জিনিস, এগুলো। আমাদের ফর্দে পাউণ্ড বার যোগ করে দাও, বুড়ো খোকা, নিক নির্ঘাত ভুলে গিয়েছিল; ছেলেপুলেরা সবাই খেতে পছন্দ করে।'

'তোমার লোভই বেশি মনে হচ্ছে,' কর্টেযের বিরাট থাবার প্রতি কটাক্ষ করল দোকানি। 'আর কথা ঘুরিয়ো না—আমি কী বলেছি তুমি শুনেছ।'

'নিকের খাওয়া বেড়েছে আমি শুধু এটুকুই জানি। শহরে নতুন কোন আমদানি?'

'কঠিন চেহারার এক লোক, সঙ্গে দুটো পিস্তল রাখে, মনে হয় অপেক্ষা করছে কারো জন্যে।'

'এবং সে তোমার দোকানে ঢোকে না।'

'তুমি কীভাবে—? যাইহোক, তোমার আন্দাজ ঠিক। আমি মদ বেচি না, আর ও একমাত্র ওই জিনিসটাই কেনে। দিন চারেক হলো এসেছে, এখন মানে মানে বিদায় হলে অখুশি হব না।'

সাবাডিয়া হাসল, তামাক কিনল খানিকটা, তারপর নাপিত আর খাবারের সন্ধানে রাস্তায় নামল। এসবের পালা যখন চুকল, মার্কার-সয়ের দিকে পা বাড়াল ও, লক্ষ্য করল না ওকে পাশ কাটাবার সময় থমকে দাঁড়িয়েছিল এক পথচারী, ঘুরে পিছু নিয়েছে। এন ডি মার্কাটা লুকাসের চোখে পড়েছে, চেহারার অসম্পূর্ণ যে-বর্ণনা সে পেয়েছিল তার সঙ্গে ঘোড়সওয়ারের মিল আছে বলে মনে হলো ওর। তবু নিশ্চিত হতে চাইল সে। ভেতরে ঢুকল বন্দুকবাজ, ওর সম্ভাব্য শিকারকে বারে দেখতে পেল, গল্প করছে মালিকের সাথে। ধীর পায়ে কাছের একটা টেবিলে গিয়ে বসে পড়ল লুকাস। ঠিক ওই মুহূর্তে মার্কার কথা বলছিল।

'শোন, নিক'—খাদে নেমে গেল স্যালুন মালিকের গলা—'বিপদের মধ্যে আছে; কেউ একজন ওকে খুন করার মতলব করছে।'

'সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রমাণ কোথায়?'

'পেয়ে যাব, তবে শুধু শুধু ঝুঁকি না নেয়াই ভাল।'

'ঠিক বলেছ; এতে রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে, বদহজম সৃষ্টি করে,' সাবাডিয়া হাসল। 'টেবিলের ওই মক্কেলকে চেন?' বারের পেছনের আয়নায় লুকাসের আগমন দেখতে পেয়েছে ও, ল্যারির বর্ণনা থেকে চিনতে পেরেছে।

'নতুন আমদানি।'

ওদিকে, স্যালুন মালিকের মুখে 'নিক' নামটা শুনে লুকাস বিশ্বাস করল পাঞ্চারকেই ডাকা হয়েছে ওই নামে, এবং তার শিকারের সন্ধান পেয়ে গেছে ভেবে পুলকিত বোধ করল। কুৎসিত হাসিতে ভরে গেল ওর মুখ, কল্পনায় দেখল আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরেই সে কড়কড়ে একটি হাজার ডলারের মালিক হতে চলেছে। শিকার বিশালদেহী, তবে এরকমটাই প্রত্যাশা করছিল সে; কুলিন তাকে আগেভাগে জানিয়ে দিয়েছে। পিস্তল দুটোর ওপর চোখ পড়তে অবজ্ঞার হাসি হাসল বন্দুকবাজ, ভাবল একজন নেস্টরের এভাবে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করা খুবই স্বাভাবিক। কপালের ওপর হ্যাটের কারনিস অনেকটা টেনে দেয়ার ফলে কর্টেযের মুখ ভালমত দেখতে পাচ্ছিল না সে। উঠে বারে গিয়ে দাঁড়াল লুকাস, একটা ডলার ছুঁড়ে দিল। ফেরত পয়সা তুলে নেয়ার সময় স্পষ্ট দেখা গেল ওর বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলটা নেই। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ঈষৎ সংকুচিত হলো সাবাডিয়ার চোখ। গেলাসে আলতো চুমুক দিল লুকাস, তারপর অন্যান্য খদ্দেরদের উদ্দেশে ঘুরে বলল:

'নেস্টররা ফালতু লোক।'

ওর বাজখাঁই কণ্ঠস্বরে গমগম করে উঠল ঘর, ফিসফিস গুঞ্জন থামিয়ে সবাই বারের দিকে তাকাল।

বক্তা তখন বলছে:

'পরের রেঞ্জে সিঁদ কাটে ওরা, গরু চুরি করে।'

কারো কোন প্রতিক্রিয়া হলো না এতে, যার প্রতিবাদ করা উচিত ছিল সেই লোকটিকেই সবচেয়ে বেশি নিরাসক্ত মনে হলো। বারে পিঠ ঠেকিয়ে ফুট-রেইলের ওপর একটা গোড়ালি তুলে দাঁড়িয়ে আছে সে, অস্বাভাবিকরকমের নিবিষ্ট মনে সিগারেট বানাচ্ছে।

বন্দুকবাজের সাহস বেড়ে গেল আরো: টাকাটা একরকম বিনা পরিশ্রমেই রোজগার হবে।

'নেস্টর মানেই কাপুরুষ, হারামি,' ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল ও। 'আত্মসম্মান আছে এরকম যেকোন সমাজেরই উচিত ওদের দেখামাত্র লটকে দেয়া।' এবারেও যখন কোন সাড়া মিলল না, তর্জনী দিয়ে সাবাডিয়ার বুকে খোঁচা মারল লুকাস। 'তুমি কী বল, আমার সাথে একমত?'

সিগারেট ধরাচ্ছিল কর্টেয। ওর চোখে তখন হুইটি নামে আরেক ভাড়াটে খুনের চেহারা ভাসছে। কিছুদিন আগে বাধ্য হয়ে লোকটাকে হত্যা করেছে ও। শীতল ক্রোধ বাসা বাঁধল ওর মনে। জীবনে কোনদিন দেখেনি এরকম একজন

মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে এসেছে এই লোক, সামান্য কটা টাকার লোভে। যাইহোক, ও মাঠে নামছে না, দায়ে ঠেকে না পড়লে।

'কিছু বলছিলে?' নিস্পৃহ গলায় প্রশ্ন করল সাবাডিয়া।

'হ্যাঁ, নেস্টররা চোর এবং ওদেরকে নিকেশ করা উচিত,' লুকাস ঝামটা মারল।

'তুমিই বোধ করি ভাল জান,' সাদামাঠা জবাব এল। 'ওরা আমার কোন ক্ষতি করেনি।'

বন্দুকবাজের ঈষৎ লালচে মুখ, কপালের রগ দুটোর নাচুনি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল এবার সে যথার্থই খেপে উঠেছে। এই নির্বোধ গর্দভটা মহা সমস্যায় ফেলে দিয়েছে তাকে। এখন, বাধ্য হয়ে, স্বভাবসিদ্ধ কৌশল পরিহার করে তাকে সরাসরি হামলা চালাতে হবে।

'না, তা জানবে কেন; তুমি নিজেও তো একটা কাপুরুষ, নে–'

কথা বলতে বলতে বাঁকা হয়ে গেল লুকাস, হাতটা থাবার মত স্থির পিস্তলের বাঁটের ওপর। সাবাডিয়া অপর হাতের দিকে নজর রাখছিল, দেখল তড়িৎ গতিতে ওপাশের হোলস্টারের উদ্দেশে ছোঁ মারল সেটা। খাপমুক্ত হয়েছে অস্ত্র এমন সময় পাণ্ডারের বাঁ-কোমরের কাছে একঝলক আগুন দেখা গেল। লুকাস টলে উঠল। একমুহূর্ত পা সোজা রাখল ও, তারপর অব্যক্ত স্বরে ককিয়ে উঠে মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়ল কাঠের মেঝেতে, পাশেই ওর পিস্তলটা।

হাঁটু গেড়ে বসে ওর কাঁধ দুটো উঁচু করল সাবাডিয়া, কণ্ঠনালীর গোড়ায় বীভৎস একটা হাঁ বেরিয়ে পড়ল। এই সময় খুলে গেল বন্দুকবাজের চোখ, চকিতে পরিচয়ের আলো ফুটে উঠল সেখানে।

'তুমি–ড্রেইট–নও,' ফ্যাসফ্যাসে গলায় বিড়বিড় করে বলল সে। 'তুমি–' একপাশে হেলে পড়ল ওর মাথা, এবং এইভাবে আরেকজন নিকৃষ্ট বন্দুকবাজের ভারমুক্ত হলো পশ্চিম। লাশটাকে সোজা করে টুপি দিয়ে মুখ ঢেকে দিল সাবাডিয়া, উঠে দাঁড়াল।

ঠিক তখনই ঝড়ের বেগে স্যালুনে প্রবেশ করল শেরিফ, কনুইয়ের সাহায্যে ভিড় ঠেলে এগোতে এগোতে হেঁড়ে গলায় জানতে চাইল:

'কী হচ্ছে এখানে?'

'কিছু না–এখন,' কর্টেয জানাল ওকে চাঁছাছোলা গলায়। 'তুমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছ লাশের দায়িত্ব নিতে–বরাবরের মত।'

'খুনীকে ধরতেও ঠিক সময়ে হাজির হয়েছি,' পালটা মুখিয়ে উঠল ক্যামর্ট। 'এই লোককে তুমি চেন?'

'নামে,' সাবাডিয়া জবাব দিল। 'ওর নাম লুকাস–ভাড়াটে বন্দুকবাজ। পুবের বহু শেরিফই ওকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। ওর কৌশল ছিল ডান হাতে পিস্তল বের করার ভান করে, বাঁ-হাতে ড্র করা, একটা আঙুল কম থাকা সত্ত্বেও। এভাবে ও বহু লোককে ধোঁকা দিয়েছে।'

'এবং তুমি তা জানতে, নিশ্চয়?' ক্যামর্ট বিদ্রূপ করল।

'না, ও-ই বলেছে,' জবাব দিল কর্টেয। 'ও এমনভাবে বার থেকে ফেরত পয়সা তুলে নিল যাতে আমি ওর পঙ্গু থাবাটা দেখতে পাই। তখনই সন্দেহ হয় আমার।'

'তোমাদের মধ্যে কে শুরু করেছিল গোলমাল?' একসঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠ উত্তরটা জানিয়ে দিল শেরিফকে। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি কালা নই,' বিরক্তির সুরে বলল সে।

'নও কেন?' জিজ্ঞেস করল বব। 'ঈশ্বর জানেন, তুমি বোবা।'

হুল্লোড় যখন স্তিমিত হলো, মার্কার জানাল সংঘাত এড়াতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল পাঞ্জার।

'তারমানে কর্টেয-হুঁশিয়ার আদমি, হাঃ?' ভেংচি কাটল শেরিফ। 'পালাতে চেয়েছিলে, বোধহয়?'

সাবাডিয়া তাকাল ওর দিকে, সবিস্ময়ে ক্যামর্ট দেখল কত দ্রুত ওই হিমশীতল চোখজোড়া থেকে মিলিয়ে যায় কৌতুক।

'শোন, উল্লুক,' পাঞ্জার বলল, 'আমি ওর সাথে লড়তে চাইনি কারণ জানতাম ও আমাকে খুঁজছে না, ওর শেষ কথাগুলো তারই প্রমাণ। একটু আগে তুমি যখন এলে তখন ড্রেইটের লাশ দেখার আশায়ই এসেছিলে। আরেকটা কথা: তুমি একটা মিথ্যুক, এবং খেঁকি কুত্তা। কিছু বলার আছে?'

দেয়ার মত একটা জবাবই ছিল-নিজের চামড়া বাঁচাতে। 'এবং আমি শেরিফও বটে,' মনে করিয়ে দিল ক্যামর্ট।

'এবং এক্ষুণি যদি না ভাগ, মরহুম শেরিফ হয়ে যাবে,' টিটকারি মারল সাবাডিয়া।

কঠিন থমথমে মুখটা একনজর দেখল ক্যামর্ট, তারপর ভেংচি কাটা দর্শকদের দিকে তাকাল, শেষমেশ বেত্রাহত কুকুরের মত বেরিয়ে গেল মাথা নিচু করে। সমবেত কণ্ঠের হাসি দরজা অবধি তাড়া করল ওকে।

# ষোল

এই বিয়োগান্তক নাটকের খবর মুখ্য অভিনেতা প্রত্যাবর্তনের আগেই পৌঁছে যায় শ্যাডো ভ্যালিতে। মাকার-স্ স্যালুনে উপস্থিত ছিল ভাস্কোর এক রাইডার, বাড়ি ফেরার পথে শর্টির সাথে দেখা হলে, ঘটনাটা আদ্যোপান্ত সে-ই জানাল ওকে। 'আর শোন,' ইতি টানল ও, 'ভুল করেও যেন ওই কর্টেযের সাথে লাগতে যেয়ো না-ওরকম অদ্ভুত লোক আমি আর দেখিনি। পিস্তলে কী হাত!'

'চালু?' জানতে চাইল শর্টি।

'বিদ্যুৎ, তুমি দেখতে পাবে না,' জবাব দিল বার্তাবাহক। 'আমার চোখে কোন দোষ ছিল না, তবু কর্টেযের ভ্রূ ওদের হারিয়ে দিয়েছে। আর বুদ্ধিও রাখে মাথায়, অন্য কেউ হলে বুঝতে পারত না লুকাসের ধাপ্পা। যাই, আমার আবার তাড়া আছে, খবরটা দিতে হবে সবাইকে।'

'আমি নিজেও তাই করব ভাবছি,' শর্টির হাসি দুই কান স্পর্শ করল।

তাই সাবাডিয়া যখন ভ্যালিতে পৌঁছাল ততক্ষণে সকলের জানা হয়ে গেছে ব্যাপারটা। রবসন ফটক খুলে দিল ওকে।

'শহরে নতুন কিছু ঘটেছে, কর্টেয?' হালকা সুরে জিজ্ঞেস করল ফোরম্যান।

'উল্লেখযোগ্য কিছু না,' নিরাসক্ত জবাব এল।

'চলে গেল কর্টেয, পেছনে রবসন নিজের মাথা চুলকাল। 'ঠাণ্ডা?' আপনমনে বিড়বিড় করল সে। 'আমার বিশ্বাস বরফ। এবং কুলুপের সাথে নির্ঘাত আত্মীয়তা আছে।'

জিন খসিয়ে ঘোড়া কোরালে তুলে রেখে, বাংকহাউসের দিকে হাঁটা দিয়েছে সাবাডিয়া এমন সময় ড্রেইট ওকে ডাকল পেছন থেকে। কোনরকম ভণিতার মধ্যে গেল না সে।

'আচ্ছা, তুমি তাহলে আমার জায়গা দখল করতে গেছিলে মিডওয়েতে?' শুরু করল ড্রেইট।

'ধেৎ!' বিরক্তিপূর্ণ জবাব এল। 'এরকম বাচাল দেশ আমি আর একটিও দেখিনি। ওরা কি তোমাকে এটাও বলেছে আমি ববের কাছ থেকে সিগার কিনেছি? খাও একটা।'

নিক ধরাল। 'কথাটা তবে সত্যি?' বলল ও।

'তুমি কী শুনেছ আমি জানি না,' উত্তর দিল সাবাডিয়া, তারপর যখন বলা হলো ওকে তখন যোগ করল, 'হ্যাঁ, তাই।'

'কিন্তু ও তোমার সাথে আমাকে গুলিয়ে ফেলল কীভাবে?'

'আমরা দুজনেই তাগড়া, তাছাড়া হ্যাট টেনে দিয়েছিলাম মুখের ওপর, আর ঘোড়াটাও ছিল তোমার।'

চোখ কুঁচকে ওর পানে তাকাল ড্রেইট। 'কেন, ব্লু-র অসুখ?'

'একটু বেশি খাটাচ্ছিলাম ইদানীং, তাই ভাবলাম ওর বিশ্রাম পাওনা হয়েছে।'

'তুমি আমাকে শহরে যেতে দাওনি। কোন বিপদের আশঙ্কা করে?'

'আজ পর্যন্ত করতে হয়নি,' সাবাডিয়া হাসল।

নীরবে ওর ছলনাটুকু হজম করল ড্রেইট; নির্বোধ নয় ও, বুঝল আবারও এই হঠাৎ-পাওয়া বন্ধুর কাছে ঋণী হয়ে গেছে, সম্ভবত সারা জীবনের জন্যে।

'কর্টেয, তুমি একটা আস্ত মিথ্যুক, এবং ল্যারিও কম যায় না,' বলল

নিক। 'ভেব না আমি অকৃতজ্ঞ, কিন্তু এসব বন্ধ হওয়া দরকার; আমি কচি খোকা নই, যথেষ্ট বয়স হয়েছে।'

'বিশ্বাস কর, নিক,' মৃদু গলায় বলল সাবাডিয়া, 'আমি কোন গোলমালের আশঙ্কা করে যাইনি, যদিও আন্দাজ করেছিলাম কী ঘটতে চলেছে জানতে পারব। ও-ই আমাকে আক্রমণ করেছিল।'

'তুমি চিনতে এই লুকাসকে?'

'নামে; ভাড়াটে খুনী ছিল; এসব ক্ষেত্রে যা হয়, বড়াই করতে গিয়ে শেষ হয়েছে,' মৃদু হাসি ফুটে উঠল কর্টেযের ঠোঁটের কোণে। 'খাবারের কী হবে? আমার পেট এখন শেরিফের মাথার মত ঠনঠনে।'

ওরা যখন বাংকহাউসে ঢুকল কোনরকম শোরগোল উঠল না; তেমন শিক্ষিত না হলেও, কাউবয়েরা এটুকু বোঝে কোন মানুষের প্রাণবধ করার ঘটনা, তা সে যত যুক্তিসঙ্গত হোক না কেন, কখনো মুখরোচক আলোচনার বিষয় হতে পারে না। কেবল স্মোকি একগাল হেসে বলল:

'ঠিক সময়েই ফিরেছ, কর্টেয। লং আজ রাতে স্পেশাল খানার হুমকি দিয়েছে।'

'আর ওই "হুমকিটাই" হচ্ছে উপযুক্ত শব্দ,' ফোড়ন কাটল শর্টি। 'কারণ লং যখন পটল তুলবে, ওঁচা বাবুর্চির লেবাসটা অন্য কারো গায়ে উঠবে।'

এইভাবে অকৃত্রিম বন্ধুসুলভ হাসিঠাট্টার ভেতর দিয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল পরিবেশ, এবং প্রত্যেকেই সহজ হয়ে উঠল।

পরদিন সকালে এস পি-তে নিজের চেহারা দেখাল কুলিন। গান ফাইটের ব্যাপারে রোজি কিছুই জানে না বুঝতে পেরে ঘটনাটা সবিস্তারে ওকে খুলে বলল সে, বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করল লুকাসের ভুল সম্পর্কে।

'মিস্টার ড্রেইটকে খুন করতে চেয়েছিল?' আঁতকে উঠল রোজি। 'কিন্তু কেন, ওরা যদি পরস্পরকে নাই চিনত?'

'যদি,' কাঁধ ঝাঁকাল র‍্যাঞ্চার। 'আমি শুনেছি লোকটা নাকি মিডওয়েতে বলেছিল, ওর বোনের ইজ্জতের বদলা নিতে এসেছে। তবে সেটা নিছক অজুহাতও হতে পারে; এধরনের লোকদের সবসময়ই থাকতে হয় একটা না একটা।'

স্বর্ণকেশিনীর মুখ কাল হতে দেখল গরু ব্যবসায়ী; স্বামী যত অবহেলার পাত্রই হোক, কোন স্ত্রীই আরেকটা মেয়ের আবির্ভাব সহজভাবে মেনে নেয় না। তবে নিরুত্তর রইল ও।

'ওই কাউবয়, কর্টেয, বেশ যোগ্য দেহরক্ষী,' খেই ধরল কুলিন। 'নিকের জন্যে অনেক করেছে।'

'আমিও ওর কাছে ঋণী,' শান্ত গলায় স্মরণ করিয়ে দিল রোজি।

'এবং আমিও,' বিগ সি মালিক হাসল। 'তোমার উপকার করেছে বলে:

মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যদি পারতাম।'

'কেন, তুমিও সাহায্য করেছ, এবং সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।'

'শুধুই কৃতজ্ঞ? না, আমি অধৈর্য হচ্ছি না, কিন্তু আমি চাই তুমি আমাকে ভালবাস—রোজি।'

স্বর্ণকেশিনীর গণ্ড আরক্ত হলো—এই প্রথম ওকে নাম ধরে ডাকল কুলিন—তবে ও সেটা খেয়াল না করার ভান করল। এর অল্পক্ষণ পর র‍্যাঞ্চার যখন বিদায় নিল, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সে। উদাস চোখে সামনের দিগন্তবিসারী প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে, বিগ সি মালিক সম্পর্কে নিজের মনোভাব বিশ্লেষণের প্রয়াস পেল রোজি। সত্যিই কি র‍্যাঞ্চারকে পছন্দ করে সে, নাকি ব্যাপারটা একজন বলবান পুরুষের প্রতি সংসার-অনভিজ্ঞ এক নারীর স্বাভাবিক দুর্বলতা? মনস্থির করতে পারল না সে। যত মুগ্ধতাই থাকুক, উপভোগ করুক লোকটার সঙ্গ, ওর মনের গহিন কোণে সহজাত একটা পাগলা ঘণ্টি বাজছিল, অস্পষ্ট তবে অবিরাম। হতাশায় মাথা নাড়াল ও, ল্যারিকে আসতে দেখে হাঁপ ছাড়ল। উত্তেজনায় ফুটছিল কাউবয়; ওর কাছে কর্টেযের একটা বার্তা পৌঁছে দিয়েছে স্মোকি, এবং স্বভাবতই, জানিয়েছে সব ঘটনা।

'শহরে গোলমাল হয়েছে শুনেছ, ম্যাম?' স্যাডল থেকে লাফিয়ে নেমেই, একনিশ্বাসে বলল ল্যারি।

'হ্যাঁ,' জানাল রোজি। 'মিস্টার কুলিন বলে গেল।'

'কুলিন? কেন ও—তাহলে এসেছিল এখানে?' কাউবয় সময়মত সামলে নেয়ায় ওর দ্বিধা টের পেল না রোজি।

'অবশ্যই,' বলল স্বর্ণকেশিনী, ম্লান সুরে। 'খুবই ভয়ের ব্যাপার; খোদা দয়ালু, সিনর কর্টেযের কোন ক্ষতি হয়নি।'

'কর্টেযকে ঘায়েল করা কঠিন, ফেয়ার ফাইটে,' সগর্বে জবাব দিল ল্যারি। 'আর ও যদি সফল হত, আমি ওকে শেষ করতাম—যেভাবেই হোক।'

কাউবয়ের তারুণ্যদীপ্ত মুখের কাঠিন্য, দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট আর সংকুচিত প্রতিহিংসাপরায়ণ চোখ দুটো বলে দিল কথাটা দম্ভ নয়। পরমুহূর্তে, একজন মহিলার সামনে ভাবাবেগতাড়িত হওয়ায় লজ্জিত হলো ল্যারি, ক্ষমাপ্রার্থনা করল। 'আসলে কর্টেয আমার প্রতি খুব সদয়, ম্যাম।'

'বুঝতে পারি,' আন্তরিক সুরে জবাব দিল রোজি। 'ও আমার প্রতিও সদয়। এখন কোনদিন সেটা ওকে বলার সুযোগ পেলে হয়।'

'তুমি না বললেই ও খুশি হবে,' অকপটে বলল কাউবয়। 'এসব মৌখিক সৌজন্যে ওর কোন মোহ নেই।'

'আমারও তাই বিশ্বাস,' স্মিত হাসল স্বর্ণকেশিনী। 'আচ্ছা, ল্যারি, ওই লোকটা মিস্টার ড্রেইটকে খুন করতে চাইছিল কেন? পুরান শত্রুতা?'

'মনে হয় না। লুকাস যদি বস্‌কে চিনবেই, কর্টেযের সঙ্গে তাকে ভুল করত না।'

'তাই তো,' চেঁচিয়ে উঠল রোজি, এবং সহসা ওর হৃদয়ে খুশির ছোঁয়া অনুভব করে মনে মনে অবাক হলো।

'এই কাজের জন্যেই ভাড়া করা হয়েছিল লোকটাকে,' বলে চলল ল্যারি। 'এবং তার উচিতসাজা সে পেয়েছে। এখন মানুষরূপী যে-নেকড়েটা নিয়োগ করেছিল ওকে...'

'বিশ্বাস করতেই কষ্ট হয় এরকম নিষ্ঠুরও হয় মানুষ,' বলল রোজি। 'কাজটা চ্যাপম্যানের নয়তো? ওরা আগেও লড়েছে।'

'হতে পারে; তবে স্মোকি বলল, কোল হলে নিজেই অস্ত্র ধরত।'

'ওই লোককে আমার ভীষণ ভয় হয়,' নিজের দুর্বলতা স্বীকার করল রোজি।

'ভয়ের কোন কারণ নেই, ম্যাম,' ল্যারি অভয় দিল, 'আমরা সবাই তোমার ব্যাপারে সজাগ।'

'জানি,' সলজ্জ হাসল স্বর্ণকেশিনী। 'আমার কোন ভুল করা চলবে না।'

ও যখন চলে গেল, মৃদু খিস্তি করে মনের ভার লাঘব করল ল্যারি। মহিলা কোন কারণে দুশ্চিন্তায় আছে।

'ওকে নিয়ে নিক সদলবলে এখানে চলে আসছে না কেন?' নিজেকে প্রশ্ন করল কাউবয়। 'বোধহয় সবাইকে দেখাতে চায়, শ্যাডো ভ্যালিতে টিকে থাকার ক্ষমতা ওর আছে।'

কথাটা আংশিক সত্য বটে, কিন্তু কোনক্রমেই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

# সতের

একজন বন্দুকবাজের মৃত্যুর ঘটনা মাত্র হপ্তা দেড়েক দখল করে রইল মানুষের মন, তারপর আবার একঘেয়ে স্রোতে গা ভাসাল শহরের জীবনযাত্রা।

ইতিমধ্যে, কুলিনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো। বেশ কয়েক দফা এস পি-তে দর্শন দিয়েছে সে, এবং প্রতিবারই সখেদে উপলব্ধি করেছে তার অবস্থানের কোন উন্নতি হয়নি। মেয়েটার আচরণ বন্ধুত্বপূর্ণ, কিন্তু ওই পর্যন্ত, বরং ইদানীং ওর সন্দেহ হচ্ছে, ক বুল না করলেও, ড্রেইটের ব্যাপারেই যেন স্বর্ণকেশিনীর আগ্রহ বেশি। ভাবনাটা ক্ষিপ্ত করে তোলে বিগ সি মালিককে। নেস্টরের অপসারণই যথেষ্ট নয়; ওকে হেয় প্রতিপন্ন করতে হবে রোজির চোখে। মনে মনে একটা পরিকল্পনা খাড়া করে, এইট বি র‍্যাঞ্চে গিয়ে হাজির হলো কুলিন। হিচ রেইলে ঘোড়া বাঁধছে সে, এমন সময় বাইরে বেরিয়ে এল দুজন লোক, গিলম্যান আর ল্যামও।

'আমি শুনেছি তুমি একটুর জন্যে বেঁচে গেছ,' বলল বিগ সি মালিক। 'কোলের বাথানে কাজ নিয়েছ?'

'খাওয়া-পরার জন্যে তো কিছু একটা করতেই হবে,' দায়সারা জবাব দিল টনি। ওর মাথায় এখনো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

'এই সুযোগে পরিবেশ বদলও হলো,' বলল কুলিন। ওর রসিকতায় সাধারণত ঝাঁঝ থাকে। "তবে শুনলাম, আরেকটু হলেই নাকি সব প্রয়োজনের উর্ধ্বে উঠে যাচ্ছিলে।'

ঠিক তখনই চ্যাপম্যান বেরিয়ে এল; ওদের গলা শুনতে পেয়েছে।

'কী সমস্যা?' জিজ্ঞেস করল সে।

বিগ সি মালিক দেখল তার একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। 'আহ্, ভুলে যাও। আমি এমনি ঠাট্টা করছিলাম।'

এও একধরনের ক্রটিস্বীকার, কিন্তু ও বাসার ভেতর অদৃশ্য হওয়ার সময় দুই জোড়া ক্রুদ্ধ চোখ অনুসরণ করল ওকে। গৃহস্বামী কুলিনকে বসতে ইশারা করে বলল, 'কাজের লোকদের সাথে ঝগড়া না বাধালে খাওয়া হজম হয় না তোমার, না?'

'কাজের না ছাই, এ-যাবৎ ওরা কেবল ভণ্ডুলই করেছে।'

'তুমিও এমন কিছু সাফল্য অর্জন করতে পারনি, ড্রেইট এখনো উপত্যকায় রয়ে গেছে, আগের চেয়ে আরো পোক্তভাবে, শহরবাসীরা ক্যামর্টের ওপর বিরক্ত...'

'মনে হচ্ছে তুমি আমাকে খবর শোনাচ্ছ,' যাত্রার ঢঙে বলল কুলিন।

'তুমিও এমন ভান করছ যেন কিছুই জান না,' সতেজে পালটা জবাব দিল কোল। 'যাইহোক, এখানকে কী চাও?'

একটু দোনোমনো করল কুলিন, ইচ্ছে করে, তারপর বলল, 'একটা প্রস্তাব অবশ্যি আমার আছে, তবে তুমি যদি ড্রেইটের সঙ্গে তোমার গোলমাল মিটিয়ে ফেলে থাক, আমি সরে যাব।'

'যা বলার স্পষ্ট করে বল,' চ্যাপম্যান শ্রাগ করল। 'ওই নর্দমার কীটটার শেষ না দেখা অবধি আমার শান্তি নেই।'

'শালা যেন সাক্ষাৎ ইবলিসের কপাল নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে।'

'এবং বিশ্বাস করতে পারে এরকম কিছু বন্ধু। আর সেখানেই তুমি হেরে গেছ; তোমার কেবল কেনা গোলাম আছে, তাও আবার তুমি তাদের বিশ্বাস কর না। লুকাস কী দর হেঁকেছিল?'

'আমি কীভাবে জানব?'

'যা ভেবেছি,' মুখ টিপে হাসল চ্যাপম্যান। 'কত হবে, হাজার ডলার?' র‍্যাঞ্চারকে ঈষৎ চমকে উঠতে দেখে বিশালদেহী বুঝল তার অনুমান মিথ্যা নয়। 'উপযুক্ত মূল্যই হত, যদি—কিন্তু সবসময়েই এই একটা "যদি" থেকে

যাচ্ছে, তাই না, গ্রেগ?'

একটা সিগার ধরাল অতিথি এবং আরেকটা গড়িয়ে দিল টেবিলের ওপাশে। ভেতরে ভেতরে টগবগিয়ে ফুটলেও, জোর করে নিজেকে সংযত রাখছে সে। 'দয়া করে এবার একটু বকবক থামিয়ে, কাজের কথা শোন। এতে হয়তো তোমারও লাভ হতে পারে।'

'বল।' চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে ধোঁয়ার পর্দা উদ্গিরণ করল চ্যাপম্যান, সকৌতুকে হাসল তার আড়ালে মুখ লুকিয়ে।

'কিছু গরু চুরি করবে তুমি, প্রায় হাজারখানেক ডলার তোমার লাভ হবে,' শুরু করল কুলিন। 'এস পি-র গরু, অল্প অল্প করে কয়েকবারে সরাবে। এবং মার্কা বদলাবে না। তোমার সুবিধামত কোথাও লুকিয়ে রাখবে, নেয়ার সময় আমি মাথাপিছু দশ ডলার দেব।'

চিন্তার ভাঁজ পড়ল চ্যাপম্যানের কপালে। 'খেলাটা আমি ঠিক বুঝলাম না।'

'বুঝতেই হবে তার কোন মানে নেই।'

'তোমার তা মনে হতে পারে,' চাঁছাছোলা গলায় বলল অপরজন। 'আর কোন গর্দভকে খুঁজে নাও গিয়ে।'

অতিকষ্টে অপমান হজম করে, মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল কুলিন। 'চটছ কেন? আমি এস পি-কে ফকির করতে চাইছি, যেন মালিক বেচতে বাধ্য হয়।'

'অনেকদিন হলো ওই রেঞ্জের ওপর তোমার চোখ। মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেলছ না কেন?'

'আমার এই পরিকল্পনার পেছনে ওটাও একটা কারণ; দারিদ্র্য দেমাগ চূর্ণ করে। আপাতত এই কাজটা সেরে ফেল, কোল, তারপর আমরা যখন আবার সময়-সুযোগ পাব, শায়েস্তা করব ওই হারামি নেস্টরকে।'

'আলবত,' চ্যাপম্যান বলল। 'ম্যাকেঞ্জি তোমার লোক, না?'

'হ্যাঁ। এক জায়গাতেই পাবে সব গরুবাছুর—রাউণ্ডআপের প্রস্তুতি আরকি। দলের সবাই অলস, একটা বাদে—কর্টেযের পার্টনার, ল্যারি; দারুণ হুঁশিয়ার।'

'ওই খুদে বিচ্ছুটা?' বিস্ফোরিত হলো কোল। 'ওর কাছে আমার একটা দেনা আছে। ঠিক আছে, গ্রেগ; তোমার কথাই থাকল তাহলে।'

অতিথি যখন বিদায় নিল, অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ল চ্যাপম্যান। 'ফকির করার খেলাটা দুজনেও খেলতে পারে, মিস্টার কুটিল কুলিন, তবে আপাতত আমি তোমার সঙ্গে থাকছি, তারপর শিক্ষাটা হয়তো তুমিই পাবে।'

তস্করের চেহারা কস্মিনকালেও সুদর্শন ছিল না; এখন তা আরো কুৎসিত হয়ে উঠল।

নীল খিলানের ওপর দিকে ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে সূর্য, ভোরের সুশীতল নির্মল সেজ-সুবাসিত বাতাসকে ক্রমশ তাতিয়ে তুলছে। দূর-দিগন্তে কুয়াশার চাদর

গোটাতে শুরু করেছে পাহাড়-পর্বত। সে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য, কিন্তু ড্রেইটের চোখ বারবার–সঙ্গিনীর অলক্ষ্যে–ছুঁয়ে যাচ্ছিল তার একহারা সুগঠিত তনু বঙ্কিম গ্রীবা, অথবা মৃদু হাওয়ায়-ওড়া ওর অবিন্যস্ত কুন্তলগুচ্ছকে।

আজ সকালে, প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি রোজিরও তেমন মনোযোগ নেই। ও ভাবছে দুদিন আগে কুলিনের সাথে বেড়ানর কথা। বৈপরীত্যটা চোখে পড়ার মত। তবু ও স্বীকার করতে বাধ্য হলো, বিগ সি-র অন্ধ স্তাবকের চেয়ে এ-লোক নিঃসন্দেহে মার্জিত।

'ঘাস আছে,' নীরবতা ভেঙে মন্তব্য করল ড্রেইট। 'কিন্তু গরুবাছুর বিশেষ দেখছি না।'

অচিরেই গোটা পঁচিশেক গরু চোখে পড়ল ওদের, কাছে গিয়ে দেখল খুঁটিয়ে। 'স্বাস্থ্য ভালই,' রায় দিল ড্রেইট, 'তবে কয়েকটার গায়ে মার্কা লাগাতে হবে।'

রোজিকে বিরক্ত দেখাল। 'এতদিনে সেরে ফেলা উচিত ছিল। ম্যাকেঞ্জিকে আমি বলেছিলাম এখানে কিছু পাবে।'

'কী রকম কাজ করছে ও?'

সন্তোষজনক, রোজি জানাল, এখন পর্যন্ত। ছোটখাট আরেকটা পালের কাছে পৌছাল ওরা, দেখা গেল এদের মাঝেও বেশকিছু মার্কাহীন গরু আছে। 'গিলম্যানের লোকেরা বেশ আরামেই দিন কাটাচ্ছিল মনে হচ্ছে,' ড্রেইট টিপ্পনী কাটল।

'এখনো তাই,' তিক্ত সুরে বলল রোজি। যেখানে স্বামীর প্রশংসা পাবে আশা করেছিল, কার্যত তা না হয়ে ক্রটি ধরা পড়ায় ওর আঁতে ঘা লাগল; অনুভব করল ম্যাকেঞ্জিকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়া দরকার তার প্রয়োজন হুকুম তামিলের জন্যে।

'তোমার কর্মচারীদের সম্বন্ধে কিছু জান?'

'আমাকে দেখলেই চুপ করে যায়। "জ্বি, ম্যাম; না, ম্যাম" ছাড়া আর একটা কথাও বের করা যায় না। তোমার লোকদের থেকে ওরা একদম আলাদা।'

স্বর্গীয় হাসি ছড়িয়ে পড়ল ড্রেইটের মুখে। 'হতেই হবে। আমি মনিব, কিন্তু ওই বজ্জাতগুলো আমার বন্ধুও বটে; আর ওরা জানে, যত বড় বিপদই আসুক, আমি শেষপর্যন্ত ওদের পাশে থাকব। গিলম্যানের ক্ষেত্রে সেটা হওয়ার কথা না। কিন্তু তোমার সমস্যাটা কী?'

অস্বীকার করতে নিয়েছিল রোজি, কিন্তু নিক বাধা দিল: 'থাক, বল না; তোমার ওই ঠোঁট দুটো মিথ্যা বলার জন্যে তৈরি হয়নি–রোজি।' সম্বোধনটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল–ও অন্তর থেকে ব্যবহার করতে চায়নি। ড্রেইট দেখল রোজির মুখে লাল ঢেউ জেগে উঠছে, কিন্তু জানতে পেল না, কুলিনের বেলায় যা হয়নি, স্বর্ণকেশিনীর রক্তেও বান ডেকেছিল। 'দেখ,' তড়িঘড়ি

পরিবেশ সামাল দেয়ার প্রয়াস পেল ও, 'তুমি খুব শক্ত কাজে হাত দিয়েছ, দু-চার হপ্তায় পেরে ওঠা সম্ভব নয়, তবু তোমার সাফল্যটাও কিন্তু বিরাট। জানি, তোমাকে বলতে হবে না...'

'আমি রোজ গরু হারাচ্ছি,' অসহায়ভাবে কবুল করল রোজি। 'একেকবারে বিশটা করে।'

'তোমার ফোরম্যান কী করছে?'

'রাতে পাহারা বসিয়েছে, কিন্তু ওরা যেখানে থাকছে চোর হানা দিচ্ছে তার উলটো দিকে।'

'তারমানে খবর পাচার হচ্ছে। চিন্তা কর না; এরকম হয়েই থাকে, মাঝে-মধ্যে অল্পবিস্তর লোকসানের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে তোমাকে, তবু আমরা চেষ্টা করে দেখব কী করা যায়।'

ঠিক তখনই ল্যারির দেখা পেল ওরা। 'আর রাস্তা চিনতে ভুল করনি তো?' ড্রেইট জানতে চাইল পরিহাসতরল গলায়।

'চিনতে শিখছি,' সমান তালে জবাব দিল কাউবয়।

'কিন্তু আমার দুঃখ রাস্তা বুঝতে শিখল না তুমি কত বড় গুলবাজ,' ড্রেইট হাসল একগাল। 'তা এই গরু হারানর ব্যাপারে কিছু জান?'

'কাল এই জায়গায় পঞ্চাশটা ছিল, অথচ আজ তিরিশটাও জড় করতে পারিনি। ঘোড়ার ট্র্যাক দেখতে পাচ্ছি, নিশ্চয় হাওয়ায় ভেসে আসেনি ওগুলো।'

'ম্যাকেঞ্জিকে জানিয়েছ?' রোজি প্রশ্ন করল।

'না, ম্যাম। ভাবছি নিজেই ট্র্যাক করে ধরতে চেষ্টা করব।'

'তুমি ট্রেইলিংয়ে ভাল?' নিক প্রশ্ন করল।

'তেমন না,' বিনীত জবাব এল। 'কর্টেয ওস্তাদ—ইণ্ডিয়ানদের মত।'

'ওকেই তবে কাজে লাগাব আমরা। কাল সকালে এখানে ও আসবে, অবশ্য সেটা ফোরম্যানকেও জানাবে না। বুঝেছ?'

'আমি একদম বোবা হয়ে যাব,' ওয়াদা করল ল্যারি।

ওরা যখন বাসায় পৌঁছাল, বারান্দার কাছে বাগানের কোপান মাটি রোজির স্মৃতিকোঠায় নাড়া দিল। 'ভুলেই গিয়েছিলাম, ওই পরামর্শটার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানান হয়নি।'

নিককে অখুশি দেখাল। 'আমার নয়,' অকপটে বলল ও। 'কর্টেযের, কিন্তু কেন জানি না, আমার নামে চালিয়ে দিয়েছে। যাইহোক, আমি যে তোমাকে বলে দিয়েছি ওকে সেটা জানিয়ো না—আমার বিশ্বাস এরকম করার পেছনে নিশ্চয় কোন কারণ ছিল ওর।'

নারীসুলভ অনুভব থেকে সেই কারণটা সহজেই অনুমান করতে পারল রোজি, এবং এর ফলে এই দুই পুরুষের প্রতি ওর শ্রদ্ধার কোন হেরফের ঘটল না।

'তোমাকে কিছু চারা এনে দেবখন—শ্যাডো ভ্যালিতে প্রচুর আছে,' ড্রেইট বলল।

'ওগুলো পেলে আমার আর কিছু লাগবে না,' সাগ্রহে জবাব দিল রোজি, লক্ষ্য করল ওর স্বামীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'শুনে খুশি হলাম,' ড্রেইট বলল।

নিক বিদায় নেয়ার পরেও বহুক্ষণ ওর দৃঢ় মুঠির ছোঁয়া জেগে থাকে স্বর্ণকেশিনীর হাতে। কর্টেয আর ড্রেইট, উভয়ের পারস্পরিক ভালবাসার পরিচয় পেয়ে কোমল হয়ে আসে ওর দৃষ্টি। সত্যিই অদ্ভুত স্বভাব ওদের। এক বন্ধুর উপকার করতে চেষ্টা করেছে আরেকজন, আর সেই বন্ধু, যা তার প্রাপ্য নয় তার কৃতিত্ব নিতে অস্বীকার করেছে। রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল রোজি।

'লিণ্ডি, সিনর কর্টেযকে তোমার কেমন মনে হয়?'

'ভাল, সৎ। মাসাহ্ নিকও তাই, কিন্তু ওই কুলিন—'

'আমার অনেক উপকার করেছে সে,' তপ্ত সুরে স্মরণ করিয়ে দিল স্বর্ণকেশিনী।

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল কৃষ্ণাঙ্গিনী; সে বিশ্বাস করতে নারাজ।

# আঠার

প্রত্যুষে এস পি র‍্যাঞ্চে উপস্থিত হলো সাবাডিয়া, এবং ল্যারিকে সাথে নিয়ে, সর্বশেষ হামলাটা যেখানে হয়েছে সেদিকে রওনা হলো। ওদের দেখতে পেয়েছিল ম্যাকেঞ্জি, কিন্তু যেহেতু ওকে জানান হয়েছে কাউবয় অতিথিকে রেঞ্জটা ঘুরিয়ে দেখাবে তাই আর মাথা ঘামাল না; অকারণে যদি কোন কর্মচারী সময় নষ্ট করে তাতে তার কী এল গেল।

প্রচুর আলামত পাওয়া গেল অকুস্থলে। ট্র্যাকগুলো যথেষ্ট সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করল সাবাডিয়া।

'প্রায় পঁচিশটা গরু, পাঁচজন রাইডার তাড়িয়ে নিয়ে গেছে,' রায় দিল ও। 'একটা ঘোড়া নাল পরান, পেছনের একটা নালে ক্রুশচিহ্ন আঁকা। কুসংস্কার, বোধহয়।'

ট্র্যাকের গভীরতা থেকে বোঝা গেল জানোয়ারগুলোকে বেধড়ক খাটান হয়েছে, কিন্তু মাইল দেড়েক যাওয়ার পর, ভাঙাচোরা দুর্গম প্রান্তর শুরু হওয়ায়, গতিবেগ হ্রাস পেয়েছিল।

'ওদেরকে আমার হিংসা হচ্ছে না,' মন্তব্য করল সাবাডিয়া। 'নিশ্চয় চাঁদনি রাত ছিল।'

'ছিল,' ল্যারি বলল। 'এবং ট্রেইলটাও ওদের চেনা।'

একটা ক্ষুদ্র মরুভূমির কিনারে এসে থমকে দাঁড়াল ওরা, প্রায় ডিম্বাকৃতি, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে মাইলখানেক। এই মরুভূমিতে নেমেই হারিয়ে গেছে ট্রেইল, বাতাসে বালু উড়িয়ে সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলেছে।

'চারপাশ ঘুরে দেখতে হবে কোথা দিয়ে বেরিয়েছে,' পাঞ্চার বলল। 'তুমি বাঁয়ে যাও, আবার আমাদের দেখা না হওয়া পর্যন্ত থামবে না।'

ল্যারির চোখেই ধরা পড়ল সেই জায়গাটা, বাঁয়ের একটা অংশ দিয়ে উষরভূমি অতিক্রম করেছে তস্কররা। এবারই প্রথম, সত্যিকার অর্থে, ট্র্যাক গোপন করার প্রয়াস পেয়েছিল ওরা, এবং আরো কিছুদূর সামনে একটা ঝরনার দুপাশে আরেকবার তল্লাশি চালাতে হলো। এখানে চোরাই গরুবাছুরগুলোকে পানিতে নামান হয়েছিল। একচিলতে পাথুরে জমি সমস্যায় ফেলল এরপর, কিন্তু তারপর থেকে হানাদাররা মোটামুটি নিরাপদ ভেবেছে নিজেদের। শেষমেশ, খোয়াবিছান আঁকাবাঁকা একটা পথ ধরে অনুসরণকারীরা যেখানে উপস্থিত হলো, প্রথমে সেটাকে পাথরের একটা স্তূপ বলে ভাবল ওরা। তারপর কাছে গিয়ে জরিপ করতে পথের সন্ধান পেল একটা, গাছপালার আড়ালে ঢাকা, কয়েকটা অনতিসম্প্রতি-কাটা গাছের গুঁড়ি ফেলে প্রবেশমুখে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়েছে। ভেতরে পেয়ালা আকৃতির একখণ্ড জমি, ঘাসে-ছাওয়া, একপাল গরু চরছে। কাছেপিঠে কোন জনমানবের চিহ্নমাত্র ছিল না, তাই ওরা ঢুকে ঘোড়া হাঁটিয়ে সামনে এগোল যাতে মার্কাগুলো পড়তে পারে।

'এস পি, শ-খানেকের বেশি হবে,' বলল কর্টেয। 'এবং জায়গাটা যেহেতু চ্যাপম্যানের রেঞ্জের কাছাকাছি, বুঝতে অসুবিধে হয় না, চৌর্যবৃত্তিটা কার। ফিরে গিয়ে নিককে রিপোর্ট করব আমরা; ম্যাকেঞ্জিকে আমার বিশ্বাস হয় না।'

ধীরে-সুস্থে ফিরতি পথ ধরল ওরা, শ্যাডো ভ্যালিতে যখন পৌছাল সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। ড্রেইট অপেক্ষা করছিল ওদের পথ চেয়ে।

'চ্যাপম্যান, কোন সন্দেহ নেই,' একমত হলো সে। 'ওটার নাম ডেভিল-স্ পকেট। কাল আমরা ওগুলো উদ্ধার করব।'

'তারপর এস পি-তে ফিরিয়ে দেবে?' প্রশ্ন করল সাবাডিয়া।

'আবার চুরি হওয়ার জন্যে? না, এখানেই নিরাপদ থাকবে ওরা। আমরা কারোকে কিছু বলব না; মজার একটা চমক দেয়া যাবে–মিস ডারেলকে। তোমরা দুজন ব্যর্থতার ভান করবে, দিন কয়েকের জন্যে।'

'কঠিন হবে না,' সাবাডিয়া হাসল। 'কিন্তু চোরাই মাল এখানে রাখাটা ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে না?'

'বেশিদিন থাকবে না, আর তাছাড়া জানছে-টা কে?' নিক তর্ক জুড়ল। 'এখানে কারো ঢুকতে হলে এখন অনুমতি লাগে।'

ড্রেইটকে নাছোড় দেখে, আর আপত্তি করল না পাঞ্চার, তবে ব্যবস্থাটা ওর মনঃপূত হলো না। ওর মন বলছিল এটা বিপদ ডেকে আনবে।

দিগন্তে প্রথম ধূসর আলো যখন আসন্ন ভোরের আগমন ঘোষণা করল, রওনা হলো ড্রেইট আর তার চার রাইডার। গেল রাতেই এস পি-তে ফিরে গেছে ল্যারি; সাবাডিয়া উপত্যকা পাহারার দায়িত্বে রইল। বেলা শেষে একপাল গরুবাছুরসমেত আবার হাজির হলো ওরা। ঝেঁটিয়ে সাফ করা হয়েছে ডেভিল-স্ পকেট।

'খুব সহজেই ল্যাঠা চুকে গেছে,' নিক বলল। 'গরুগুলো নিয়ে প্রথমে ট্রেইল ধরে এগিয়েছি কিছুদূর, তারপর ঘোরা পথে এসেছি যাতে চ্যাপম্যানের রেঞ্জের কাছাকাছি যেতে না হয়। না, পথে দেখতে পাইনি কারোকে।'

কিন্তু ও যা ভেবেছিল, আদপে ততখানি সংগোপনে সম্পন্ন হয়নি কাজটা। ওরা যখন বাড়ি থেকে মাইলটাক দূরে, তখন বহুদূর থেকে কুলিনের এক লোক গরুর পালটাকে দেখতে পেয়ে সন্দিহান হয়ে ওঠে এবং পিছু নেয়। ওদের গন্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর, ফিরে গিয়ে খবরটা মনিবের কানে তুলল সে। ভ্রূকুটি করে সবকিছু শুনল কুলিন।

'তুমি যখন ওদের প্রথম দেখলে, তখন ওরা কোন্ দিক থেকে আসছিল?' জিজ্ঞেস করল সে।

'পশ্চিম,' বলে রাইডার ফোড়ন কাটল, 'যদি এস পি থেকে এসে থাকে, বেচারাদের অনেকটা পথ ঘুরতে হয়েছে।'

ওকে বিদায় করে, রহস্যের জট ছাড়াবার প্রয়াস পেল কুলিন। বহু চিন্তাভাবনার পর একটামাত্র সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে পারল সে: ব্যাপারটা তদন্তের দাবি রাখে। তাই, পরদিন সকালে এস পি-র উদ্দেশে রওনা হলো সে, কিন্তু রোজকার মত সরাসরি র‍্যাঞ্চ-হাউসে না গিয়ে কাছেই একটা ঝোপের ভেতর ঘাপটি মেরে বসে তার অনুচরের আসার অপেক্ষা করতে লাগল। খানিক বাদে কাঙ্ক্ষিত লোকটিকে যখন দেখতে পেল, শিস বাজিয়ে ডাকল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ম্যাকেঞ্জি দেখে নিল কেউ লক্ষ্য করছে কিনা, তারপর ঝোপের ভেতর ঢুকল এসে—আগেও ওখানে মিলিত হয়েছে ওরা।

'সুপ্রভাত,' সম্ভাষণ জানাল কুলিন। 'গরুবাছুর খোয়া যাচ্ছে এখনো?' বিগ সি মালিক অনাবশ্যক চাপ প্রয়োগ করল, 'খোয়া' শব্দটার ওপর।

'একশর বেশি গেছে—তুমি চাইলে সহজেই উজাড় করে দেয়া যায়।'

'চাই না। আর কোন খবর?'

'পরশু কর্টেযকে রেঞ্জটা ঘুরে দেখিয়েছে ল্যারি,' ম্যাকেঞ্জি জানাল। 'আমি ওদের রওনা হতে দেখেছি, তারপর আর কিছু জানি না। রাত নাগাদ ফিরে আসে ছোকরা—একা।'

ট্রেইল ধরে র‍্যাঞ্চ-হাউসের দিকে এগোনর সময় নতুন এই তথ্যটাকে মনে মনে বিচার করল র‍্যাঞ্চার। কর্টেয একজন অভিজ্ঞ কাউবয়, জানে কীভাবে ট্রেইল করতে হয় গরুবাছুর। অতীতে বহুবার দেখেছে এরকম একটা সাদামাঠা রেঞ্জ পরিদর্শন করতে পুরো একটা দিন ব্যয় করেছে সে। অনুমান

করা শক্ত নয়, ট্র্যাক লুকানর ব্যাপারে বিশেষ চেষ্টা করেনি চ্যাপম্যানের লোকেরা। অতএব, চোরাই গরুবাছুর এখন ড্রেইটের শ্যাডো ভ্যালিতে রয়েছে। ক্রূর হাসিতে কদর্য হয়ে উঠল কুলিনের মুখ: নেস্টর তার হাতে তুরুপের টেক্কা তুলে দিয়েছে।

স্বর্ণকেশিনীর অভ্যর্থনা অন্যান্য দিনের তুলনায় নিরুত্তাপ ঠেকল গরু ব্যবসায়ীর কাছে, তবে এতে সে ক্রুদ্ধ হলেও বাইরে তা প্রকাশ করল না। যথারীতি ওর বেশভূষার প্রশংসা করার পর, হালকা চালে কুলিন জিজ্ঞেস করল, 'এর মাঝে আর গরুবাছুর হারিয়েছে?'

মর্মান্তিক একটা ক্ষতে ঘা দিল প্রশ্নটা। হানাদারদের ধরার ব্যাপারে সাবাডিয়ার ব্যর্থতায় ভীষণ মুষড়ে পড়েছিল রোজি, আশঙ্কা করছে চুরি অব্যাহত থাকবে, এবং এস পি-কে ঘিরে ওর যে-স্বপ্ন তা চুরমার হয়ে যাবে।

'হ্যাঁ,' ম্লান সুরে জবাব দিল ও। 'হারাচ্ছে। স্রেফ উবে যাচ্ছে—রাতে।'

'তবে তো খুব চিন্তার কথা,' কুলিনের গলায় কৃত্রিম উদ্বেগের সুর বাজল। 'কতগুলো হারিয়েছে?'

'একশর ওপরে, ম্যাকেঞ্জির অনুমান।'

'সত্যিই, দুঃখজনক। আমাদের ব্যবসায় গরুচোররা হচ্ছে একটা বিষফোঁড়া; আর এর দাওয়াই একটাই—দড়ি। আমি হাতেনাতে কারোকে ধরতে পারলে নির্ঘাত ঝুলিয়ে দেব।'

সদম্ভে কথাগুলো বলল ও, আর স্বর্ণকেশিনী, নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে, সায় দিল তাতে। 'হিংসাকে আমি ঘৃণা করি, কিন্তু অপরাধ দমন করতেই হবে, এই নরাধমগুলো ক্ষমার অযোগ্য।'

'চল, ঘুরে আসি,' প্রস্তাব দিল গরু ব্যবসায়ী। রোজি প্রত্যাখ্যান করবে এই সময় সে যোগ করল, 'একটা জিনিস দেখাব তোমাকে।'

পশ্চিমের পথে ওকে নিয়ে চলল র‍্যাঞ্চার, তার নিজের র‍্যাঞ্চ থেকে দূরে। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর, এক সারি উঁচু ঝোপের সামনে পৌঁছাল ওরা, পেছনে খাঁজ-কাটা কিছু পাথুরে গম্বুজ। জায়গাটা রোজির চেনা-চেনা মনে হলো।

'এখন আমরা কয়েক পা হাঁটব,' কুলিন বলল ওকে।

এগোল গরু ব্যবসায়ী, রোজিকে পথ করে দিল, তারপর থেমে হাত ইশারায় কচি একটা চারাগাছ দেখাল। 'ওখানে গিয়ে নিচে তাকাও,' বলে একটা ডাল টেনে ধরল কুলিন।

'আরে, এটা তো শ্যাডো ভ্যালি!' স্বর্ণকেশিনী অবাক।

'ঠিক। কী দেখতে পাচ্ছ নিচে?'

'বেশকিছু গরু চরছে।'

বাইনোকিউলার এগিয়ে দিল বিগ সি মালিক। 'এটা দিয়ে দেখ।'

তাই করল রোজি, শক্তিশালী লেন্সের কল্যাণে সবচেয়ে কাছের গরুটা

যেন লাফিয়ে চলে এল ওর মুখের সামনে। দুটো অক্ষর লেখা ওটার নিতম্বে, এস পি–ওর নিজের ব্র্যাণ্ড। কৌতূহলভরে এবার বাকিগুলোর ওপর দূরবীন ঘোরাল সে; প্রত্যেকটি একই ব্র্যাণ্ডের। সঙ্গীর উদ্দেশে ঘাড় ফেরাল স্বর্ণকেশিনী।

'এর অর্থ কী?'

'বলতে পারব না। হঠাৎ খবর পেলাম, কাল সন্ধ্যায় শ-খানেক গরু, তোমার মার্কার, নিয়ে আসা হয়েছে ভ্যালিতে। তারপর তোমার কাছে যখন জানলাম তুমি বিক্রি করনি, তখন মনে হলো ব্যাপারটা তোমার জানা দরকার।'

'ধন্যবাদ,' বলে বাইনোকিউলারটা ফিরিয়ে দিল রোজি, মুখ শ্বেতপাথরের মত ফ্যাকাসে।

'ভাল করে দেখ আরেকবার,' অনুরোধ করল কুলিন। 'হয়তো দলছুট কয়েকটা আছে।'

'তিন বছর বয়সের অন্তত কয়েক ডজন আছে, তুলে-আনা,' রূঢ় স্বরে জবাব দিল রোজি। 'কোন মানুষ যে এত নিচে নামতে পারে আমি জানতাম না।'

'ব্যাপারটা সন্দেহজনক, আবার অবিশ্বাস্যও বটে,' কুলিনের চোখে কৌতুক। 'আমার পক্ষে সম্ভব হলে তোমাকে সাহায্য করতাম।'

নীরবে এস পি-তে প্রত্যাবর্তন করল ওরা। এ-সময় কুলিনও হুঁশিয়ার থাকল নিজের মুখ বন্ধ রাখবার ব্যাপারে। বিষবৃক্ষের বীজ বপন করেছে সে; একাকিত্ব এবং একজন মহিলার ক্ষুব্ধ আত্মাভিমান এখন তাতে ফলনের ব্যবস্থা করবে। ওরা যখন বাথানে পৌঁছাল, গরু ব্যবসায়ীকে ভেতরে আমন্ত্রণ জানাল না স্বর্ণকেশিনী। আরো একবার শঠতার আশ্রয় নিল কুলিন।

'নিককে তুমি এতটা খারাপ ভেব না,' ওকালতি করল সে। 'এখানে কোন আইনের বালাই নেই, তাছাড়া ও একটু রক্তগরম, আবেগপ্রবণ–'

'অত্যন্ত নীচ, নিষ্ঠুরের মত একটা কাজ করেছে,' বাধা দিয়ে বলল রোজি, পরক্ষণে ঈষৎ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল ওর গলা। 'অথচ চাইলেই পেত।'

বিগ সি মালিক যখন ফিরতি পথ ধরল, তখন ওই শেষের কথাগুলোই বাজছিল তার কানে। কেন যেন, সুরটা ওর পছন্দ হচ্ছিল না, কিন্তু সবকিছু তার পরিকল্পনামত এগোচ্ছে বলে বিশেষ মাথা ঘামাল না এ নিয়ে।

ওদিকে, যে-মেয়েকে ও রেখে এসেছে, সে কিন্তু ওর এই সন্তোষের ভাগিদার হতে পারেনি। হতভম্ব ক্রুদ্ধ বিচলিত মনে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে সে, একা থাকার জন্যে। নিষ্ঠুরের মত আচরণ করেছে ওর স্বামী, আর কর্টেয আর ল্যারি তাকে সাহায্য করেছে। সংসারে ওর এমন কেউ নেই, সাহায্য কিংবা সান্ত্বনার আশায় যার দ্বারস্থ হতে পারে। কুলিন সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছে–এমনকি খানিকটা ওকালতিও করেছে আসামীর হয়ে; এ মুহূর্তে

ওকেই তার একমাত্র বন্ধু বলে মনে হলো। লিণ্ডির কাছে সান্ত্বনা পাবার আশা করা বৃথা; 'মাসাহ্ নিকের' বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গিনী কোন কথাই শুনতে চাইবে না।

ও এমন করল কেন? বারংবার নিজেকে প্রশ্ন করে রোজি, এবং প্রতিবারই একই উত্তর মেলে: নির্মম প্রভুসুলভ মনোবৃত্তির জন্যে, যে মনোবৃত্তির ধর্মই হচ্ছে নির্বিচারে সবকিছু করতলগত করা, তাতে অন্যের অনিষ্ট হলেও।

আরেকটা ব্যাখ্যা হতে পারে এর। এস পি-তে এসে থাকার ব্যাপারে ওর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেনি ড্রেইট, তাই এভাবে প্রতিশোধ নিচ্ছে—ওর স্বপ্নকে ধুলোয় মেশাবার চক্রান্ত এঁটেছে, যাতে মোহভঙ্গ হয়ে সাহায্যের আশায় স্বামীর কৃপাভিক্ষা করতে বাধ্য হয় সে। নিজের অজান্তে, রোজির দৃষ্টি চলে গেল দেয়ালে-ঝোলান ছবিটার দিকে, এর কঠিন চোখে-মুখে একটা বাণী লেখা আছে দেখতে পেল: 'জেহাদ।' কথাটা যেন যথার্থই শুনতে পেয়েছে এভাবে জবাব দিল ও: 'হ্যাঁ, দাদু, তুমিও সমস্যায় পড়েছ, এবং জেহাদ করেছ সেগুলোর বিরুদ্ধে। আমি তোমারই রক্তের। এই ঘৃণ্য কাজটা যদি ড্রেইটের হয়ে থাকে, জবাবদিহি ওকে করতে হবে।'

এস পি থেকে সোজা এইট বি-তে গিয়ে হাজির হলো কুলিন। চ্যাপম্যান সহাস্যে অভ্যর্থনা জানাল।

'এস, গ্রেগ, আশা করি টাকা এনেছ সঙ্গে। তোমার কাছে আমার ছোটখাট একটা বিল আছে।'

'সেজন্য ভেব না,' প্রত্যুত্তর দিল অতিথি। 'কতগুলো, এবং কোথায় আছে সেইটে বল?'

'ছয় কুড়ি, ডেভিল-স্ পকেটে।'

'এস, বাজি হয়ে যাক, আমি বলছি নেই।'

সন্দেহের ছায়া ফুটল কোলের চোখের তারায়। 'তুমি যদি সরিয়ে ফেলে থাক—' শুরু করেছিল ও।

'বোকার মত কথা বল না,' কুলিন বলল। 'প্রথমত আমি ওগুলো চাই না—এখনো; দ্বিতীয়ত আমি জানতাম না তুমি কোথায় রেখেছ; এবং তিন, নিলেও, আমি নিশ্চয় শ্যাডো ভ্যালিতে নিয়ে রাখতাম না।'

চ্যাপম্যানের চোখ কোটর থেকে ছিটকে পড়ার উপক্রম করল। 'শ্যাডো ভ্যালিতে! ওখানে কী করছে?'

'ঘাস খাচ্ছে, নিশ্চয়,' কুলিন জবাব দিল। পরকে চটিয়ে পুলক পায় সে, তার গালমন্দ উপভোগ করে। 'কাল ড্রেইট ওদের ধরে নিয়ে গেছে।'

'কোথায় খুঁজতে হবে ওরা জানল কীভাবে?'

'কর্টেয আর তার পার্টনার ট্রেইল করেছিল তোমাদের, আমার ধারণা।'

কিছুক্ষণ একনাগাড়ে ওই বন্ধু-যুগলের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করল চ্যাপম্যান—দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছে সে, তার ছোটখাট বিলটা বাজে কাগজে

পরিণত হয়েছে; বিনা লাভে অর্থ ব্যয় করার লোক গ্রেগরি কুলিন নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ভুল হলো ওর। সম্ভবত দুর্বৃত্তের মনোভাব বুঝতে পেরেই, পকেট থেকে একতাড়া টাকা বের করল র‍্যাঞ্চার, তার একটা অংশ টেবিলের ওপাশে ঠেলে দিল।

'তবু তোমার পাওনা আমি মিটিয়ে দিচ্ছি,' বলল সে। 'অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে ড্রেইট নিজেই ফাঁস পরেছে নিজের গলায়।'

টাকাগুলো পকেটস্থ করল তস্কর। 'কীভাবে?'

'তুমি নিশ্চয় চাইবে না চোরাই মাল তোমার বাসায় পাওয়া যাক,' শ্লেষের সুরে জবাব দিল কুলিন।

'খোদার কসম, ঠিক বলেছ, সরাসরি এস পি থেকেই ব্যাটা চুরি করেছে ওগুলো।'

'ও আর ওর লোকেরা অবশ্য অন্য কথা বলবে, কিন্তু কে তা বিশ্বাস করতে যাচ্ছে? তাছাড়া, সে নিজেও তো ওগুলোকে ডেভিলস্ পকেটে লুকিয়ে রেখে থাকতে পারে।'

ভ্রূকুটি করল চ্যাপম্যান। 'তাই। যাইহোক, কর্টেযকে আমার একটা শিক্ষা দেয়ার আছে।'

'ভুলে যাও—লুকাস আনাড়ি ছিল না,' কাঠখোট্টা গলায় স্মরণ করিয়ে দিল কুলিন। 'শোন: কাল সকালে ড্রেইটকে ধরে, বিচার না হওয়া পর্যন্ত কয়েদ করে রাখবে শেরিফ। এখন, পাছে মেয়েটা নরম হয়ে যায়, তাই আমি চাইছি আপাতত ওকে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলতে। আর এখানেই আসছ তুমি। কিছু বুঝতে পারছ?'

'আমি ওকে ধরে এনে লুকিয়ে রাখব,' চ্যাপম্যান বলল।

'তোমার সাথে কাজ করে আনন্দ আছে,' কুলিন প্রশংসা করল। 'কোথায় রাখবে?'

'আমার ব্ল্যাক রিজের কেবিনে, বিগ কোয়েকের ওপাশে। নিরাপদেই থাকবে—খুব বেশি লোক জানে না কেবিনটার কথা।'

ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল বিগ সি মালিক। চেনে সে, সুগভীর এবং বেশ প্রশস্ত একটা চোরাবালি, আজ পর্যন্ত বহু গরুবাছুরের মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে জায়গাটা। সতেজ সবুজ ঘাস, আর ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কিছু নলখাগড়া আর বাঁশঝাড় দেখে, আপাতদৃষ্টিতে, নিরীহ মনে হলেও, পা রাখলেই ভুসভুস করে ওপরে উঠে আসে পানি, এবং যদি কিনারেও দাঁড়ায়, কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর ধ্বংস অনিবার্য।

'আজ রাতেই সারতে হবে,' খেই ধরল কুলিন। 'পরে, ড্রেইটের ভবলীলা যখন সাঙ্গ হবে, আমি আবিষ্কার করব ও কোথায় আছে, এবং তোমাকে তিন হাজার ডলার মুক্তিপণ দিয়ে উদ্ধার করব।'

ধূর্ততায় চ্যাপম্যানও কম যায় না, তক্ষুণি সায় দিল না প্রস্তাবে। 'এত

কম, আমার লোকদের মধ্যে ভাগ করে কী থাকবে?' আপত্তি করল সে।

'বেশি লোক লাগবে না–গরুচোরের খোঁজে ম্যাকেঞ্জি সদলবলে বাইরে থাকবে, কাজেই ফাঁকা ময়দান পেয়ে যাবে তুমি। কোনরকম জবরদস্তি চলবে না; মেয়েটা যদি সামান্যতম চোটও পায়, মুক্তিপণ দেয়া হবে–বুলেটে।'

'তুমি আমাকে নিশ্চয় হুমকি দিচ্ছ না, গ্রেগ?' কোল বিদ্রূপ করল। 'কিস্যু চিন্তা কর না, আমি তোমার প্রেমিকার যত্ন নেব, হয়তো তোমাদের বিয়েতে নাচতেও পারি।'

কিন্তু বিগ সি মালিকের অবয়ব যখন দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিল, তখন শূন্যে মুঠি আস্ফালন করে তস্কর হুঙ্কার ছাড়ল, 'ব্যাটা শেয়াল! বুলেট, হ্যাহ্? তুমি সোনা দিয়ে রফা করবে, চাঁদু, এবং অঙ্কটা ঠিক করব আমি; এস পি আর ওই মেয়ে, দুটোর বিনিময়ে তিন হাজার অনেক কম হয়ে যায়।'

# উনিশ

বিগ সি-তে ফিরেই উদরপূর্তি করল কুলিন, তাজা একটা ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে মিডওয়ের উদ্দেশে ছুটল। অফিসে বসে ঝিমুচ্ছিল ক্যামর্ট, র‍্যাঞ্চার ঢুকতে ওর তন্দ্রা টুটে গেল।

'হ্যালো, গ্রেগ, নতুন কিছু আছে?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ, আমরা ওকে বাগে পেয়েছি।'

'মানে?'

অসহিষ্ণু গলায় খিস্তি করল কুলিন। 'মানে ওই হতভাগা নেস্টরকে। তুমি গাড়ল নাকি?'

মনে মনে আঁতকে উঠল শেরিফ; নেস্টরের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রামে সে এখন ক্লান্ত। সংশয়ের সুরে ক্যামর্ট মন্তব্য করল, 'ব্যাটা সাপের মতই পিচ্ছিল, আর তেমনি বিপজ্জনক–ধরা কঠিন।'

'হাঁটু-ভাঙা সেপাইয়ের মত কথা বল না,' ধমক লাগাল কুলিন, তারপর পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল। দৃশ্যত উজ্জ্বল হয়ে উঠল ক্যামর্টের চেহারা।

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে এবার আমরা ওকে বেকায়দায়ই পেয়েছি,' একমত হলো সে। 'কিন্তু মেয়েটা যদি...'

'ও হাজিরাই দেবে না–আমি তার ব্যবস্থা করছি। তুমি গরু চুরির অভিযোগ পেয়ে আসামীদের আটক করতে গেছ, মেয়েটার অনুরোধে।'

'কিন্তু সেরকম কোন অনুরোধ আমি–' শুরু করেছিল শেরিফ, কিন্তু শেষ করতে পারল না।

'চুপ কর, গর্দভ,' রাগত সুরে বলল কুলিন। 'মেয়েটা আমার কাছে অভিযোগ করেছে, আমি ব্যাপারটা দেখছি। আর সেটা অস্বীকার করার সুযোগ পাচ্ছে না ও। অতএব, তুমি সহজেই তোমার দায়িত্ব পালন করতে পারবে।'

'আলবত,' কৃত্রিম হাসি হাসল অফিসার। 'মেয়েটা কী চায় না চায় সেটা বড় কথা না—আগে সমাজের উপকার।'

'ঠিক, তবে তোমার এই প্রশংসনীয় মনোভাবটি আদালতের জন্য তুলে রাখ। কাল সকালে ড্রেইটকে তুমি গ্রেফতার করে এখানে এনে আটকে রাখবে। যদি পালায়, নিজের মঙ্গল চাইলে তুমি সবচেয়ে লম্বা গাছটার মগডালে আশ্রয় নিয়ো।'

'ধর, বাধা দিল?'

'আমার ছয়জন লোক থাকবে শহরে; তুমি ওদের ব্যবহার করতে পার। আমার মনে হয় না বাধা দেবে, তবু যদি দেয়, তোমার দায়িত্ব ওকে ধরা—জীবিত বা মৃত। বোঝা গেছে?'

'নিশ্চয়ই। আরে, পারলে আমিই ঝোলাতাম, কিন্তু এ-পেশায় নিজের স্বার্থ দেখলে চলে না।'

এরপর বিচারকের সঙ্গে দেখা করল কুলিন, এবং তাঁকেও আরেক দফা মগজ ধোলাই করা হলো। যতটা না অপছন্দ, র‍্যাঞ্চারকে তার চেয়ে বেশি ভয় করেন ফাওলার, তাছাড়া ড্রেইটের প্রতি তাঁর কোন দরদ নেই, তাই এক কথায় শিখণ্ডী সাজতে রাজি হয়ে গেলেন।

'আইনের আওতার ভেতর, মিস্টার কুলিন,' যাত্রার ঢঙে বললেন বিচারক। 'আমার ক্ষমতায় যতটুকু সম্ভব।'

'নিশ্চয়, জাজ,' কুলিন হাসল। 'আমি কি তার বাইরে আপনাকে কখনো কিছু করতে বলেছি?'

'না, স্যার, বলেননি। কেননা আপনি জানেন সেরকম কোন অনুরোধে লাভ হবে না। এই হাঙ্গামাকারী এবার যা ঘটিয়েছে, তাতে মনে হয় আইন এখন ওকে শিক্ষা দিতে পারবে—পাকাপোক্তভাবে।'

'সেটা আপনার এবং শেরিফের ওপর নির্ভর করছে। তবে আমার বিশ্বাস হয় না এবার ও পার পেয়ে যাবে—গতবারের মত।'

না মনে করিয়ে দিলেও চলত, সেবারের ট্রায়ালে নাজেহাল হওয়ার কথা এখনো ভোলেননি জাজ। ভ্রূকুটি করে বললেন:

'আমরা সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করব, স্যার, ও যাতে রেহাই না পায়।' বলাই বাহুল্য, ঠিক এই প্রতিশ্রুতিটুকুই চাইছিল অতিথি।

তখন প্রায় মাঝরাত, এই সময় বাড়তি একটা ঘোড়াসহ নিঃসাড়ে এস পি র‍্যাঞ্চ-হাউসের সামনে এসে হাজির হলো এক ঘোড়সওয়ার। দালান থেকে কয়েক গজ দূরে নামল সে, ঘোড়া দুটোকে ছেড়ে রাখল। ইতিমধ্যেই নিশ্চিত

হয়ে নিয়েছে লোকটা, বাসায় মাত্র একটা বাতি জ্বলছে—পারলারে। পা টিপে টিপে, বারান্দায় উঠল আগন্তুক, কাচের দরজার ভেতর দিয়ে উঁকি দিল। যে-মেয়েটার খোঁজে ওর আসা, ফায়ারপ্লেসের ধারে ঘুমিয়ে আছে সে, পাশেই মেঝেতে পড়ে আছে একটা হিসেব খাতা। সন্তোষের সঙ্গে লক্ষ্য করল ও, মেয়েটার টুপি আর কোট কাছেই আরেকটা চেয়ারের ওপর রয়েছে; এতে অনেক সহজ হয়ে গেল ওর কাজ। মুখের নিচের অংশ রুমাল দিয়ে ঢেকে, টুপিটা কপালের ওপর টেনে দিল লোকটা, তারপর পা রাখল ভেতরে।

'টুঁ-শব্দ করবে না,' চাপা গলায় বলল আগন্তুক।

চমকে উঠে চোখ মেলল রোজি, ওঠার প্রয়াস পেল, মুখের সামনে একটা পিস্তলের নল দেখতে পেয়ে বসে পড়ল আবার।

'কী চাও তুমি?' কোনমতে ফিসফিস করে শুধাল ও।

'আনুগত্য, ব্যস,' জবাব এল। 'কাপড়চোপড় পরে নাও। আমরা একটু বেরোচ্ছি। সাবধান, একটা চিৎকারেই কিন্তু তোমার জীবন শেষ।'

রোজি বুঝল বাধা দেয়ার চেষ্টা বৃথা। লিণ্ডি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে; মিল্টন, রান্নাঘর-লাগোয়া চালাঘর থেকে শুনতে পাবে না কিছু, আর ম্যাকেঞ্জি ওকে আগেই জানিয়েছে ভোর অবধি তারা রেঞ্জে থাকবে।

যখন তৈরি হয়ে নিল ও, দরজার দিকে এগোতে ইশারা করল আগন্তুক, আলো নিভিয়ে পিছু নিল; রোজি টের পাচ্ছিল পিস্তলের নল ওর শিরদাঁড়া ছুঁয়ে আছে। ঘোড়ার কাছে পৌঁছাল ওরা, স্যাডলে চেপে রওনা হলো। প্রায় একই সঙ্গে, ছায়ার ভেতর থেকে আবির্ভূত হলো আরো চারজন ঘোড়সওয়ার, অনুসরণ করল ওদের।

চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার; দূর-আকাশে গুটিকতক তারার সূচিমুখ আলো যেন আঁধার গভীরতর করে তুলেছে। কোন্ দিকে যাচ্ছে কিছুই ঠাহর করতে পারছিল না রোজি, তবে শ্লথ অগ্রগতি আর নিরেট কাল ডালপালা এড়ানর জন্যে ঘন ঘন বাঁক পরিবর্তন থেকে অনুমান করল, ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে নতুন কোন ট্রেইল ভাঙছে।

ক্লান্ত অসহায় বন্দিনী, শিথিল মুঠিতে লাগাম ধরে, এগিয়ে চলেছে নিশিতে পাওয়া মানুষের মত, যে পশুটির পিঠে আস্থিত তাকে নিয়ন্ত্রণ করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করছে না। বন্দিনীর সৌভাগ্য, জানোয়ারটা সুবোধ, চলাফেরায় সাবলীল—আর ওর পাশের নিরাকার কাল অবয়বটি সতর্ক। রোজি একরকম নিশ্চিত লোকটা চ্যাপম্যান, এবং এই আশঙ্কা ওকে আরো হতাশ করে তুলল। ওদের প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে আজ পর্যন্ত ওই লোক সম্পর্কে বহুকিছু শুনেছে সে, কোনটিই ওর প্রশংসা নয়। হঠাৎ খেয়াল করল ও, লোকটা কথা বলছে:

'এরকম অন্ধকারে কোয়েকে যাওয়া ঠিক হবে না। আমরা পাশ কাটাব।'

'বিলকুল আমার মনের কথা,' সায় জানাল একজন।

'জায়গাটা একেবারে নরক,' টিপ্পনী কাটল দলনেতা। 'পার হতেই ভয় করে। একটু ভুলচুক, ব্যস—সব অন্ধকার।'

বিষণ্ণ পথ পড়ে থাকে পেছনে, সহসা স্বর্ণকেশিনী অনুভব করে ওরা ওপর পানে উঠছে, এবং তারার আলো আর দেখা যাচ্ছে না। এছাড়া, অশ্বারোহীরাও এখন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নেই, সরল রেখায় এগোচ্ছে। ও আন্দাজ করল, যথার্থই, পাহাড়ি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সরু একটা মেঠোপথ ধরে যাচ্ছে ওরা। আবহাওয়া শীতলতর হচ্ছে, এবং যতই ওপরে উঠছে ওরা, বাতাসের ঝাপটা বাড়ছে। তারপর একটা আলো দেখতে পেল ও, এবং একজন লোক সোৎসাহে বলল:

'বাড়ি এসে গেছি। এখন খোদা করে, খানাপিনা তৈরি থাকলেই হয়।'

'হ্যাঁ, পৌঁছে গেছি শেষতক,' মন্তব্য করল দলনেতা। রাশ টানল সে, দেখা গেল খোলা একটা দরোজা দিয়ে আলো আসছে বাইরে।

নামল রোজি, এত আড়ষ্ট আর নিস্তেজভাবে যে লোকটা সময়মত ধরে না ফেললে মাটিতে পড়ে যেত। সঙ্গে সঙ্গে, হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পিছিয়ে গেল স্বর্ণকেশিনী।

'আমি ঠিক আছি,' বলল।

'লক্ষ্মী মেয়ে,' রুক্ষ সুরে জবাব দিল দলনেতা। 'ভেতরে চল; আরাম, খানা সবই পাবে।'

'আমার ঘুম দরকার—ব্যস। কয়েদখানাটা—কোথায়?'

ছোট্ট একটা কুঠরিতে ওকে নিয়ে গেল দলনেতা। কাঠের মেঝে, জানালা বলতে একটা ঘুলঘুলি, কেবলমাত্র বেড়ালের পক্ষেই গলে বেরোন সম্ভব। তস্কর মোম জ্বালতে দড়ির খাটিয়ার ওপর গোটা কয়েক ভাঁজ-করা কম্বল, চেয়ার, পানির গামলা আর একটা ছেঁড়া অথচ পরিষ্কার তোয়ালে দৃষ্টিগোচর হলো। একদিকের কাঠের দেয়ালে ভাঙা আয়না ঝুলছে।

'বড্ড অগোছাল, ম্যাম,' বলল দুর্বৃত্ত। 'কিন্তু আমাদের হাতে সময় ছিল না। আমি তোমাকে বাঁধছি না, তবে মনে রেখ এস পি আর এই কেবিনের মাঝখানে চোরাবালি আছে। আমার কাছে থাকছে দরজার চাবি, সুতরাং তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পার।'

'আমাকে এখানে ধরে আনা হয়েছে কেন?' জানতে চাইল রোজি।

'জানি না,' মিথ্যা বলল লোকটা। 'কেবল এটুকু বলতে পারি, তুমি যদি কোন ঝামেলা না কর, কোন ঝামেলা পোয়াবে না।'

সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল তালা। টুপি-কোট খুলে, মুখহাত ধুয়ে নিল রোজি, তারপর কম্বল বিছিয়ে গা এলিয়ে দিল। জেগে থাকার সংকল্প সত্ত্বেও, ঘুমিয়ে পড়ল ও।

বড় ঘরটায় ফিরে গেল চ্যাপম্যান, যেখানে, লম্বা একটা টেবিলে, প্রচুর পানীয়সহযোগে তখন আহার করছিল ওর সাঙ্গপাঙ্গরা। ফায়ারপ্লেসের ধারে

বসে ধূমপান করছে আরো চারজন। এদের একজন গিলম্যান, বাঁকা চোখে তাকাল সে।

'শেষপর্যন্ত তুমি তাহলে ওকে ধরতে পেরেছ?' বলল সাবেক ফোরম্যান। 'শুনলাম মেয়েটাও নাকি কাপড় পরে তৈরিই ছিল। তোমার কপালটাই ভাল।'

'ভাল?' টেবিল থেকে ফোড়ন কাটল ল্যামণ্ড। 'কোল ঠিক করে ফেলেছে, মহিলার খাসভৃত্য হবে।'

ওদের কেউ কেউ হেসে উঠলেও, দলনেতার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। 'টনি, এক রাতের মধ্যে দুবার বলতে খারাপ লাগছে আমার, কিন্তু তুমি একটা গর্দভ,' বলে গিলম্যানের দিকে তাকাল সে। 'মেয়েটার সাহস আছে; অন্য যে-কেউ হলে ভিরমি খেত, কিন্তু ও একটা টুঁ-শব্দ পর্যন্ত করেনি।'

'ধেৎ, কেন শুধু শুধু একটা মেয়ের জন্য ওকালতি করছ, কোল? ড্রেইট এমন কিছু সাধু না; ও যদি এখন একলা বোধ করে, একটুও অবাক হব না আমি।'

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল চ্যাপম্যান, স্পষ্ট উগ্রতা প্রতিটি হাবভাবে। 'শোন,' খেঁকিয়ে উঠল সে, 'আমি যদি তোমাদের কারোকে ওই মেয়ের দরজার ধারেকাছেও দেখি, আগে গুলি করে তারপর কৈফিয়ত চাইব। বোঝা গেছে?' ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সবার ওপর নজর বোলাল রাসলার। 'ও সামান্যতম অভিযোগ করলেই, কুলিন খেপে যাবে, আর তখন পুরো বিগ সি-র সাথে লড়তে হবে আমাদের।'

'কোল হককথাই বলছে, বন্ধুগণ,' ল্যাণ্টি ব্যাখ্যা করল। 'খামোকা ঝুঁকি নিয়ে লাভ কী; আমি, বাবা, টাকার দলে।'

বিড়বিড় করে একথায় সমর্থন জানাল সবাই, অর্থাৎ নিরুপদ্রবেই থাকবে বন্দিনী, তবু কোন ঝুঁকির ভেতর গেল না দলনেতা। যখন বিশ্রাম নিতে নিজের কামরায় ঢুকল সে, খেয়াল রাখল যেন ঘুমিয়ে না পড়ে। ওর সাঙ্গপাঙ্গরা আগুনে কাঠ চাপাল আরো, তারপর যে-যার কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

চ্যাপম্যান, অন্ধকারে বসে, নাসিকা গর্জন আর লাকড়ি ফাটার পটপট শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। হঠাৎ আরেকটা আওয়াজ ভেসে এল ওর কানে—করিডরে সন্তর্পণে পা ফেলছে কেউ। থেমে গেল আওয়াজ, অপেক্ষা করল একটুক্ষণ, তারপর সামনে এগোল। পা থেকে বুটজোড়া খুলে ফেলল দুর্বৃত্ত, পিস্তল বের করে পিছু নিল নিঃশব্দে। মেয়েটার দরজা হাতড়ানর শব্দ আসছে, বোধহয় চাবির ফুটো খুঁজছে। তস্কর তার পিস্তল তাক করল। বদ্ধ জায়গায় বিকট শোনাল গুলির আওয়াজ, বাইরের ঘরে ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে উঠে বসল সবাই, জ্বলন্ত লাকড়িহাতে দৌড়ে এল একজন।

'কী ব্যাপার?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল ল্যাণ্টি।

'মেয়েটার ঘরে ঢোকার মতলব করেছিল কেউ একজন,' চ্যাপম্যান জানাল।

প্রজ্জ্বলিত মশালের কম্পিত আলোয় ল্যামণ্ডের ভূপাতিত নিষ্প্রাণ দেহটা জরিপ করল ওরা, মৃতের ডান হাতের মুঠিতে একটা চাবি পাওয়া গেল।

'আমি সাবধান করেছিলাম ওকে,' নির্লিপ্ত সুরে বলল হত্যাকারী।

'চাবি পেল কোথায়?' প্রশ্ন করল ল্যান্টি।

'আর কোন দরজার হবে; বোধহয় ভেবেছিল এতেও লাগবে,' কোল বলল। 'সরিয়ে ফেল—মেয়েটা জেগে গেছে।' গলা চড়াল দুর্বৃত্ত: 'কিছু না, ম্যাম, গুলি ফুটেছে একটা—অসাবধানে।'

ধরাধরি করে, নিষ্প্রাণ দেহটাকে খালি একটা ঘরে বয়ে নিয়ে গেল দুজন লোক। 'ছোকরা বরাবর এমন, মেয়ে দেখলেই আর হুঁশ থাকত না,' লাশটা মেঝেতে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল একজন।

# বিশ

নাস্তার পালা শেষ হলে, সাবাডিয়ার সঙ্গে ফটকের ধারে গেল শ্যাডো ভ্যালির মালিক। এ সময় পাহারায় ছিল রবসন। ফোরম্যানকে ঈষৎ চিন্তিত দেখাল।

'এস পি-র গরুগুলো বোধহয় এখানে আর বেশিদিন রাখা উচিত হবে না, নিক,' বলল সে। 'আমাদের ঘাস অল্প, তাছাড়া আমি স্বস্তি পাচ্ছি না।'

'শিগ্গিরই চলে যাবে,' জবাব এল। 'আরে, ওরকম হন্তদন্ত হয়ে কারা আসছে?'

আগুয়ান অশ্বারোহী দলটাকে জরিপ করল সাবাডিয়া, মোট দশজন। 'শেরিফ, সঙ্গে যে-রকম লোকলস্কর নিয়ে আসছে, নির্ঘাত ঝামেলা হবে,' মন্তব্য করল সে।

'সবাইকে ডেকে আন, রবসন,' ড্রেইট বলল। 'হয়তো কিছুই না, তবু আমরা আগে শুনব ওর কী বলার আছে।'

লোকবলের সাহসে উজ্জীবিত হয়ে, বীরদর্পে সরাসরি ফটকের সামনে এসে হাজির হলো ক্যামর্ট। রেকাবের ওপর দাঁড়িয়ে ড্রেইট জিজ্ঞেস করল, 'কী চাও?'

'তোমাকে,' স্পষ্ট জবাব মিলল। 'আমার কাছে ওয়ারেন্ট আছে।'

'আবার,' নিক বলল, কাঁধ ঝাঁকিয়ে। 'একটা কাজ বারবার করতে তোমার ক্লান্তি আসে না?'

'এবারই শেষ। দরজা খোল, আমরা ভেতরে আসছি।'

'তাই?' ইতিমধ্যে শ্যাডো ভ্যালির অন্যরা এসে পড়েছে। 'আমরা মাত্র ছয়জন, তবে দক্ষ, আর এই দেয়ালটাও নেহাত ছোট না। আগে তোমার

কাগজপত্র দেখাও।'

হুকুমনামাটা হস্তান্তর করল শেরিফ, ড্রেইট পড়ল। 'সেই পুরান অভিযোগ–এস পি থেকে গরু চুরি। এবার কি নতুন প্রমাণ খুঁড়ে বের করেছ, স্টিংকার?'

'হ্যাঁ, আর সেটা যাতে নষ্ট না হয় সেজন্যই আমাদের আসা।'

ঘোড়সওয়ারদের জরিপ করছিল নিক। 'তোমাদের অর্ধেক লোক বিগ সি-র। তারমানে কুলিন আছে এর পেছনে।'

'ফালতু কথা বাদ দিয়ে আমাদের ঢুকতে দাও,' অফিসার বলল। 'আমি ওই গরুগুলো নিয়ে যাব।'

'সাক্ষ্য দেয়াতে?' ড্রেইট প্রশ্ন করল। 'শোন, আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি, জাজ নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবে গরু, এবং আমি ধরা দেব, আর নয়তো–তুমি তোমার নেকড়েদের লেলিয়ে দিতে পার।'

প্রস্তাবটা বিবেচনা করল ক্যামর্ট। ওর মূল উদ্দেশ্য, এই লোকটাকে গ্রেফতার করা। কুলিনের সামনে যতই আস্ফালন করুক, বিপদ মোকাবেলার সাহস ওর নেই। ছয়জন দক্ষ বন্দুকবাজকে উপেক্ষা করে ওর অনুচররা দেয়াল টপকানর ব্যাপারে কোনরকম উৎসাহ দেখাচ্ছে না। যুদ্ধক্ষেত্রে ওর পদমর্যাদা ওকে রক্ষা করবে না। সাবাডিয়ার সকৌতুক দৃষ্টি সমস্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে দিল; ওর হাবভাবে মনে হচ্ছিল কোথায় বুলেট গাঁথবে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে।

'চলবে,' শেরিফ বলল।

সঙ্গীদের উদ্দেশে ঘাড় ফেরাল ড্রেইট। 'মনে রাখবে আমি স্বেচ্ছায় যাচ্ছি। যদি আমাকে পেছন থেকে গুলি করা হয়...'

'আমিও আসছি, নিক,' বাধা দিয়ে বলল সাবাডিয়া। 'যদি কোন নোংরামি হয়, মিডওয়ে একজন শেরিফকে হারাবে।'

ক্যামর্ট ভুরু কোঁচকাল, ব্যবস্থাটা মনঃপূত হচ্ছে না ওর, অথচ বাধা দেবে সে-শক্তি নেই। ড্রেইট তার গানবেল্ট খুলে ফোরম্যানের দিকে ছুঁড়ে দিল।

'এটা রাখ। যেকোন মূল্যে দুর্গ রক্ষা করবে,' বলল ও।

'কোন চিন্তা কর না,' দৃঢ় সুরে অভয় দিল রবসন। 'তুমি এখানে কর্তা, নিক, কিন্তু আমি হলে লড়তাম।'

অন্ধকার মুখে, ও দেখল ওরা চলে যাচ্ছে। ড্রেইট আর কর্টেয পাশাপাশি, পোসি–দুটো দলে বিভক্ত হয়ে–সামনে এবং পেছনে। ব্যাপারটা ড্রেইটের ঘৃণা উৎপাদন করল।

'খুব হুঁশিয়ার আদমি স্টিংকার,' টিটকারি মারল ও। 'তো, কর্টেয আবারো তোমার কথাই ঠিক হলো–গরুগুলোকে ভ্যালিতে লুকিয়ে রাখা আমার মস্ত বোকামি হয়েছে। কিন্তু খবরটা ওরা পেল কীভাবে?'

'নিশ্চয় কেউ দেখেছিল আনতে,' অনুমান করল সাবাডিয়া। 'তবে

এবারের সমস্যাটা কিন্তু গুরুতর।'

'জানি, বন্ধু। চুরি করা অবশ্যই অপরাধ, কিন্তু একজন মহিলাকে পথে বসান–সে আরো জঘন্য। আর এখন সত্যি কথাটা বললেও, কেউ তা বিশ্বাস করবে না।'

শহরে ওদের আগমন বহু লোক প্রত্যক্ষ করল রাস্তায় দাঁড়িয়ে। ওদের মুখের দিকে একনজর তাকিয়েই ড্রেইট উপলব্ধি করল জনসমর্থন ওর অনুকূলে নেই; এমনকি চেনাজানা বন্ধুরাও চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। তবে বব সে-দলে ছিল না; পোসির সংখ্যাধিক্য ওকে সমালোচনার সুযোগ পাইয়ে দিল।

'নিকের মত একটা বেপরোয়া লোককে ধরে আনতে কিনা মোটে দশজন?' জোরে জোরে বলল দোকানি। 'বিরাট ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছ, স্টিংকার। তোমাকে হারালে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যেত–তামাশা করার মত কোন লোককে পেতাম না আমরা।'

সাবাডিয়া যখন দেখল কয়েদখানার নিরাপদ হেফাজতে রাখা হয়েছে তার বন্ধুকে, তখন জায়গাটার একটা ছবি মনের ভেতর গেঁথে নিয়ে, শেষ-বিকেলে ফিরে এল শ্যাডো ভ্যালিতে। ওখানে আরেকটা সমস্যা অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। এস পি-র কর্ত্রীকে পাওয়া যাচ্ছে না, এই খবরটা নিয়ে ছুটে এসেছে ল্যারি। ওর স্যাডল আর ঘোড়া নেই দেখে প্রথমে অনুমান করা হয়েছিল নিশ্চয় সাত-সকালে কোথাও হাওয়া খেতে গেছে স্বর্ণকেশিনী। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরেও যখন ফিরল না, তখন আবিষ্কৃত হলো ওর বিছানা আদপে ব্যবহারই হয়নি। এরপর জিন-চাপান ঘোড়াটা ফিরে আসে, এবং কর্মচারীরা সবাই রেঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে তল্লাশি চালাতে। ল্যারি এসেছে সাহায্যের আশায়। না, ওকে ফোরম্যান পাঠায়নি।

মাথা ঝাঁকাল সাবাডিয়া। 'ফোরম্যান কী বলছে?'

'ম্যাকেঞ্জির বক্তব্য, যেহেতু মহিলার টুপি আর কোট পাওয়া যাচ্ছে না, এবং বারান্দার দিকের দরজাটা খোলা, তারমানে অনেক রাত অবধি কাজ করে পারলারেই ও ঘুমিয়ে পড়েছিল, তারপর ভোরে চেতন পাওয়ায়, হাওয়া খেতে বেরিয়ে কোন দুর্ঘটনায় পড়েছে। ব্রাউনি ওর পোষা ঘোড়া, তাই বাসায় ফিরে এসেছে।'

'কাহিনীটা দারুণ, তবে কোন লাভ হবে না,' কর্টেয বলল। 'ওকে গুম করা হয়েছে, তারপর সবাইকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে ছেড়ে দিয়েছে ঘোড়াটা, হয়তো-ম্যাকেঞ্জিরই কাজ। কাল রাতে ও কোথায় ছিল?'

'আমাদের সঙ্গে, কাল্পনিক গরুচোরদের ধরার জন্যে রেঞ্জ পাহারা দিচ্ছিল।'

'তারমানে কুমতলব ছিল ওদের মনে। ল্যারি, আমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে। না, রবসন, আমরা দুজনই যথেষ্ট। বাকি সবাই এই বেলা ঘুমিয়ে নাও; সকাল-সকাল মাঠে নামছি আমরা।'

গভীর রাত। আজকের বিজয়ানন্দে পানাহারটা–অধিকাংশই পরের পয়সায়–একটু বেশি হয়ে যাওয়ায়, শেরিফ নিজের দফতরে বসে ঢেকুর তুলতে তুলতে ঝিমুচ্ছিল, হঠাৎ তার জানালায় মৃদু টোকার শব্দ শুনতে পেল সে। টলছিল ক্যামর্ট, তবু কোনমতে খুলল দরজাটা, উদ্যত একটা রিভলভারের মায্‌লের সাথে ওর দাঁত ঠুকে গেল।

'শব্দ করেছ কি মরেছ,' হিসহিসে গলায় সাবধান করল মুখোসপরা সশস্ত্র লোকটা।

অনুগতটির মত ঘরের ভেতর পিছিয়ে এল শেরিফ, অস্ত্রধারীর নির্দেশে ঘুরে দাঁড়াল। মেরুদণ্ডে পিস্তলের খোঁচা খেয়ে, পিছমোড়া করে হাতকড়ি পরানর সুযোগ দিল সে। এরপর, পালা করে ওর মুখ আর চোখ দুটোও বাঁধতে দিল। শেষোক্ত কাজটিতে যে-রুমালটা ব্যবহার করল আগন্তুক সেটা স্টিংকারের নিজের। সবশেষে, চেয়ারের সাথে দড়ি জড়িয়ে বাঁধা হলো ওকে যাতে কোনরকম নড়াচড়া করতে না পারে। প্রাথমিক প্রস্তুতি যখন শেষ হলো, ডেস্কের ওপর থেকে চাবির গোছাটা তুলে নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল অস্ত্রধারী। হঠাৎ একটা চিরকুটের দিকে নজর গেল ওর। ওতে লেখা: 'মেয়েটা আমার কাছে। ঝটপট ঝামেলা চুকিয়ে ফেল।'

নিচে, সইয়ের জায়গায়, আঁকাবাঁকা একটা 'সি' জ্বলজ্বল করছে। চিরকুটটা পকেটস্থ করল নবাগত। একটা শেলফের ওপর, নোংরা অব্যাহৃত মোটা একখানা বই দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর; বইটা আমেরিকার আইনকানুন সংক্রান্ত। ওটা নামাল সে, উলটে বিশেষ একটা অংশ পড়ল, তারপর বই বন্ধ করে চিন্তিত মনে সেটা আবার তুলে রাখল যথাস্থানে। এরপর বাঁয়ের একটা দরজার উদ্দেশে ঘুরে দাঁড়াল ও, জানে ওই পথে কয়েদখানায় ঢোকা যায়। দরজাটা সন্তর্পণে খুলল মুখোসধারী, প্রশস্ত স্বল্পালোকিত একটা প্যাসেজ দেখতে পেল। এক প্রান্তে মূল প্রবেশদ্বার, ভারি তালা ঝুলছে, এবং আরেক পাশে সেল, যেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে ড্রেইটকে। আগন্তুক যেখানে দাঁড়িয়ে, তার প্রায় সরাসরি উলটো দিকে ক্ষীণ আলোর রেখা একটা ঘরের অস্তিত্ব প্রকাশ করছে যেখান থেকে ভেসে এল অনেকগুলো কণ্ঠস্বর–বোঝা যায় পাহারারত ডেপুটিরা রয়েছে ওই ঘরে।

ছায়ার মত নিঃশব্দে সেলের দিকে এগোল নবাগত, চাবির গোছা বের করল, তৃতীয় প্রচেষ্টায় খুঁজে পেল সঠিক চাবিটা। স্বপ্নরাজ্যে হারিয়ে গেছে কয়েদি; কোনরকম শব্দ না করে জাগাতে হবে ওকে। শিকারীদের পছন্দের কৌশলটা ব্যবহার করল সাবাডিয়া–বাঁ-কানের নিচে আলতো চাপ দিল, এবং কয়েক সেকেণ্ড পর ঘুমন্ত ব্যক্তি বাস্তবে ফিরে এল।

'আমি কর্টেয,' ফিসফিস করে বলল সাবাডিয়া। 'এস, কোন শব্দ করবে না।'

আদেশ পালন করল ড্রেইট, বিনা বাক্যব্যয়ে। পা টিপে টিপে শেরিফের

অফিসে ফিরে এল ওরা, অসহায় মুখ-বাঁধা লোকটাকে দেখে নিকের হাসি দুই কান স্পর্শ করল। বাতি নিভিয়ে দিল পাঞ্চার এবং চুপিসারে ওরা বাইরে বেরিয়ে এল। ল্যারি অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে; ওর দায়িত্ব ছিল শেরিফের কোরাল থেকে কয়েদির ঘোড়া আর জিন উদ্ধার করা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে, দালানকোঠা পেছনে ফেলে, শহর থেকে অনেক দূরে চলে এল ওরা। এবার উদ্ধার প্রাপ্ত লোকটা কিছু কথা জানতে চাইল।

'বাসায় পৌঁছে সব বলব,' প্রতিশ্রুতি দিল সাবাডিয়া। 'আপাতত, শুধু চলা।'

বাংকহাউসে ঢোকার পর যখন স্তিমিত হয়ে এল ওদের আদর-অভ্যর্থনা, কেবলমাত্র তখনই নিক তার প্রশ্নের জবাব পেল।

'অর্থাৎ তুমি আন্দাজ করেছ, ওকে উদ্ধারের ব্যাপারে আমি সাহায্য করতে চাইব?' বলল নিক।

'নির্জন কারাবাস তোমার বুদ্ধি ঘোলা করে দিয়েছে,' স্মিত হাসল কর্টেয। 'একটা জিনিস কি স্পষ্ট না, তোমার দফারফা না হওয়া পর্যন্ত মেয়েটাকে আটকে রাখতে চাইছে ওরা, আর তুমি হাজতে থাকা মানেই ওদেরকে সেই সুযোগটা দেয়া?'

'তোমার বিশ্বাস সেজন্যেই ওকে গুম করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, ওদের ভয় ও তোমার পক্ষ নিতে পারে। আদালতে পুরুষের সংখ্যাই থাকবে বেশি, আর মিস ডারেল যথেষ্ট সুন্দরী–যদিও তুমি বোধহয় সেটা খেয়াল করনি।'

বন্ধুর এই মৃদু অনুযোগে ড্রেইটের মুখ আরক্ত হলো। 'অন্তত এক্ষেত্রে তোমার বুঝতে ভুল হয়েছে,' শান্ত গলায় বলল সে। 'আর কিছু?'

'এই যে,' জবাব দিয়ে, শেরিফের ডেস্ক থেকে চুরি করা চিরকুটটা দেখাল সাবাডিয়া।

'কুলিন?' ড্রেইট চেঁচিয়ে উঠল। 'ওর যদি কোন ক্ষতি হয়, ওই শয়তানের রক্তপান করব আমি।'

'যদি প্রমাণ করতে পার,' বলল কর্টেয। 'ওটা পরে করলেও চলবে; এখন মিস ডারেলের হদিস বের করতে হবে আমাদের।'

'তারমানে ও বিগ সি-তে নেই?'

'না, সেটা খুব কাঁচা কাজ হয়ে যাবে; আমার ধারণা কুলিনের হয়ে অন্য কেউ কলকাঠি নাড়ছে। ভোরে এস পি-তে গিয়ে ট্রেইল খুঁজব আমরা।'

'তাহলে তোমরা এখনই খেয়ে নাও, বন্ধুগণ, কাল হয়তো আর সময় পাবে না,' ড্রেইট ভবিষ্যদ্বাণী করল। 'তোমাদের প্রত্যেককেই দরকার আমার–সঙ্গে রাইফেল নেবে।'

ওরা যখন এস পি-তে পৌঁছাল, পুবাকাশে ফিকে আলোর ছোঁয়া লেগেছে।

কারোকে দেখা যাচ্ছিল না কাছেপিঠে। অন্যদের লুকিয়ে থাকতে বলে, পায়ে হেঁটে র‍্যাঞ্চ-হাউসের দিকে এগোল সাবাডিয়া। ঘোড়া দুটো যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেই জায়গাটা খুঁজে পেল ও। বারান্দা থেকে দুজন মানুষের ট্র্যাক নেমে এসেছে ওখানে, তার মধ্যে এক জোড়া সরু সোলের হাই হিল জুতোর ছাপ থেকে একজন মহিলার উপস্থিতি টের পাওয়া গেল। ওই জায়গায় ঘোড়ায় চেপে পশ্চিম দিকে চলে গেছে ওরা। ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত আরো কিছু ট্র্যাক অনুসরণ করে একটা ঝোপের ভেতর এসে ঢুকল পাঞ্চার যেখানে খুরের ছাপ আর সিগারেটের পোড়া টুকরো প্রমাণ দিল একদল অশ্বারোহী লুকিয়েছিল ওখানে, ওগুলোর মধ্যে একটা ঘোড়ার পেছনের নালে ক্রুশচিহ্ন আঁকা আছে।

'যা ভেবেছিলাম,' বন্ধুদের কাছে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করল সাবাডিয়া। 'এখন যদি ওদের ট্রেইলে লেগে থাকতে পারি...'

খুব সহজ সাধ্য হলো না ট্রেইল অনুসরণ, মন্থরগতিতে এগোতে হচ্ছিল ওদের, কারণ অপহরণকারীরা বেশির ভাগ সময় জংলা ঘাসের ভেতর দিয়ে গেছে। যেসব জায়গায় কোন ট্র্যাক দেখা যাচ্ছিল না, সেখানে ওরা বাধ্য হলো নেমে পায়ে হেঁটে চারপাশে অনুসন্ধান চালাতে। তবে প্রতিবারই ধৈর্য আর নিষ্ঠার জয় হলো শেষপর্যন্ত, এবং একসময় ওরা বিগ কোয়েকে পৌঁছে গেল। ওদের কেউই জায়গাটা দেখেনি আগে, তবে সরাসরি চোরাবালির দিকে চলে-যাওয়া ট্র্যাকগুলো চোখে পড়ল। অধৈর্য হয়ে পড়েছিল ড্রেইট, গতিবেগ বাড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু সাবাডিয়া ওর হাত টেনে ধরল।

'লক্ষণ ভাল ঠেকছে না আমার,' চিৎকার করে বলল ও। 'ঘাস ওখানে সবুজ, অথচ এখানে পোড়া কেন?'

'কিন্তু ওরা তো গেছে,' নিক তর্ক জুড়ল।

'হ্যাঁ, দুজন কিছুদূর গিয়েই ঝটপট ফিরে এসেছে আবার। ব্লু-কে দেখ, ও ঠিক বুঝতে পারে।'

বাস্তবিক ঘটলও তাই, রোয়ানটা ভয়ার্ত চিৎকার করে পিছিয়ে এল কয়েক পা। নিচে তাকাল নিক, দেখল ওর নিজের ঘোড়াটা গোড়ালি অবধি ডুবে গেছে। তড়িঘড়ি পিছু হটল ওরা। দোল খেয়ে স্যাডল থেকে নেমে একটা পাথর কুড়িয়ে নিল সাবাডিয়া, যেদিকে যাওয়ার কথা ছিল ওদের ছুঁড়ে দিল সেদিকে। এক মুহূর্ত জেগে রইল পাথরটা, পরক্ষণে তলিয়ে গেল টুপ করে।

'চমৎকার জায়গা—অন্ধকারে,' বলল কর্টেয।

পিছিয়ে এসে, একটু খুঁজতেই ওরা দেখতে পেল ওদের উদ্দিষ্ট শিকার কোথায় শক্ত জমির ওপর সরে গেছে। চোরাবালির ওপাশে যাওয়ার সময় আরেক দফা ঝামেলা পোয়াতে হলো ঘোড়সওয়ারদের, তবু শেষমেশ ঠিকই পৌঁছে গেল পাইনে-ছাওয়া ঢালের গোড়ায়, এবং দেখল, ওপরে, মাঝামাঝি জায়গায়, সরু ফিতের মত একটা ধোঁয়ার রেখা এঁকেবেঁকে উঠে যাচ্ছে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে। দ্রুততর হলো ওদের চলার গতি, পাশাপাশি

নিজেদের রাইফেলগুলো পরখ করে নিচ্ছিল। অচিরেই শুনতে পেল ওরা শিস বাজাচ্ছে কেউ, তারপর গাছপালার ফাঁক দিয়ে কেবিনটা চোখে পড়ল।

'ওদিকের ওই ঝোপটার পেছনে ঘোড়া রেখে যাব আমরা,' রণকৌশল স্থির করল সাবাডিয়া। 'রবসন, শর্টি আর স্মোকি, তোমরা ঘুরে বাড়ির পেছন দিকে গিয়ে খিড়কিটা আগলাবে। জায়গামত পৌঁছাতে পনের মিনিট সময় দেব তোমাদের। গুলির শব্দ পেলেই বুঝবে শুরু হয়ে গেছে খেলা, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।'

ঝোপঝাড়ের ভেতর হারিয়ে গেল তিন কাউবয়, অন্যরা অপেক্ষা করতে লাগল—নিঃশব্দে। অল্পক্ষণের ভেতর অধৈর্য হয়ে পড়ল ওরা, মনে হতে লাগল সিকি ঘণ্টা যেন আর ইহজন্মে ফুরোবে না, তারপর একসময় ড্রেইটের ইশারা পেয়ে এগোল সবাই, ছড়িয়ে পড়ে, গাছের আড়ালে আড়ালে। যখন কেবিনের সম্মুখস্থিত ফাঁকা জায়গার কিনারে পৌঁছাল, নিক হাঁক দিল, 'বাসায় কেউ আছে?'

সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা, রাইফেল হাতে চ্যাপম্যান বেরিয়ে এল। 'কে ওখানে?' হেঁড়ে গলায় প্রশ্ন করল সে। 'সামনে এস, হাত তুলে।'

নিক ঝোপের বাইরে এসে দাঁড়াল। 'তুমি আমাকে চেন, চ্যাপম্যান,' বলল ও।

'তুমি পালিয়েছ?' নিখাদ বিস্ময়ের সুরে বলল দুর্বৃত্ত, পরক্ষণে বেফাঁস কথার জন্য মনে মনে গাল দিল নিজেকে। 'কী চাও?'

'মিস ডারেলকে; না না, মিথ্যা বলে লাভ নেই। আমি জানি ও এখানে আছে—কুলিন হার স্বীকার করেছে।'

'কিন্তু আমি করিনি,' জবাব দিল চ্যাপম্যান, তারপর অবজ্ঞার সুরে হেসে যোগ করল, 'জাহান্নামে যাও।'

কথা শেষ করেই গুলি করল সে, একলাফে পিছিয়ে গিয়ে দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা। ওর বুলেটটা অপরজনের কানের পাশ দিয়ে ক্রুদ্ধ গুঞ্জন তুলে বেরিয়ে গেল। পরক্ষণে অনর্গল গুলিবর্ষণ শুরু হলো দুটো জানালা এবং কয়েকটা ঘুলঘুলি থেকে। তবে বিপক্ষ দলের কোন ক্ষতি হলো না।

'আমি আর ল্যারি জানালা দুটো সামলাচ্ছি, নিক,' হেঁকে বলল সাবাডিয়া। 'তুমি আর লং ঘুলঘুলিগুলো দেখ।'

বেশ কিছুক্ষণ তপ্তসীসার স্রোত বইল, কিন্তু গাছের ডালপালা ভাঙা আর পাতা ঝরান ছাড়া বিশেষ কিছু অর্জিত হলো না এতে। দুদিকেই তখন বাতাস কাটছে বুলেট, গাছের ছালবাকল খসাচ্ছে কিংবা সাঁই-সাঁই করে ঢুকে যাচ্ছে কেবিনের ভাঙা জানালার ভেতর দিয়ে। আক্রমণকারীদের ক্ষতিসাধন করতে না পারলেও, কেবিনে যারা আছে তারা পুরোপুরি নিস্তার পেল না। দুজন আর কোনদিন লড়তে পারবে না, এবং জনাকয়েক আহত হয়েছে। অস্থিরভাবে ঘরের ভেতর পায়চারি করছিল চ্যাপম্যান; পরিস্থিতি ক্রমশ আয়ত্তের বাইরে

চলে যাচ্ছে। ফ্রায়েল, ওর বাঁ-হাত অকেজো হয়ে গেছে, ঠাণ্ডামাথায় একটুক্ষণ চিন্তা করে বুদ্ধিটা বাতলাল।

'মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে গেলে কেমন হয়? ওরা পিছু নিলে আমরা অ্যামবুশ করব। আমি দেখে আসব পেছনটা নিরাপদ কিনা?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল কোল, এই মুহূর্তে এছাড়া আর কোন উপায় নেই। রাসলার বুঝতে পারছিল না সত্যি সত্যি কুলিন দুর্বল হয়ে পড়েছে কিনা। 'হতে পারে—নিজের চামড়া বাঁচানর জন্যে,' আপনমনে বিড়বিড় করে বলল চ্যাপম্যান। 'ধেত্তেরি, ফ্রায়েল হতভাগাটা এত দেরি করছে কেন?'

ফ্রায়েলের নিজেরই তখন সমূহ বিপদ যাচ্ছে। খিড়কির বাইরে বেআক্কেলের মত উঁকি দিতে গিয়ে মাথায় রিভলভারের বাড়ি খেল সে, মাটিতে পড়ে গেল জ্ঞান হারিয়ে।

'এক নম্বর,' মুচকি হাসল স্মোকি। 'দুই নম্বর, প্লিজ।' আর কোন শিকার পা দিল না ফাঁদে। 'এবার কী করব?'

রাইফেলের অবিরাম গর্জন যখন শান্ত হলো আবার, রবসন জবাব দিল: 'ওরা যদি বেরিয়ে না-ই আসে, আমাদেরকেই ঢুকতে হবে। আমি সংকেত দিচ্ছি নিককে।'

আকাশ পানে পরপর তিনটে বুলেট পাঠাল সে, তারপর গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঝড়ের বেগে ওরা ঢুকে পড়ল দালানের ভেতর। প্রথমেই বড় দরজাটার দিকে ছুটে গেল ফোরম্যান, হুড়কো নামিয়ে খুলে দিল হাট করে। ও দেখতে পেয়েছিল বন্ধুরা দৌড়ে আসছে, ঝট করে মাথা সরিয়ে নিল একপাশে, নইলে আরেকটু হলেই রাইফেলের কুঁদোর আঘাতে খুলি ফেটে চৌচির হয়ে যেত।

যেহেতু শত্রুরা ওদের চেয়ে দলে ভারি এবং বেপরোয়া, পরের কয়েকটা মিনিট দারুণ ব্যস্ততার মাঝে কাটাল হানাদাররা। এমনকি ওদের বন্ধুরা এসে পড়া সত্ত্বেও তক্ষুণি সমস্যার সমাধান হলো না। পোড়া বারুদের কটু গন্ধের ভেতর রুদ্ধশ্বাসে চলতে লাগল যুদ্ধ। এত কাছাকাছি রিলোড করা অসম্ভব, ফলে শিগ্‌গিরই হাতাহাতিতে পরিণত হলো লড়াই।

শ্যাডো ভ্যালিতে অপমানের কথা মনে ছিল চ্যাপম্যানের, এখন মওকা বুঝে ল্যারির ওপর চড়াও হলো সে। বনবেড়ালের মত আঁচড়ে কামড়ে লাথি মেরে যুঝল কাউবয়, কিন্তু দ্বিগুণ শক্তিধর প্রতিপক্ষের সাথে পারবে কেন, প্রচণ্ড একটা ঘুসি খেয়ে ছিটকে পড়ল মেঝেয়। ঠিক সেই মুহূর্তে, আরেকজন শত্রুকে ঘায়েল করে, রাসলারের উদ্দেশে ঘুরে দাঁড়াল সাবাডিয়া।

'সমানে সমানে লাগ,' দাঁতে দাঁত চেপে বলেই দুর্বৃত্তের পেটে একটা ঘুসি মারল ও, তারপর চোয়াল বরাবর আরেকটা। টলে উঠল দৈত্য, হুড়মুড় করে পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

কোকাতে কোকাতে চারপাশে নজর বোলাল কোল; বুঝতে পারছে খেলা শেষ হতে বেশি দেরি নেই। ঘাড় গুঁজে বুনো মোষের মত সগর্জনে তেড়ে এল

সে, অবিরাম এলোপাতাড়ি ঘুসি ছুঁড়ে প্রতিপক্ষকে বাধ্য করল পিছু হটতে, পরক্ষণে ঝটিতি ঘুরে গেল আধপাক, একলাফে কাছের একটা জানালা টপকে অদৃশ্য হলো ঝোপঝাড়ের ভেতর। সাবাডিয়া গাল বকল নিজেকে; ও চেয়েছিল চ্যাপম্যানকে বন্দী করতে।

পলাতকের পথটাই ব্যবহার করল সে, তবে রাসলারকে অনুসরণ না করে নিজের ঘোড়ার কাছে দৌড়ে গেল। ওর দৃঢ় বিশ্বাস চ্যাপম্যান এখন এইট বি-র উদ্দেশে ছুটবে। জানে, লোকটার হেফাজতে যত চালু ঘোড়াই থাক, দৌড়ে তাকে হারাবার ক্ষমতা ব্লু ডেভিলের আছে। আঁকাবাঁকা ট্রেইল ধরে নামার সময় নিজের অস্ত্রগুলো রিলোড করে নিল সে, পাইন বনের কিনারে পৌছে রাশ টানল। ওর অনুমানে ভুল হয়নি; খানিক অপেক্ষার পর, বাঁয়ে, বেশ কিছুটা তফাতে, চ্যাপম্যানের দেখা পাওয়া গেল, ঘোড়া ছুটিয়ে পালাচ্ছে।

দুর্বৃত্ত ঘুরে ওর মুখোমুখি হবে এই আশায় ফাঁকায় বেরিয়ে এল সাবাডিয়া, কিন্তু চ্যাপম্যানের মাথায় তখন স্পষ্টত একটা চিন্তাই চলছে–পালান, তাই সঙ্গে সঙ্গে স্পার দাবিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটাল সে। সামান্য ইশারা, অমনি লাফিয়ে আগে বাড়ল রোয়ান, মসৃণ চামড়ার নিচে ওর সবল পেশীগুলো তেল-দেয়া পিস্টনের মত আগুপিছু করতে লাগল। জানোয়ার দুটোর ব্যবধান কমতে শুরু করল দ্রুত, সাবাডিয়া দেখল সামনের লোকটা প্রাণপণ চেষ্টা করছে গতিবেগ বাড়াতে।

'ও যদি ভেবে থাকে ব্লু-কে কাহিল করতে পারবে, তাহলে ঠকবে,' আপনমনে বলল কর্টেয। তারপর চকিতে আরেকটা ব্যাপার খেয়াল হলো ওর। চ্যাপম্যান সোজা বিগ কোয়েকের দিকে ছুটছে; অদূরে মায়াবী সবুজ চত্বর।

'ও ভেবেছে সামনে রাস্তা আছে। থাক, আর এগিয়ে কাজ নেই, বেটা।'

বিলম্বিত ছন্দে পা পড়ল, বিপদের গন্ধ পেয়ে ব্লু ডেভিল যখন আচমকা থেমে গেল চোরাবালির কিনারে তখন পলাতক মাত্র দশ-বার গজ দূরে। ধীরে ধীরে পিস্তলটা হোলস্টারে ফেরত পাঠাল সাবাডিয়া; এখন আর কোন প্রয়োজন নেই এর। এক্ষেত্রে ঠিক কী ঘটেছে বলা মুশকিল, হয় চ্যাপম্যান, তাড়াহুড়োয়, ভুল করেছিল রাস্তা চিনতে, নয়তো প্রতারক চোরাবালিটা স্থান পরিবর্তন করেছিল। অচিরেই নিজের বিপদ টের পেল দুর্বৃত্ত, ফিরে আসার জন্যে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল, কিন্তু বহু দেরিতে। ভীতসন্ত্রস্ত জীবটার মরিয়া সংগ্রাম ত্বরান্বিত করল ওর ধ্বংসকে, অল্পক্ষণের ভেতর দেখা গেল শুধু মাথাটা জেগে আছে। আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখে রেকাবের ওপর দাঁড়িয়েছিল রাসলার, মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তিম হাহাকার ধ্বনিত হলো ওর কণ্ঠে:

'গুলি কর, শেষ করে দাও।'

'অলসেনের হত্যায় তোমার হাত ছিল?'

'কুলিন। আমিও ছিলাম সেখানে, প্রতিবাদ করেছিলাম, লাভ হয়নি।'

'তুমি সাক্ষ্য দেবে, যদি তোমাকে বাঁচাই?'

'সব ফাঁস করে দেব–কসম,' আন্তরিক সুরে বলল চ্যাপম্যান। 'তোমার আল্লার দোহাই, জলদি কর।'

শেষ কথাটা প্রায় আর্তনাদের মত শোনাল। ফাঁদে-পড়া লোকটার বাহন অদৃশ্য হয়েছে ইতিমধ্যে, কেবলমাত্র হাত জাগিয়ে রেখে ঘোড়সওয়ার কোনমতে টিকে আছে গেঁজিয়ে-ওঠা সর্বনাশা পাঁকের আগ্রাসন থেকে, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে ওদের দূরত্ব কমে আসছে। আপ্রাণ চেষ্টা করল সে পা দুটো নাড়াতে, কিন্তু ততক্ষণে গভীর কাদায় বসে গেছে ওগুলো, সবলে নিচের দিকে আকর্ষণ করছে কোন এক দানবীয় শক্তি। পচা কচুরিপানার উৎকট গন্ধে ওর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ভয়ে আতঙ্কে আবারো নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার শপথ উচ্চারণ করল সে।

এবার ধীরে-সুস্থে স্যাডল থেকে নিজের দড়ি তুলে নিল সাবাডিয়া, শূন্যে দুপাক ঘুরিয়ে নিক্ষেপ করল। ঊর্ধ্বমুখী বাহু গলে নিখুঁতভাবে নেমে গেল ফাঁস, দুই বগলের নিচে শক্ত হয়ে এঁটে বসল। দড়ির আরেক প্রান্ত স্যাডলহর্নের সাথে জড়িয়ে বাঁধল পাঞ্চার, নিচু গলায় ওর ঘোড়াকে বলল:

'পিছিয়ে যা, বেটা, আস্তে, খুউব আস্তে, আমরা ওকে দুটুকরো করতে চাই না।'

একটু একটু করে, আঠাল আলিঙ্গন থেকে টেনে বের করে আনা হলো তস্করকে, তারপর একসময় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল সে, খাবি খাচ্ছে তবে নিরাপদ। সাবাডিয়া দড়ি খুলে নেয়ার পর উঠে বসল চ্যাপম্যান, যে-নরক থেকে উদ্ধার পেয়েছে সেদিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল ভয়ে।

'আর সহ্য করতে পারছিলাম না আমি,' ভাঙা গলায় অস্ফুট স্বরে বলল ও। 'ওই কাদাপাঁকের সামনে শিশুর মত অসহায় মনে হচ্ছিল নিজেকে। আমার বিশ্বাস ছিল হাসতে হাসতে মরতে পারব, কিন্তু সেটা ওভাবে না। আমাকে কাপুরুষ ভাবছ?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল সাবাডিয়া। 'না, ওটা বীভৎস মৃত্যু।' একটা সিগারেট বানিয়ে অপরজনের দিকে এগিয়ে দিল সে, অন্য হাতে দিয়াশলাই বের করল। 'তোমার মসলাপাতি নিশ্চয় ভিজে গেছে।'

ফ্যালফ্যাল করে একটুক্ষণ কর্টেযের দিকে চেয়ে রইল চ্যাপম্যান, তারপর ব্যগ্র ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে সিগারেটটা নিল। তামাকে স্পর্শে চাঙা হয়ে উঠল ওর অবসন্ন স্নায়ুগুলো। 'অদ্ভুত মানুষ তুমি,' বলল কোল। 'আধঘণ্টা আগেও আমাকে খতম করার চেষ্টা করছিলে, অথচ এখন...'

'তোমাকে দিয়ে আমার স্বার্থ আছে,' স্মরণ করিয়ে দিল সাবাডিয়া। 'চুক্তি অনুযায়ী আমার যা ভূমিকা আমি পালন করেছি।'

'ঠিক,' স্বীকার করে একবুক ধোঁয়া টানল চ্যাপম্যান। 'বেঁচে থাকার আনন্দই আলাদা। আমাকে কী করতে বল তুমি?'

সাবাডিয়া সবিস্তারে বলল ওকে। সব শুনে তস্কর শান্ত গলায় জবাব দিল.

'বুঝেছি, কোন অসুবিধে হবে না, আমার কপালে যা-ই ঘটুক।'

'আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব, তোমার জন্যে আমি করব,' কথা দিয়ে স্যাডলে চাপল পাঞ্চার। 'যাই, আমার বন্ধুরা বোধহয় এতক্ষণে বাড়ি সাফ করে ফেলেছে।'

চ্যাপম্যান জঙ্গলের ভেতর হারিয়ে যেতে দেখল ওকে, তারপর সচকিত হয়ে খেয়াল করল কাছেই তামাকের থলে কাগজ আর দিয়াশলাইটা পড়ে আছে। কৃতজ্ঞতায় ছলছল করে উঠল ওর চোখ।

'সত্যি, একটা মানুষের মত মানুষ বটে,' বাতাসকে শোনাল ও।

# একুশ

চ্যাপম্যান পালিয়ে যাওয়ার পরপরই ইতি ঘটল লড়াইয়ের, যাদের পক্ষে সম্ভব হলো নেতার পদাঙ্ক অনুসরণ, তারা যত তাড়াতাড়ি পারে আশেপাশের জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিল। তক্ষুণি বন্দিনীকে খুঁজতে শুরু করল ড্রেইট। তালাবন্ধ দরজাটা দেখতে পেয়ে নক করল সে, কিন্তু কোন সাড়া পেল না। গোড়ালি তুলে, তালা বরাবর প্রচণ্ড এক লাথি হাঁকল নিক। সশব্দে ভেঙে গেল দরজা, মাতালের মত শিথিল ভঙ্গিতে ঝুলে রইল কবজা থেকে। ঘরের শেষ মাথায় দাঁড়িয়েছিল রোজি; স্বামীকে দেখতে পেয়ে ওর চোখ থেকে ভয় দূর হয়ে গেল।

'তুমি?' চিৎকার করল স্বর্ণকেশিনী।

'কেন, তুমি আর কারোকে আশা করেছিলে?' কাঠখোট্টা সুরে জিজ্ঞেস করল ওর স্বামী।

বস্তুত ঠিক তাই করেছিল ও, ভেবেছিল কুলিন ওকে উদ্ধার করতে এসেছে। 'আমি ভেবেছিলাম, যারা আমাকে ধরে এনেছে তুমি হয়তো সেই নিষ্ঠুরদের দলে,' ব্যাখ্যা করল রোজি।

ওর অকৃতজ্ঞ ব্যবহার ড্রেইটকে কুপিত করল। 'না, যারা তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছে আমি সেই নিষ্ঠুরদের একজন,' বিদ্রূপ করল ও। 'সবকিছু শান্ত না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাক।'

বেরিয়ে গেল নিক, স্ত্রীকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়ে গেল স্বামীর সাথে সে অন্যায় আচরণ করেছে। কিন্তু শ্যাডো ভ্যালিতে ওর গরুবাছুর চরছে সেই ছবিটা এত তাড়াতাড়ি মুছে যাওয়ার না। তবু তার মুক্তির জন্যে লড়েছে সে, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে-ও দেখেছে রক্তের ধারা গড়াচ্ছিল ড্রেইটের গাল বেয়ে। নাহ্, ওকে ক্ষমা চাইতে হবে। আবার স্বামীর মুখোমুখি হওয়ার জন্যে

সাহস সঞ্চয় করল রোজি, বড় ঘরটায় রবসনের সঙ্গে দেখতে পেল ওকে, ঝুঁকে পড়ে একটা লোককে পরীক্ষা করছে।

'তোমার উচিত হয়নি এখানে আসা,' ড্রেইট বলল।

'ও কে?' জিজ্ঞেস করল রোজি, তারপর যখন শুনল, ওকে যে-লোক সর্বস্বান্ত করেছে ও-ই সেই গিলম্যান, তখন হাঁটু গেড়ে বসল তার পাশে। এমনকি স্বর্ণকেশিনীর অনভিজ্ঞ চোখকেও, ওর ঘোলাটে দৃষ্টি আর যন্ত্রণাবিকৃত ঝুলে পড়া চোয়াল দুটো জানিয়ে দিল শেষ-সময়ের বেশি দেরি নেই।

'ড্রিংক,' দুর্বল সুরে জড়ান গলায় বলল সাবেক ফোরম্যান। কিন্তু রোজি যখন পানির খোঁজ করল তখন বেদনার হাসি হেসে গিলম্যান যোগ করল, 'আমি বলেছি–ড্রিংক–ম্যাম।'

টেবিলের ওপর আধখালি একটা হুইস্কির বোতল ছিল। গ্লাসে কড়া এক ডোজ ঢালল ড্রেইট, তৃষ্ণার্ত কণ্ঠে সেটা উপুড় করে দিল রবসন। তেজী স্পিরিট সাময়িক শক্তি জোগাল। মিনতিভরা চোখে নিকের দিকে তাকাল স্বর্ণকেশিনী, মৃত্যুপথযাত্রী ওর মনোভাব বুঝতে পারল।

'কিছু করার নেই,' অস্ফুট স্বরে বলল সে। 'আমি দুঃখিত–তোমার গরুবাছুরের ব্যাপারে, ম্যাম। যদি প্রায়শ্চিত্ত করতে পারতাম...'

'পার, জ্যাক,' ড্রেইট বলল। 'আমাকে বল কে খুন করেছিল এডিকে।'

'কুলিন–গলা টিপে–নিজে হাতে।' বুজে আসছে ওর গলা। 'এডির কথা প্রায়ই মনে হত, আর এখন–আমার–পালা।'

অসাড় দেহটাকে সযত্নে মেঝেতে শুইয়ে দিল রবসন, নিষ্প্রাণ বিস্ফারিত চোখ দুটো ঢেকে দিল ওর টুপি দিয়ে। স্বর্ণকেশিনীকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল ড্রেইট।

'কথাটা কি সত্যি–কুলিনের ব্যাপারে?' রোজি শুধাল, ফিসফিস করে।

'হ্যাঁ, এ-সময় মানুষ কখনো মিথ্যা বলে না,' জবাব এল। 'তুমি বিশ্রাম নাও; সামনে পথ অনেক লম্বা।'

একলা হতে পেরে কৃতার্থ হলো স্বর্ণকেশিনী। ওর সাবেক কয়েদ ঘরে বসে, নিজের এলোমেলা পৃথিবীকে ঢেলে সাজাবার প্রয়াস পেল। কুলিন–যাকে সে বিশ্বাস করেছিল বন্ধু বলে–সে আসলে নির্মম নিষ্ঠুর খুনী। এখন আর কোন সন্দেহ নেই এ-ব্যাপারে। যদি ওই ক্ষেত্রে ভুল করে থাকে সে, তাহলে ওর অন্যান্য ধারণাগুলো কী? এতকিছুর মানেই-বা কী তবে? কোন সদুত্তর খুঁজে পেল না রোজি। হঠাৎ মানুষের সাড়া পেয়ে ওর চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে গেল।

'কর্টেয, ফিরে এসেছ তাহলে,' স্বামীর গলা শুনতে পেল ও। 'কোল কোথায়?'

'পালিয়েছে।'

'ওর কিছু লোকও, ল্যান্টি তাদের একজন,' খেদোক্তি করল ড্রেইট। 'তিনজনের কবরের ব্যবস্থা করতে হয়, ফ্রায়েলের হাত ভেঙে গেছে। না,

আমাদের কপাল ভাল—সামান্য কাটা-ছেঁড়া।'

তিন রাসলারকে কবর দিতে দিতে ঘন্টাখানেক লেগে গেল, তারপর স্বর্ণকেশিনী আর কয়েদির জন্যে ঘোড়া জোগাড় করে যাত্রা করল ওরা। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌছাতে দক্ষিণ-পুবের রাস্তা ধরার সিদ্ধান্ত নিল নিক। ও আর সাবাডিয়া পথ দেখাল, মাঝখানে রোজি আর ল্যারি, এবং অন্যরা পেছনে ফ্রায়েলকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ভীষণ ক্লান্তি বোধ করছে সবাই, কারোরই স্পৃহা নেই কথা বলার, এমনকি বাচাল ল্যারিও চুপ করে আছে।

গন্তব্যে পৌছে ওরা যখন দেখল লিণ্ডি ওদের পথ চেয়ে বসে আছে তখন রাত। গৃহকর্ত্রীর বিরহে এস পি-তে দম আটকে আসছিল ওর, তাই মিল্টনকে বাধ্য করেছে ওকে এখানে নিয়ে আসতে—আরো বড় শূন্যতার মাঝে। ওদেরকে সাদরে বরণ করল কৃষ্ণাঙ্গিনী, তবে রান্নাঘরই ওর উদ্বেগের মূল কারণ হয়ে দেখা দিল।

'তুমি বিশ্বাসই করবে না, ম্যাম, কীভাবে এই লোকগুলো—'

'আমরা ক্ষুধার্ত; ঝটপট খাবার নিয়ে এস কিছু,' রুক্ষ সুরে বলল ড্রেইট। রোজির দিকে তাকাল ও। 'আজ রাতে তুমি এখানেই থাকছ।'

স্বর্ণকেশিনীর জবাব দিতে পারার আগেই চলে গেল ও। মৃদু হাসল রোজি, ওর স্বভাবই ওই রকম। কিন্তু ওকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইছে ও, অথচ ওর বন্দীশালার দরজা ভেঙে ফেলার মুহূর্ত থেকে সে-সুযোগ লোকটা তাকে দেয়নি। ইচ্ছে করেই এড়িয়ে চলছে নাতো? কেন-যেন একথা ভেবে কষ্ট অনুভব করল স্বর্ণকেশিনী। পারলারে বসে, স্বামীর ফিরে আসার অপেক্ষায় রইল ও। বাইরে লিণ্ডির সাথে কথা বলছিল সাবাডিয়া, রোজি ওকে ডাকল ভেতরে।

'কোথায়—মিস্টার ড্রেইট?'

'মিডওয়ের পথে, এতক্ষণে। ও তোমাকে বলেনি?' জবাব দিল কর্টেয। তারপর যখন বুঝতে পারল ওর কথা বোধগম্য হয়নি মহিলার তখন সংক্ষেপে খুলে বলল সব ঘটনা, জেল পালানর ব্যাপারে ওর নিজের অবদান উহ্য রেখে। গম্ভীর মুখে শুনে গেল রোজি, তারপর চড়া গলায় অভিযোগ করল:

'তুমি ওকে যেতে দিলে?'

হাসি চাপল কর্টেয। 'নিক সাবালক হয়েছে, ও যখন কোন সিদ্ধান্ত নেয় তা করে ছাড়ে। তোমার গরুর ব্যাপারে—'

'চুলোয় যাক গরু,' বিস্ফোরিত হলো রোজি, তারপর বলল, 'দুঃখিত। কী যেন বলছিলে?'

'ওগুলো ও চুরি করেনি, বরং যে-লোক করেছিল তার কাছ থেকে উদ্ধার করেছে। এখানে এনে রেখেছিল নিরাপদে থাকবে ভেবে—এবং তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেয়ার জন্যে।'

'তারমানে তুমি আর ল্যারি হদিস পেয়েছিলে ওগুলোর?' রোজি ক্ষুব্ধ।

সাবাডিয়ার হাসি একান-ওকান হয়ে গেল। 'হ্যাঁ, কিন্তু বললে নিকের প্ল্যানটা ভেস্তে যেত।'

'আমি কিন্তু এখনো ওর ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না?'

'আদালতে দাঁড়াতে হবে ওকে। পালানর অর্থ অপরাধ স্বীকার করে নেয়া।'

'এবার বুঝেছি,' রোজি বলল। 'অভিযোগ এনেছে কে?'

'শেরিফ, কুলিনের মদতে।'

'কিন্তু তোমরা তো ওই জঘন্য লোকটার স্বরূপ জেনে ফেলেছ...' পাঞ্চারকে মাথা নাড়াতে দেখে থেমে গেল স্বর্ণকেশিনী।

'এ-দেশে গরুচুরি মারাত্মক অপরাধ,' ওকে বলল কর্টেয। 'কুলিন কেমন মানুষ, বা কী করেছে, তা দিয়ে শ্যাডো ভ্যালিতে তোমার গরু থাকার যুক্তি টেকান যাবে না।'

'না যাক, কিন্তু সাক্ষী আছে,' তর্ক জুড়ল রোজি। 'ওর লোকজন—'

'যোগসাজশকারী,' মনে করিয়ে দিল সাবাডিয়া। 'তাছাড়া, ধরেই নেয়া হবে মনিবকে বাঁচাতে কালকে সাদা বলবে ওরা, আর তা বলবেও।'

'আমাকে কিডন্যাপ করার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?'

'ওদের আশঙ্কা ছিল তুমি হয়তো ড্রেইটের পক্ষ নিতে।'

'হয়তো?' প্রতিধ্বনি করল রোজি। 'অবশ্যই নিতাম—এবং নেবও। তা এই কুখ্যাত বিচারটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে কখন?'

'সকালে, আমার বিশ্বাস: ওরা সময় নষ্ট করবে না। আমরা সবাই হাজির থাকব ওখানে।' তারপর, কথাচ্ছলে, 'নিক একটা খাঁটি মানুষ, তবে ভীষণ অপরিণামদর্শী—মাঝে মাঝে।'

পাঞ্চারের মমতা-মাখা অথচ সন্ধানী দৃষ্টি ধাঁধায় ফেলল স্বর্ণকেশিনীকে। 'ধন্যবাদ, কর্টেয,' অস্ফুট স্বরে বলল সে। 'ওকে রক্ষা করতে হবে আমাদের।'

'অবশ্যই করব,' অভয় দিল সাবাডিয়া। 'আমাদের কাছে হয়তো এমন তাসও আছে যার কথা ওরা জানে না।'

মিডওয়ের সমস্ত রুক্ষতায় কোমল পরশ বুলিয়ে দেয় যে-রুপালি জ্যোৎস্না, তার আলোয় স্পষ্ট চেনা যাচ্ছিল নবাগতকে। নীরবে, একটা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে সে। দুপাশে জনতা দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছে ওকে, অবিশ্বাসে নিজেদের চোখ মুছছে। যে-কয়েদি জেল ভেঙে পালিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে, তাকে আবার দেখবে ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি। স্তব্ধবাক হয়ে লোকটার পিছু নিল লোকগুলো, তারপর যখন—পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে কোনরকম ভ্রূক্ষেপ না করে—মার্কারের স্যালুনের সামনে নেমে ভেতরে ঢুকল সে, তখন ওর আশেপাশে ভিড় জমাল। ভেতরেও, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল, একজন খদ্দেরকে পরিবেশন করছিল স্যালুন মালিক, ড্রেইটকে দেখে ভূত

দেখার মত চমকে উঠল সে, আরেকটু হলেই হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল বোতলটা।

'ইয়াল্লা, নিক, তুমি পাগল হয়েছ?' পলাতক বারে এসে দাঁড়াতে, প্রশ্ন করল ও।

'না, স্রেফ পিপাসার্ত।' হাত বাড়িয়ে বোতলটা কাছে টেনে নিল ড্রেইট। 'স্টিংকার কোথায়?'

'এই যে আসছি,' তিরিক্ষে জবাব এল।

ভিড় ঠেলে ভারিক্কি চালে এগিয়ে আসছিল শেরিফ, হাতে উদ্যত পিস্তল, চোখেমুখে চাপা উল্লাস।

'ব্যাপারটা তবে ঠিক,' বিড়বিড় করে বলল সে, খবরের সত্যতা সম্পর্কে একটু আগে পর্যন্ত ওর মনে সংশয় ছিল। 'হাত তোল, ড্রেইট।'

আসামী হাসল। 'ন্যাকামি রাখ, স্টিংকার। আমি শুধু শুধু তোমার খোঁজে আসিনি। পাঁচশটা ডলার ছাড় আগে।'

শেরিফের রক্তচক্ষু কপালে উঠে গেল। 'ক-কেন?' ক্যামর্ট তোতলাল।

'নিজেকে ধরিয়ে দিয়েছি বলে—জীবিত অবস্থায়। জানি তুমি এতে হতাশ হয়েছ, তবু এভাবেই করতে হলো। পুরস্কারটা কে ঘোষণা করেছে—সিটি কাউন্সিল, না কুলিন?'

'সেটা তোমার মাথাব্যথা না,' অস্বস্তির সুরে হুঙ্কার ছাড়ল ক্যামর্ট।

বব আক্রমণ করল ওকে। 'ওর না হতে পারে, কিন্তু আমাদের জানতে হবে তুমি কার টাকা খরচ করছ।'

কোণঠাসা হয়ে পড়ল শেরিফ, এবং তা সে উপলব্ধি করল। 'সিটি কাউন্সিল না,' ব্যাজার মুখে স্বীকার করল ও। 'একজন নাগরিকের, তবে নিজের নাম ফাটাতে চান না...'

'কুলিনের বিনয়ের কথা সবাই জানে,' ড্রেইট ফোড়ন কাটল।

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল শেরিফ। 'তোমার সাজা তোলা আছে, একজন নিরীহ মহিলাকে সাহায্য করার নামে পথে বসিয়েছ।'

এবার সফল হলো সে, নিক টের পেল কঠিন চোখে লোকজন ওকে মাপছে। ক্রোধ সংবরণ করতে গিয়ে হাতের মুঠি চাপল ও। তারপর বলল:

'স্টিংকার, আমি যদি না জানতাম, আমাকে খুন করার জন্যে তোমার হাত নিশপিশ করছে, তোমার সবকটা দাঁত ভেঙে তোমারই গলা দিয়ে ঢুকিয়ে দিতাম। তো, অনেক কথা হয়েছে, এবার আমার ঘুম দরকার।'

নিতান্ত অনিচ্ছার সাথে নিজের গ্লাস খালি করল অফিসার, সহকারীদের কাছে ডেকে নির্দেশ দিল, 'যদি তেড়িবেড়ি করে, ঝাঁঝরা করে দেবে।'

'সকালে আমি নিজে গিয়ে তোমার ঘুম ভাঙাব, নিক,' বব একগাল হাসল, তারপর শেরিফের উদ্দেশে যোগ করল, 'যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে—সকালে

তোমারই বিচার হবে।'

কয়েদিকে হাজতে পুরে, জানালা-দরজায় পাহারা বসিয়ে, জাজের সঙ্গে দেখা করতে গেল ক্যামর্ট। রাতের এই সময়ে ভদ্রলোককে স্বাভাবিক অবস্থায় পেয়ে শেরিফের চোয়াল ঝুলে পড়ল। বিচলিত চেহারায় সবকিছু শুনলেন বিচারক।

'পালিয়ে গিয়েও আবার ধরা দিয়েছে? নিশ্চয় রেহাই পাওয়ার মত জবাব আছে ওর কাছে।'

'যাতে না থাকে সেটা দেখার দায়িত্ব আপনার,' বলল শেরিফ। 'কুলিন–'

হাত তুললেন জাজ। 'শোন: আমার দায়িত্ব হচ্ছে আইনকে প্রয়োগ করা। কুলিন, আমার কাছে, স্রেফ অন্য যেকোন লোকের মতই। ওর নাম শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেছে; আর কখনো উল্লেখ করবে না।'

থ হয়ে গেল অতিথি; নিঃসন্দেহে সুস্থ আছেন জাজ, বিপজ্জনক ভাবে। 'আমি ভেবেছিলাম–' শুরু করেছিল ও।

'আমার পদমর্যাদাকে ছোট করে দেখ না,' তীক্ষ্ণ সুরে বললেন ফাওলার। 'সকালে দুপক্ষের সওয়াল-জবাব শুনব আমি, এবং আশা করব আসামী নিখোঁজ হবে না।' ক্যামর্ট ওর প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা জানাল তাঁকে। 'পারলে তোমার কুম্ভকর্ণগুলোর ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা কর,' কটূক্তি করলেন জাজ। 'মেয়েটা অনুপস্থিত থাকবে?'

'তাই।'

'অনিবার্য কারণবশত আটকে পড়েছে, বলা যায়।'

একমত হলো অপরজন, তারপর কিছুটা অস্থিরচিত্তে বিদায় নিল। মনে মনে নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিল সে, অচিরেই কুলিন তার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেবে।

# বাইশ

শ্যাডো ভ্যালির দলটা যখন উপস্থিত হলো তখন আদালত কক্ষ দ্রুত ভরে উঠছে। ওরা বীরদর্পে মাঝের গ্যাংওয়ে ধরে এগিয়ে যাওয়ার সময় ফিসফিস গুঞ্জন বেড়ে গেল, এবং অনেকেই সপ্রশংস দৃষ্টি নিক্ষেপ করল স্বর্ণকেশিনীর দিকে। ফ্যাকাসে দেখালেও, মাথা উঁচু রেখেছে সে, ওদের আগমনে যে-ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়েছে সেদিকে কোন খেয়াল দিচ্ছে না। ওরা যখন সামনের সারির ফাঁকা আসনগুলোর কাছে পৌঁছাল, হাঁ-হাঁ করে তেড়ে এল ওয়াল-আই।

'এগুলো সাক্ষীদের জন্য,' চোখ রাঙাল ও।

'জানি,' সংক্ষেপে বলে বসে পড়ল সাবাডিয়া। ডেপুটি রণে ভঙ্গ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

ফোরম্যান আর তিনজন রাইডারকে সঙ্গে করে দুসারি পেছনে বসেছিল ভাস্কো, ওদের সাথে কথা বলতে উঠে গেল কর্টেয।

'নিক ফিরে এসেছে কোন্ দুঃখে?' জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার।

'কেবলমাত্র দোষীরাই পালায়, বুড়ো খোকা,' সাবাডিয়া স্মিত হাসল। 'ও ঠিকই উতরে যাবে।'

'আমিও তাই চাই, তবে উলটোপালটা কোনকিছু যদি হয়, আমাদের পাঁচজনের ওপর নির্ভর করতে পার তোমরা–শেষ পর্যন্ত।'

'শুনে খুশি হলাম। মনে থাকবে।'

'ধেৎ! তোমরা আমার বিরাট উপকার করেছ। কোলকে ধরতে পারিনি এখনো, তবে ও আমাদের থেকে দূরে থাকছে।'

'অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল। আমার বিশ্বাস আর কোনদিন তোমাকে ও ঘাঁটাবে না।'

'আমি তাতেই খুশি। আচ্ছা, ওই মেয়েই তাহলে এস পি-র কর্ত্রী? নিঃসন্দেহে নজর কাড়ে।'

'কথাটা আমি জানাব ওকে,' সাবাডিয়ার হাসি একান-ওকান হয়ে গেল।

'খবরদার, আমি কিন্তু পালাব তাহলে,' ভাস্কো ভয় দেখাল। 'আরে, ওই যে গ্রেগ, কেমন যেন হতভম্ব দেখাচ্ছে।'

ওর অনুমান ঠিক, তবে বিগ সি মালিকের বর্তমান অবস্থাকে শুধু 'হতভম্ব' বললে বর্ণনাটা যথাযথ হয় না। সামনের সারির শেষমাথায়, জুরি বক্সের ধারে বসেছিল সে; স্বর্ণকেশিনীকে চোখে পড়তেই উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু রোজির শীতল চাহনির সামনে নেতিয়ে পড়ল আবার। মেয়েটা এখানে এল কীভাবে? অস্বস্তির একটা কাঁটা খচখচ করতে লাগল র‍্যাঞ্চারের বুকের ভেতর।

এরপর আসামী, শেরিফের প্রহরায়, হাজির হলো। পাশ কাটানর সময় বন্ধুদের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল সে, অবিচল ভঙ্গিতে কাঠগড়ায় উঠে, সমালোচকের দৃষ্টিতে জুরিদের জরিপ করল।

বিচারক উপবেশন করলেন, শপথ গ্রহণ কল জুরিরা, তারপর কাঠগড়ার দিকে মনোযোগ ফেরালেন ফাওলার।

'নিকোলাস ড্রেইট, তোমার বিরুদ্ধে এস পি র‍্যাঞ্চ থেকে গরু চুরি করার অভিযোগ আছে,' বললেন তিনি। 'তোমার কী বক্তব্য এ-ব্যাপারে, দোষী না নির্দোষ?'

'আপনি কোন্ পরামর্শটা দেন, জাজ?' গম্ভীর সুরে।

'আমি এখানে তোমাকে পরামর্শ দিতে আসিনি,' ধমকে উঠলেন ফাওলার।

'আমি কেবলই ভুলে যাই, আপনি অন্য দলে,' অপরাধীর সুরে বলল নিক,

ওর চেহারায় অকৃত্রিম দুঃখের ছাপ লক্ষ্য করে হাসির রোল উঠল দর্শকদের মাঝে, কিন্তু বিচারক ক্রুদ্ধ হলেন।

'আমি কোন দলেরই নই,' হুঙ্কার ছাড়লেন তিনি। 'এবং তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি এসব রসিকতায় তোমার অবস্থা আরো খারাপ হবে। আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

'সন্দেহ যখন আছে, টস্ করে দেখা যাক।' শূন্যে একটা পয়সা ছুঁড়ে দিল নিক, খপ করে লুফে নিয়ে উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে ফলাফল পরীক্ষা করল। 'নির্দোষ। খুশি? এবার দয়া করে আমাকে বলবেন কি, অভিযোগটা কে আনছে?'

শেরিফের নেতিবাচক ইশারা দেখতে পাননি জাজ। 'অবশ্যই ক্ষতিটা যে-ব্যক্তির হয়েছে,' কাঠখোট্টা গলায় জবাব দিলেন তিনি।

রোজি উঠে দাঁড়াল। 'আমিই সেই ব্যক্তি। কিন্তু কই, অভিযোগের ব্যাপারে তো আমি কিছু জানি না!'

ফাওলার ভ্রূকুটি করলেন; আবার বিপথে চালিত করা হয়েছে তাঁকে। ওকালতনামার দোহাই পড়লেন তিনি। 'আমাকে জানান হয়েছে, আপনি শেরিফের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং অনুরোধ জানিয়েছেন আশু ব্যবস্থা নেয়ার।'

'কস্মিনকালেও আমি তাকে মুখে বা লিখিতভাবে কোনকিছু বলিনি।'

বিচারকের নীরবতা থেকে ক্যামর্ট উপলব্ধি করল, নিজের চেষ্টাতেই এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে তাকে। 'খবরটা আরেকজনের মারফত এসেছে, এবং লিখিতভাবে নয়,' ব্যাখ্যা করল সে।

'দয়া করে তার নাম বলুন,' চাপ দিল রোজি।

মহা ফাঁপরে পড়ল শেরিফ, অথচ তার সামনে বিকল্প কোন পথ খোলা নেই; তার কুটিল কর্মজীবনে অন্তত এই একটিবারের জন্য সত্য কবুল করতে হলো। 'গ্রেগরি কুলিন।'

র‍্যাঞ্চার যেখানে বসে সেদিকে ঘুরে গেল স্বর্ণকেশিনীর বিরূপ দৃষ্টি। 'মিস্টার কুলিনের কোন অধিকার নেই আমার কাছ থেকে খবর বয়ে আনার।'

এবার র‍্যাঞ্চার উঠল। 'মিস ডারেল তার লোকসানের কথা উল্লেখ করে আমাকে বলেছিল, চরম দণ্ডই একজন গরুচোরের প্রাপ্য। তার ইচ্ছার বাস্তবায়ন করছি এই বিশ্বাস থেকে শেরিফকে আমি এ-ব্যাপারে তদন্ত করতে অনুরোধ করেছিলাম।'

রোজি উপেক্ষা করল ওকে। 'এ থেকে প্রমাণিত হয় আমার কোন সায় নেই এই–এই–'

'মামলায়?' বলে মুচকি হাসলেন জাজ, কিন্তু স্বর্ণকেশিনীর মনে হলো আসলে ভেংচি কাটলেন।

'না, হয়রানিতে,' প্রত্যুত্তর দিল ও। 'আমি চাই এক্ষুণি অবসান হোক এর, এবং বেকসুর খালাস দেয়া হোক আসামীকে।'

তুমুল করতালির মাঝে, হাঁপাতে হাঁপাতে আরক্ত মুখে নিজের জায়গায় বসে পড়ল রোজি। দর্শকদের অধিকাংশই রুক্ষ স্বভাবের হলেও, সৌন্দর্যের কদর করতে জানে, এবং তার চাইতেও বেশি করে, সাহসের। তবে সত্যিকারের পুরস্কারটা ও পেল কাঠগড়ায় দাঁড়ান লোকটার উষ্ণ চোখে।

থমথমে হয়ে উঠল আদালত কক্ষ; রায় ঘোষণার জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই। ক্যামর্টের সাথে শলাপরামর্শ করছিলেন ফাওলার, হঠাৎ দেখলেন কুলিন একজন জুরির সাথে ফিসফিস করে কথা বলছে।

'এসব করবেন না, মিস্টার কুলিন,' তীক্ষ্ণ সুরে বললেন তিনি। 'ফের যদি এরকম ঘটে, আমি আপনাকে বের করে দেব।'

পিছিয়ে এল র‍্যাঞ্চার, মুখ আড়ষ্ট। 'দুঃখিত,' হাই তুলল সে, তারপর বিদ্রূপের সুরে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম বিচার শেষ হয়ে গেছে।'

স্বর্ণকেশিনীর দিকে চোখ নামালেন জাজ। 'আপনি যা ভাবছেন, ম্যাম, ব্যাপারটা তার চেয়ে জটিল,' শুরু করলেন তিনি। 'আপনি হয়তো অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু আমি পারি না; আমার দায়িত্ব জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা।'

'কোন অপরাধ সংঘটিত হয়নি,' উত্তপ্ত সুরে বলল রোজি। 'মিস্টার ড্রেইট গরু চুরি করেনি।'

'সেটা নিরূপণ করতেই আমরা এখানে বসেছি; বিচার চলবে।'

রোজি বসে পড়ল, চোখে আগুন জ্বলছে। সান্ত্বনার ভঙ্গিতে ওর কাঁধ চাপড়াল সাবাডিয়া, উঠে বিচারকের উদ্দেশে সলজ্জ হাসল। 'স্বাভাবিকভাবেই উনি খুব হতাশ হয়েছেন, সাহ্,' বলল ও। 'আপনার কাজে ব্যাঘাত ঘটানর ইচ্ছে নেই আমার, তবে আপনি যদি দয়া করে আমার একটা তুচ্ছ সমস্যার সমাধান করে দেন, কৃতজ্ঞ হব। আমাদের একজন বলছে, কোন মহিলা যখন বিয়ে করেন, তাঁর যদি সম্পত্তি থেকে থাকে সেটাও স্বামীর হয়ে যায়। আমি বিশ্বাস করিনি, এবং আমাদের মধ্যে ছোটখাট একটা বাজি হয়েছে।'

'এবং তুমি তাতে হেরেছ,' ফাওলার বললেন। 'সেরকমই আইন।'

'আমার কপালটাই পোড়া,' সখেদে বলল সাবাডিয়া।

কিন্তু ওর মুখভাব কণ্ঠস্বরের সাথে প্রতারণা করল। এবং যেভাবে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ও তাকাল পাশে-বসা মেয়েটার দিকে তাতে সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। আরক্ত মুখে চিৎকার করল রোজিঃ 'আমি আবারো আসামীর মুক্তির দাবি জানাচ্ছি।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে কটাক্ষ করলেন জাজ। 'এবার কোন্ অজুহাতে?'

'এইমাত্র আপনি তা উল্লেখ করেছেন। নিকোলাস ড্রেইট আমার স্বামী, এবং এস পি র‍্যাঞ্চের মালিক। এমনকি এই আদালতও পারবে না, যে-সম্পত্তি এমনিতেই তার নিজের হয়ে গেছে সেটা চুরি করার অপরাধে তাকে শাস্তি দিতে। এই তার প্রমাণ।' সেদিনের সেই ভাগ্যনির্ধারক সকালে পাদ্রি ওকে

যে-কাগজটা দিয়েছিলেন এবার তা আদালতে পেশ করল স্বর্ণকেশিনী।

জাজ ঝুঁকে পড়লেন ম্যারেজ সার্টিফিকেটের ওপর, আবার রুদ্ধ শ্বাস নীরবতা নামল ঘরে। অনেকক্ষণ পর যখন চোখ তুললেন তিনি, তা কেবল কঠোর সুরে জিজ্ঞেস করতে: 'আমাকে আগে একথা জানান হয়নি কেন?'

'বিয়েটা আমরা গোপন রেখেছিলাম, আমারই ইচ্ছায়—একজন নির্বোধ মেয়েমানুষের খেয়াল।' অকম্পিত গলায় বলল রোজি। 'আপনি সিনর কর্টেযের প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে পর্যন্ত ওই আইনের কথা আমি জানতাম না।' হাসল ও, নিজের বিজয়কে উপভোগ করে। 'লোকে বলে অল্পবুদ্ধি ভয়ঙ্কর, কিন্তু এখন আমার বিশ্বাস, কম জানা তার চেয়েও সর্বনাশা।'

কোন জবাব দিলেন না বিচারক; পরাজয়ের গ্লানিতে তাঁর মুখ তেতো হয়ে গেছে, এবং সেটা সহজে মেনে নিতে পারছেন না। কিন্তু পালানর পথ বন্ধ। যতটা পারা যায়, বিচারকসুলভ গাম্ভীর্যের সুরে তিনি বললেন: 'আদালতের সামনে এখন যে-প্রমাণ আছে তাতে সম্পূর্ণ খারিজ হয়ে গেছে মামলা, এবং আসামী বেকসুর খালাস পেয়েছে।'

মৌনতার ভেতর স্বীকৃতি মিলল এই প্রচেষ্টার। বিজয়োল্লাস শুরু হলো যখন ধীর পায়ে কাঠগড়া থেকে নেমে এসে স্ত্রীর হাত চেপে ধরল ড্রেইট, এত জোরে যে পানি এসে গেল স্বর্ণকেশিনীর চোখে, তারপর বন্ধুকে কৃতজ্ঞতা জানাতে ঘাড় ফেরাল ও।

'থাক,' তড়িঘড়ি বলল সাবাডিয়া। 'এক্ষুণি জুরি বেঞ্চ ভেঙে দেবেন জাজ; যেভাবেই হোক ওটা ঠেকাতে হবে।'

প্ল্যাটফর্মের ওপর পা রাখল ও; সবিস্ময়ে ওর পানে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ সুরে বিচারক জিজ্ঞেস করলেন, 'আবার কী বলবে?'

'বিচার এখনো শেষ হয়নি,' মুখের ওপর জবাব দিল পাঞ্চার। 'এই জিনিসটা বোধহয় আপনার বুদ্ধি খুলে দেবে।' ডেস্কের ওপর একটা চিঠি রাখল কর্টেয।

পড়তে পড়তে দম বন্ধ হয়ে এল আইনজ্ঞের। যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, সংক্ষেপে তাদের সবাইকে জানাচ্ছে প্রমাণপত্রটা, এর বাহক, হুয়ান কর্টেযকে প্যাভিট সাকসেশন এবং মিডওয়ে ও তার আশেপাশে যেসব অনিয়ম রয়েছে সেগুলোর তদন্তের ভার এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। রাজকর্মচারী মাত্রেই তাকে সব রকমের সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবে। চিঠিতে সই করেছেন, 'বুশ, গভর্নর।'

চেষ্টাকৃত একটা শ্বাস টানলেন জাজ। দিব্যচোখে দেখতে পেলেন তিনি সবকিছু হারাতে চলেছেন, এমনকি তাঁর স্বাধীনতাও। অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে গভর্নরের কঠোর মনোভাবের কথা সকলেরই জানা। 'আপনি আরো আগেই আমাকে নিজের পরিচয় দিতে পারতেন।' একধাক্কায় বিচারকের সম্বোধন পালটে গেছে লক্ষ্য করে মৃদু হাসল সাবাডিয়া।

'এখন আপনি আমাকে কী করতে বলেন?'

'ওদেরকে বলুন খেলা শেষ হয়নি এখানো।'

হাতুড়ি ঠুকে শোরগোল থামালেন জাজ, তারপর, পাঞ্চার যেভাবে বলেছিল তার চেয়ে সাড়ম্বরে, ঘোষণাটি দিলেন। আর দর্শকরা, উত্তেজনার খোরাক পেয়ে, সানন্দে চুপ করল।

'এরপর?'

কুলিনের দিকে ইশারা করল সাবাডিয়া। র‍্যাঞ্চার তখন নেতিয়ে পড়েছে নিজের আসনে, মাথা হেঁট, দেখে মনে হয় চারপাশে এতকিছু ঘটছে অথচ কোনদিকেই তার খেয়াল নেই। বাস্তবিক তাই, যাকে সে নিদারুণ ঘৃণা করে তার কাঙ্ক্ষিত রমণী সেই লোকটির স্ত্রী এই সত্যের প্রকাশ, এবং ওদের বিজয়, তাকে মানসিকভাবে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। 'ওই লোকটাকে কাঠগড়ায় তুলুন।'

ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেলেন ফাওলার, নিজের কানকেও তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না। 'কুলিন এই এলাকার সবচেয়ে প্রতাপশালী মানুষ,' অনুযোগ করলেন তিনি।

'ঠিক এই মুহূর্তে নয়,' স্মরণ করিয়ে দিল সাবাডিয়া।

শিউরে উঠলেন বৃদ্ধ, শেরিফকে ডেকে নির্দেশ দিলেন। ক্যামর্ট নিশ্চিত হয়ে গেল তার মনিবের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'আ···আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েননি তো?'

সত্যিই অসুস্থ বোধ করছিলেন জাজ—ভীষণ। 'আমি যা বলছি কর,' ধমকে উঠলেন তিনি।

এতক্ষণে টনক নড়ল কুলিনের, যেন দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছে এভাবে তড়াক করে চেয়ার ছাড়ল সে। 'এসবের মানে কী, ফাওলার? তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে?' রাগে লঘু-গুরু জ্ঞান হারিয়ে ফেলল র‍্যাঞ্চার।

'আপনার বিরুদ্ধে নালিশ আছে, মিস্টার কুলিন; ব্যাপারটা তদন্ত হওয়া দরকার—আপনার নিজের স্বার্থেই।'

বিচারকের মোলায়েম জবাবে কুলিনের যুক্তিবোধ ফিরে এল। কোনরকম অমঙ্গল আশঙ্কা করছিল না সে; অত্যন্ত সুচতুরভাবে ঢেকে দিয়েছে নিজের ট্রেইল, তবু আদালতে যারা উপস্থিত আছে তাদের চটান বোকামি হবে বুঝতে পেরে আস্ফালন থামিয়ে, খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল।

'এভাবে ভাবিনি ব্যাপারটা, তবে আপনার কথাই ঠিক।' খোশমেজাজে কাঠগড়ায় গিয়ে উঠল সে, শেরিফ ওর হোলস্টার থেকে দক্ষহাতে পিস্তলটা তুলে নিল। অন্য সময়ে এজন্য সাজা পেতে হত ওকে, কিন্তু র‍্যাঞ্চার কেবল একটু কাঁধ ঝাঁকিয়েই ক্ষান্ত হলো; এখন তাকে অভিনয় করতে হবে।

প্রথম দফায় উতরে গেল সে। যখন কানাঘুষায় লিপ্ত উত্তেজিত জনতার মুখোমুখি হলো কুলিন, তখন ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পেল না ওর বুকের ভেতর

ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠেছে। কেবল একটা ধাঁধার উত্তর পাচ্ছিল না সে–ওই কাউবয়ের কী সম্পর্ক এর সাথে?

'এবার বলুন, জাজ, কী কী অভিযোগ আছে আপনার?' যাত্রার ঢঙে জানতে চাইল র‍্যাঞ্চার।

জবাবটা দিল সেই কাউবয়। 'সীল যদি উত্তরাধিকারের খোঁজ না পাওয়ার ব্যাপারে সফল হয়, আর ওই র‍্যাঞ্চটা বিক্রির অনুমতি আদায় করতে পারে, তাহলে তুমি ওকে কত টাকা ঘুষ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে?'

'আমি কোন প্রতিশ্রুতি দেইনি এবং ওর মতলবের কথাও কিছু জানি না। র‍্যাঞ্চটা কেনার ইচ্ছে ছিল, যদি সেটা নিলামে উঠত।'

আইনজীবীর দফতরে-পাওয়া চিঠিটা পেশ করল সাবাডিয়া। জাজ পড়ে শোনালেন।

'ওই চিঠি আমি লিখিনি,' অস্বীকার করল কুলিন। 'ওটা জাল।'

'তুচ্ছ ব্যাপার, সন্দেহ নেই,' দায়সারা ভঙ্গিতে মন্তব্য করল সাবাডিয়া। 'কিন্তু লিট্‌ল্ বেসিনে ড্রেইটকে খুন করার ব্যাপারে তুমি যে-চক্রান্ত করেছিলে, তার বেলায় একথা খাটে না।'

'আমার কোন ভূমিকা ছিল না ওতে।'

'ঘুষের টাকা দেয়া ছাড়া, মাথাপিছু দুশ; মৃত্যুর আগে টমিনি কথা বলেছিল, মিস্টার কুলিন,' কঠোর সুরে বলল পাঞ্চার। 'যাই হোক, সেটা ওরা ভণ্ডুল করে ফেলল আর তাই তোমাকে আবার চেষ্টা করতে হলো। এবার পুরস্কারের অঙ্ক বাড়িয়ে দিলে তুমি, লুকাস নামে কুখ্যাত এক পেশাদার খুনীকে এক হাজার ডলারের প্রস্তাব দিলে।'

'ওই ঘটনার আগে লোকটার নামই আমি শুনিনি কোনদিন,' ভেংচি কাটল র‍্যাঞ্চার।

'দুজন প্রত্যক্ষদর্শী আছে যারা সাক্ষ্য দেবে, ও মিডওয়ে আসার আগের দিন তুমি ওর সাথে রাইডআউটে দেখা করেছিলে।'

'দুনিয়াতে মিথ্যুক লোকের অভাব নেই।'

'সেটা তুমিই ভাল বলতে পারবে। লুকাস রাজি হলো কাজটা করতে, এবং মারা গেল,' গম্ভীর গলায় বলে চলে সাবাডিয়া। 'ভুল লোককে বেছে নিয়েছিল সে, তোমার বর্ণনায় নিশ্চয় কোন খুঁত ছিল। এরপর তুমি, নিজের নিরাপত্তার খাতিরেই, ড্রেইটকে আরো কিছু সময় বেঁচে থাকতে দেবে বলে ঠিক করলে, এবং এস পি-র দিকে তোমার নজর ফেরালে যাতে র‍্যাঞ্চটাকে গ্রাস করতে পার। যথানিয়মে, নোংরা কাজটা করে দেয়ার জন্যে এবারও অন্যদের ভাড়া করলে। ওদের দায়িত্ব হলো গরুবাছুরগুলো চুরি করে কোথাও লুকিয়ে রাখা যাতে আরো লোকসানের ভয়ে র‍্যাঞ্চটা তোমার কাছে বেচে দিতে বাধ্য হয় মালিক। তোমার চোররা সাবধান হয়নি, ফলে সহজেই ট্র্যাক করে গরুগুলোকে ফিরিয়ে আনা হলো শ্যাডো ভ্যালিতে।'

'বটতলার উপন্যাস লেখা উচিত তোমার,' বলল বটে, কিন্তু কুলিনের চোখে তখন শঙ্কার ছায়াপাত ঘটেছে।
'আর তখনই মোক্ষম সুযোগটা পেয়ে গেলে তুমি, বুঝতে পারলে ব্যাপারটাকে নিখুঁতভাবে রাসলিং বলে চালিয়ে দিতে পারবে,' সাবাডিয়া বলতে লাগল। 'শেরিফকে নির্দেশ দিলে ড্রেইটকে গ্রেফতার করতে, আর তুমি এস পি-র মালিককে কিডন্যাপ করালে যাতে সে বাধা দিতে না পারে।'
'ডাহা মিথ্যা,' অপমানিত হওয়ার ভান করল কুলিন।
জবাবে, শেরিফের ডেস্কে যে-চিঠিখানা পেয়েছিল জাজের কাছে সেটা হস্তান্তর করল কর্টেয। এর বক্তব্য আদালতের পরিবেশ উত্তপ্ত করে তুলল।
মাত্র দুটো শব্দে চিঠিটাকে নাকচ করে দিল কুলিন: 'আরেকটা জালিয়াতি।'
'না,' দৃঢ় সুরে বললেন জাজ। 'আগেরটার সাথে এটার হাতের লেখায় মিল খুঁজে পাচ্ছি আমি।'
'দুটো চিঠির বলে, যা আমি আদপেই লিখিনি, এবং আরো অনেক মনগড়া অনুমানের ভিত্তিতে আমার বিরুদ্ধে আইনভঙ্গ করার অভিযোগ আনা হয়েছে, কিন্তু ড্রেইট বেঁচে আছে, আর ওই ভদ্রমহিলাও আমাদের মাঝেই ফিরে এসেছেন, এবং এখনো আমি এস পি-র মালিক হতে পারিনি। এ থেকেই প্রমাণ হয়, ক্রিমিন্যাল হিসেবে আমি সম্পূর্ণ ব্যর্থ।'
'না পুরোপুরি নয়,' সাবাডিয়া শুধরে দিল। 'একবার তুমি সফল হয়েছ, আর ওই একবারই তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে, কুলিন। হ্যাঁ, আমি এডি অলসেন হত্যার কথা বলছি।'
অব্যর্থ আঘাত। র‍্যাঞ্চারকে ছেড়ে গেল আত্মবিশ্বাস, তার জায়গা দখল করল ভয়।
'অভিযোগ করা সহজ,' বলল সে। 'প্রমাণ কোথায়?'
'মৃত্যুর আগে গিলম্যান তোমার নাম বলে গেছে।'
'ও সবসময় আমাকে ঘৃণা করত। একজন মৃত ব্যক্তির কথা, ব্যস এই?' বিদ্রূপ করল কুলিন।
দরজার দিকে হাত ইশারা করল সাবাডিয়া, ওখান থেকে দুজন লোক উঠে হেঁটে এল প্ল্যাটফর্মের ধারে। ওদের চিনতে পেরে সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল জনতা। 'কোল আর ফ্রায়েল। ওরা কী করছে এখানে?'
'চ্যাপম্যান, অলসেনকে তুমি মরতে দেখেছ। আমাদের বল, ঠিক কী ঘটেছিল?'
'ড্রেইটকে ভয় দেখাতে আমরা নয়জন শ্যাডো ভ্যালিতে গেলাম। অলসেন বলল ও বাড়ি নেই। কুলিন মিথ্যুক বলে গাল দিল ওকে, ওর টুঁটি চেপে ধরে সত্য টেনে বের করার চেষ্টা করল; কিন্তু শেষপর্যন্ত জীবনটাই নিংড়ে বের করে নিল। আমি আর ফ্রায়েল প্রতিবাদ করেছিলাম, কাজ হয়নি, ওর মাথায় তখন

খুনের নেশা চড়ে গেছিল। যখন সব শেষ হয়ে গেল, ওর দুজন লোককে ও নির্দেশ দিল, লাশটাকে একটা গাছের ডাল থেকে ঝুলিয়ে দিতে। এবং বলল, এটা দেখে ড্রেইট বুঝবে আমরা মিথ্যা ভয় দেখাই না।'

ফ্রায়েলের দিকে তাকাল সাবাডিয়া। 'আর কিছু?'

'না, ঠিক ওভাবেই ঘটেছিল।'

মর্মন্তুদ কাহিনীটা শুনে মারমুখী হয়ে উঠল জনতা, চাপা গলায় হুঙ্কার ছাড়ল। দর্শকদের উদ্দেশে চোরা চাহনি হানল কুলিন; ঘৃণা, চরম উপেক্ষা, কৌতূহল, সন্তোষ, এ-সবই কঠিন মুখগুলোতে পাঠ করল ও, কিন্তু করুণার লেশমাত্র দেখতে পেল না কোথাও। শেষচেষ্টা করল র‍্যাঞ্চার:

'এসব মিথ্যা কথা বলার জন্য ওরা তোমাকে কত টাকা দিচ্ছে, চ্যাপম্যান?'

'এস পি-তে ডাকাতি আর এর মালিককে গুম করার জন্যে তুমি যা দেবে বলেছিলে তার চয়ে অনেক কম,' উচিত জবাব মিলল। তস্করের ক্ষিপ্ত চোখ ছুঁয়ে এল দর্শকদের। 'এ-পর্যন্ত আমি যা-যা বলেছি তার একটা বর্ণও মিথ্যা নয়, আর এজন্য যদি তোমার সাথে আমাকেও ফাঁসিকাঠে চড়তে হয়, আমি আপত্তি করব না—যদি তার আগে জায়গাটা ওরা ধুয়ে দেয়। আমি নিজেও খুব সাধু পুরুষ না, কিন্তু একজন নিরস্ত্র পঙ্গু লোককে কখনো খুন করিনি।'

রাসলারের অকপট এই স্বীকারোক্তিকে সমস্বরে সাধুবাদ জানাল সবাই, এবং সেই সাথে আসামীর আশার শেষ আলোটিও নিভে গেল। জীবনের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে, নিঃসহায় হয়ে পড়ছে সে। এমনকি যে-নির্বোধ হাতিয়ারটাকে নানা সময়ে ব্যবহার করেছে, সেও এখন নিজের বিপদে পুরোপুরি কোণঠাসা। প্রতিটা মুখের কঠোর অভিব্যক্তি থেকে নিজের ভাগ্যের লিখন পাঠ করতে পারছে সে। এডির যন্ত্রণাবিকৃত মুখচ্ছবি নাচছে তার চোখের সামনে, তাকে উপহাস করছে। ওকে যে প্রবঞ্চনা করেছে সেই মেয়েটা আর ড্রেইটের দিকে তাকাতে হিমশীতল একটা সাঁড়াশি যেন ওর হৃৎপিণ্ড সবলে চেপে ধরল। উন্মত্তের মত বাঁচার পথ খুঁজল ও, তারপর চকিতে আশান্বিত হয়ে উঠল আবার; উদ্ভট, দুঃসাহসিক তবে সম্ভব। ফাওলার জুরিদের দিকে মনোযোগ ফেরাচ্ছেন; যা করার এক্ষুণি করতে হবে।

'জাজ, ড্রেইট আর তার স্ত্রীর সাথে আমার কিছু গোপন কথা আছে,' বলল কুলিন, কণ্ঠ থেকে সমস্ত ঔদ্ধত্য বিদায় নিয়েছে। 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—ওদের জন্য।'

ঘাড় কাত করলেন বিচারক। হতাশ ভঙ্গিতে, অবনত মাথায় দাঁড়িয়ে রইল কুলিন, চোখের কোণে লক্ষ্য করছে ওর কাঙ্ক্ষিত রমণী, আর যাকে সে ঘৃণা করে সেই লোকটার পায়ে পায়ে এগিয়ে আসা। ওরা যখন খুব কাছে চলে এল কেবলমাত্র তখনই মুখ তুলল সে।

'কী কথা, কলিন?' নিক জিজ্ঞেস করল।

'এটা,' হিসহিস করল র‍্যাঞ্চার। চকিতে ঝলসে উঠল ওর ডান হাত, আস্তিনের ভাঁজে লুকিয়ে-রাখা ডেরিঞ্জার পিস্তলটা বের করেই গুলি করল ড্রেইটকে, পরক্ষণে বাঁ-হাতে স্বর্ণকেশিনীকে আলিঙ্গন করে ধোঁয়া উদ্গিরণগত মায্‌লটা ঠেসে ধরল ওর মাথায়।

'সাবধান,' চিৎকার করল ও। 'আমার কোন ক্ষতি, মেয়েটা মরবে।'

কথাটা সত্যি; তুচ্ছ একটা বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে রেখেছে ওর পিস্তলের হ্যামার, এবং ওটা ওভাবে থাকার ওপরেই নির্ভর করছে স্বর্ণকেশিনীর বাঁচা-মরা। ইচ্ছে করলে ঘরের অনেকেই খতম করতে পারে ওকে, কিন্তু এর অর্থ হবে দুটো জীবন কেড়ে নেয়া। তাই, অসাড় অসহায় ভঙ্গিতে, নিজেদের আসনে বসে রইল ওরা, আর কুলিন, জিম্মিকে সামনে রেখে, লম্বা লম্বা পা ফেলে নেমে এল কাঠগড়া থেকে।

ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে গেছে স্বর্ণকেশিনী, পিঠের ওপর পিস্তলের খোঁচার অবিরাম অনুভূতিটাই শুধু জিইয়ে রেখেছে ওর চেতনাকে, ওকে চলার শক্তি জোগাচ্ছে। তাড়াহুড়ো করল না কুলিন, জানে সে নিরাপদ, নারকীয় বিজয়োল্লাসে ওর ঠোঁট দুটো বেঁকে গেছে। ক্রুদ্ধ অথচ অক্ষম মানুষগুলো দেখল দরজায় পৌঁছে গেল ও, মেয়েটাকে বাধ্য করল পাল্লা খুলতে, তারপর ভেংচির সুরে 'বিদায়' কথাটা শুনতে পেল ওরা, এবং দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দুর্বৃত্তের পেছনে।

এক মুহূর্ত পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সবাই, তারপর সাবাডিয়া তৎপর হয়ে উঠল। ভারি একটা চেয়ার তুলে নিয়ে, সবচেয়ে কাছে জানালার দিকে ছুঁড়ে মারল ও; কাচ আর কাঠামো দুটোই অদৃশ্য হলো একসঙ্গে। জানালার ওপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, ছুটে গেল নিজের ঘোড়ার কাছে, একলাফে স্যাডলে চাপল। কোন্ দিকে?

'টাকাপয়সা আর তাজা ঘোড়া নিতে ওকে বিগ সি-তে যেতে হবে,' আপনমনে বলল সাবাডিয়া।

ট্রেইল খুঁজে পেল সে, আসলে ওয়াগন চলার একটা রাস্তা, মাইলখানেক ঝোপঝাড়ে-ছাওয়া সমতল জমি অতিক্রম করার পর, অসংখ্য অগভীর গিরিখাত আর নিচু পাহাড়শ্রেণীর ভেতর দিয়ে উঁচুনিচু হয়ে চলে গেছে। এই রকম একটা পাহাড়ের ওপর থেকে আততায়ীকে একঝলক দেখতে পেল কর্টেয। বাড়তি ঘোড়া নেয়ার জন্যে অপেক্ষা করেনি ও, এবং জিম্মিকে আড়াআড়িভাবে ফেলে রেখেছে স্যাডল-বোয়ের ওপর। মাত্র একটা মুহূর্ত, পরক্ষণে বনের ভেতর হারিয়ে গেল ওরা, কিন্তু কর্টেয ঘোড়ার নাড়িনক্ষত্র বোঝে, তাই গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা ব্যাপার ধরা পড়ল ওর চোখে।

'ও বেশ কিছুটা এগিয়ে রয়েছে, ব্লু, তবে ওই ঘোড়াটা কাহিল হয়ে পড়ছে।'

রোয়ানের মসৃণ রাজকীয় গ্রীবায় আদর করল ও, সঙ্গে সঙ্গে গতিবেগ

বাড়িয়ে ঘোড়াটাও দেখাতে সচেষ্ট হলো, মনিবকে সে কী প্রতিদান দিতে পারে। আবার যখন পলাতকের দেখা পেল ওরা, তখন দূরত্ব কমে এসেছে, দীর্ঘ চড়াই ভাঙছে সে। নিঃশব্দে হাসল সাবাডিয়া।

'এইবার আমরা ওকে বাগে পেয়েছি, বুড়ো খোকা,' ব্লু ডেভিলকে বলল ও। 'ওই চড়াইটা ওর ঘোড়ার দম খেয়ে ফেলবে।'

ওর অনুমান ঠিক। দুটো বোঝা আর বল্গাহীন গতি ইতিমধ্যেই মাশুল নিতে শুরু করেছিল, শুধুমাত্র স্পারের অব্যাহত যন্ত্রণায় এখনো ছুটছে পরিশ্রান্ত পশুটা। চড়াই ভাঙতে গিয়ে সহ্যের শেষসীমায় পৌঁছে গেল ও, ব্লু ডেভিল দ্রুত এগোতে শুরু করল। ঝট করে পেছনে তাকাল কুলিন, নিষ্ঠুরভাবে চাবুক কষাল ঘোড়ার পিঠে। কোনমতে চূড়ায় পৌঁছাল মহান জানোয়ারটা এবং তারপর দৃষ্টির আড়াল হলো। এ-সময়ে মাত্র পঞ্চাশ গজ পেছনে ছিল সাবাডিয়া।

যখন অতিক্রম করল ওই দূরত্ব, ও দেখল ভূপৃষ্ঠ নিচে নেমে গেছে কিছুদূর এবং তারপর আবার উঠে গেছে খাড়া হয়ে। এখানে ট্রেইল সঙ্কীর্ণ একটা পাহাড়ি ধাপের দিকে ঘুরে গেছে, এর দুপাশে দুটো দুরারোহ পর্বত-প্রাচীর। বাইরের দিকে প্রসারিত একটা চাতাল ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ঘোড়া থেকে নামল সে।

'ওর কাছে পিস্তল আছে,' বলল কর্টেয। 'সামনে যাওয়ার আগে সাবধান হওয়া দরকার।'

কোন ফাঁদের সন্ধান পেল না ও। কুলিনের ঘোড়া ধূলিশয্যা নিয়েছে, পড়ে আছে কাত হয়ে, শ্বাস চলছে, তবে অকেজো। চাতালের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে র‍্যাঞ্চার, পাশেই স্বর্ণকেশিনীকে ধরে রেখেছে এক হাতে। ভীষণ হতাশ দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। ওদের দিকে এগোল সাবাডিয়া, বার কদম দূরে থামল।

'তো, কর্টেয, তুরুপের তাসটা এখনো আমার হাতেই,' উপহাস করল কুলিন। 'শোনঃ এই মেয়েটাকে আমি চেয়েছিলাম, এত যে পাওয়ার জন্যে খুন করতেও রাজি ছিলাম। সেই স্বপ্ন শেষ। এখন আমি ওকে স্রেফ ব্যবহার করছি। এই যে দেখ, আমার পিস্তল খালি।' অস্ত্রটা টেনে বের করল ও, দুবার ট্রিগার টিপে ফেরত পাঠাল ওয়েস্ট বেল্টের নিচে, তবে কষ্টেসৃষ্টে।

'তোমার চাহিদাটা কী?'

'ওর জীবনের সাথে আমারটা বিনিময় করা। তুমি কথা দাও, আমাকে অক্ষত অবস্থায় চলে যেতে দেবে, আমি ওকে নিরাপদ জায়গায় নামিয়ে দিচ্ছি।'

একটুক্ষণ চিন্তাভাবনা করল সাবাডিয়া। ছল-চাতুরীর আশঙ্কা করছে ও, তবে তার ধরন বুঝতে পারছে না। তারপর অনুভব করল মেয়েটাকে যদি ওই ভয়ঙ্কর মৃত্যুফাঁদ থেকে দূরে সরাতে পারে, নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ও নিজেই করতে পারবে।

'ঠিক আছে,' বলল কর্টেয।

প্রতিটা ইন্দ্রিয় সজাগ রাখল ও, দেখছে জিম্মিকে পাহারা দিয়ে পর্বত-প্রাচীরের ধারে নিয়ে গেল র‍্যাঞ্চার, মেয়েটা নির্জীবভাবে নেতিয়ে পড়ল ওখানে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল কুলিন, ডান হাত দোলাতে দোলাতে ধীর পায়ে দূরে সরে গেল। সংকুচিত হলো সাবাডিয়ার চোখ; দোলা দীর্ঘায়িত হচ্ছে, হাতটা ক্রমশ উঠে যাচ্ছে কোমরের কাছাকাছি, যেখানে খালি অস্ত্রটা গুঁজে রাখা হয়েছে। স্নায়ু টানটান করে দাঁড়িয়ে রইল ও, অপেক্ষা করছে। তারপর সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটল। কয়েক কদম গিয়েই আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি করল কুলিন, সন্দেহ নেই ও আশা করেছিল অতর্কিত হামলায় প্রতিপক্ষকে চমকে দিতে পারবে। কিন্তু নড়াচড়ার শুরুটা দেখতে পেয়েছিল সাবাডিয়া, একই সময়ে আগুন ঝরাতে শুরু করল ওর পিস্তল। গালে তপ্ত সীসার ছ্যাঁকা অনুভব করল ও, দেখল ভারি বুলেটের আঘাতে এলোমেলো পায়ে পিছিয়ে যাচ্ছে বিশ্বাসঘাতক। যন্ত্রণায় ভয়ে বেঁকেচুরে গেছে ওর মুখাবয়ব, টলে উঠল খুনী, ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করল, তারপর কাত হয়ে গা ভাসাল শূন্যে, বুকফাটা একটা আর্তনাদ করে চিরদিনের মত হারিয়ে গেল অতল গহ্বরে।

নিজের টুপিটা জায়গামত বসাল কর্টেয, কপাল আর ভ্রূ থেকে চটচটে ঘাম মুছল। পরক্ষণে বহু কণ্ঠের কলরব পৌঁছাল ওর কানে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ল্যারি, বব, এবং জনাছয়েক লোক পাশে দাঁড়িয়ে।

'কর্টেয, তোমার চোট লাগেনি তো?' উদ্বিগ্ন সুরে প্রশ্ন করল বব। 'মাশাল্লা, তোমার হাত চালু বটে।'

'না হলে উপায় ছিল না,' সাবাডিয়া জবাব দিল। 'অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি।' কুলিন কী রকম বেপরোয়া কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল ব্যাখ্যা করল ও। অদূরে পড়েছিল র‍্যাঞ্চারের পরিত্যক্ত পিস্তলটা। কাছে গিয়ে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল সাবাডিয়া। যা ভেবেছিল, তিন গুলির ডেরিঞ্জার, নতুন বেরিয়েছে।

'যাক, একটা দড়ির অপচয় বাঁচিয়ে দিয়েছে,' অবজ্ঞার সুরে বলল বব। 'যদিও আমি তাতে মোটেও অখুশি হতাম না।'

শ্রান্ত পায়ে এগিয়ে এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিল স্বর্ণকেশিনী, মুখ ছাই, স্বামীর কুশল চিন্তায় উদ্বিগ্ন। একমাত্র ল্যারিই, দেরিতে রওনা হয়েছিল বলে, সামান্য যা কিছু জানাতে পারল ওকে।

'জখমটা মারাত্মক। আমি যখন আসি ওকে মার্কার-সয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ওরা, ডাক্তার ডাকতে রাইডআউটে লোক পাঠাচ্ছিল। মিডওয়েতে নেই কিনা।'

তখনকার মত এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো রোজিকে।

# তেইশ

ডাক্তার বোলাস—এই নামেই নিজের পরিচয় দেন তিনি—মাঝবয়সী লোক, শীর্ণ শরীর, দরদী মুখের ওপর চোখ দুটো আশ্চর্যরকমের হাস্যোজ্জ্বল। বসবাসের জন্যে এই জংলী দেশটাকে কেন বেছে নিয়েছেন তিনি কেউ জানে না, জানার কৌতূহলও নেই। নিজের কাজে তিনি দক্ষ, ফলে সবার কাছে আদরণীয়, এবং সম্মানিত। ডাক্তারের প্রাথমিক অভিমত শুনতে যারা মার্কার-স্‌য়ের বারে সমবেত হয়েছিল তারা ওঁর মুখ গম্ভীর হতে দেখে পাথর হয়ে গেল।

'খারাপ চোট, তবে বাঁচার আশা আছে—যদিও সামান্য,' ঘোষণা করলেন ডাক্তার। 'নড়াচড়া চলবে না, কাজেই আগামী কয়েক হপ্তার জন্যে তোমাকে তোমার শোবার ঘরের মায়া ত্যাগ করতে হচ্ছে, মার্কার।'

একটুক্ষণ চিন্তা করে, মার্কার বলল, 'তোমার ক্ষমতা কেমন জানি না, তবু একটা বাজি হয়ে যাক, ডাক্তার। তুমি জিতলে বিশ ডলার পাবে, আর হারলে—আমি এক। বাজিটা হচ্ছে, তোমার পক্ষে নিককে বাঁচান সম্ভব হবে না।'

কৌতুক নেচে উঠল ডাক্তারের চোখে, বোলাস চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন, এবং অন্যরাও অনুরূপ শর্তে এগিয়ে এল। মার্কার, সবার নামধাম লিখতে ব্যস্ত, বলল:

'ডাক্তার, তুমি কতটা উঠতে পারবে? আরো অনেকেই শরিক হতে চাইবে এতে।'

'আকাশ পর্যন্ত,' ছোটখাট মানুষটা হাসলেন। 'এবং টাকাটা জেতার জন্য আমি মিডওয়েতেই থাকছি।'

'শুনে খুশি হলাম, স্যার,' বললেন জাজ। 'তুমি আমাদের শহরের মেহমান, তোমার রোগীর যা কিছু দরকার সব দেয়া হবে।'

ফলে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, মিডওয়ের ব্যবসা এবং ফুর্তি দুটোই ঝিমিয়ে পড়ল। প্রতিদিন লঘু পায়ে লোকজন স্যালুনে আসতে লাগল সর্বশেষ খবর জানতে, এবং বিষণ্ণ মুখে বাড়ি ফিরে গেল। ওদের সমস্ত প্রশ্নের জবাবে বারবার একটা কথাই বলছেন ডাক্তার।

'আমি যথাসাধ্য করছি, আর রোগী একজন নিবেদিতপ্রাণ সেবিকা পেয়েছে। নিজেকে শেষ করে ফেলছে মেয়েটা, ওর সঙ্গে আমার কথা বলতে হবে।'

বাস্তবিক তাই করলেন তিনি, কিন্তু সেবিকা কিছুতেই রোগীর ঘর ত্যাগ

করতে রাজি হলো না। অনন্যোপায় হয়ে অকাট্য যুক্তি খাড়া করলেন ডাক্তার: 'তোমার স্বাস্থ্যও যদি ভেঙে পড়ে তখন কে সামলাবে?'

এই আশঙ্কাটা আতঙ্কিত করে তুলল রোজিকে, তবে হার মানার আগে একটা শর্ত জুড়ে দিল ও, ডাক্তার ওর জায়গা নেবেন। বোলাস সানন্দে একমত হলেন। গত পনের দিনের মধ্যে আজই প্রথম বাইরের মুখ দেখল স্বর্ণকেশিনী এবং প্রথম দিনেই এক নতুন সত্যকে জানল। যাদের জীবনে কোনদিন দেখেনি, প্রতি পদে এরকম মানুষজন থেমে অপ্রতিভ গলায় নিকের কুশল জানতে চাইছে। এই সর্বজনীন উৎকণ্ঠা শুরুতে আনন্দিত করে তুলল ওকে, তারপর একজন প্রশ্নকর্তা এর আপাত-ব্যাখ্যাটা জোগাল।

'যেভাবেই হোক, ওকে তোমার ভাল করে তুলতে হবে, ম্যাম,' বলল সে। 'এর ওপর আমাদের অনেকগুলো টাকা নির্ভর করছে।'

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে স্যালুনে ফিরে এল রোজি। ওর থমথমে মুখ ডাক্তারকে জানিয়ে দিল একটা কিছু গোলমাল হয়েছে।

'সব নিষ্ঠুর, পশু!' চেঁচিয়ে উঠল স্বর্ণকেশিনী। 'ওরা আমার স্বামীর জীবন নিয়ে জুয়া খেলছে।'

'তুমি ওদের ভুল বুঝেছ,' শান্ত গলায় প্রত্যুত্তর দিলেন বোলাস, তারপর খুলে বললেন আসল কথাটা। 'তাহলে দেখতেই পাচ্ছ,' উপসংহার টানলেন তিনি, 'আমি যাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি সেটা নিশ্চিত করতেই ওরা আমাকে এভাবে আকাশছোঁয়া ফী দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। তুমি জান, আজ সকালে আমি যখন মার্কারকে একটা সুখবর দিয়েছি তখন কী ঘটেছে? বেশির ভাগ বাজি দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এবার বুঝতে পারছ, ওরা হারতে চাইছে।'

'এই পশ্চিমাদের আমি কখনই বুঝতে পারব না,' অপরাধীর সুরে বলল রোজি।

দিন দুয়েক বাদে সাবাডিয়ার সাথে দেখা করে একটা কথা জিজ্ঞেস করল ও। 'কর্টেয, আমাদের বিয়ে হয়েছে তুমি কীভাবে জানলে?'

'জানতাম না, নিছক অনুমান,' জবাব দিল পাঞ্চার।

'এটাই কি সেই তাস যার কথা ওরা জানত না?'

'হ্যাঁ, তবে আমি চাইছিলাম দানটা তুমি খেল,' স্বর্গীয় হাসি ছড়াল সাবাডিয়ার মুখে।

রোজির পুরোপুরি বিশ্বাস হলো না ওর কথা–সিনর কর্টেযের চোখ দুটো অন্তর্ভেদী, আর তাতে এখন যে-কৌতুক খেলা করছিল তা ওর কপোলে আবীর ছড়াল। আর সম্ভবত এজন্যেই, তড়িঘড়ি প্রসঙ্গ পালটাল পাঞ্চার।

'তা, আমি নিকের দেখা পাচ্ছি কবে?'

'শিগ্‌গিরই,' প্রতিশ্রুতি দিল স্বর্ণকেশিনী।

তবু বহু প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎটা পেতে আরো হপ্তাখানেক কেটে গেল, এবং সাবাডিয়া দারুণভাবে চমকে উঠল ভেতরে ভেতরে। এই নিক যেন তার

অতীতের ফিকে ছায়ামাত্র, তবে ওর ক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখখানা হাসছিল।

'এস, কর্টেয, কদ্দিন পর দেখা,' বলল ও। 'আমি? ভালই। তারপর বল, সব খবরাখবর।'

'বিশেষ কিছু নেই। রবসন আর আমরা সবাই মিলে একই সাথে এস পি আর শ্যাডো ভ্যালির দেখাশোনা করছি। ম্যাকেঞ্জি আর তার দলবল পালিয়েছে। সীলও সটকে পড়েছে। ক্যামর্টকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন জাজ, কিন্তু ওর গর্দান বাঁচাতে আমরা ওকে অন্য জায়গায় পার করে দিয়েছি রাতের অন্ধকারে; লিঞ্চ মব খেপে উঠেছিল। জাজ অনুশোচনায় ভুগছেন। আমার বিশ্বাস, এখন থেকে সোজা পথে চলবেন ভদ্রলোক। কুলিন? ও পাহাড় থেকে পড়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, রোজিও তাই বলেছে আমাকে, তবে ও আরো বেশি শব্দ খরচ করেছিল,' বলল ড্রেইট। 'জান, কর্টেয, গেল কদিন ধরেই আমি বুঝতে চেষ্টা করছি তোমার কাছে আমার ঋণ কতখানি।' সাবাডিয়া চলে যাওয়ার হুমকি দিল। 'আচ্ছা, বাপু, আচ্ছা! আর বলব না। স্টিংকারের জায়গা কে নিচ্ছে?'

'চ্যাপম্যান।' বিস্ময়ে একটুক্ষণ স্তব্ধবাক হয়ে রইল নিক। 'ও একদম অন্য মানুষ হয়ে গেছে, তবু এখনো ওকে ভয় করে লোকে। আমার বিশ্বাস, ও ভাল করবে।'

সামান্য নীরবতা, তারপর নিক মুখ খুলল আবার, 'কর্টেয, ফাওলারকে দিয়ে তুমি কুলিনকে কাঠগড়ায় চড়ালে কীভাবে?'

ব্যাখ্যাটা শুনে ওপর-নিচ মাথা ঝাঁকাল ও। 'আমিও অনুমান করেছিলাম, তুমি কোন সাধারণ কাউপাঞ্চার নও। তো, কাজ যখন শেষ, শিগ্‌গিরই নিশ্চয় ট্রেইল ধরছ?'

'তুমি আবার স্যাডলে না ওঠা পর্যন্ত নয়, বুড়ো খোকা।'

'ভ্যালিতে আমি খুব একলা হয়ে পড়ব,' বিষাদের সুর বেজে উঠল নিকের কণ্ঠে।

'সময় শেষ,' দরজা থেকে পরিচিত একটা কণ্ঠ ভেসে এল।

বাইরে অপেক্ষা করছিল রোজি, চোখে উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা। 'আমি যা আশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক ভাল,' অম্লানবদনে মিথ্যা বলল সাবাডিয়া। 'যদিও একটু মনমরা, হয়তো-বা। আমার মনে হয় সামান্য হার্টের ট্রাবল?'

'সামান্য?' আঁতকে উঠল রোজি, তারপর অপরজনকে মুখ টিপে হাসতে দেখে অর্থটা ওর বোধগম্য হলো। 'কর্টেয, তুমি না একটা–অসভ্য,' বলে দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে গেল স্বর্ণকেশিনী।

রোজি দেখল রোগী বিছানায় শুয়ে, চোখ বোজা, যে-বালিশে মাথা রেখেছে মুখখানা সেটার মতই ফ্যাকাসে। অস্বাভাবিকরকমের স্থির দেখাচ্ছে ওকে, একটা হার্টবিট মিস্ করল রোজি. ওই সাক্ষাৎকারটা কি খুব মর্মান্তিক

হয়েছে ওর জন্যে? ভয়ে ভয়ে, হাঁটু ভেঙে বিছানার পাশে বসল সে, স্বামীর নাম ধরে ডাকল। ধীরে ধীরে উঁচু হলো ভারি চোখের পাতা।

'নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,' অস্ফুট স্বরে বলল ড্রেইট। 'কেন, কী হয়েছে?'

'কিছু না—এখন,' জবাব দিল স্বর্ণকেশিনী, মুখের রঙ ফিরে আসছে আবার। 'ভয় পেয়েছিলাম আমি। ভেবেছিলাম...' শিউরে উঠল ও।

'তাতে কি কিছু আসত যেত?' প্রশ্ন করল নিক।

এ-কদিনে দূর হয়ে গেছে ওর মনের অর্গল। ফ্যাসফ্যাসে গলায় রোজি বলল, 'মনে হয়—আমিও তাহলে মারা যেতাম।'

রুদ্ধশ্বাস কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে পড়ে রইল ড্রেইট, ওর মাঝে যে-আনন্দ জেগে উঠেছে তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টায়। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'আমি যদি তোমাকে বলি, জীবন আমাকে এর চেয়ে মধুরতর মুহূর্ত আর কখনো দিতে পারবে না, রোজি, বল—তুমি ঠাট্টা করবে না আমায়?'

লজ্জায় অধোবদন হলো স্বর্ণকেশিনী। 'তুমি তাহলে জানতে?'

'সন্দেহ করেছিলাম,' স্মিত হাসল নিক। 'প্রিয়তমা, তুমি তোমার সময় নষ্ট করছিলে; আমার বিশ্বাস আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি—না জেনেই—একদম শুরু থেকে। যখন বুঝলাম তোমার মূল্য আমার কাছে কত, প্রকাশ করতে ভয় হলো, পাছে হারাতে হয়। তোমাকে দোষ দিতে পারি না আমি, ওই ঘটনার—'

কোমল একটা হাত বন্ধ করে দিল ওর ঠোঁট, এবং একটা প্রণয়ভরা কণ্ঠ বলল, 'চাবুক ব্যবহার করা উচিত ছিল; এতে হয়তো প্রতিশোধপরায়ণ এক নির্বোধ তার সুমতি ফিরে পেত। সত্যি, সবকথা যখন মনে হয়েছে আমার, নিজেই নিজেকে ঘৃণা করেছি। তুমি আমার জন্যে অনেক করেছ, আর প্রতিদানে আমি—'

'আমার জীবন বাঁচিয়েছ—হ্যাঁ, ডাক্তারের কাছে সব খবরই পেয়েছি—এবং অনুভব করেছি সুখ কী জিনিস,' মৃদু সুরে ইতি টানল ড্রেইট। 'যাক, অতীত শেষ হয়েছে, ভবিষ্যৎকে মোকাবেলা করব, একসাথে, শুধু আমরা দুজনা।'

লজ্জারক্ত একটা মুখ ওর কাঁধের ঢালে আশ্রয় নিল।

স্ত্রীকে কাছে টেনে নিল নিক, ওর সোনালি কুন্তলে ঠোঁট গুঁজে ফিসফিস করে বলল:

'প্রিয়া, তবে এখন থেকে আমি তোমার সাথে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করব।'

***

# ছায়াশত্রু

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৯

## এক

কু-উ-উ। ঝিক্-ঝিক্। শেষরাতের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে সাদার্ন প্যাসিফিক-এর স্পেশ্যাল ট্রেন। দশ-বার মাইল দূর থেকেও শোনা যায় এর তীক্ষ্ণ ভেঁপু। রেইলে চাকার ঘর্ষণে আগুনের ফুলকি ছোটে, আগ্রাসী থাবা বাড়াতে চায় ডানের তৃণপ্রান্তরের দিকে। এঞ্জিনের চিমনি থেকে প্রকাণ্ড পেটমোটা গম্বুজের মত ধোঁয়া ওঠে ভকভক, বাতাসের তোড়ে ছেঁড়া মেঘের মত উড়ে যায় পেছনে, পশ্চিমে স্যান অ্যান্ড্রেজ পর্বতমালার ছায়ায় শায়িত হোয়াইট স্যাণ্ডস্ মরুভূমি পানে হারিয়ে যায় ধীরে ধীরে।

এঞ্জিন-রুমের লোহার পাটাতনে দৃঢ় পায়ে দাঁড়িয়ে বয়লারের প্রেশার-গজের ওপর এতক্ষণ চোখ রাখছিল এঞ্জিনিয়র, এবার ডানে ঝুঁকে ক্যাবের বাইরে গলা বাড়িয়ে সামনে তাকাল। না, কাল ব্যাসল্টের এই অরণ্য থেকে ক্যানিয়ন অভিমুখে চলে-যাওয়া বাঁকটা দেখা যাচ্ছে না, এখনো হিকারিয়া পাহাড়ের আড়ালে রয়েছে। ঠায় কিছুক্ষণ ওভাবে থাকে এঞ্জিনিয়র, পাহাড়ি দমকা হাওয়ায় তার শরীর জুড়িয়ে যায়। মনে মনে নিজের দুর্বুদ্ধিকে গাল দেয় সে, কী কুক্ষণে যে ব্লাস্ট ফার্নেসের খবরদারি করার চাকরিটা নিয়েছিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা ভেতরে টেনে নিল এডি মারফি, গাড়ির গতি কমে যাওয়ায় কষে ধমক লাগাল স্টোকারকে। বসের গালমন্দ কোনকালেই গায়ে মাখে না স্টোকার, আজও মাখল না, এমনতিই ঘামে তেলেতেলে হয়ে আছে তার আলকাতরা-কাল ত্বক, ছন্দোময় ভঙ্গিতে বয়লারে একের পর এক লাকড়ির বোঝা ফেলতে লাগল।

তার দায়িত্ব বয়লারে জ্বালানি ফেলা, তাই করছে সে, যতই গালমন্দের পুষ্পবৃষ্টি হোক, কাজের গতি তাতে বাড়বে না কিছুমাত্র। যেমন হয়ে থাকে সাদার্ন প্যাসিফিকের এঞ্জিনিয়ররা, এডি মারফিও বদমেজাজি, বয়লারের প্রেশার বাড়লে খিস্তি করে, কমলেও করে। কিন্তু প্রেশার যখন ঠিক থাকে তখনো কেন দাঁত-খিঁচুনি দেয় এটা বোধগম্য হয় না ডেভিডের। তবে একটা জিনিস সে বোঝে, হাওয়ার সাথে একজন কুস্তি লড়তে চাইলে তাকেও তাল মেলাতে হবে, এমন দিব্যি দেয়নি কেউ। আর দিলেও সে মানবে কেন!

সাদার্ন প্যাসিফিকের এই স্পেশ্যাল ট্রেনটা আকারে ছোট। লোকোমোটিভ, ফুয়েল ওয়াগন, আর একদম পেছনে ক্যাবুজ বা রেস্ট-রুম। ট্রেনের যাত্রী বলতে দুজন, উভয়ই পিংকারটনের গোয়েন্দা, পোকার খেলছে ক্যাবুজে বসে। একটা কার্গো পাহারা দিচ্ছে ওরা। তেমন আহামরি কিছু নয়,

মাত্র সিকি মিলিয়ন ডলার-বোঝাই একটা প্যাকিং বক্স। এই ডলারগুলোকে দেখে আসল বলে চেনা কঠিন। সোনার তো নয়ই, এমনকি রৌপ্য মুদ্রাও না। নতুন টাকায় যেমন ছাপার কালির গন্ধ থাকে, তাও নেই। এগুলো অচল-প্রায় টাকা; তেলচিটে; স্যান্তা ফে-র ফার্স্ট ন্যাশনাল সিটি ব্যাংকের প্রধান শাখায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—পোড়াতে। রুটিন প্রসিডিউর, তবে ব্যাংক যে এ-ব্যাপারে ঢাকঢোল পেটায় না কখনো তা'বলাই বাহুল্য।

পুবে ফেডারেল গ্রীনব্যাক নোটের ধোপদুরস্ত চেহারা সহজে মলিন হয় না; কিন্তু মিসিসিপির এপারে, অর্থাৎ পশ্চিমে, যেরকম আদর জোটে এদের ভাগ্যে, তাতে খুব অল্পদিনেই এরা কাহিল হয়ে পড়ে। তাই সব ব্যাংকের ওপর সরকারি নির্দেশ আছে, প্রতি ছ'মাস অন্তর, পুরনো ডলার জমা নিয়ে নতুন নোট বাজারে ছাড়ার। এরপর এসব ছেঁড়াফোটা কাগজ নির্দিষ্ট একটা ব্যাংকে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং একজন পদস্থ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে পুড়িয়ে ফেলা হয় সেখানে।

আর এই জমা নেয়া আর পোড়ানর মাঝের সময়টায় অত্যন্ত অযত্নের শিকার হয় এরা, রেকর্ডপত্রের কোথাও নোটের সিরিয়াল, বা কোত্থেকে আসছে, তার উল্লেখ থাকে না কোন—এগুলো তখন শুধুই বাজে কাগজের তাড়া হিসেবে বিবেচিত হয়।

অন্তত ট্রেনে ডাকাত পড়ার আগে সেরকমই ছিল অবস্থা।

ক্যারিযোযোর দক্ষিণে, একটা পাহাড়ি ফাটলে অপকর্মটি সারল ওরা। নিখুঁত আয়োজন, বাঁকের ওপাশে রেল লাইন উপড়ে ফেললেই হলো, ফাঁকটা যখন এঞ্জিনিয়রের চোখে পড়বে, মিনিট তিনেকের বেশি সময় থাকবে না তার হাতে, ঘ্যাচ করে সজোরে ব্রেক চাপতে বাধ্য হবে।

আর ঘটলও তা-ই।

খ্যাপা ষাঁড়ের মত সগর্জনে এসে পড়ল মান্ধাতা আমলের প্রকাণ্ড লোকো, বাঁকের মুখে পৌঁছেই মিসিং রেইলটা দেখতে পেল এঞ্জিনিয়র, এবং যথারীতি খপ করে সে আঁকড়ে ধরল ব্রেকলেভারখানা, তারস্বরে নিগ্রো সহকারীর চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে করতে সবেগে নামিয়ে দিল ওটা, ঝুলে রইল। স্টোকার ডেভিড যখন টের পেল সমস্যাটা কী, খাবি খেতে খেতে, ক্যাঁচকোঁচ প্রতিবাদ তুলে, লোকোমোটিভের নিচে অজস্র আগুনে ফুলকি ছুটিয়ে থেমে গেছে ট্রেন, এবং ধুঁকছে।

অদূরে পড়েছিল ল্যারিয়েট-বাঁধা রেইলটা। গজগজ করতে করতে গাড়ি থেকে নেমে গেল এডি মারফি, যে-বেআক্কেলের দোষে আরেকটু হলেই ঘটে যাচ্ছিল দুর্ঘটনা, মা-বাপ তুলে ঝেড়ে গাল দিতে লাগল তাকে। সবে দুকদম এগিয়েছে ও, হঠাৎ ট্রেনের সামনের কোণা ঘুরে বেরিয়ে এল মুখোশধারী এক লোক, এডির নাকের নিচে একটা পয়েন্ট থ্রি এইট স্টার অ্যান্ড অ্যাডামস্ ঠেসে ধরল। পিটপিটে চোখে গান মায্‌লের অন্ধকার গহ্বরের দিকে তাকাল মারফি,

তারপর পিস্তলধারীর শীতল চোখজোড়ার পানে, এবং আপনাআপনি ওর দুহাত উর্ধ্বমুখী হলো, যেন দড়ি বেঁধে ওপর থেকে টেনে ধরেছে কেউ।

'কে ওখানে?' ক্যাবের দরজায় এসে হেঁড়ে গলায় জানতে চাইল ডেভিড। 'হচ্ছেটা কী?'

'চোপ্!' ধমক লাগাল পিস্তলধারী। নীরবে তিনবার ওপরে-নিচে মাথা দোলাল ডেভিড, পিছিয়ে বস্‌কে পথ করে দিল গাড়িতে ওঠার। ওর চোখ কপালে, মুখ হাঁ, সাহস উধাও। পিস্তলধারী খিকখিক করে হাসল মুখোশের আড়াল থেকে।

ওদিকে, ট্রেন পুরোপুরি থামার আগেই, ক্যাবুজের পেছনের প্ল্যাটফর্মে উঠে পড়েছিল দুই লোক, বলাই বাহুল্য মুখোশ-পরা। লাথি মেরে দরজা ভেঙে লোক দুটো এবার ঢুকে পড়ল ভেতরে। ট্রেন আচমকা থেমে যাওয়ায় পিংকারটনের ধুরন্ধর দুই গোয়েন্দার অবস্থা তখন বেসামাল, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে মাটিতে, ঘোর কাটতে দেখল দুটো পিস্তলের নল ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে ওদের দিকে।

'ওঠ, ওঠ,' তাড়া দিল দুই অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে যে-লোক গায়েগতরে বিরাট সে। তার পরনে সাদামাঠা পোশাক; নীল ডেনিম আর পশমি শার্ট, টুপি অনেকটা নিচে টেনে দেয়া যাতে চুল দেখা না যায়। ব্যাণ্ডানার আড়ালে মুখ ঢাকা। দ্বিতীয় লোকটি বন্দুকের মুখে দুই গোয়েন্দাকে বাধ্য করল উঠে দাঁড়াতে, ঠেলে নিয়ে গেল বিশালবপুর কাছে। ও তখন ঝুঁকে পড়ে ডলার ভর্তি প্যাকিং বক্সটা জরিপ করছিল।

'আছে,' বলল বিশালবপু, মুখোশের আড়ালে ভারি শোনাল তার গলা।

'ভাল,' ওপরে-নিচে মাথা ঝাঁকাল দ্বিতীয় হানাদার, তারপর অতর্কিতে পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে আঘাত করল একজন গোয়েন্দার মাথায়। 'অঁক' করে অব্যক্ত একটা শব্দ বেরোল গোয়েন্দা-প্রবরের গলা চিরে, ভাঁজ হয়ে গেল দুই হাঁটু, দড়াম করে সে আছড়ে পড়ল রেস্ট-রুমের মেঝেয়। সঙ্গীর অবস্থা দেখে আঁতকে উঠল অপর গোয়েন্দা, সভয়ে মুখ লুকাতে চাইল প্রথম হানাদারের বুকে, মাথায় পিস্তলের বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারাল।

'তুলতে পারবে?' বক্সটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল বিশালবপু।

দুহাতে বক্সটা ধরে ওজন পরীক্ষা করল অপরজন, হ্যাঁচকা টান মেরে খানিকটা উঠিয়ে ফেলল মেঝে থেকে। 'কষ্ট হবে,' বলল সে।

'তাহলে আমিই নিচ্ছি,' বলল প্রথম হানাদার।

সঙ্গী বেরিয়ে যেতেই, পিস্তল হোলস্টারে গুঁজে প্যাকিং বক্সটা দুহাতে আঁকড়ে ধরল বিশালবপু। সস্তা শার্টের নিচে ফুলে উঠল তার কাঁধ আর বাহুর পেশী, অবলীলায় ওটা তুলে নিল সে কাঁধে, ধীর কদমে বাইরের প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এল।

'তৈরি?'

'তৈরি।'

দ্বিতীয় হানাদার হাত লাগিয়ে সঙ্গীকে সাহায্য করল নামতে, তারপর একছুটে ঢুকে গেল অদূরের একটা ঝোপের ভেতর, ফিরল একটা প্যাক মিউল সঙ্গে করে। খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে ক্রসট্রির সাথে বক্সটাকে দ্রুত অথচ দক্ষহাতে বেঁধে ফেলল ওরা, তারপর অপেক্ষাকৃত খর্বকায় দুর্বৃত্ত তীক্ষ্ণ স্বরে শিস বাজাল।

শিসের শব্দে, এঞ্জিন-রুমের মুখোশধারী পিস্তল নাড়িয়ে ইশারা করল তার দুই বন্দীকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তড়িঘড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়ল এডি মারফি আর তার স্টোকার, ওদের চোখ পিস্তলের ওপর, দৃষ্টিতে ভয়।

'ভয় নেই,' অভয় দিল দুর্বৃত্ত, মুখোশের নিচে আকর্ণ হেসে যোগ করল, 'আমি তোমাদের মারব না।'

'জ্বি, স্যার,' বলল এডি মারফি। 'আপনার দয়া।'

'আমি আর আমার বন্ধুরা পশ্চিমে গেছি,' অর্থপূর্ণ সুরে বলল পিস্তলধারী। 'বোঝা গেছে?'

'জ্বি, স্যার,' পুনরাবৃত্তি করল মারফি।

'হ্যাঁ, আবার ভুল হয় না যেন,' বলে গোড়ালির ওপর পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল হানাদার, দৌড়ে গেল সঙ্গীদের উদ্দেশে, ঝটপট স্যাডলে চেপে তিনজনে ঘোড়া ছোটাল মাইল চারেক দূরের ম্যালপাই বনের দিকে। পনের মিনিটের মধ্যে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল ওরা; এবং কেবলমাত্র তখনই নিজের জায়গা থেকে নড়ল এঞ্জিনিয়র মারফি।

'ঠিক আছে, বাছা,' ডেভিডকে বলল সে, 'চল, দেখি গিয়ে পিংকারটনের লোক দুজনের কী অবস্থা, তারপর আমরা সাহায্যের খোঁজে যাব।'

'জ্বি, স্যার,' বলল ডেভিড। 'আমরা কোন্ দিকে যাব, স্যার? মানে, সাহায্যের জন্যে?'

'ওই দুষ্ট লোকগুলো কোন্ দিকে গেছে, ডেভিড?'

দিনের প্রথম সূর্যের দিকে চকিতে একবার তাকাল স্টোকার, কর গুনল আঙুলের। 'পশ্চিমে, বস্,' বলল ও।

'তাহলে আমাদের কোন্ দিকে যাওয়া উচিত মনে কর তুমি?'

প্রশস্ত অনাবিল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ডেভিডের মুখ। 'কেন, বস্, পুবে!'

'ঠিক বলেছ।' স্থান-কাল-পাত্র ভুলে, অধস্তনের পিঠ চাপড়ে দিল এডি মারফি।

# দুই

পেনসিলভানিয়া অ্যাভিনিউ, ওয়াশিংটন ডিসি। টেনথ্ টেরস্ট্রী মাথায় বিরাট সেকেলে একটা ভবনে ডিপার্টমেন্ট অভ জাস্টিস-এর সদর দফতর অবস্থিত। ডিপার্টমেন্টের চাহিদার তুলনায় ভবনের পরিসর নেহাত অকিঞ্চিৎকর—প্রায় শ-দেড়েক কর্মচারীর কলকাকলিতে সদা-মুখর থাকে এর চারটি তলা। এছাড়া বেসমেন্টে ছোটখাট একটি অস্ত্রাগার আর জিমনেশিয়ামও রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনের শাসন বজায় রাখার দায়িত্ব যাঁর, সেই অ্যাটর্নি-জেনারেলের অফিস দোতলায়, রাস্তার দিকে বিশাল উঁচু ছাদঅলা একটা কামরায়। এর লাগোয়া অ্যান্টি-রুম, অ্যাটর্নি-জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারি মিস লিলি বসে। মধু-সোনালি চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে মিস লিলি আপনমনে হাসছিল এ-মুহূর্তে। খানিক আগে জন টাওয়ারকে বসের কামরায় পৌঁছে দিয়ে এসেছে সে। টাওয়ার জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের চীফ ইনভেস্টিগেটর।

বসের মুখোমুখি গদিআঁটা আর্মচেয়ারে বসে আছে টাওয়ার, আনমনে নজর বোলাচ্ছে ঘরের ভেতর। এর আনাচেকানাচে কোথায় কী আছে না আছে সব তার জানা, যেন প্রতিটি জিনিসের মালিক সে নিজে, ডেস্কের পেছনে-বসা বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি নন। শেলফগুলো বইয়ে ঠাসা, অধিকাংশই আইন আর অপরাধ বিজ্ঞান সংক্রান্ত, ইতিহাস আর সমাজতত্ত্বের বইও আছে কিছু। দেখলেই বোঝা যায়, নিয়ত অত্যাচার সইতে হয় বেচারাদের; নিছক বই নয়, মূলত কাজের হাতিয়ার হিসেবেই মালিকের কাছে ওদের কদর। ঘরের ডান কোণ দখল করে রেখেছে বিরাট ডেস্ক, এবং এর সামনে রাখা দুটো গদিআঁটা আর্মচেয়ার। এছাড়া আর মাত্র দুটি আসবাব রয়েছে: ভারি ওক কাবার্ড, আর পাল্লায় পেতলের কারুকাজ-করা একটা সেকেলে আয়রন সেফ। ডেস্কের পেছনের দেয়ালে, প্রকাণ্ড দুই জানালার মধ্যবর্তী অংশে আছে ডিপার্টমেন্টের গোলাকৃতি মনোগ্রাম আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা।

'জন,' কামরার নীরবতা ভেঙে বললেন অ্যাটর্নি-জেনারেল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কথাটা কীভাবে বলব তোমাকে।'

'তাহলে আমিই বলি আপনার হয়ে···নাকি?' বলল টাওয়ার, কণ্ঠে ঈষৎ রুক্ষতা। 'আপনি চান অ্যাকটিভ সার্ভিস থেকে আমি অবসর নিই।'

জন টাওয়ার দীর্ঘদেহী: চওড়া কাঁধ, পেশীবহুল সুগঠিত শরীর, রোদে-পোড়া তামাটে মুখাবয়বে ঝড়ঝঞ্ঝার ছাপ। চোখজোড়া নীল, তাতে সবসময়

খেলা করে একধরনের শিশুসুলভ কৌতূহল, আর বুদ্ধির ঝিলিক। কিন্তু দাঁড়ালে, এখন আর টানটান থাকে না তার শরীর। আগের মত ক্ষিপ্র গতিতে চলাফেরাও করতে পারে না সে। কোন একসময় কালচে সোনালি ছিল ওর চুল, এখন তা সাদা, গোঁফেও লেগেছে রুপালির ছোঁয়া। টাওয়ারের পার্সোনাল ডোশিয়ে, যেটা এ-মুহূর্তে পড়ে রয়েছে অ্যাটর্নি-জেনারেলের ডেস্কে, তাতে ওর বয়সের পাশে লেখা আছে আটচল্লিশ, কিন্তু বাস্তবের মানুষটিকে আরো বুড়োটে দেখায়।

'তো, জন…' অস্থির ভঙ্গিতে বাতাসে হাত খেলালেন অ্যাটর্নি-জেনারেল, প্রাণপণ প্রয়াস পাচ্ছেন উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পেতে, যাতে তাঁর এই দীর্ঘদিনের সহকর্মী এবং বন্ধুর আঁতে ঘা না লাগে, কিন্তু পেলেন না।

'বলে ফেলুন,' চাঁছাছোলা গলায় বলল টাওয়ার। 'আমি কচি খোকাটি নই যে নাকি কান্না কাঁদব।'

'বেশ, জন,' খেই ধরলেন ডেস্কের পেছনে বসা ভদ্রলোক। 'তোমার মেডিক্যাল রিপোর্ট দেখতে হয় আমাকে। স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর, জানই।'

'জানি,' সাদামাঠা জবাব এল।

'প্রতি ছ'মাস অন্তর,' বলে চললেন অ্যাটর্নি-জেনারেল। 'নিয়মটা আমার করা নয়।'

'তাও জানি।'

'স্বীকার করছি, নিউ মেক্সিকোতে এত শিগ্‌গিরই আবার তোমাকে পাঠান আমার উচিত হয়নি,' বললেন বৃদ্ধ। 'কিন্তু ডাক্তাররা যেহেতু বলল তুমি আবার স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছ, তাই আর গা করিনি। আমার যদ্দূর মনে পড়ে, তুমিও যেতেই চাইছিলে।' হালকা সুরে কথাটা বলার প্রয়াস পেলেন তিনি, জোর করে হাসতে চেষ্টা করলেন। টাওয়ারের মন কোনকিছুতেই গলল না।

'এখন এতে বলা হয়েছে'—সামনে-রাখা ফোল্ডারে মৃদু টোকা মারলেন অ্যার্টনি-জেনারেল—'তোমার পিঠ থেকে বুলেট বের করতে পারেনি ওরা। শিরদাঁড়ার কাছে আটকে রয়েছে ওটা, এবং এরপরও যদি কাজ চালিয়ে যাও তুমি…' তাঁর চীফ ইনভেস্টিগেটরের পরিণতি কী হতে পারে অনুমান করে শিউরে উঠলেন বিচার বিভাগের মনিব, হাতের ধাক্কায় ফোল্ডারটা সরিয়ে দিলেন একপাশে। 'জন, ডাক্তাররা সাফ বলে দিয়েছে অ্যাকটিভ সার্ভিসে আর তোমার থাকা হবে না। তাই আ…আমার এখন তোমাকে একটা কথাই বলার আছে…চীফ ইনভেস্টিগেটর পদ থেকে তুমি সরে দাঁড়াও।'

'এরপর আমি কী করব ভেবেছেন কিছু?' উষ্মা প্রকাশ পেল টাওয়ারের কণ্ঠে। 'রাস্তায় রাস্তায় খবরকাগজ বিক্রি, নিশ্চয়? কিংবা একটা হুইলচেয়ার কিনে সুন্দরী নার্স রাখব আমাকে এখানে-সেখানে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে?'

'আহ্, ছেলেমানুষী কর না,' তিরস্কার করলেন বৃদ্ধ অ্যাটর্নি-জেনারেল। 'তুমি খুব ভাল করেই জান অফিসে তোমাকে আমাদের দরকার। তুমি মোটা

বেতনের একটা ডেস্ক জব পাবে।'

'ডেস্ক জব আমি চাই না,' বলল জন টাওয়ার।

'এছাড়া তোমার সামনে আর কোন পথ খোলা নেই, জন।'

'ভুল, স্যার।'

পলক তুললেন অ্যাটর্নি-জেনারেল, ভুরু কোঁচকালেন। এই দফতরে তিনিই এনেছিলেন জন টাওয়ারকে, দেখেছেন বারবার নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে সে, কৃতিত্বের সঙ্গে একের পর এক প্রমোশন পেয়ে উঠে এসেছে তার বর্তমান পদে। কেবল অধস্তন কর্মচারী নয়, জন টাওয়ারকে একজন বন্ধু হিসেবেও জানেন অ্যাটর্নি-জেনারেল। পরের প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করতে ভয় হলো তাঁর, কারণ এর উত্তর কী হবে বুঝতে পারছিলেন তিনি।

তবু শেষমেশ করেই ফেললেন প্রশ্নটা। 'বল, কোথায় ভুল হচ্ছে আমার।'

'আমি চাকরি থেকে অবসর নিতে পারি,' জবাব দিল জন টাওয়ার।

'ঠিক,' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ওপরে-নিচে মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'এ-ব্যাপারে আমি তোমাকে বাধা দিতে পারব না। কিন্তু তবু বলব, আরেকবার তুমি ভেবে দেখ ব্যাপারটা। তোমাকে আমার প্রয়োজন, জন। তোমার অভিজ্ঞতার সাহায্য আমার প্রয়োজন—নিউ মেক্সিকোতে ট্রেন ডাকাতি হয়েছে, লুট হয়ে গেছে সিকি মিলিয়ন ডলার! একজন পুরনো বন্ধু হিসেবে, আ···আমার প্রতি পার্সোনাল ফেভর হিসেবে, আমি তোমাকে অনুরোধ করছি—তুমি থেকে যাও।'

ঠোঁটের কোণে একচিলতে শীতল হাসি ফুটিয়ে তুলল টাওয়ার, অ্যাটর্নি-জেনারেল চমকে উঠলেন, চীফ ইনভেস্টিগেটরের মুখে বিদ্রূপ আর অবজ্ঞা স্পষ্ট।

'আমিও অনুরোধ করছি আপনাকে, পুরনো বন্ধু হিসেবে, আমার প্রতি পার্সোনাল ফেভর হিসেবে,' কেটে কেটে বলল অপেক্ষাকৃত তরুণ লোকটি, 'নিউ মেক্সিকোর এই কেসটা তদন্তের ভার আপনি আমাকেই দিন।'

দুম করে ডেস্কে একটা কিল মারলেন অ্যাটর্নি-জেনারেল, উঠে রাগত পায়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়ালেন, ক্রুদ্ধ চোখে তাকালেন নিচের কোলাহল-ব্যস্ত পেনসিলভানিয়া অ্যাভিনিউর দিকে।

'তুমি তো জানই, জন, আমি তা পারি না,' বললেন তিনি।

'আর আপনিও জানেন, স্যার, ডেস্কে কাজ করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে,' জবাব দিল টাওয়ার।

মাথা দোলালেন অ্যাটর্নি-জেনারেল, লম্বা শ্বাস টেনে ছেড়ে দিলেন সশব্দে, 'হ্যাঁ, জানি,' বলে চেয়ারে এসে বসলেন আবার, তাঁর কাঁধ ঝুলে পড়েছে। আনমনে সিগার-বক্সের দিকে হাত বাড়ালেন তিনি, লম্বা কাল একটা সিগার বের করে ধরিয়ে নিলেন ম্যাচ জ্বেলে। ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তাঁর মাথা, জ্বলুনি এড়াতে চোখ কোঁচকালেন বৃদ্ধ, অবসন্ন দেহ এলিয়ে দিলেন

পেছনে।

'তা কবে নাগাদ যেতে চাও?'

'নিয়ম মাফিক চার হপ্তার নোটিস পিরিয়ডের পর, স্যার।'

'তারমানে নিউ মেক্সিকোর কেসে তুমি সাহায্য করছ না?'

'পারলে করতাম, স্যার,' বলল টাওয়ার। 'কিন্তু–'

'জানি, জানি,' অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে হাত নেড়ে অধস্তন কর্মচারীকে থামিয়ে দিলেন বড়কর্তা। বারবার একই কথা শুনতে ভাল লাগছে না। এখনই ভাবতে চাইছেন না তিনি, এতদিন যেভাবে টাওয়ারের অভিজ্ঞতা দক্ষতা আর সাহসের সাহায্য পেয়ে এসেছেন আজ হঠাৎ করে তার অভাব পূরণ করবেন কীভাবে। পাশাপাশি এও ভাবতে চাইলেন না বৃদ্ধ, নিয়মে গলদটা কোথায় যার একতুড়িতে বহুদিনের যোগ্য একজন লোক অযোগ্য হয়ে পড়ে। নিকুচি করি নিয়মের, মনে মনে ভাবলেন অ্যাটর্নি-জেনারেল।

'অন্তত আমরা আলোচনা তো করতে পারি?' বললেন তিনি, কণ্ঠে মিনতি।

'নিশ্চয়ই।'

বলল বটে, কিন্তু টাওয়ারের কণ্ঠে বিন্দুমাত্র উৎসাহের সুর বাজল না।

## তিন

পিংকারটন ডিটেকটিভ এজেন্সিতে মর্টি লিভেন আছে প্রায় দশ বছর। আহাম্মব বনতে সে কখনই রাজি নয়। ওর পার্টনার নেড রাজিনও তাই। উভয়ের মধ্যে তারই প্রতিশোধস্পৃহা বেশি, তাই যে ওকে আঘাত করেছে এবার তাকে একহাত দেখে নেয়ার জন্যে খেপে উঠল সে।

নেড রাজিন দীর্ঘকায় মানুষ, ছফুটের ওপর লম্বা, কাঁধ দুটো যেন শালকাঠের খুঁটি, হাত শুয়োরের রান। লিভেন সে-তুলনায় বেঁটে, চেটাল শরীর; প্রবীণ, ফলে অনেক বেশি সেয়ানা। দুজনে মিলে চমৎকার একটা দল, ডেনভারের রিজিওন্যাল অফিসে ওদের সুনাম যথেষ্ট।

ডেভিড আর এডি মারফি শুশ্রূষায় জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পরপরই, গোয়েন্দা দুজন তাদের পরবর্তী কর্মপন্থা সম্পর্কে জরুরী বৈঠকে মিলিত হলো নিজেদের মধ্যে। আর এঞ্জিনিয়র আর তার স্টোকার উভয়েই সবিস্ময়ে দেখতে লাগল ওদের কার্যকলাপ। ওরা বুঝতে পারল না কেন লিভেন আর তার সঙ্গী ঝটপট উঠে পড়ল ক্যাবুজের ছাতে, আর কেনই-বা হাতের ছায়ায় চোখ ঢেকে নজর বোলাল চারপাশে। গোয়েন্দারাও তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে

কোনরকম ব্যাখ্যা দিল না প্রথমে। এখন কী করা উচিত এ-ব্যাপারে যখন আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত নেয়া সারা হলো, কেবলমাত্র তখনই এঞ্জিনিয়ার আর তার সহকারীর দিকে তাকাবার অবকাশ পেল ওরা।

ঠোঁট কামড়ে লাভা প্রান্তরের দিকে তাকাল মর্টি লিভেন, চোখ সংকুচিত, মাথায় চিন্তার ঝড়। এই বুনো অঞ্চল তার চেনা, জানে সামনের ওই নিরেট কাল স্যান আন্দ্রেজ পর্বতমালা—এবং তার পেছনে কী আছে।

'হিসেব মিলছে না,' রাজিনকে বলল সে। 'ওরা পশ্চিমে গেল কেন? দুশ মাইলের মধ্যে কোন জনবসতি নেই, তার ওপর প্রতি পদে ইণ্ডিয়ান হামলার ভয়।'

মাথা দোলাল রাজিন। ম্যালপাই বন আর লাভা প্রান্তর-শেষে ন্যাড়া স্যান আন্দ্রেজ, এবং তারপর হর্নাদা ডেল সুয়েতরো, ভয়ঙ্কর এক অঞ্চল; প্রাণহীন, একফোঁটা পানি পর্যন্ত মেলে না। ইয়াংকিরা তাই এর নাম দিয়েছে ডেথ মার্চ বা মরণযাত্রা।

'দক্ষিণেও সেই অবস্থা,' বলল সে, লিভেন মাথা দুলিয়ে সায় জানাল।

'হোয়াইট স্যাণ্ডস্,' অস্ফুটে বলল সে; হাত ইশারায় চল্লিশ মাইল দীর্ঘ মরুভূমিটা দেখাল। ঠিক, দুর্বৃত্তরা হোয়াইট স্যাণ্ডসের পাশ দিয়ে ঘুরে, স্যান অগাস্টিন পেরিয়ে লাস ক্রুসেস ক্যানিয়ন হয়ে সোজা মেক্সিক্যান সীমান্তে চলে যেতে পারে। মরুবাতাস বালু উড়িয়ে এনে ঢেকে দেবে ট্র্যাক, ট্রেইল করা সম্ভবপর হবে না। কিন্তু ওখানে যাবে কেন? কেউ জানে না ওদের পরিচয়। লুণ্ঠিত টাকার হদিসও বের করা সম্ভব নয়। যেভাবে কাজটা সেরেছে তাতে বোঝা যায় এসব তথ্য ওদেরও জানা। সুতরাং সীমান্ত পেরোনর চেষ্টা যেমন করবে না ওরা, তেমনি প্রশ্ন ওঠে না দক্ষিণ-পশ্চিমের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এলাকা পাড়ি দেয়ার ঝুঁকি নেয়ার।

'স্যান্তা ফে দেড়শ মাইলেরও বেশি পথ,' মন্তব্য করল রাজিন।

'এবং সেখানে গিয়ে টাকা উড়াবার কোন সুযোগ নেই,' তথ্য জোগাল লিভেন। স্যান্তা ফে ওর চেনা। নোংরা কাউ টাউন, এমন কোন মেয়ের দেখা মিলবে না যার গায়ে কোন না কোন ধরনের বসন্ত নেই। রাস্তাগুলো কর্দমাক্ত, এখানে-সেখানে ছাগল আর মুরগির বিষ্ঠা, পানীয় বলতে শুধুই টেকুইলা।

আবার নিজের ঠোঁট কামড়াল লিভেন। লোকগুলো চতুর, বলল মনে মনে। যেভাবে ডাকাতিটা করেছে, ভেতর থেকে তথ্য জুগিয়েছে কেউ। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ছাড়া বেফাঁস কিছুই বলেনি। কীভাবে সম্ভাব্য ধাওয়াকারীদের চোখে ধুলো দিতে হয় জানে। এবং হয়তো এও জানে, এক্ষেত্রে যে-কেউ ধরে নেবে উত্তরে গেছে ওরা, গ্যালিয়ানস পিককে ডানে রেখে উত্তরে এল কুয়ের্ডো হয়ে ল্যামি, এবং সেখান থেকে স্যান্তা ফে। তারপর কোন ওয়াগন ট্রেনে চেপে পশ্চিমে অ্যারিযোনা, উত্তরে ইউটাহ্ নয়তো কলোর‍্যাডো, পুবে ফের টেক্সাস, এবং এগুলোর সবকটিই টেরিটোরিয়াল

রাজধানী থেকে নিরাপদ দূরত্বে।

'আমি বাজি রাখতে পারি, পুবে গেছে,' বলল লিভেন।

'মনে হয় না–' তর্ক জুড়ল রাজিন।

'ঠিক, উত্তরে স্যান্তা ফে-র দিকে মোড় নেবে,' ব্যাখ্যা করল লিভেন। 'কিন্তু আমরা যা ভাবছি সেভাবে এগোবে না। আমি নিশ্চিত, সোজা মেসকালেরো রিজার্ভেশনে যাবে ওরা, সেখান থেকে লিংকন কাউন্টি হয়ে পেকোস, তারপর মন চাইলে একেবারে গ্লোরিয়েটা পর্যন্ত। একবার পাহাড় পেরোতে পারলে, আরামের রাস্তা।'

'তোমার কথাই বোধহয় ঠিক,' স্বীকার করল রাজিন। 'আবার ভুলও হতে পারে।'

'হোক না, তাতে আর কত ক্ষতি হবে, নেড,' বলল লিভেন। 'সিকি মিলিয়ন ডলার হারানর চেয়ে বেশি নয় নিশ্চয়।'

সখেদে মাথা দোলাল রাজিন। 'ঠিক আছে, মর্টি,' বলল সে। 'তোমার কথাই সই।'

'আমরা ফিরতি পথ ধরব,' শুরু করল লিভেন। 'চেষ্টা করে দেখব অসকিউরোয় ঘোড়া মেলে কিনা। তারপর পাহাড়। অ্যাই, এঞ্জিনিয়র, ইধার আও!'

এগিয়ে এল এডি মারফি, নিজেদের মতামত আর উদ্দেশ্য ওর কাছে ব্যক্ত করল মর্টি লিভেন।

'অসকিউরো এখান থেকে মাইল দশেক হবে,' বলল গোয়েন্দা। 'দুই, বড়জোর তিন ঘণ্টার পথ। ক্যারিযোযোর দূরত্ব এর অর্ধেকও নয়, কাজেই আরো আগে পৌঁছে যাবে তুমি। ওখানে গিয়েই খুঁজে বের করবে শেরিফকে। তাকে বলবে আমরা কী করেছি এবং কেন করেছি। বলবে, এই ভাঙা ট্র্যাক মেরামত করতে সে যেন লোক পাঠায়। আর স্যান্তা ফে-তে ইউ এস মার্শালের কাছে খবর পাঠিয়ে দেয় একটা।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, স্যার,' বলল মারফি। 'ডেভিড, কুইক মার্চ!'

'আর একটা কথা,' এঞ্জিনিয়রকে পিছু ডাকল লিভেন। 'শেরিফকে বলবে আমরা বনিটো লেকে যাওয়ার চেষ্টা করছি। এবং সেখান থেকে রুইডোসোর দিকে।'

'অবশ্যই বলব,' প্রতিশ্রুতি দিল মারফি, এবং প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে ক্যারিযোযো কোর্ট হাউসে শেরিফের কামরায় ঢুকে ধপ করে বসে পড়ল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে।

শেরিফ বিল ল্যাংলির বয়স আনুমানিক ত্রিশ। গ্রাম্য চেহারা, কোমরে সিক্স-গান ঝোলায় আনাড়ি ঢঙে; হোলস্টার উঁচু করে বাঁধা, পয়েন্ট ফোর ফাইভের হ্যামারটা ফিতে দিয়ে আটকান থাকে সর্বদা। ওর এই আটপৌরে বেশভূষা দেখে আজ পর্যন্ত বহু তস্করই ধোঁকা খেয়েছে, কারণ ল্যাংলি

হাবাগোবা কিংবা মন্থর কোনটিই নয়। পিস্তলে ওর সমান চালু এ-তল্লাটে আর একজনও আছে কিনা সন্দেহ। এছাড়া আরো একটা গুণ আছে তার: যা-ই করে, অনেক ভেবেচিন্তে। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে এডি মারফির কথা শুনল সে, তারপর স্টোকারকে জেরা করে এঞ্জিনিয়রের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করে নিল। ওদের কথা থেকে তিন হানাদার সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পেয়ে গেল ল্যাংলি, পিংকারটনের দুই গোয়েন্দার চিন্তা কোন পথে অগ্রসর হচ্ছে তাও অনুমান করে নিল। যখন বুঝল গোয়েন্দা দুজন পশ্চিমের কোন এক বক্স ক্যানিয়নের গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে ঝামেলায় ফেলবে না তাকে, উঠে বাইরে গেল শেরিফ, লুটেরাদের পিছু নিতে পসি সাজাল।

শেরিফ ল্যাংলির পসিতে, বটতলার উপন্যাসে যেমন থাকে, বাকস্কিন পরিহিত পিস্তলেরো বা শ্যেনচক্ষু কোন অ্যাপাচি ট্র্যাকার, অনায়াসে হাওয়ায় পাখি কিংবা পানিতে মাছ অনুসরণ করতে পারে যে, থাকল না। প্রথমেই বুড়ো নিক ক্যাস্টিসকে ডাকল সে। ক্যাস্টিসের বয়স এখন সত্তর বা এর কিছু বেশি, স্প্যানিশ-আমেরিকান সেট্‌লার। এই বয়সেও যে কোন জোয়ান মরদের সাথে বাজি ধরে পাহাড়ি খচ্চরের পিঠে চাপতে পারে, এবং অধিকাংশ সময় বাজিতে সে-ই জেতে। এ-অঞ্চলের প্রতিটি টিলাটক্কর, আর হোয়াইট ওকস্ আর টুলারোসার মাঝে যত ক্যানিয়ন আছে তার সবই ওর চেনা।

ল্যাংলির পসি বাহিনীর দ্বিতীয় সদস্য একজন মেসকালেরো দোআঁশলা। নাম, জিম-বব প্যান্থার। জিম-ববকে সঙ্গে নেয়ার বিশেষ কারণ আছে। যাত্রাপথে ওরা যদি কোন মেসকালেরো বা অ্যাপাচি দলের মুখোমুখি পড়ে যায়, জিম-বব থাকায় কোনরকম উটকো ঝামেলার সৃষ্টি হবে না। তাছাড়া দোআঁশলা একজন দক্ষ ট্র্যাকারও বটে।

সবশেষে, ল্যাংলি তার ডেপুটি টনি কোয়েলকে পাকড়াও করল। টনি দেখতে অলস, বেজায় ঢ্যাঙা, চোখজোড়া সর্বদা ঘুমজড়ান। ওর বিশেষত্ব, গুলি ছুঁড়ে সে উড়ন্ত পাখির চোখ ঘায়েল করতে পারে।

'তো, নিক,' বুড়োকে জিজ্ঞেস করল ল্যাংলি। 'সবই শুনলে তুমি। এবার বল, তোমার কী ধারণা?'

'স্যান্তা ফে-তে যাওয়ার জন্যে হোয়াইট মাউন্টিনস্ কিংবা পেকোসের পথ ধরা নিছক পাগলামি,' ক্যাস্টিস বলল শেরিফকে। 'তবু আমার মনে হয় পুবের ওই লোকগুলো ওদিকে গেলেই ভাল করবে।'

'ধর, ওরা পুবে বাঁক নিয়েছে, উত্তরে যাচ্ছে না,' বলল ল্যাংলি। 'সেক্ষেত্রে কোন্ দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলব, খুব বেশি রাস্তা নেই,' হাই তুলে বলল টনি কোয়েল।

ডেপুটির কথা ঠিক, ওই পথে তেমন কোন যাওয়ার জায়গা নেই।

চড়াই ভেঙে লিটল কাব মাউন্টিনসের দিকে যেতে পারবে। লিটল কাবকে

চলতি অর্থে ঠিক পর্বত বলা যায় না, তবে সাধারণ পাহাড়ের তুলনায় বেশ উঁচু। নোগাল পিক আর চার্চ মাউন্টিনের মাঝামাঝি অংশে গিরিপথ আছে একটা। এরপরই নোগাল ক্যানিয়ন, সেটা পেরিয়ে উত্তরে বাঁক নিলে কাপিতান। তবে পথটা ঘোড়ার জন্যে বন্ধুর। খচ্চর অতিক্রম করতে পারবে। অত্যন্ত দুর্গম বলে দুর্বৃত্তদের নোগাল ক্যানিয়ন ট্রেইল ধরার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিল নিক ক্যাস্টিস।

স্প্রিং ক্যানিয়নের পেছন দিয়ে টার্কি ক্যানিয়নে গিয়ে ঢুকলে কী হবে? জানতে চাইল ল্যাংলি। বনিটো লেকের পাশ দিয়ে ভাঙাচোরা ট্রেইল রয়েছে একটা, কাপিতান আর রুইডোসের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী মূল ট্রেইলে গিয়ে মিশেছে। একটু ভেতর দিকে পাহাড়ি রাস্তাও আছে আরেকটা।

'আমি চিনি ওটা,' রুক্ষ সুরে বলল বুড়ো ক্যাস্টিস, যেন ওর পেশাগত সুনামকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। 'টিলাটক্করের মাঝ দিয়ে ফোর্ট স্ট্যানটনে গেছে। কিন্তু আমল দেইনি তার কারণ আমার ধারণা ওরা সৈন্যদের এড়িয়ে চলতে চাইবে।'

'ঠিক,' স্বীকার করল ল্যাংলি।

'দক্ষিণে যেতে পারে,' বলল টনি কোয়েল।

'দক্ষিণ?' ঝামটে উঠল নিক। 'দক্ষিণ বলতে তুমি কী বোঝাচ্ছ?'

'ওই যে পাহাড়ি রাস্তাটা আছে,' জানাল কোয়েল, 'ফোর্ট স্ট্যানটনের মাইল দুয়েক এপাশে দক্ষিণে মোড় নিয়েছে যেটা।'

'খোদার কসম, বিলকুল ঠিক!' সশব্দে নিশ্বাস ত্যাগ করল নিক ক্যাস্টিস, যেন একই সঙ্গে ক্লান্ত এবং সন্তুষ্ট বোধ করছে। 'আরেকটু হলে ভুলেই বসেছিলাম ওটার কথা! সোজা ঈগল ক্রীকে নেমে গেছে, এবং সেখান থেকে স্যান প্যাটের চড়াইয়ে রুইডোসোতে গিয়ে মিশেছে!'

স্যান প্যাট্রিকোরিও রুইডোসো বা নয়জি রিভারের তীরে মেক্সিক্যানদের ছোটখাট একটা বসতি, বেশির ভাগ ঘরবাড়ির মালিক সেডিও পরিবার।

'এবং স্যান প্যাট থেকে,' শিস দিয়ে উঠল ল্যাংলি, 'আর্কটিক সার্কেল আর নয়জি রিভারের মাঝখানে শুধু একটা তারকাঁটার বেড়া!'

'আমার তো মনে হয় পানির মত সোজা—যদি এই ট্রেন ডাকাতরা পথ চেনে,' চেয়ার ছাড়তে ছাড়তে বলল কোয়েল।

'চেনে,' দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল ল্যাংলি, যদিও কীভাবে এতটা নিশ্চিত হলো এ-প্রশ্ন কেউ করলে যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পারত না সে।

এডি মারফি আর ডেভিডকে বসিয়ে রেখে, অন্যদের সঙ্গে করে বাইরে বেরিয়ে এল শেরিফ, ঘোড়ায় চেপে সদলে যাত্রা করল পুবের পাহাড়পর্বতের দিকে।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরজায় এসে দাঁড়াল মারফি, গলা চড়িয়ে ডাকল, 'শেরিফ! আমাদের কিছু বললে না যে?'

ভ্রূকুটি করল ল্যাংলি, যেন যথাযথ সৌজন্য প্রকাশে ব্যাঘাত ঘটেছে বলে লজ্জা পেয়েছে ভীষণ। 'ওঃ, দুঃখিত!' চেঁচিয়ে বলল সে। 'একদম ভুলেই গেছিলাম! তোমাদের দুজনকে ধন্যবাদ!'

পরক্ষণে ধুলোর মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেল সে, এবং ঠিক পেছনেই কোয়েল আর বুড়ো ক্যাস্টিস। কাপিতানের উদ্দেশে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া হাঁকিয়ে এগোল ল্যাংলি, আর এডি মারফি খিস্তি করল অশ্রাব্য, মাথা থেকে এঞ্জিনিয়র-ক্যাপটা খুলে আছড়ে ফেলল মাটিতে, এত জোরে যে জানালায় মারলে নির্ঘাত শার্সি ভেঙে চুরমার হয়ে যেত।

# চার

এই অঞ্চল যথার্থই তিন হানাদারের নখদর্পণে।

লিংকন কাউন্টি ওঅরের সময়ে সেভেন রিভারস্ আউটফিটে ছিল ওরা, পথঘাটের হদিস জানতে হয়েছে ভাল করে। সেথ র‍্যামস, স্যাম বার্লো আর টমাস ওয়ারেন—তিনজনই পশ্চিমের কুখ্যাত আউট-ল। হেন কাজ নেই যা করেনি। যুদ্ধের পর সবাই গভর্নরের সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিলেও এরা নেয়নি। নিজেদের ওরা পেশাদার মনে করে, কারো কৃপার পাত্র হতে চায় না। তাই যখন ওদের কাছে প্রস্তাব এল সাদার্ন প্যাসিফিকে ডাকাতি করার, এবং বলা হলো প্রত্যেকে ভাগে বিশ হাজার ডলার করে পাবে, সানন্দে রাজি হয়ে গেল ওরা।

ঠিক, এ-অঞ্চল ওদের চেনা, জানে কীভাবে গা ঢাকা দিতে হয় এখানে।

ঠিক, ওরা জানে কীভাবে পালন করতে হয় নির্দেশ।

জানে, পিছু ধাওয়াকারীদের চোখে ধুলো দেয়ার কলাকৌশল।

ওরা তিনজন।

র‍্যামস, দলনেতা। লম্বা, সুগঠিত স্বাস্থ্য। বয়স ত্রিশের কোঠায়। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, শার্টের কলার ছুঁয়েছে। গোঁফ থুতনি অবধি। চোখ দুটো ধূসর নীল, সদা-চঞ্চল, ওদের চারপাশের খোলামেলা প্রান্তর জরিপ করছে সর্বক্ষণ।

'শান্ত হও, সেথ,' বলল ওর পাশের লোকটা, মৃদু সুরে। 'আরাম কর। তোমাকে দেখে আমার শামুকের কথা মনে হচ্ছে।'

বক্তার নাম স্যাম বার্লো। র‍্যামসের চেয়ে একটু বেঁটে, হৃষ্টপুষ্ট গড়ন। হাত ছোট, আঙুলগুলো মোটা মোটা, মাথা বুলেটের ডগার মত ছুঁচাল, নাক থ্যাবড়া। তবে ওর কাঁধ দুটো পেশীবহুল, ঢালু। রোমশ ভ্রূর নিচে চোখ নিষ্প্রভ। সোনালি চুল খুলি কামড়ে ধরেছে।

'আরাম করব বখরার টাকা দিয়ে ফুর্তি করার সময়ে,' বলল র‍্যামস। 'তুমিও চোখ খোলা রাখ, স্যাম।'

ঘাড় কাত করল বার্লো। চোখকে ব্যস্ত রাখার মত বিশেষ কিছু নেই এদিকে। যেমনটি আন্দাজ করেছিল শেরিফ ল্যাংলি আর বুড়ো নিক ক্যাস্টিস, হোয়াইট মাউন্টিনস্ পেরিয়ে এখানে আসে ওরা। এখন বনিটো ক্যানিয়নের দক্ষিণের চড়াই বেয়ে উঠে এসেছে উঁচুতে, একটা হগব্যাক ট্রেইল ধরে ঈগল ক্রীকের দিকে যাচ্ছে। এরপর দক্ষিণে ঘুরে রুইডোসো উপত্যকার দিকে যাবে। বার্লো ঘাড় ফিরিয়ে দলের তৃতীয় সদস্যের দিকে তাকাল।

'টমাস, তোমার কেমন লাগছে?' প্রশ্ন করল ও।

'খাসা,' জবাব দিল ওয়ারেন।

'তবে তোমার বোঁচকা সামলে,' সাবধান করল বার্লো। 'ও জিনিস কিন্তু এখন সোনার মতই ভারি।'

একগাল হাসল টমাস ওয়ারেন: বার্লো হক কথাই বলেছে। পথে প্যাকিং বক্স ভেঙে ভেতরের ডলার বের করে নিয়েছিল ওরা, এখন সেগুলো বড় বড় দুটো থলেতে ওয়ারেনের স্যাডলের দুপাশে ঝুলছে।

মুখ খুলতে যাবে ওয়ারেন এই সময়ে র‍্যামসের চিৎকার শুনতে পেল ও, চোখ তুলেই দেখতে পেল সামনের বাঁক ঘুরে এগিয়ে আসছে তিন ঘোড়সওয়ার। চকিতে আতঙ্ক ভর করল ওর কাঁধে। ওরা কারা? কী করছে—? প্রশ্নটা শেষ করার অবকাশটুকু পর্যন্ত পেল না সে। সবচেয়ে সামনের ঘোড়সওয়ার নিচু হয়ে তার কারবাইন তুলে নিল স্যাডল স্ক্যাবার্ড থেকে। সূর্যের প্রতিফলনে ঝিকিয়ে উঠল গানমেটাল, স্পার দাবিয়ে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছোটাল অস্ত্রধারী, কিন্তু ততক্ষণে তিন হানাদার পালাতে শুরু করেছে। এখানে আসার বহু আগেই, যে-লোক ওদের নিয়োগ করেছে লণ্ঠনের আলোয় বসে তার সঙ্গে পরিকল্পনা করার সময়ে ওরা ভেবে রেখেছিল আইন পিছু নিলে কী করবে। এমনকি মাত্র ঘণ্টা দুয়েক আগেও, ডলারের তাড়াগুলো যখন থলেতে পুরছিল, নিজেদের মধ্যে আরেক দফা আলোচনা করেছে এ-ব্যাপারে। তাই বুদ্ধি হারাল না বিপদের মুখে। ওদের রাঁদেভু ঠিক করা আছে, কোন্ পথে কে যাবে তাও জানা।

'ছড়িয়ে পড়!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল র‍্যামস। 'জলদি পালাও এখান থেকে!'

ডানে কিংবা বাঁয়ে আড়াল তেমন নেই, বাঁয়ে মাটি খাড়া, গ্রীজ উড সেজ আর আগাছা জড়াজড়ি করে রয়েছে, জোরে ঘোড়া ছোটান কঠিন। বিদ্যুৎবেগে ডানে ছুটল র‍্যামস, অবিরাম স্পার দাবাতে দাবাতে রক্ত বের করে ফেলল ঘোড়ার পাঁজর থেকে। সোজা ক্যানিয়নের তলদেশের দিকে পালাল ও, যেখানে জঙ্গল ঘন এবং অন্ধকার।

বার্লো বাঁয়ে মোড় নিল প্রথমে, কিন্তু পরমুহূর্তে সামান্য পিছিয়ে একটা কারনিস ধরে চটজলদি চূড়ায় পৌঁছুবার প্রয়াস পেল। আর টমাস ওয়ারেন

বিনা দ্বিধায় ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে তরাইয়ের দিকে ছুটল। শুরুতে একরকম পিছলে কিছুদূর নেমে এল ওয়ারেনের ঘোড়া, তারপর দৃঢ় পায়ে হারিয়ে গেল বনিটো ক্যানিয়নের অন্ধকারে। এত আচমকা ঘটে গেল ব্যাপারটা, গুলি করার মওকা পেল না কেউ, পথ বিপদসংকুল হওয়ায় অনুসরণও করল না। পালাবার মুহূর্তেও নিজের মাথা সচল রাখল ওয়ারেন। সাউথ ফর্ক অতিক্রম করে উত্তরে কাপিতানের দিকে যেতে হবে তাকে। কাপিতান পাসের মাঝ দিয়ে চিসুমার দিকে সেনা চলাচলের পরিত্যক্ত যে-রাস্তাটা গেছে, সেইটে ধরবে। পাহাড়ের খোলামেলা পুবের ঢালে জোরকদমে ঘোড়া ছোটান যাবে, পসি ওর নাগাল পাবে না।

পেছনে একটা গুলির আওয়াজ শুনতে পেল ও। অনুমান করল উইনচেস্টারের; নিজের ঘোড়ার খুরের শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ায় নিশ্চিত হতে পারল না। র‍্যামস আর বার্লো পালাতে পেরেছে কিনা কে জানে! ওয়ারেন ভাবল মনে মনে।

অবশ্য না পারলেও কিছু ইতরভেদ হবে না। ওদের বলা হয়েছে মোট ষাট হাজার ডলারের কাজ এটা। মজুরি নেয়ার সময় যদি তিনজনই উপস্থিত থাকে একেকজনের ভাগে বিশ হাজার করে পড়বে। যদি দুজন হয়, ত্রিশ হাজার। ঢাল তরাইতে মিলিত হতেই ঘোড়ার গতি অপেক্ষাকৃত শ্লথ করল ওয়ারেন, গাছপালার মাঝ দিয়ে সরু যে-পথটা সাউথ ফর্ক বরাবর চলে গেছে সেইটে ধরল।

বার্লোর ভাগ্য এতটা সহায় হলো না।

আলগা পাথরভরা কারনিসে চলতে গিয়ে বারবার পিছলে যাচ্ছিল ওর ঘোড়ার পা, ফলে ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল ওটা। বার্লো আরো আতঙ্কিত, সমানে লাগামের মাথা দিয়ে চাবকাতে লাগল হতভাগ্য জানোয়ারটাকে। শেষমেশ একপর্যায়ে কাহিল হয়ে পড়ল বেচারা, দাঁড়িয়ে পড়ল পথের ওপর, মাথা হেঁট করে হাঁপাতে লাগল। ঠিক ওই সময়ে গুলি করে ঘোড়াটাকে খতম করল টনি কোয়েল, উলটে একটা চোখা পাথরের ওপর চিত হয়ে পড়ে গেল বার্লো, চোট পেল মেরুদণ্ডে, শরীরের নিম্নাংশ অবশ হয়ে গেল।

সড়সড় করে ঢালু কারনিস গড়িয়ে নামতে লাগল ও, পাথরের ঘষায় ছড়ে গেল মুখহাত, শেষমুহূর্তে প্রকাণ্ড একটা গ্রীজউডের গুঁড়িতে আটকে গিয়ে রক্ষা পেল অবশ্যম্ভাবী পতনের কবল থেকে। মারাত্মক আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও, জ্ঞান হারাল না বার্লো, তড়িঘড়ি উঠে বসে হাত বাড়াল হোলস্টারের দিকে, আর ঠিক তখুনি দেখল শেরিফ ল্যাংলির ক্যাভালরি মডেল কোল্ট পয়েন্ট ফোর ফাইভের নল সোজা চেয়ে আছে ওর পেট পানে।

'বোকামি কর না,' বর্লোকে পরামর্শ দিল ল্যাংলি।

# পাঁচ

'আমরা তাহলে,' বললেন অ্যাটর্নি-জেনারেল, 'একটাকে কবজা করতে পেরেছি।'

'কিন্তু ওই পর্যন্তই,' যোগ করল টাওয়ার।

জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট হেডকোয়ার্টারের দোতলায়, অ্যাটর্নি-জেনারেলের দফতরে বসে আছে ওরা; সাধারণত যেটায় বসে, টাওয়ার সেই গদিআঁটা চেয়ারটাই দখল করেছে, অ্যাটর্নি-জেনারেল ওর মুখোমুখি ঝুঁকে আছেন ডেস্কের ওপর। আজ মেক্সিক্যান এক যুবক রয়েছে ঘরে, সে দখল করেছে দ্বিতীয় আর্মচেয়ারটি। অন্য দুজনের তুলনায় বয়সে সে নবীন, চওড়া কাঁধ, বলিষ্ঠ গড়ন। চেয়ারে যতই গুটিয়ে বসে থাকুক, বুঝতে অসুবিধে হয় না দাঁড়ালে তাকে যথেষ্ট লম্বা দেখাবে। যুবকের পরনে নিখুঁত ছাঁটের গাঢ় ছাইরঙা সুট, কিন্তু তার হাবভাবে মনে হচ্ছে এই পোশাকে অস্বস্তি বোধ করছে সে, বরং আরেকটু আরামদায়ক আর মামুলি কাপড়চোপড় হলেই খুশি হত বেশি। যুবকের মুখ রোদে পোড়া, হনু দুটো এত উঁচু নয় যে পরিষ্কার বোঝা যাবে তার শরীরে মিশ্র রক্ত বইছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সে কোন কোম্পানির এক্সিকিউটিভ, যাদের অধিকাংশ কাজকর্ম থাকে বাইরে। এক অর্থে, সে তা-ই। যুবকের নাম হুয়ান কর্টেয ওরফে সাবাডিয়া। টেক্সাস অঞ্চলের ডেপুটি ইউ এস মার্শাল, বর্তমানে ডিপার্টমেন্ট অভ জাস্টিসের স্পেশাল ইনভেস্টিগেটর। জন টাওয়ারের ডান হাত।

অন্যরা যা জানে না সাবাডিয়া সম্পর্কে, টাওয়ার তাও জানে। আগ্নেয়াস্ত্র তো বটেই, টাওয়ার জানে, নাইফ থ্রোয়িংয়েও সমান পটু কর্টেয। এছাড়া আরেকটা অদ্ভুত অস্ত্র আছে ওর, সাড়ে চার ফুটি একটা চাবুক, মাথায় ধারাল ইস্পাতের পাত লাগান। জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে এসে সম্প্রতি মার্শাল আর্টেও তালিম নিয়েছে ও। আর টাওয়ার সম্পর্কে কর্টেয জানে, যুক্তরাষ্ট্রে তার বসবাসের ব্যাপারে গভর্নর বুশের যেমন, জন টাওয়ারের অবদানও কোন অংশে তুচ্ছ নয়। তাই জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের চীফ ইনভেস্টিগেটরের কাছে নিজেকে ঋণী মনে করে সে। যদিও এ নিয়ে কখনো কোন রকম আলাপ হয় না ওদের মধ্যে।

'অসম্ভব, মানুষ তো স্রেফ গায়েব হয়ে যেতে পারে না দুনিয়ার বুক থেকে!' ক্রোধে ফেটে পড়লেন অ্যাটর্নি-জেনারেল। 'সিকি মিলিয়ন ডলার নিয়ে দুজন লোক এভাবে মিলিয়ে যেতে পারে না কখনো!'

'কী জানি,' ফুট কাটল টাওয়ার। 'আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, সঙ্গে অত টাকা থাকলে গায়েব হওয়া খুবই সম্ভব। তবে অন্য নামে, অন্য দেশে।'

'তাই বলে দশ দিনের মধ্যে?' ভুরু কোঁচকালেন অ্যাটর্নি-জেনারেল।

'বার্লো এখন কোথায়?'

কামরায় ঢোকার পর এবারই প্রথম মুখ খুলল সাবাডিয়া। এতক্ষণ সমনোযোগে ওদের তত্ত্বকথা শুনেছে সে। টাওয়ার কয়েকটা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছে। বড়কর্তার নিজস্ব যুক্তি আছে কিছু। ডাকাতরা গা ঢাকা দিয়ে আছে, লুটের মাল ওড়াবার আগে অপেক্ষা করছে হইচই থিতিয়ে আসার জন্যে। অথবা হয়তো এখনই ফুর্তি করছে বড় কোন শহরে গিয়ে, কিন্তু সেটা লক্ষ্য করছে না কেউ। অথবা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে ওদের, বার্লোর খবর জানার অপেক্ষায় রয়েছে। কিংবা তাও নয়। মনে মনে শ্রাগ করল ও। কিস্যু এসে যায় না। স্যাম বার্লোকে ধরার পর দশ দিন কেটে গেছে, এখনো কোনই সুরাহা হয়নি সমস্যার।

ফাইল পড়েছে ও। এঞ্জিনিয়র এডি মারফি: আঠার বছর যাবৎ সাদার্ন প্যাসিফিক রেলরোড কোম্পানির কর্মচারী। বিবাহিত, চার সন্তানের জনক। কলোর‍্যাডোর ত্রিনিদাদ শহরের উপকণ্ঠে ছোট্ট একটা বাড়িতে থাকে। আগাগোড়া চমৎকার রেকর্ড। ডাকাতির সাথে তার সংশ্রব থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। নিগ্রো স্টোকার ডেভিডের ব্যাপারটিও তাই।

ওরা শুধু এটুকু বলতে পেরেছে, গান-পয়েন্টে ওদের আটকে রেখেছিল যে তার উচ্চতা আনুমানিক পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি, বাদামি ত্বক, চোখ সবুজ। অন্য দুজনকে ওরা দূর থেকে দেখেছে। একজন বেঁটে, হৃষ্টপুষ্ট; অন্যজন লম্বা, কাল বাবরি চুল। পিংকারটনের দুই গোয়েন্দা যা বলেছে তার চেয়ে বেশিকিছু জানা যায়নি ওদের কাছ থেকে। শেরিফ বিল ল্যাংলি তার রিপোর্ট পেশ করেছে এ-ব্যাপারে, একজন লম্বা, চেস্টনাট ঘোড়া হাঁকাচ্ছিল, ঝাঁকড়া কাল চুল, পালানর সময় তার টুপি খসে পড়ে, তবে সেটা অত্যন্ত পুরনো একটা টুপি, ঘাম চিটচিটে, আলাদা করে শনাক্ত করার মত আর কোন বিশেষত্ব নেই; অন্যজন অনেকদূরে ছিল, তার কালচে-নীল ডেনিম শার্ট-প্যান্টই কেবল চোখে পড়েছে, এবং বোঝা গেছে লোকটা দক্ষ ঘোড়সওয়ার। ল্যাংলির ধারণা, তিনজনই ওই অঞ্চল চিনত ভাল করে, এবং সম্ভবত বছর দুয়েক আগের লিংকন কাউন্টি ওঅরে জড়িত ছিল। শেরিফের এই ধারণার ফলে সম্ভাব্য সন্দেহভাজনদের তালিকাটা ছোট হয়েছে একটু, মনে মনে ভাবল কর্টেয, সাত-আটশ লোকের ভেতর থেকে আসল অপরাধীদের ছেঁকে বের করতে হবে।

এক্ষেত্রে ইতিবাচক সূত্র একটাই রয়েছে—স্যাম বার্লো।

'ফোলসমের টেরিটোরিয়াল প্রিজনে আছে সে,' জবাব দিল টাওয়ার। 'কেন?'

'ওখানে ও আমাদের কোন কাজে লাগবে না ' বলল কর্টেয।

'কী বলতে চাও স্পষ্ট করে বল, হুয়ান,' বলল টাওয়ার। 'তবে ওকে ছেড়ে দেয়াটা বোকামি হবে। আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া আমরা জানি না বাইরে ওর সাঙ্গপাঙ্গ আছে কিনা, তারাও ওকে সাহায্য করতে পারে এ-ব্যাপারে।'

'মনে হয় না,' মত প্রকাশ করল সাবাডিয়া।

'তবু ঝুঁকি আছে এতে,' দৃঢ়কণ্ঠের জবাব এল, কর্টেয দায়সারা ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল শুধু।

অ্যাটর্নি-জেনারেল ডেস্কের ডান ধারে হাত বাড়িয়ে কাঠের বাক্স থেকে তাঁর সুবিখ্যাত কুটগন্ধী সিগার তুলে নিলেন একটা। ভুরু উঁচিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দুই অতিথির দিকে তাকালেন বৃদ্ধ, উভয়েই বিনীত ভঙ্গিতে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল। একটা কাঁধ সামান্য উঁচু-নিচু করলেন অ্যাটর্নি-জেনারেল, যেন এভাবে বোঝাতে চাইলেন ওরা মহা মূর্খ, তারপর সিগার ধরিয়ে নিয়ে সুখটান দিলেন আয়েস করে। আড়চোখে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল টাওয়ার আর সাবাডিয়া। দুজনেরই চেহারা নির্লিপ্ত, যদিও উভয়েই জানে ঠিক এ-মুহূর্তে কী ভাবছে অপরজন। ওরা দুজনই, কোন না কোন সময়ে, বড়কর্তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল: কিন্তু ওই একবারই। কাশির দমকে প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার পর, ওরা কিরে কেটেছে মনে মনে জীবনে আর কখনো কোন অবস্থাতেই ওই জিনিস স্পর্শ করবে না।

'হ্যাঁ, জন, হুয়ান,' সন্তুষ্টচিত্তে সিগারে টান মেরে শুরু করলেন অ্যাটর্নি-জেনারেল, কটুগন্ধী ধোঁয়ায় তাঁর মাথা আবৃত, 'ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের লোকেরা জবাব চাইছে আমার কাছে, এবং তাড়াতাড়ি। জবাব না দিতে পারলে বদনাম হয়ে যাবে আমাদের।'

'উপায় একটা আছে,' বলল কর্টেয।

একসঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওর দিকে অপর দুজন, সাবাডিয়া অনাবিল হাসল। বড়কর্তা যখন বলেন 'আমাদের' বদনাম হয়ে যাবে, তখন আসলে বলতে চান বদনামটা হবে ওদের। তিনি সর্বদা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকেন।

'শোনা যাক, উপায়টা কী,' বললেন অ্যাটর্নি-জেনারেল। বিশাল গদিআঁটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে হুয়ান কর্টেযের দিকে তাকালেন তিনি। টাওয়ারও নড়েচড়ে বসল, কান সজাগ, যেন এখুনি সাবাডিয়া এমন কঠিন প্রশ্ন করে বসবে যার উত্তর দিতে গিয়ে সে গলদঘর্ম হবে।

'আমাকে ফাঁসিয়ে দিন,' বলল কর্টেয।

'মানে?'

'একটা কোন কেস সাজান, বড় ধরনের কিছু। এমন, যাতে প্রচুর টাকার ব্যাপার জড়িত, সোনাদানা হলেই ভাল। অর্থাৎ কেসটা এরকম হতে হবে, যেন সিকি মিলিয়ন ডলার লুটে অংশ নিয়েছে এমন একজনের মনে দাগ কাটতে পারে।'

'বুঝেছি,' বলল টাওয়ার। 'ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়বে তুমি। এবং তোমাকে জেলে পোরা হবে। কিন্তু এতে কোন লাভ হবে না।'

'কেন?' জানতে চাইল কর্টেয।

'বার্লো কাশবে না,' জবাব দিল টাওয়ার। 'ব্যাটা বেজায় শক্ত। তিনজন লোক লাগিয়ে ধোলাই করা হয়েছে ওকে। যত কায়দা জানা আছে সব ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ওর দুই সঙ্গীকে গ্রেফতার করেছি আমরা। টাকা উদ্ধার হয়েছে, ওর বন্ধুরা ওকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। কিস্যু হয়নি। হয় ব্যাটা আসলেই জানে না কিছু, আর নয়তো জানে আগুন ওর এক গাছি চুলও ছুঁতে পারবে না।'

'তোমার কোন্‌টা বিশ্বাস?' জিজ্ঞেস করল সাবাডিয়া।

'দ্বিতীয়টি,' জানাল টাওয়ার।

'তবু আর একবার চেষ্টা করতে দোষ কী,' অর্থপূর্ণ গলায় বলল কর্টেয।

টাওয়ার হেলান দিল চেয়ারের পিঠে, চোখ ছোট ছোট, অ্যাটর্নি-জেনারেল ঘাড় নেড়ে কর্টেযকে তার বক্তব্য শেষ করার নির্দেশ দিচ্ছেন দেখে বুকভরে শ্বাস টানল একটা।

'বার্লোর সেলে রাখবেন আমাকে। আমি দেখি ওর বিশ্বাস অর্জন করতে পারি কিনা। তিন দিন সময় পেলেই চলবে। যদি পারি, আমি সিগন্যাল দেব। এর পরের ব্যাপারটা তুমি সামলাবে, জন; আমরা যাতে জেল ভেঙে পালাতে পারি তার ব্যবস্থা করবে।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?' রুক্ষ স্বরে বলল টাওয়ার। 'তোমার ধারণা টেরিটোরিয়াল প্রিজন তার সুনাম নষ্ট করতে রাজি হবে?'

অ্যাটর্নি-জেনারেলের দিকে তাকাল কর্টেয। বৃদ্ধের কপালে কুঞ্চন।

'টেরিটোরিয়াল প্রিজনকে যা করতে বলা হবে তাই করবে সে, জন,' বললেন বড়কর্তা। 'অন্তত আমি যদ্দিন এই চেয়ারে আছি।'

'কাজ হবেই এ দাবি করছি না,' বলল সাবাডিয়া। 'তবে হতেও পারে।'

'আবার তুমি মারাও পড়তে পার,' যুক্তি দেখাল টাওয়ার। 'বার্লো চড়াও হতে পারে তোমার ওপর।'

'পারে,' স্বীকার করল হুয়ান কর্টেয। 'তবু আমি মনে করি একটা চেষ্টা করা উচিত। যদি কোনমতে একসাথে বেরোতে পারি আমরা—পরস্পরের বন্ধু হয়ে—হয়তো আমাকে অন্যদের কাছে নিয়ে যাবে ও। কিংবা টাকার কাছে। অথবা দুটোই।'

'কী জানি, হুয়ান,' বলল টাওয়ার। 'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে মরীচিকার পেছনে ছোটা।'

'ঠিক আছে, তুমিই তাহলে উপায় বাতলাও একটা,' চ্যালেঞ্জ ছুড়ল কর্টেয।

একমুহূর্তের নীরবতা; টাওয়ারের মাথায় যদি আর কোন বুদ্ধি এসেও

থাকে, সেটা সে নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখল, ওদিকে অ্যাটর্নি-জেনারেলও চুপ, একটা কলমের গোড়া দিয়ে আস্তে আস্তে টোকা মারছেন তাঁর দাঁতে।

'হ্যাঁ,' শেষমেশ বললেন তিনি, কর্তৃত্বের সুরে, 'আমরা চেষ্টা করব।'

হাসল না সাবাডিয়া। এটা তার পুরস্কার নয়। বুদ্ধিটা ভাল, এই যা। কাজ হতে পারে, নাও পারে। সাফল্য নির্ভর করছে পালানর ব্যাপারটাকে ওরা কতখানি নিখুঁতভাবে সাজাতে পারে তার ওপর। কথাটা ওদের বলল কর্টেয।

'ওঃ,' মৃদু সুরে জবাব দিল টাওয়ার, 'এ আর এমন কী! আগে বার্লোকে তুমি দলে ভেড়াও তো।'

'পথ অবশ্যই আছে,' বলল কর্টেয। 'সবসময়ই থাকে।'

'ঠিক আছে,' বললেন অ্যাটর্নি-জেনারেল, 'ওই কথাই রইল তবে। সব ভার আমি তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম, জন। তবে দেখ সত্যি সত্যি কোন মামলায় যেন কর্টেয আবার ফেঁসে না যায় শেষে।'

কথার ঝাল দূর করতে হাসলেন বৃদ্ধ। সাবাডিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গুড লাক, বয়।'

'থ্যাংকস,' বলল কর্টেয। জানে, যে-খেলায় নামতে যাচ্ছে তাতে সত্যি সত্যি ভাগ্যের সহায়তা ওর প্রয়োজন হবে।

## ছয়

ফোলসম কারাগারকে নরক বললেও অত্যুক্তি হয় না। কাইমারন পর্বতমালার দক্ষিণে, রেটন আর ক্লেটনের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী রাস্তাটা যেখানে সেজ-খচিত বৈচিত্র্যহীন প্রান্তরকে ছেদ করেছে, তার একপাশে কংক্রীটের দৈত্যকায় একটা দুর্গ। দেয়াল আর নদীর মধ্যবর্তী অংশে কোন গাছপালা নেই, একটা ঘাসফড়িংও ক্ষুধার্ত বাজপাখির সজাগ চোখ এড়িয়ে কোথাও পালাতে পারবে না। কারাগারের দক্ষিণ দিকের জমি ক্রমশ খাড়া হয়ে আকাশছোঁয়া উদ্ধত সিয়েরা গ্রাণ্ডির প্রায় সাড়ে আট হাজার ফুট ওপরে উঠে গেছে। খোদ কারাগারটা সাদামাঠা, তবে অরক্ষিত নয়। প্রথমে দশ ফুট উঁচু তারকাঁটার বেড়া, তারপর বিশ ফুট চওড়া নো-ম্যানস্ ল্যান্ড, সশস্ত্র রক্ষীদল টহল দেয় সর্বদা। কারাপ্রাচীর চুনাপাথরের। জেলভবনগুলো ধূসর, বৈশিষ্ট্যহীন। জানালাগুলো ঘুলঘুলি আকৃতির, মাটি থেকে বহু উঁচুতে, গরাদ-লাগান। একধারে প্রশাসনিক ভবন, দোতলা সমান উঁচু। বাকি তিন দিকে সেল ব্লক, প্রতিটারই চেহারা এক, শুধু নাম আলাদাঃ এ, বি, সি অথবা ডি। প্রতিটি ব্লকের মাঝখানে করিডর, সশস্ত্র পাহারাদার থাকে সবসময়, দুপাশে আট

দুগুণে ষোলটা সেল। প্রতি সেলে দুজন করে কয়েদি।

ফোলসমের প্রাচীর, প্রিজন ওয়াগনে চড়ে এখানে আসার পথে কর্টেয লক্ষ্য করল, অষ্টভুজ। প্রত্যেক কোণেই একটা করে ওঅচ টাওয়ার, প্রতি টাওয়ারে দুজন করে সশস্ত্ররক্ষী। বাইরে তারকাঁটার বেড়া থেকে ভেতরের এক্সারসাইজ ইয়ার্ডের পুরোটাই ওদের রাইফেলের আওতার মধ্যে পড়ে।

পেরিমিটার ফেন্সের গেটে একদল সশস্ত্র রক্ষী ওদের কাগজপত্র পরীক্ষা করল প্রথমে, তারপর গেটের তালা খুলে দিয়ে ওয়াগন ঢোকার পথ করে দিল। এবার ইস্পাত-মোড়া ভারি লোহার ফটক, ঘটঘটাং শব্দে খুলে গেল ভেতর দিকে। আবার কাগজপত্র পরীক্ষা। রোদ প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল ফটক, শান-বাঁধান ত্রিভুজ উঠনের শীতল ছায়ায় শিউরে উঠল কর্টেযের গা। ওয়াগন থেকে ওকে বলপূর্বক নামাল ওরা, উঠনের ওপাশে ইস্পাত-মোড়া ওক কাঠের আরেকটা গেট অবধি নিয়ে গেল। এখানে আরেক দফা পরীক্ষা করে দেখা হলো ওর গার্ডদের পরিচয়পত্র, তারপর ভেতরের কংক্রিটের করিডরে পা রাখার অনুমতি পেল ওরা, সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত হয়ে এগোল বাঁ দিকে। কিছুদূর গিয়ে ডানে ঘুরল, মাথার অনেক ওপরে অবস্থিত ঘুলঘুলি গলে-আসা আলো থেকে কর্টেয অনুমান করে নিল, করিডরটা বর্গাকার প্রশাসনিক ভবনের বাইরের দিককার, এরপর একটু বাদে আরো একটা দরজা পেরোল। এবার পাথরের সিঁড়ি, পাক খেয়ে উঠে গেছে ওপর পানে। শেষমাথায় করিডর, এবং ইস্পাত-মোড়া ভারি লোহার হুড়কো-লাগান আরেকটা দরজা।

খাতায় ওর নাম লিখল ওরা, উচ্চতা মাপল, উকুন-নাশক পাউডার মাখিয়ে দিল চুলে, তারপর যখন স্বাস্থ্যপরীক্ষা শেষ হলো তখন জামাকাপড় খুলে নিয়ে একটা বেঢপ টিউনিক আর কাল-হলুদ ডোরাকাটা প্যান্ট, আর নরম টুপি আর ফিতেবিহীন একজোড়া বুট পরতে দেয়া হলো ওকে। এরপর যখন ওর হাতে চার হাজার আটশ পঞ্চাশ লেখা একটা বোর্ড ধরিয়ে নির্দেশ দেয়া হলো ক্যামেরার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে, কর্টেয উপলব্ধি করল কীভাবে কারাগার একজন মানুষকে নিছক সংখ্যায় রূপান্তরিত করে।

এরপর মার্চ করে সিঁড়ি ভেঙে একতলায় নিয়ে যাওয়া হলো ওকে, গদিআঁটা স্লাইডিং ডোর ঠেলে সেল ব্লক এ-তে ঢোকান হলো।

'তোমার কামরা বার নম্বর, আটচল্লিশ পঞ্চাশ!' রুক্ষ স্বরে বলল গার্ড।

'ডানে, হুপ-হাই, জোরকদমে!'

একপাশে সরে গেল ইস্পাতের দরজা। দুটো খাটিয়া, এককোণে দুর্গন্ধভরা পানির বালতি। ডানের খাটিয়ায় আকৃতিবিহীন একটা অবয়ব, ভ্রূক্ষেপ নেই এদিকে। চুনকাম-করা চুনাপাথরের দেয়ালে ঘাম, সমস্ত পরিবেশে কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে ভ্যাপসা গন্ধ।

এবং অখণ্ড নীরবতা।

ওই সীমাহীন অসহনীয় নীরবতাই কর্টেযকে জানিয়ে দিল প্রতিটি কয়েদি জরিপ করছে ওকে, বোঝবার প্রয়াস পাচ্ছে ওর ক্ষমতার দৌড়।

করিডরে পায়চারিরত পাহারাদারদের ভারি পদশব্দ।

সময় হিসেব করার কোন উপায় নেই।

'তোমাকে কী জন্যে আনা হয়েছে এখানে?'

খাটিয়ায় শুয়ে চুপচাপ সিলিংয়ের দিকে চেয়ে রইল কর্টেয। বার্লোকে বিছানা ছাড়তে দেখেছে ও, লোকটার পানে না তাকিয়েই তার উচ্চতা এবং ওজন অনুমান করে নিয়েছে। প্রায় পাঁচ ফুট দশ, একশ আশি পাউণ্ড বা এর কিছু বেশি—পেশাদার কুস্তিগিরের গড়ন। ছুঁচাল মাথা, খুলি-কামড়ান সোনালি চুল, মুষ্টিযোদ্ধাদের মত থ্যাবড়া নাক। ঢালু পেশীবহুল কাঁধ, বেঢপ কারা-পোশাকের নিচেও সেগুলোর শক্তিমত্তার আভাস মিলছে। রোমশ ভ্রূযুগলের নিচে পাণ্ডুর সবুজ চোখ চেহারায় একধরনের ধূর্ততার ছাপ এনে দিয়েছে। প্রশ্নটা গায়ে মাখল না কর্টেয।

'আমি জিজ্ঞেস করেছি, তোমাকে এখানে আনা হয়েছে কেন?'

চিতাবাঘের মত চকিতে বিছানা থেকে উঠে এল সাবাডিয়া, একলাফে পৌঁছে গেল বার্লোর পাশে। হাতের চেটো দিয়ে সজোরে আঘাত করল ওর গলায়, বাড়তি শক্তি প্রয়োগ করে ভেজা দেয়ালের সাথে ঠেসে ধরল ওকে। আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেল বার্লোর চোখ, ক্রোধ জ্বলে উঠল। প্রতিরোধের আভাস পেল কর্টেয, ডান হাতের আঙুলের গিঁট দিয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ মাপা আঘাত হানল প্রতিপক্ষের গলায়। নেতিয়ে পড়ল বার্লো, মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল ওর হৃৎপিণ্ড। সাবাডিয়া আক্রমণের মুখে, হাঁ করে খাবি খেল বাতাসের অভাবে।

'আহ্,' কোনমতে উচ্চারণ করল বার্লো।

'আমার কাছ থেকে দূরে থাক, হতভাগা!' কর্কশ সুরে বলল কর্টেয। হ্যাঁচকা টানে সোজা করল বার্লোকে, ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল দূরে। বার্লোর পা বেধে গেল খাটিয়ার কিনারে, চিত হয়ে বিছানায় পড়ে গেল সে। হাত ওপরে তুলে আত্মসমর্পণের আবেদন জানাল বন্দী লুটেরা, কর্টেয ফিরে এল নিজের বিছানায়, শরীর এলিয়ে দিয়ে আবার চেয়ে রইল ছাত পানে। একসময় টের পেল ও, স্বাভাবিক হয়ে এসেছে বার্লোর শ্বাস-প্রশ্বাস। সারাদিনে আর কোন কথা হলো না ওদের মধ্যে।

প্রায় পাঁচ-ছ ঘণ্টা পর খাবার এল ওদের জন্যে। সাপার টাইম? ভাবল কর্টেয। ছয়টা, সাতটা?

উঠে কোণের বালতিতে নিজের খাবারগুলো নিক্ষেপ করল ও। সবিস্ময়ে ওর কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল বার্লো, হাঁ হয়ে গেল মুখ, ভেতরের একদলা খাবার টুপ করে গড়িয়ে পড়ল কোলের ওপর।

'আরে,' শুরু করেছিল ও, পরক্ষণে চেপে গেল যখন দেখল কর্টেয রুখে উঠেছে।

প্রথম দিনের সমাপ্তি।

ঢংঢং ঘন্টাধ্বনিতে জেগে গেল কর্টেয।

মড়ার মত নিঃসাড়ে ঘুমিয়েছে সে। আড়ষ্ট হয়ে আছে ওর শরীর, অস্বস্তি বোধ করছে। বার্লো দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, দেখল ও, হাতে নোংরা একটা তোয়ালে ঝুলছে, চোখে অসীম প্রত্যাশা। বাইরের করিডরে কর্মচাঞ্চল্যের আওয়াজ। দরজা সরিয়ে, ব্যাটন ঘোরাতে ঘোরাতে লালমুখো এক গার্ড ভেতরে ঢুকতেই, মেঝেতে পা নামাল কর্টেয।

'উঠে দাঁড়াও!' ধমকে উঠল গার্ড, ব্যাটন হাঁকাল। কর্টেযের কপালে আঘাত করল ওটা, মুহূর্তের জন্যে স্তম্ভিত করে দিল ওকে। লাফিয়ে সোজা হলো ও, হাত আপনাআপনি এগিয়ে গেল লোকটাকে ধরতে। বাউলি কাটল গার্ড, সুকৌশলে পিছু হটল এক পা, ব্যাটন দিয়ে আঘাত করল আবার। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল কর্টেযের, তবু চেষ্টা করল গার্ডকে ধরতে, সেপাই তার বাঁশি বাজাল। সভয়ে দরজার একধারে সরে দাঁড়াল বার্লো। আরো দুজন পাহারাদার ছুটে এল, সেলের মাঝখানে কর্টেযকে দেখতে পেল হাঁটু ভাঙা অবস্থায়।

বগলের তলায় হাত ঢুকিয়ে ওকে খাড়া করল ওরা, টানতে টানতে বাইরের করিডরে নিয়ে গেল। কয়েদিরা সবাই দাঁড়িয়ে রইল সারবেঁধে, নির্লিপ্ত চোখে দেখতে লাগল কর্টেযকে টেনে-হিঁচড়ে সেল ব্লকের শেষপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গার্ড দুজন ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিক্ষেপ করল ঠাণ্ডা পানির চৌবাচ্চায়।

হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে কর্টেয যখন উঠে আসার চেষ্টা করল, হাসতে হাসতে সবুট লাথি মেরে আবার ওকে ফেলে দিল ওরা। কিছুক্ষণ চলল এভাবে, তারপর পচা পানি পেটে গিয়ে যখন বমি শুরু হলো ওর, চুলের মুঠি ধরে চৌবাচ্চা থেকে তোলা হলো কর্টেযকে, ছাড়া পেয়ে মেঝেতে সটান শুয়ে পড়ল ও। একটু ধাতস্থ হওয়ার পর উঠতে যাবে, এমন সময়ে একজন পাহারাদার বুটের ডগা দিয়ে আঘাত করল ওর পাঁজরে। নিমেষে যেন অসংখ্য ছুঁচ ফুটল কর্টেযের শরীরে।

'ওঠ্, হারামজাদা!' খেঁকিয়ে উঠল লালমুখো গার্ড। 'নতুন, তাই রেহাই পেলি অল্পে। আজ তোর নাস্তা হারাম—ঘাড়ে কাঠ নিয়ে উঠনে চল্লিশ পাক দিবি!'

মৃদু গুঞ্জন উঠল দর্শক কয়েদিদের মাঝে। এবং পাহারাদারদের হুঙ্কারে থেমে গেল পরক্ষণে।

দুপাশে দুজন হাত ধরে চ্যাংদোলা করে কর্টেযকে দ্রুত বাইরে নিয়ে গেল ওরা। উঠনের একপ্রান্তে তিন ফুট লম্বা এক ফুট পুরু তক্তা পড়েছিল একটা,

ধুলো আর কাদায় চটচটে।

'তোল ওটা!' তক্তাটা দেখিয়ে ধমকের সুরে বলল গার্ড। 'তোল কাঁধে! এবার কুইক মার্চ! অন দ্য ডাবল!'

হাত রাখার জন্যে লোহার আংটা রয়েছে দুটো, তক্তাটা কাঁধে তুলে নিল কর্টেয। তারপর শুরু হলো দৌড়। আর অন্য কয়েদিরা তা দেখতে লাগল দূরে দাঁড়িয়ে। পঞ্চাশ গজের চক্কর একেকটা, ওর শরীর বিদ্রোহ ঘোষণা না করা পর্যন্ত সমানে চলল নির্যাতন। শেষমেশ যখন তামাশার শখ মিটল গার্ডদের, টানতে টানতে সেলে ফিরিয়ে এনে খাটিয়ায় ছুড়ে দিল ওকে।

'এবার থেকে আগেভাগে তৈরি থাকবি গোসলের জন্যে!' হুঙ্কার ছাড়ল লালমুখো পাহারাদার। 'বোঝা গেছে?'

পিটপিট করে তাকাল কর্টেয, গার্ডের মুখে থুতু ছিটাতে চেষ্টা করল, কিন্তু ওর জিভ তখন শুকিয়ে কাঠ, ঠোঁট রক্তাক্ত। বিছানায় পিঠ সোজা করার প্রয়াস পেল ও, আর্তনাদ করে উঠল প্রচণ্ড যন্ত্রণায়। পরক্ষণে জ্ঞান হারাল।

চোখ খোলার পর মুহূর্তের জন্যে ভয় পেল কর্টেয বোধহয় অন্ধ হয়ে গেছে সে, এতই অন্ধকার। তারপর উপলব্ধি করল এটা দৃষ্টিহীনতাজনিত সীমাহীন অন্ধকার নয়, বরং আলোহীন রাতের অন্ধকার। কিছু একটা জাগিয়ে দিয়েছে ওকে, খানিক পর বুঝতে পারল বার্লো দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে, হাতে ভেজা তোয়ালে নিয়ে। কর্টেযের খটখটে ঠোঁট ওটা দিয়ে মুছে দিয়েছিল ও, আবার মুছতে যাবে এমন সময়ে অন্ধকারে নড়ে উঠল কর্টেয, হাত চলে গেল বার্লোর গলায়, লোকটাকে সরানর জন্যে জোর খাটাল। দ্রুত সাড়া দিল বার্লো, এ-মুহূর্তে কর্টেযের চেয়ে ওর শক্তি বহুগুণে বেশি। এক ধাক্কায় কর্টেযের হাত সরিয়ে দিল সে, খাটের ওপর চেপে ধরল ওকে।

'খোদার কসম, দোস্ত,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল বার্লো, 'আমি তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি।'

'–তুমি!' রাগে দাঁত কড়মড় করল কর্টেয, দুর্বল হাতে বার্লোকে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করল বুকের ওপর থেকে। 'কারো সাহায্য আমার লাগবে না।'

চাপা গলায় বিরক্তি প্রকাশ করল বার্লো। 'এরকম করলে এখানে তুমি দশ মিনিটও টিকবে না, দোস্ত! তোমার গলা নামাও, নইলে এক্ষুণি গার্ডরা এসে পিটিয়ে ছাতু করে ফেলবে তোমাকে।'

ঢিল পড়ল কর্টেযের শরীরে, বার্লোকে বোঝাল আর বাধা দেবে না সে।

ওপরে-নিচে মাথা দোলাল বার্লো। 'এই তো সুমতি হয়েছে,' বলল। 'নাও, তোমার মুখটা মুছে ফেল।'

তোয়ালেটা কর্টেযের হাতে দিল ও, এরই মাঝে প্রায় শুকিয়ে গেছে, তবু ওতেই ওর প্রাণে প্রশান্তির পরশ লাগল।

'তোমার মতলবখানা কী?' জিজ্ঞেস করল বার্লো। 'জেলসুদ্ধ লোকের

সাথে জোর খাটাতে চাও?'

'সব শালা হারামির বাচ্চা!' ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল কর্টেয।

'ঠিক,' একমত হলো বার্লো। 'তবে এভাবে চলতে থাকলে তোমাকে এখানে পচতে হবে।'

'কচু,' বলল কর্টেয। 'আমি এখানে বেশিদিন নেই।'

'ঠিক,' সহানুভূতি প্রকাশ করল বার্লো।

'ঠাট্টা না,' কর্টেয বলল ওকে। 'তুমি বাজি ধরতে পার। আমি পালাচ্ছি, এবং পয়লা সুযোগেই ওই লাল কুত্তার কল্লা কাটব।'

'প্রথম প্রথম অনেকেই বলে।'

'বড়াই না,' বলে ছুরিটা ওকে দেখাল কর্টেয।

দ্বিতীয় দিনের সমাপ্তি।

'আমাকে তোমার সাথে নাও,' বলল বার্লো। 'আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব।'

'বটে,' বলল কর্টেয।

'এদিককার পথঘাট তুমি চেন?' জানতে চাইল বার্লো।

'না চিনলেই-বা কী?'

'পাঁচ মাইলও যেতে পারবে না,' বার্লো বলল ওকে। 'কিন্তু যদি তোমার সাথে এমন কেউ থাকে যে চেনে এই এলাকা...'

'বুঝেছি,' বলল কর্টেয। 'শোন, বার্লো, রাগ কর না। আনাড়িরা ঝামেলাই বাড়ায় শুধু।'

'আনাড়ি?' বার্লো অবাক। 'আনাড়ি কাকে বলছ তুমি।'

'তুমি, বার্লো। তোমাকে কেন আনা হয়েছে এখানে? নিশ্চয় গরু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলে? অথবা কারো ঘোড়ার মার্কা বদলাচ্ছিলে? যত্তসব...এখানে আর যেগুলো আছে তাদের সাথে তোমার কোন পার্থক্য নেই—বড় কিছু করা তোমার পক্ষে অসম্ভব।'

'যেমন তুমি করেছ, হাহ্?' বার্লো মুখ বাঁকাল, কর্টেযের কথায় স্পষ্টত বিরক্ত। 'তুমি যদি এতই চালু, তাহলে এখানে ঢুকতে হলো কেন?'

'কপালের ফের,' জবাব দিল কর্টেয। 'এর ওপর তো আর কারো হাত নেই।'

'তোমার অপরাধটা কী?'

'টম কার্টনকে খুন করার চেষ্টা,' বলল কর্টেয। 'তুমি নিশ্চয়ই নামও শোননি কার্টনের।'

ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে চেয়ে রইল বার্লো। সম্ভবত নিউ মেক্সিকোর সবচেয়ে ক্ষমতাবান লোক টমাস বেণ্টন কার্টন। জনশ্রুতি, বেণ্টনকে কেউ ঘাঁটাবার চেষ্টা করলে তার খারাবি হয়।

'টম কার্টনকে খুন করার চেষ্টা করেছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ। কপাল মন্দ, পারিনি। আমিও গুলি ছুড়েছি, আর ও-ও জুতোর ফিতে বাঁধতে মাথা নিচু করল। তক্ষুণি যদি পালাতাম, কেউ কোনদিন জানতেও পেত না। কিন্তু আমি হলাম গিয়ে পেশাদার, বুঝলে! ফের চেষ্টা করলাম। আর তাতেই ধরাটা খেলাম।'

'খোদার কসম, দোস্ত,' বলল বার্লো, 'এরপরও তুমি বেঁচে আছ কীভাবে?'

'হাহ্,' মুখ টিপে হাসল কর্টেয। 'আমারও কিছু বন্ধুবান্ধব আছে। কার্টনের ইচ্ছেয় হয়তো এখানকার অধিকাংশ লোক ওঠ-বস করে, কিন্তু সবাই না।'

'তুমি ওকে খুন করতে চাইছিলে কেন?' জানতে চাইল স্যাম বার্লো।

'কেন আবার, টাকার জন্যে,' ঝামটা মারল কর্টেয।

'কার্টনকে খতম করার জন্যে কেউ তোমাকে টাকা দিয়েছিল?' খাদে নেমে গেল বার্লোর গলা। 'কে?'

নিদারুণ অবজ্ঞাভরে ওর দিকে তাকাল কর্টেয। 'সর্বনাশ, তোমার মাথায় দেখছি ঘিলু বলতে কিস্যু নেই!' হতাশ ভঙ্গিতে এপাশ-ওপাশ মাথা দোলাল ও। 'কোন সন্দেহ নেই, এখানেই পচবে তুমি। তা পচ, বার্লো। তোমার মনটা সাদা, স্বীকার করছি, কিন্তু আমার জাতের নও।'

'তোমার তাই ধারণা,' বলল বার্লো। 'ঠিক আছে, চুলোয় যাও তুমি, বড়মুখো।'

'বেশ,' হাই তুলল কর্টেয, 'আমাকে বোঝাও, তুমিও কম যাও না কোন অংশে, আমি হয়তো মত পাল্টাতেও পারি।'

'আমি এবং আরো দুজন,' শুরু করল বার্লো। 'আমরা…' আমতা আমতা করতে লাগল ও, তারপর চুপ মেরে গেল একদম, ঠোঁট কামড়ে ধরল।

'ভুলে যাও,' রুক্ষ স্বরে বলল সে। 'স্রেফ ভুলে যাও।'

'চালাও, বাপু, চালাও,' তাগাদা দিল কর্টেয, জানে এখন যদি বার্লোকে দিয়ে কথা বলাতে না পারে, কোনদিনই আর পারবে না। 'আমাকে বল, তুমি আর এই দুজন কী করেছিলে গাধার মত। আমার তর সইছে না, কতদিন প্রাণখুলে হাসি না।'

'ট্রেন ডাকাতি করেছিলাম,' বলল বার্লো। 'সিকি মিলিয়ন ডলার।'

কর্টেয কেবল তাকাল ওর পানে। একটি কথাও বলল না, কিন্তু ওর মুখভঙ্গি বার্লোকে পরিষ্কার জানিয়ে দিল তার সম্বন্ধে কী ভাবছে কর্টেয।

'খোদার কসম, দোস্ত, সত্যি!' বলল স্যাম বার্লো, কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন মিনতির সুর।

'জানি,' জবাব দিল কর্টেয। 'কাগজে পড়েছি। এক ফুট লম্বা হেডলাইন বেরিয়েছিল। আমাকে তুমি কী ভেবেছ, বার্লো—গর্দভ?'

'সত্যি বলছি, দোস্ত,' বলল বার্লো, এবার রাগত স্বরে। 'কাগজে যদি না বেরিয়ে থাকে তার কারণ খবরটা ওরা চেপে গেছে। হয়তো ভেবেছিল,

আমার কাছ থেকে আদায় করতে পারবে কিছু, কোনরকম সূত্র। পারেনি। কিস্যু বলিনি আমি। একটা কথাও না।'

'দারুণ গপ্পো,' মুচকি হাসল কর্টেয, 'সত্যি, বার্লো, তুমি বানাতে পার বটে।'

'ফের–' শুরু করেছিল বার্লো, কিন্তু হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল কর্টেয।

'বেশ,' বলল ও, 'ধরে নাও আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছি।'

'করেছ বিশ্বাস?'

'ধরে নাও করেছি।'

'তাহলে আমাকেও তোমার সাথে পালাবার সুযোগ করে দাও।'

'তুমি কেন বেরোতে চাইছ, বার্লো?'

'বখরা নিতে–আবার কেন?'

'ভাল। কিন্তু আমার কথা হলো–আমি কেন তোমাকে সাহায্য করতে যাব?'

'উফ, খোদা, কেন আবার–এভাবে একে অন্যকে সাহায্য করছি আমরা, ঠিক কিনা?'

'কিন্তু ছুরিটা তো আমার হাতে,' যুক্তি দেখাল কর্টেয। 'একা বেরোন আমার জন্যে কোন সমস্যাই না। তোমাকে কোন্ দুঃখে সাহায্য করতে যাব? আমার কী লাভ?'

'বাইরে বিশ হাজার ডলার অপেক্ষা করছে আমার জন্যে,' বলল বার্লো। 'আমার পালাবার ব্যবস্থা করে দাও–তোমাকে পাঁচ দেব।'

'আমার যেন মনে হলো তুমি সিকি মিলিয়ন ডলারের কথা বলছিলে?'

'পাঁচ হাজার,' প্রশ্নটা না শোনার ভান করে, আবারো বলল বার্লো।'

'সাড়ে সাত।'

'ঠিক আছে,' জবাব দিল বার্লো। 'কবে যাওয়া হচ্ছে?'

'কাল,' জানাল কর্টেয। 'ব্যায়ামের পরপরই।'

তৃতীয় দিনের সমাপ্তি।

সে-রাতে অনেকক্ষণ বিছানায় জেগে কাটাল কর্টেয, নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভাবল বার্লোর কথাগুলো। তিনজন ছিল ওরা; কথাটা সত্যি ও তা জানে। এ-ব্যাপারে মিথ্যা বলেনি বার্লো, লুটের টাকার অঙ্কও গোপন করেনি। সুতরাং নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া যায়, বাইরে ওর জন্যে বিশ হাজার ডলার অপেক্ষা করছে বলে বার্লো যে-দাবি করেছে সেটাও মিথ্যে নয়। কিন্তু ওর বখরা বিশ হাজার হলে এর অর্থ দাঁড়ায় বাকি দুজন ভাগে এক লাখ পনের হাজার করে নিচ্ছে। যদি তা-ই হয়–কেন?

ক্রমশ ডাকাতি সম্পর্কে নিজের তত্ত্বই নির্ভুল মনে হলো কর্টেযের কাছে, যে-তত্ত্বের ভিত্তিতে ফোলসমে বার্লোর সঙ্গে ওকে রাখতে বলেছিল সে, এবং পরে নিউ মেক্সিকোতে হাজির হয়েছিল গিয়ে। ওখানে সরেজমিনে খোঁজখবর

নিয়েছে ও, ব্যাংকের কারো ব্যাপারে সন্দেহজনক কিছু জানতে পারেনি। পিংকারটনের দুই গোয়েন্দা, লিভেন আর রাজিনকেও সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। ওরা নিজেরাই ব্যাকুল হয়ে আছে বাকি দুই ডাকাতকে ধরার জন্যে। কারণ এই ডাকাতির ফলে শুধু যে এজেন্সির বদনাম হয়েছে তা-ই নয়, লিভেন আর রাজিনের সততা সম্পর্কেও সংশয় দেখা দিয়েছে অনেকের মনে। তবে ওদের ডোশিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়েছে সে, কারোই কোনরকম খুঁত পায়নি।

তবু কর্টেযের দৃঢ়বিশ্বাস এই ডাকাতরা উঁচুদরের কোন অপরাধ-প্রতিভা নয়। বার্লোই তার অকাট্য প্রমাণ। এরা সাহসী সতর্ক লোক। দক্ষ। কিন্তু সরকারি দফতরের গোপন তথ্য জোগাড় করার মত প্রভাবশালী কেউ নয়। আর এ-ধারণা থেকেই ওর মনে জন্ম নিয়েছে আরেকটা ধাঁধা।

ধরা যাক অপর দুজনও বার্লোর সমান, অর্থাৎ বিশ হাজার ডলার পাচ্ছে। মোট ষাট হাজার। কিন্তু ওদের মুঠোয় যদি সিকি মিলিয়ন ডলারই থাকবে, এত অল্পে ওরা তুষ্ট হচ্ছে কেন? তারমানে নিশ্চয় ওরা জানে না এর হদিস বের করা সম্ভব নয় কারো পক্ষে। আর সেক্ষেত্রে এর অর্থ, ওদেরকে উলটোটা বোঝান হয়েছে। আর এখানেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে একটা রহস্যঃ তৃতীয় পক্ষের হাত রয়েছে ডাকাতিতে, যে ডলার চালানের খবরটা দিয়েছে ওদের, এবং কীভাবে সেটা লুট করতে হবে, কোথায় রাখতে হবে নিয়ে গিয়ে তাও বলেছে। গোটা ডাকাতির প্রতিটা পদক্ষেপই ছিল সুপরিকল্পিতঃ কেবল শেরিফ ল্যাংলির জন্যে সেটা ভেস্তে গেছে। বার্লো ধরা পড়েছে, গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে অন্যরা। অপেক্ষা করছে কোনকিছুর জন্যে। কী হতে পারে সেটা? পরবর্তী নির্দেশ। নিশ্চয় বার্লো জানে। বার্লোই এখন ওর ধাঁধার একমাত্র চাবিকাঠি।

যখন ঘুমাতে গেল তখনো এইসব চিন্তাভাবনায় আচ্ছন্ন ছিল কর্টেযের মাথা। স্বপ্নের কুয়াশার ভেতর দিয়ে আবছা একটা অবয়ব সারাক্ষণ তাড়া করে ফিরল ওকে। ও দেখতে পেল কোথায় শেষ হয়েছে গিয়ে কুয়াশা, বুঝল যখন সে পৌঁছুবে ওখানে, তাকে খুন করার জন্যে ওত পেতে থাকবে কেউ একজন। মরতে ভয় পায় না কর্টেয। কিন্তু অদৃশ্য আততায়ীর পরিচয় জানতে ভয় হলো ওর। যখন কুয়াশার শেষপ্রান্তে পৌঁছুল, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল কর্টেযের।

ঘণ্টি বাজছে। সকাল হয়ে গেছে।

# সাত

ফোলসম প্রিজন ওয়ার্ডেনের সঙ্গে কর্টেয যে-ব্যবস্থাটা করে রেখেছে তা নেহাত সাদামাঠা। ওয়ার্ডেনের বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পর্কে যেহেতু কিছু জানে না, তাই এ-

ব্যাপারে অযথা। কোন ঝুঁকি নেয়নি সে। বাস্তবে, ওয়ার্ডেন টমাস বেকার একজন আদর্শ কারা পাল, দিনরাত যাঁর একটিই চিন্তা: কীভাবে তাঁর কয়েদিদের আরেকটু আরামে রাখার ব্যবস্থা করা যায়। আইন পরিষদ; প্রিজন বোর্ড এবং স্থানীয় আর পুবের খবরকাগজগুলোর মাধ্যমে তিনি পর্যাপ্ত তহবিল সংগ্রহের চেষ্টা করছেন যাতে ফোলসমের সংস্কারসাধন করতে পারেন।

টমাস বেকার ছোটখাট মানুষ, মাঝবয়সী, কার্যোপলক্ষে বিভিন্ন ভোজসভায় যোগদানের সুবাদে বাড়তি মেদ জমেছে শরীরে–কিন্তু তাতে তাঁর কুশাগ্র বুদ্ধির ধার কমেনি এতটুকু। টাওয়ারের বক্তব্য মন দিয়ে শুনলেন বেকার, প্যাডে প্রয়োজনীয় নোট নিলেন দু-একটা, তারপর টাওয়ারের কথা যখন শেষ হলো, দ্রুত মাথা ঝাঁকালেন।

'কোন অসুবিধে হবে না,' বললেন তিনি। 'কজনকে জানতে দেয়া যাবে ব্যাপারটা?'

'যত কমে হয় ততই ভাল,' বলল টাওয়ার। 'একেবারে অল্পে সারবেন।'

বেকার শুধু সাহায্যই করলেন না, যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয়ও দিলেন। কর্টেযের ভাগ্যে কিছু দুর্ব্যবহার জুটবে এটা জানা থাকা সত্ত্বেও, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সেল ব্লক-এ কিংবা অ্যাডমিন বিল্ডিংয়ের কোন রক্ষীকে জানতে দেবেন না যে পালাবার ঘটনাটা সাজান।

'একেবারে আসলের মত দেখাতে হবে,' টাওয়ার বলল তাঁকে। 'নইলে সন্দেহ করে বসবে বার্লো।'

'ওঅচ টাওয়ারের গার্ডদের জানাতেই হবে,' বললেন বেকার। 'ওরা বাছাই-করা লোক, ক্র্যাক শট, দুজনকেই গেঁথে ফেলতে পারবে ওখান থেকে।'

'বেশ,' সম্মত হলো টাওয়ার। 'তবে কর্টেযকে দেখতে পাবে যেসব গার্ড শুধু তাদের–অন্যদেরকে নয়।'

প্রাথমিক আলোচনার পর, খুঁটিনাটি বিষয়–যেমন কাপড়চোপড়, ঘোড়া, অস্ত্রপাতি এসব নিয়ে আলাপ করল ওরা। বেকার একটা কথা জানতে চাইলেন।

'এসব নিয়ে ব্যাটা বেশি মাথা ঘামাবে বলে আমার মনে হয় না,' টাওয়ার অভয় দিল কারাপালকে। 'কর্টেয আগেই বোঝাবে ওকে, বাইরে তার প্রচুর প্রভাবশালী বন্ধুবান্ধব আছে। কথাটা গিলতে বাধ্য হবে বার্লো। তারপর বাকিগুলোও গিলে ফেলবে আপসে আপ।'

ওপরে-নিচে মাথা দোলালেন বেকার। 'আমারও তাই ধারণা,' বললেন। 'তাহলে আমাদের এখন শুধু কর্টেযের সংকেতের অপেক্ষা করতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল টাওয়ার। সংকেতটা আর কিছু না: পিটি-র আগে ওয়ার্ডেনের সঙ্গে দেখা করতে চাইবে কর্টেয। নিয়ম অনুযায়ী দোতলায় জানান হবে সেটা। ওয়ার্ডেন প্রত্যাখ্যান করবেন অনুরোধ। তবে বুঝে যাবেন কর্টেয

তৈরি, আর কর্টেয, যখন শুনবে ওয়ার্ডেনের সিদ্ধান্ত, বুঝবে তিনিও।

সেইমত অনুরোধ করা হলো এবং নাকচও হয়ে গেল যথানিয়মে। এবং চাকা ঘুরতে শুরু করল। সহ-কয়েদিদের সঙ্গে ডাইনিং হলে যাওয়ার সময় কর্টেয শুধু প্রার্থনা করল, এই ঘোরাটা যেন নির্ভেজাল হয়। নাস্তার পর, খুলে গেল চারটে তেকোনা উঠনে যাওয়ার সবকটা দরজা, যাতে কয়েদিরা কারাগারের চৌহদ্দির ভেতর ছুটোছুটি করতে পারে একটু। এই নিয়মটি বেকারের নিজস্ব উদ্ভাবনা: তাঁর মতে দিনে অন্তত একবার হলেও কয়েদির গায়ে বাইরের খোলা আলো-হাওয়া লাগাবার সুযোগ দেয়া উচিত। এতে বিপদের সম্ভাবনা, বলতে গেলে, নেই। অষ্টভুজ দেয়ালের আটটি পোস্টে আট দুগুণে ষোলজন সান্ত্রী উইনচেষ্টার রিপিটার্সহাতে সর্বক্ষণ কড়া নজর রাখে কয়েদিদের ওপর। প্রধান ফটকে থাকে তালা, সেখানে পাহারা দেয় দুজন। এবং কয়েদিদের দীর্ঘ শোভাযাত্রার সময়ে পাঁচ-ছয় গজ পরপর মার্চ করে একজন করে কারা-রক্ষী—তার ডান হাতে থাকে ঘূর্ণায়মান ব্যাটন, বাঁ-হাত খাপে-ভরা পিস্তলের বাঁটে।

'হুপ-হাই, হুপ-হাই, হুপ-হাই!' গার্ডরা চিৎকার করে পা ফেলার তালে তালে, নিশ্বাসের সাথে বুকভরা হিমশীতল ভোরের ধোঁয়াটে কুয়াশা গ্রহণ করে। 'হুপ-হাই, হুপ-হাই!'

কারাভবনের উত্তর পাশে ব্লক-এ আর ডি-র মধ্যবর্তী শান-বাঁধান উঠনে পা রেখেই হোঁচট খাওয়ার ভান করল সাবাডিয়া, মেঝেয় পড়ে গেল। চোখের পলকে ওর পাশে চলে এল সেল ব্লক এ-র লালমুখো গার্ড চার্লি শোর, হ্যাঁচকা টান মারল কর্টেযের বাহু ধরে, মারার জন্যে ব্যাটন তুলল।

'ওঠ্, বানচোত!' কর্কশ সুরে বলল শোর।

এবার যা ঘটল তার জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিল না গার্ড। ছোবল-মারা সাপের মত সাঁই করে মেঝে ছেড়ে উঠে এল কর্টেয, ডান কাঁধের কাছ থেকে ছুটে গেল বাঁ-হাত, তালুর বাইরের কানা দিয়ে থ্যাচ করে কারাতের কোপ মারল শোরের চিবুক আর কণ্ঠমণির মাঝামাঝি অংশে। পূর্ণ শক্তিতে মারলে, ভেঙে যেত শোরের শ্বাসনালি, এবং দশ মিনিট পর অক্কা পেত সে। কিন্তু কর্টেয আঘাতের রাশ টেনে ধরেছিল, যাতে পাহারাদারের শ্বাস-প্রশ্বাসই শুধু পঙ্গু হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্যে। অসাড় শ্বাসনালির সাহায্যে প্রাণপণে অক্সিজেন টানতে গিয়ে হাঁপ ধরে গেল শোরের, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল কোটর ছেড়ে, ব্যাটনটা আপনাআপনি খসে পড়ল হাত থেকে। প্রথম বাউন্সে ভারি ব্যাটনটা তুলে নিল কর্টেয, দ্বিতীয় গার্ড ছুটে আসতেই এমনভাবে ছুঁড়ে মারল সেটা যেন জিনিসটা একটা ব্যালান্সড্ নাইফ। ভারি, ইস্পাত-মোড়া লাঠিটা বাতাস কাটল সাঁই করে, ছুটন্ত গার্ড মাথা নিচু করল চকিতে, একপাশে সরে গেল। আর সেই আসরে লালমুখোর পেছনে চলে গেল কর্টেয, ধূসর প্রাচীরের মাথায় সদ্য উঁকি-দেয়া সূর্যের আলো পড়ে ঝিকিয়ে

উঠল ওর ছুরির ফলা।

থমকে দাঁড়াল ছুটন্ত গার্ড, হাত হোলস্টারে চলে গেল।

'ওটা ধরেছ কি আমি জবাই করব একে!' খ্যাপাটে গলায় শাসাল কর্টেয।

দিশাহারা ভঙ্গিতে আশপাশে তাকাল গার্ড, কয়েদিরা সভয়ে সরে গেছে নিরাপদ দূরত্বে, উঠন ছেড়ে প্রাচীর ঘেঁষে আশ্রয় নিয়েছে। কনুইয়ের ভাঁজে শোরের গলা পেঁচিয়ে ধরেছে কর্টেয; লালমুখোর শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে পেছনে; পাহারাদার থ, হাত হোলস্টারের ওপর স্থির, সাহায্যের আশায় তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। অন্য গার্ডরাও পাথর, সুযোগের অপেক্ষায় আছে। গজ চারেক দূরে ছিল বার্লো, গুটি পায়ে এগিয়ে আসছিল। সাবধানে শোরের পিস্তলটা হোলস্টার থেকে তুলে নিল কর্টেয, ছুড়ে দিল বার্লোর উদ্দেশে।

'এদিকে এস!' আদেশ করল কর্টেয। 'ওই পাহারাদারটাকে ধরে আন এখানে!'

পিস্তল নাচাল বার্লো, দ্রুতপায়ে এগোল কর্টেয আর শোরের কাছাকাছি হওয়ার জন্যে। ইতস্তত করছিল অপর গার্ড, গুলি ছুড়ল বার্লো। গার্ডের পায়ের কাছে শানে আঘাত হানল বুলেট, আতঙ্কে লাফিয়ে উঠল কারা-রক্ষী, হিংস্র একটা শব্দ করে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে অন্যদিকে ছিটকে চলে গেল সীসেটা। বাঁচার সহজাত তাগিদে প্রাচীরের ধারে দাঁড়ান কয়েদিদের কয়েকজন ঝট করে নামিয়ে ফেলল তাদের মাথা। অলস পায়ে আগে বাড়ল পাহারাদার, বার্লো পাকড়াও করল ওকে। এবার শোরকে নিয়ে ঘুরে ফটকের দিকে মুখ করে দাঁড়াল কর্টেয: লালমুখোর পেছনে ও, আর ওর পেছনে বার্লো, কপালে পিস্তল ধরে অপর গার্ডকে ধরে নিয়ে আসছে।

'ওই গেট খুলে দাও!' চিৎকার করে বলল কর্টেয। 'তা নাহলে এখানে দুজন গার্ডের লাশ পড়বে!'

'মেরেই দেখ ওদের, এর দুসেকেণ্ড পর তোমরাও মরবে!' কারাপ্রাচীরের ওপর থেকে পালটা চিৎকার করল এক গার্ড। 'তারচেয়ে ছেড়ে দিয়ে নিজেরাও আত্মসমর্পণ কর।'

ওই কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে একটা গুলি ছুড়ল বার্লো, ঝটপট পিছু হটল পাহারাদার। একপা-দুপা করে ফটকের কাছাকাছি চলে গেল ওরা, কর্টেয আবার আদেশ করল গলা চড়িয়ে। 'খোল!' চিৎকার করে বলল ও। 'আমি কিন্তু এক কথা তিনবার বলি না!'

ইতিমধ্যে মূল অ্যাডমিন বিল্ডিংয়ের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন ওয়ার্ডেন বেকার, সঙ্গে কাটা-বন্দুক হাতে তিনজন গার্ড, দশ গজি রায়ট গান ওগুলো, দেখল বার্লো। কারো বিশ গজের মধ্যে যদি একটাও ছোড়া হয়, কফিনটাকে মোটামুটি ভারি করে তোলার জন্যে ওরা সাধারণত খণ্ডবিখণ্ড অংশগুলোকে খুঁজে-পেতে একটা স্যাডলব্যাগের ভেতর ভরে দেয়।

'কর্টেয?' ডাকল ও, ভয়ার্ত সুরে।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখ,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল কর্টেয। লালমুখোকে ধাক্কিয়ে নিয়ে ফটকের দিকে আরেকটু এগোল ও, পাহারাদারের চোখ ভয়ে কপালে উঠেছে, সারা শরীর ভিজে গেছে ঘামে।

'ঠিক আছে!' চিৎকার করে বললেন ওয়ার্ডেন। 'খুলে দেয়া হবে।'

উৎফুল্ল গুঞ্জন শোনা গেল প্রাচীর-ছায়ায় দাঁড়ান কয়েদিদের মাঝে, জনাকয়েক এগোতে নিল কর্টেযের দিকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, সবকটা ওঅচ টাওয়ার থেকে গুলিবৃষ্টি হলো একপশলা, কুঁকড়ে পিছিয়ে গেল ওরা। ওয়ার্ডেন সাবধান করলেন, 'আর কেউ পালাবার চেষ্টা করলেই তাকে মরতে হবে!' উঠনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

'তোমরা!' হাঁক দিলেন কারাপাল। 'হ্যাঁ, তোমাদের দুজনকে বলছি! আমি গেট খুলে দিলে, গার্ডদের অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দেবে তো?'

'আগে গেট খুলে দিন, ওয়ার্ডেন!' পাল্টা চেঁচাল কর্টেয। 'নইলে এক্ষুণি শেষ করব ওদের!'

ঘাড় কাত করলেন ওয়ার্ডেন বেকার, হাত ইশারা করলেন ভারি ফটক লাগোয়া দুই টাওয়ারের প্রহরীদের। চাকা ঘোরাতে শুরু করল ওরা, ধীরে ধীরে ফাঁক হতে লাগল দরজা। কাঁটাতারের বেড়া পাহারা দিচ্ছিল যেসব গার্ড, হন্তদন্ত হয়ে তারা ছুটে এল এবার, হাতে উইনচেস্টার তৈরি।

'সাবধান!' চেঁচিয়ে ওদের নির্দেশ দিলেন ওয়ার্ডেন, 'কেউ গুলি করবে না!'

'ঠিক আছে, বাপধন!' শোরের কানে মধু ঢালল কর্টেয। 'এবার তোমার পা দুটোকে চালু কর!'

লালমুখোর পিঠে হাঁটুর গুঁতো মারল ও, ব্যথায় ককিয়ে উঠল শোর, পিঠ বাঁকা অবস্থায় যতটা তাড়াতাড়ি পারে পা চালাল। অপর গার্ডকে বেল্টে ধরে টেনে নিয়ে চলল বার্লো; উভয়েরই হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে এতে সত্যি, কিন্তু কোনরকম ঝুঁকি নেই: পাহারাদারের মেরুদণ্ডে পিস্তল ঠেসে ধরেছে বার্লো, আর বেচারা গার্ডও জানে এখন সামান্যতম বেচাল হলেই তার মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না। টেরিটোরিয়াল প্রিজন বোর্ড তাকে এত বেতন দেয় না যে নিমকের মান রাখতে গিয়ে সে নিজের জীবন বিপন্ন করবে।

'আমার কাছ থেকে সরে যাও!' ফটকে-দাঁড়ান গার্ডদের কর্কশ কণ্ঠে আদেশ করল কর্টেয। 'ভেতরে, ভেতরে! জলদি হটো।'

শোরের গলায়-ধরা ছুরিটা চোখে পড়ল ওদের, দেখল কর্টেযের কোমরে পিস্তল, বার্লো আরেক গার্ডের পিঠে পিস্তল চেপে ধরেছে। ওয়ার্ডেনের উদ্দেশে তাকাল ওরা, যখন মাথা ঝাঁকালেন তিনি, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঢুকে পড়ল প্রিজন কোর্টইয়ার্ডে, আর ওদের নাকের ডগা দিয়ে পলায়মান দুই কয়েদি পা রাখল কারাপ্রাচীর আর সীমানা বেড়ার মধ্যবর্তী নো-ম্যানস্ ল্যাণ্ডে।

'ঠিক আছে, ওয়ার্ডেন!' চেঁচিয়ে বলল কর্টেয। গত কদিন বদ্ধ সেলের

প্রতিধ্বনির মাঝে কাটানর পর, বাইরে খোলা পরিবেশে নিজের কাছেই কেমন যেন খোনা আর অপার্থিব শোনাল ওর গলা। 'ফটকটা বন্ধ করে দিন এখন।'

'কিন্তু আমার লোকদের কী হবে?' পালটা চিৎকার করলেন ওয়ার্ডেন।

'ফটক বন্ধ করুন, ওয়ার্ডেন! জলদি!'

আবার ইশারা করলেন বেকার, ওঅচ টাওয়ারের লোকেরা চাকা ঘোরাতেই বন্ধ হয়ে গেল ফটক। উঠন পেরিয়ে ছুটলেন বেকার, একের পর এক পাথুরে সিঁড়ি টপকে উঠে গেলেন টাওয়ারে, তাঁর ঠিক পেছনেই রইল রায়ট-গানধারী তিন গার্ড। অন্যরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ইতিমধ্যেই, কয়েদিদের তাড়িয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেল ব্লক এ আর ডি মধ্যবর্তী উঠনে, লোহার স্লাইডিং ডোর খুলে ঝপাঝপ ভরে দিচ্ছে সেলে। কয়েদিদের কারো কারো মাঝে অসন্তোষ দেখা দিলেও, কোনরকম ট্যাঁ-ফোঁ করার সাহস পেল না ওরা, জানে এসময়ে বাড়াবাড়ি করলে রক্তচক্ষু রক্ষীদের রোষানলে পড়তে হবে।

'ওদের ছেড়ে দাও!' গলা চড়ালেন ওয়ার্ডেন। 'তোমরা পালাতে পারবে না!'

'চোপ, বেজন্মা!' খেঁকিয়ে উঠল বার্লো, আচমকা পিস্তল তুলে গুলি ছুড়ল অরক্ষিত ওয়ার্ডেনের উদ্দেশে। সযত্নে নিশানা করেনি, তবু বেকারের কাঁধের কাছে মৃদু কামড় বসাল বুলেটটা, ছিটকে একজন গার্ডের ওপর গিয়ে পড়লেন ওয়ার্ডেন, রক্তে ভেসে গেল তাঁর হালকা ছাইরঙা সুট।

'উল্লুক!' ক্রুদ্ধ স্বরে বার্লোকে ধমকাল কর্টেয। 'এটা কী করলে তুমি?'

'আরে, যেতে–'

'চুপচাপ আগে বাড়!' ধমক দিল কর্টেয। 'যত তাড়াতাড়ি পার ওই রায়ট গানগুলোর আওতা থেকে সরে যাও। এখন একটা কোন সুযোগ পেলেই ওরা নিকেশ করে দেবে আমাদের।'

অবশেষে সীমানা বেড়া ডিঙাল ওরা। প্রাচীর থেকে ত্রিশ কদম। এবার জিম্মি দুই গার্ডকে এক জায়গায় করল কর্টেয, ব্যাঙের মত লাফাতে লাফাতে এবড়োখেবড়ো পথ ধরে এগোল সামনে। কারাগারের ভেতরে পাগলাঘণ্টি বাজতে শুরু করেছে, ক্রমশ তারায় উঠে যাচ্ছে সুর। ওরা দেখতে পেল প্রাচীরের চারপাশে কারবাইন হাতে ছুটোছুটি করছে কারারক্ষীরা।

খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে, জিম্মিসহ, হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে চলল দুই পলাতক, খানিক বাদে দক্ষিণপুবের ক্লেটনগামী ধূলিধূসর রাস্তার পাড়ে পৌছুল। রাস্তার ওপাশে ঢাল, পিছলে নিচে নেমে গেল ওরা, মুহূর্তের জন্যে আড়াল হলো কারাগারের দৃষ্টিসীমা থেকে।

'ঠিক আছে,' বলল কর্টেয, শ্বাস নিচ্ছে হাঁ করে। 'দাঁড়াও!'

শোর তাকাল ওর পানে। সম্ভবত পড়ে ফেলল কর্টেযের মুখের ভাষা, বোধহয় ঘৃণাই হবে সেটা, এবং অনুমান করে নিল তার অন্তিম সময় উপস্থিত।

'ওহ্, খোদা,' হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল লালমাথা 'দোহাই তোমাদের,

মেরো না আমাদের–প্লিজ…!'

'আলবত মারব!' পিস্তল কক্ করতে করতে বলল বার্লো।

'বার্লো!' কড়া ধমক লাগাল কর্টেয, ঝটকা মেরে পিস্তলের মুখ উঠিয়ে দিল আকাশ পানে। রাগে গর্গর্ করে উঠল বার্লো, পিস্তল তাক করল কর্টেযের দিকে।

'আমার থেকে দূরে থাক!' শাসাল ও। 'নইলে তোমাকে খুন করব!'

'কর,' শান্ত কণ্ঠে ওকে বলল কর্টেয। 'তারপর কতদূর যেতে পারবে বলে তোমার ধারণা? এক মাইল? দুই? ওরা ঠিক আবার ওখানে নিয়ে পুরবে তোমাকে'–মাথা ঝাঁকিয়ে কারাগারটা দেখাল ও–'তারপর কী হবে বোঝই! কাজেই বোকামি কর না। শিগ্গিরই আমাদের পিছু নেবে ওরা, অতএব সময় থাকতে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে আমাদের। শোন!' বার্লোকে উপেক্ষা করে, শোরের উদ্দেশে ঘুরল ও। লালমুখো এমনভাবে চমকে উঠল যেন কর্টেয চড় মেরেছে ওকে।

'জ্…জ্বি, স্যার?' তোতলাতে তোতলাতে কোনমতে বলল গার্ড।

'জুতো আর প্যান্ট খুলে ফেল। তোমরা দুজনই!'

তড়িঘড়ি শোর ব্যস্ত হয়ে পড়ল কর্টেযের নির্দেশ পালনে; দ্বিতীয়জন ইতস্তত করছিল, কিন্তু বার্লো আরেকবার পিস্তল কক্ করতেই বন্ধুর অনুগামী হলো সে। কয়েক মুহূর্ত পর গার্ড দুজনের চেহারা দাঁড়াল এরকম, যেন যাত্রাদলের সঙ, খালি পায়ে আঁটসাঁট লংজন পরে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের বুট আর প্যান্ট একত্র করে একটা পুঁটলিমত বাঁধল কর্টেয।

'এভাবে পাঁচ গজও কোনদিকে যেতে পারবে না বাছাধনেরা,' একগাল হাসল ও। 'সাপ কিলবিল করে এদিকে।'

রক্ত সরে গেছে শোরের মুখ থেকে, দেখল কর্টেয, এত জোরে ঢোক গিলল লোকটা যে মনে হলো বোতলের ছিপি খোলা হয়েছে। অপর গার্ড তাকাল কর্টেযের দিকে, ঘৃণাভরে থুতু ছিটাল মাটিতে।

'নিজেকে তুমি খুব বড় ভাব…না!' বলল সে। 'এভাবে সাপখোপের রাজ্যে খালি পায়ে ছেড়ে দিচ্ছ আমাদের!'

'জানি না কী মনে করি,' মৃদু সুরে বলল কর্টেয। 'এমনও হতে পারে যে-সাপ তোমাদের কাটবে, সে-ই মরবে বিষে। দেখার খুব সাধ ছিল আমার, কিন্তু সময় নেই। বস!'

কর্টেযের নির্দেশ অনুযায়ী ঢালের নিচে উবু হয়ে বসে পড়ল দুই রক্ষী।

'এভাবেই থাকবে,' ওদের হুঁশিয়ার করল কর্টেয। 'ভুলে যেয়ো না, দূর থেকেও আমি দেখতে পাব তোমাদের।'

বার্লোর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল ও। 'চল, এবার সরে পড়া যাক।'

দক্ষিণে, সিয়েরা গ্র্যাণ্ডি যেখানে আকাশের পটে ছবির মত স্পষ্ট সেদিকে এগোল ওরা। পায়ে ভারি বুট থাকায় নরম মাটিতে কষ্ট হচ্ছে চলতে। গ্রীজউড

বনে ঢুকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল বার্লো।

'সাপের ব্যাপারটা কী হে?' হাঁপাতে লাগল ট্রেন ডাকাত। 'এত উঁচুতে সাপ থাকে না তুমি ভালই জান।'

'জানি,' আকর্ণ হাসল কর্টেয। 'কিন্তু কথা হচ্ছে, ওই গার্ডরা কী জানে সেটা?'

এবার অপরজনও হাসল, উপভোগ করছে রসিকতা। 'এই ভয়টা কতক্ষণ ওদের আটকে রাখবে বলে মনে হয় তোমার?'

জবাব দেবে কর্টেয, এই সময়ে যে-পথে ওরা এসেছে তার শেষ মাথায় অস্পষ্ট কোলাহল শোনা গেল।

'তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়েছ নিশ্চয়?' বলল কর্টেয, আর বার্লো খিস্তি করল অশ্রাব্য।

আরো সিকি মাইলখানেক ভাঙাচোরা প্রান্তর ধরে ছুটল ওরা, ডানে-বাঁয়ে অবিরাম ঘুরছে কর্টেযের চোখ।

'শোন,' হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকল বার্লো। 'শোন, কর্টেয। আমাদের ঘো…ঘোড়া জোগাড় করতে হবে। কাপড়চোপড় লাগবে। যেগুলো পরে আছে—চলবে না।'

'শান্ত হও,' অভয় দিল কর্টেয। 'সব ব্যবস্থাই নেয়া হয়েছে।'

'কী বললে?'

'ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে,' পুনরাবৃত্তি করল কর্টেয। কিন্তু বার্লো জানল না মনে মনে আরেকটা কথা যোগ করেছে ও—'আশা করি।'

ফাঁকায় এসে পড়ল ওরা। একধারে বিশাল পাথরচাঁই পড়ে রয়েছে একটা। তাতে খড়ি মাটির দাগ দেয়া, বোঝা যায় কাজটা কোন মানুষের।

'এটাই সেই জায়গা!' কর্টেয বলল। বার্লোর পিঠ চাপড়াল। 'এটাই!'

বার্লো এমনভাবে তাকাল ওর দিকে যেন পাগল দেখছে, পেছনে ক্রমশ বাড়ছে ধাওয়ার শব্দ, অথচ কর্টেয এরকম ব্যবহার করছে যেন এইমাত্র বিরাট দান মেরেছে জুয়ায়।

খপ করে ওর হাত খামচে ধরল কর্টেয, টেনে নিয়ে গেল পাথরের ওপাশে। একসারি নিচু গ্রীজউড গাছ রয়েছে ওখানে। পাশেই বাঁধা আছে দুটো ঘোড়া। স্যাডলের ওপর জামাকাপড়, জুতো সবই আছে। এবং গানবেল্ট। বার্লো নাচতে নাচতে দৌড়ে গেল ওদিকে, ছুঁয়ে দেখল জিনিসগুলো যেভাবে বড়দিনের সকালে ছেলেপুলেরা তাদের উপহার নাড়াচাড়া করে।

'হোলি জিসাস!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল ও। 'জিসাস, কর্টেয!'

'বড়জোর দশ মিনিট সময় পাব আর!' রুক্ষ সুরে বলল কর্টেয। 'এস, বার্লো।'

মনে মনে খোদাকে ডাকল কর্টেয, সময় সম্পর্কে তার ধারণা যেন ঠিক হয়।

# আট

কর্টেয ওদের বলেছিল, অভিনয়টা যেন নিখুঁত হয়।

হলোও বাস্তবিক তা-ই। এত যে, আরেকটু হলেই পৈতৃক প্রাণটা হারাতে বসেছিল সে। সবে ও আর বার্লো ঘোড়া ছুটিয়েছে এমন সময়ে জঙ্গলের বাইরে বেরিয়ে এল রক্ষীরা। পেছনে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্যে কর্টেযের মনে হলো ধাওয়াকারীদের মধ্যে জন টাওয়ারও আছে, কিন্তু পরক্ষণে চিন্তাটা বাতিল করে দিল ও। ঘোড়ার পিঠের সাথে মিশিয়ে দিল শরীর, সচেষ্ট হলো পালাতে। আর পেছনে একযোগে গুলি ছুড়ল জনাবার রক্ষী, পলায়মান ঘোড়সওয়ারদের পাশ দিয়ে ক্রুদ্ধ গুঞ্জন তুলে বেরিয়ে গেল বুলেটগুলো, আশপাশের গাছপালার পাতা ঝরাল। ঝড়ের গতিতে পালাতে পালাতে হঠাৎ কর্টেয অনুভব করল তার বাঁ-বাহুর ওপরের দিকে ছ্যাঁকা লেগেছে কিছু একটার। অনেকটা শিশুকে আদুরে চড় মারার মত, কিন্তু ওতেই স্যাডলে একপাশে কাত হয়ে গেল ও, টকটকে রক্তে ভিজে উঠল হাত। দাঁতে দাঁত চেপে গাল বকল কর্টেয। ডানে আর এক ইঞ্চি, হাতটাই গুঁড়িয়ে যেত ওর। আর যদি ছইঞ্চি ডানে হত...

যাকগে, এসব ভেবে কোন লাভ নেই এখন, ঘোড়া ঘোরাতে ঘোরাতে আপনমনে ভাবল ও। এখন একটা চড়াইয়ের মাথায় উঠছে ওরা, ওপাশের ঢাল সোজা নেমে গেছে ক্যারিযো ক্রীকে। পানি মোটামুটি গভীর, ট্র্যাক না রেখে বেশ অনেকটা পথ যাওয়া যাবে। ইশারায় বার্লোকে অনুসরণ করতে বলে, নিচের পথ ধরল ও।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' চেঁচাল বার্লো।

'আরেকটু ভাটিতে অগভীর জায়গা একটা,' কর্টেয জানাল ওকে। 'ওখানে ওল্ড স্যান্তা ফে ট্রেইল ছেদ করেছে এই ক্রীক।'

'কাইমারনে যাওয়ার রাস্তাটা?'

'ঠিক। ওই ট্রেইল ধরে আমরা লাস ভেগাসে চলে যেতে পারব।'

'লাস ভেগাসে কেন?'

'দুটো কারণে,' ক্রীকের পাড়ে ঘোড়া নিয়ে যেতে যেতে জবাব দিল কর্টেয। 'প্রথমত ওখানকার অধিকাংশ লোক জানে না আমাদের পরিচয়, আরো সুবিধা, জানবার মাথাব্যথাও নেই। দুই, টেলিগ্রাফ অফিস।'

'টেলিগ্রাফ অফিস?' ভ্রূকুটি করল বার্লো। 'টেলিগ্রাফ অফিসের আবার প্রয়োজন পড়ল কেন তোমার?'

'আমার বন্ধুদের জানাতে হবে সবকিছু ভালয় ভালয় চুকেছে,' বলল কর্টেয। 'এবং, এরপর কোথায় যাচ্ছি আমি। ওদের হয়তো প্রয়োজন হতে পারে আমাকে…বিশেষ কোন কাজের জন্যে।'

মাথা দোলাল বার্লো। সম্পূর্ণ সচেতন ও, একজন পেশাদার খুনীর সাথে হাত মিলিয়েছে, এবং গত কয়েক ঘন্টার ঘটনাবলী প্রমাণ দিচ্ছে অত্যন্ত প্রভাবশালী মহলে যোগাযোগ আছে এই লোকের।

'এরপর কোথায় যাচ্ছ তুমি?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল ও।

'কেন, বার্লো, সেটা নির্ভর করছে তোমার ওপর,' কর্টেযের হাসি দুকানে গিয়ে ঠেকল। 'তুমি আমাকে বলবে ওই টাকা কোথায় আছে, আমরা গিয়ে সংগ্রহ করব সেটা। আমার পাওনা সাড়ে সাত হাজার আমাকে বুঝিয়ে দেবে তুমি, তারপর তোমার যেখানে খুশি তুমি চলে যাবে। ঠিক কিনা?'

'হুঁ,' আনমনে স্বীকার করল বার্লো।

'কী ব্যাপার, বার্লো,' অত্যন্ত অমায়িক সুরে বলল কর্টেয, 'তুমি নিশ্চয় বেঈমানি করার কথা ভাবছ না…নাকি?'

'আরে না, কর্টেয,' বলল বার্লো। 'ব্যাপারটা… আসলে ব্যাপারটা আরেকটু জটিল।'

'খুব বেশি জটিল না হলেই ভাল—তোমার জন্যে,' বলল কর্টেয, কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন কাঠিন্য মিশিয়ে। ইঙ্গিতটা ধরতে পারল বার্লো, হাত ওঠাল মিনতির ভঙ্গিতে।

'চটছ কেন, দোস্ত। আমি তো আগেই বলেছি তোমাকে, আরো লোক জড়িত ছিল এতে।'

'পরে শুনব ওসব, যখন ক্যাম্প করব,' কর্টেয ঝামটা মারল। 'এখন এস, ওই জঘন্য জেলখানা আর আমাদের মাঝে যথাসম্ভব দূরত্ব সৃষ্টি করি।'

'কর্টেয, তোমার ধারণা ওরা আমাদের পেছনে পোসি লেলিয়ে দেবে?'

'জানি না। জানবার জন্যে অপেক্ষা করার ইচ্ছেও নেই। এস, বার্লো!'

স্পার ছুঁয়ে মাঝারি কদমে ঘোড়া ছোটাল ও, ছলাৎ করে একরাশ পানি ছিটিয়ে নেমে গেল ক্যারিযো ক্রীকে।

'তিনজন ছিলাম আমরা,' বলল বার্লো।

'সেকথা তুমি আগেই বলেছ আমাকে,' কর্টেয জবাব দিল।

দীর্ঘ ঢালু একটা ড্রয়ের দক্ষিণ প্রান্তে ক্যাম্প করেছে ওরা। দক্ষিণ-পশ্চিমে তেরছা হয়ে ক্যানাডিয়ান রিভারের দিকে চলে গেছে এই পাহাড়। স্যাডলের পেছনে-ঝোলান থলেগুলোর একটায় জার্কি আর হুইস্কির চ্যাপটা বোতল ছিল। দারুণ সুস্বাদু রান্না নয়, তবে জেলখানার খাবারের পর ওটাই ওদের কাছে অপূর্ব ঠেকল। রাতের ঠাণ্ডা দূর করতে নিজে মাপা ডোজে পান করে, বার্লোকেই হুইস্কির বেশি অংশ খেতে দিল কর্টেয। শুকনো কাঠকুটো দিয়ে

আগুন জ্বালিয়েছে ওরা, অ্যাপাচি ধাঁচে বালুতে গর্ত করে। আহার পর্ব যখন সারা হলো, পাহাড়ের ঢালে পিঠ এলিয়ে দিল কর্টেয, পুরো কাহিনীটা ওকে শোনাতে আমন্ত্রণ জানাল বার্লোকে।

'চালানের খবর তোমাদের দিল কে?' প্রশ্ন করল ও।

'কী···শোন, কর্টেয, তুমি কীভাবে জান এটা?' সন্দেহ ঘনাল বার্লোর চোখে।

'আহ্, বার্লো,' কর্টেয বিরক্তি প্রকাশ করল। 'এধরনের খবর জানতে যে-যোগ্যতা দরকার, তোমার তা নেই। আমি ধরে নিচ্ছি, তোমার পার্টনারদেরও নেই।'

'না, নেই,' বিড়বিড় করে স্বীকার করল বার্লো। 'তোমার কথাই ঠিক। সেথ আর টম আমারই মত। তুমি জানই–ভাড়াটে লোক আর কি। পথঘাট চেনে এমন মানুষই খোঁজ করছিল লোকটা।'

'লোকটা?'

'স্যান্তা ফে-র সেই লোক। ডাকাতির প্রস্তাব নিয়ে যে এসেছিল আমাদের কাছে।'

'ওহ্,' দায়সারা ভঙ্গিতে বলল কর্টেয। নাম, নাম কী তার। কর্টেয কামনা করল বার্লো যেন এখনই বলে ফেলে সেটা।

'লা ফণ্ডার বাইরের বারান্দায় বসে কথা হয় ওর সাথে। তুমি চেন জায়গাটা?'

মাথা ঝাঁকাল কর্টেয। স্যান্তা ফে-তে বসবাসকারী অ্যাংলোদের অধিকাংশই ডিনারের পর গলা ভেজাতে যায় ওখানে। একসময় জমিদার বাড়ি ছিল, এখন টেরিটোরিয়াল রাজধানীর সবচেয়ে বড় হোটেলে পরিণত হয়েছে। বেশির ভাগ রাতে কোন না কোন ক্যাটলম্যানের পদধূলি পড়ে, ট্রেইল ড্রাইভের জন্যে লোক খুঁজতে। ইণ্ডিয়ান মহিলারা যেমন গভর্নর-স্ প্যালেসের খিলানের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কম্বল আর রুপোর অলঙ্কার বিক্রি করে, ব্যবসায়ীরাও তেমনি তাদের কাজ সারে লা ফণ্ডার লণ্ঠন-আলোকিত বারান্দায় বসে।

'পরে আরো নিরিবিলি জায়গায় মিলিত হই আমরা। আলামেডার কাছে এক ক্যান্টিনায়,' বলে চলে বার্লো। 'ও বলল বিপজ্জনক একটা কাজ করার জন্য তিন-চারজন লোক দরকার তার। টুলারোসা অঞ্চলটা তাদের নখদর্পণে হতে হবে। তবে এও বলল, ওর কথা যদি তারা শোনে, প্রত্যেকেই বিশ হাজার ডলার করে পাবে···পরিষ্কার। বুঝলে, কর্টেয,' যোগ করল লুটেরা, 'আমাদের মনে হলো যেন লাখের কথা বলছে। বিশ হাজার অনেক টাকা।'

'ঠিক,' সায় দিল কর্টেয। নাম, বাছা, নাম।

'যাই হোক, কিছুক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে নানান ধানাইপানাই করল সে, তারপর বলল আমাদের সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নেয়ার ইচ্ছে তার। সেথ একমত হলো। তাই আমরা ঠিক করলাম, আমরাও খোঁজখবর করব ওর সম্পর্কে।'

'সেথ?'

'সেথ র‍্যামস—ও আমি আর টমাস ওয়ারেন, এই তিনজনে মিলে ডাকাতিটা করেছি, মনে নেই?'

'ওদের পুরো নাম তুমি এর আগে আমাকে বলনি,' জানাল কর্টেয।

'ওহ্,' বলল বার্লো। 'ভেবেছিলাম বলেছি। যাইহোক...' শূন্য-প্রায় বোতলে ঢক করে আরেকটা লম্বা চুমুক দিল ও, তারপর আগুনের আলোয় বোতলখানা ধরে, পিটপিটে চোখে সখেদে তাকাল হুইস্কির পরিমাণের দিকে। 'ধেৎ...সরি, দোস্ত,' বলল সে। 'এই নাও—'

'না, তুমিই শেষ কর,' বলল কর্টেয।

'ধন্যবাদ,' ওপরে-নিচে মাথা ঝাঁকাল বার্লো। 'কোথায় যেন এসেছিলাম?'

'তোমরা ভাবলে লোকটা সম্পর্কে খোঁজখবর নেবে,' কর্টেয খেই ধরিয়ে দিল ওকে।

'ওঃ। হ্যাঁ। কিস্যু জানতে পারিনি, যাকেই জিজ্ঞেস করেছি, হতাশ করেছে। কেউ ওর কথাই শোনেনি কোনদিন।'

'নাম কি লোকটার?' জানতে চাইল কর্টেয, অলস সুরে।

'তাও বের করতে পারিনি,' বলল বার্লো। 'পরের রাতে আবার যখন দেখা হলো ক্যান্টিনায়, জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল, ওর নাম জানার কোন দরকার নেই আমাদের।'

'কিন্তু তোমরা বুঝেছিলে লোকটা পুবের।'

'আলবত। পশ্চিমের কারোকে কখনো ফ্ল্যাটহিল বুট পরতে দেখেছ তুমি?' কথাটা এভাবে বলল বার্লো যেন এটা একটা মারাত্মক শারীরিক খুঁত। জবাবে কর্টেয হাসল মৃদু। নিউ ইয়র্কের কংক্রিটের ফুটপাতে কখনো বুটপায়ে হাঁটলে টের পেত বার্লো মজা।

'দেখতে কেমন সে, গাট্টাগোট্টা?'

'আরে না—বিরাট,' জানাল বার্লো। 'পরিষ্কার আলোয় দেখার সুযোগ হয়নি একবারও, জানই। সবসময় অন্ধকার কোণে বসত। টুপি দিয়ে ঢেকে রাখত মুখ। প্রতিবার ও চলে যাওয়ার অনেক পরে বেরোতে পেরেছি আমরা। সেরকমই নির্দেশ ছিল।'

'তো এত ডলার চালানের খবরটা তোমাদের দিল সে,' বার্লোকে ইন্ধন জোগাল কর্টেয।

'তাই। সব জানত ব্যাটা। কোথায় ডলার আছে, ট্রেনে যাত্রী সংখ্যা কত। বলে দিয়েছিল আমাদের ঠিক কোথায় সারতে হবে কাজ, এবং কীভাবে। এমনকি পালাবার রুটও বাতলে দিয়েছিল। যদি তাড়া করা হয়, ছত্রভঙ্গ হয়ে যাব আমরা। আর সেক্ষেত্রে, তিনদিন পর ওল্ড ফোর্ট সামনারে বীভার স্মিথের স্যালুনে মিলিত হব আবার। আর যদি মনে হয় দলের কেউ ধরা পড়েছে, অন্যরা টাকাটা কোথাও লুকিয়ে রেখে, আপাতত গা ঢাকা দিয়ে থাকবে

কোথাও–মানে, যদ্দিন না পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হচ্ছে।'

'লোকটা ঠিক কী বলেছিল তোমাদের, ডলারের সিরিয়াল টোকা আছে ব্যাংকে?'

'হ্যাঁ। বলেছিল, মাস দুয়েক ওগুলো লুকিয়ে রাখতে হবে আমাদের। তারপর যে যার ভাগ পেয়ে যাব।'

'কোথায় লুকাবে?'

'জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলেনি কিছু। শুধু জানাল এতে কিছু আসবে যাবে না···আমরা কোথায় আছি ঠিকই খবর পাবে সে–কাজেই মার যাবার ভয় করছে না।'

'তোমরা পুরোটাই মেরে দিতে পার এমন সন্দেহ করেনি একবারও?'

'কথার ভাবে তা মনে হয়নি। কেবল বলেছিল, আমরা যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি, জীবনের বাকি সময়টুকু আমাদের ধাওয়া করে কাটাবে, এবং জেলে পুরে তবে ক্ষান্ত হবে।'

'এবং তোমরা ওর কথা বিশ্বাস করেছ?'

'অবশ্যই। কেন করব না? আমরা জানতাম মিথ্যে বড়াই করছে না ও। তাছাড়া বখরাটাও কম লোভনীয় নয়–আমরা ওতেই খুশি ছিলাম।'

'কিন্তু সেটা তো তোমরা পাওনি,' বলল কর্টেয।

'না, পাইনি। কিন্তু সেজন্যে আমি চিন্তিত নই,' বার্লো জবাব দিল। 'সেথ আর টম ঠকাবে না আমাকে।'

'চমৎকার,' ব্যঙ্গ ঝরল কর্টেযের কণ্ঠে। 'তোমাকে এখন শুধু ওদের হদিস বের করতে হবে। এবং টাকার।'

'ঘাবড়াচ্ছ কেন···এ আর এমন কী কঠিন,' অভয় দিল বার্লো। 'সেথ কোথায় থাকতে পারে আমি জানি। আর ও জানবে টমের ঠিকানা।'

'টাকা টমের কাছে?'

'আমি যখন ধরা পড়ি তখন তাই ছিল,' বলল বার্লো। 'চিন্তা কর না, টম হুঁশিয়ার লোক, সাবধানেই রাখবে।'

'বার্লো,' চাঁছাছোলা কণ্ঠে বলল কর্টেয, 'তুমি একটা গর্দভ!'

পলকে পলক তুলল বার্লো, চেহারায় নিপট বিস্ময়, কর্টেযের রূঢ় আচরণের হেতু বুঝতে পারছে না। 'কেন?' বলল ও। 'কেন দোস্ত?'

'তোমার একটিবার মনে হয়নি সেই লোকও হয়তো ডলারের খোঁজে আছে?'

'হ্···হঠাৎ একথা, কর্টেয?'

'শোন তবে,' সাবাডিয়া বলল ওকে। 'ওই লোক যদি সেথ, এবং তারপর টমের কাছে পৌঁছুতে পারে, দুজনকে স্রেফ খুন করলেই চলবে, অনায়াসে সব টাকা পকেটে পুরে হাওয়া হতে পারবে সে। তখন তুমি কী করবে–মামলা ঠুকবে আদালতে?'

বোকার মত কর্টেযের দিকে চেয়ে রইল বার্লো, মুখ হাঁ। কর্টেয বুঝল দুর্বৃত্তের টনক নড়েছে। উপলব্ধি করছে সাদার্ন প্যাসিফিকে ডাকাতি করে শেষপর্যন্ত হয়তো কিছুই জুটবে না তার শিকেয়, বরং ধরা পড়লে বাকি জীবনটা নির্ঘাত ঘানি টানতে হবে ফোলসমে। র‍্যামস, ওয়ারেন–ওরা পরিষ্কার। কেউ চেনে না ওদের।

'সর্বনাশ, কর্টেয,' হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল বার্লো। 'কিছু একটা কর! তোমার বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের বল, সেথ আর টমের খোঁজ বার করতে! জলদি ওদের কাছে পৌঁছুতে হবে আমাদের–ওই হারামিটার আগেই!'

'স্যাডলে ওঠ,' কর্টেয বলল ওকে। 'সারা রাত পথ চললে, টেলিগ্রাফ অফিস খোলার আগেই লাস ভেগাসে পৌঁছাতে পারব আমরা।'

## নয়

শুরু থেকেই ওরা জানত সরাসরি ওয়াশিংটনে খবর পাঠান সম্ভব হবে না কর্টেযের পক্ষে। অন্তত টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে মেসেজ লেখার সময়ে বার্লো ওর ঘাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় নয়। তাই সাধারণ একটা কোড ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয় ওরা, মনে মনে যেটা সাজিয়ে নিতে পারবে কর্টেয, ডিকোডিং লগ-এর প্রয়োজন পড়বে না। ওকে যা করতে হবে তা হলো: মূল অক্ষরের পরেরটা বসান। অর্থাৎ মেসেজে যদি লিখতে হয় কর্টেয, তাহলে কাগজে-কলমে লিখবে:ডিপিএসইউএফযেড। যেহেতু ইংরেজি বর্ণমালায় 'যেড'ই সর্বশেষ অক্ষর, তাই এর কোন বিকল্প ব্যবহৃত হবে না।

'আবলতাবল কী লিখছ এসব?' কৌতূহলভরে জিজ্ঞেস করল বার্লো।

'কোড,' সত্য কবুল করল কর্টেয।

'ঠিকানাটাও?'

'নিশ্চয়ই,' কর্টেয বলল। 'আমার বন্ধুরা এসব ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার।' নাকের একপাশ চুলকাল ও, রহস্যের ভাব ফুটিয়ে তুলল চোখেমুখে।

'অ,' বলল বার্লো। 'তা কী লিখেছ?'

'লিখেছি আমার একটা কাজ করে দিতে হবে, এবং স্যান্তা ফে গিয়ে যেন চলার মত কিছু টাকা আর ভাল জাতের দুটো ঘোড়া পাই। বলেছি, টাকাটা যেন আমার পাওনা থেকে কেটে নেয়া হয়। আর যদি এ-মুহূর্তে সেথ র‍্যামস বা টমাস ওয়ারেন কোথায় আছে জানা থাকে ওদের, অবশ্যই যেন খবরটা দেয় আমাকে।'

'খাসা, কর্টেয,' বলল বার্লো। 'কসম, টাকাটা উদ্ধার করতে পারলে, পুরো দশই দেব তোমাকে। আচ্ছা?'

'সত্যি, দোস্ত! তোমার মনটা খুউব বড়,' কপট উৎফুল্লের সুরে বলল কর্টেয। 'ঠিক আছে, জ্যাক,' টেলিগ্রাফারের উদ্দেশে ফিরল ও, 'এখনই এটা পাঠাতে পারবে তুমি?'

'অবশ্যই, মিস্টার,' জবাব দিল কেরানি। 'এ আবার কেমনতর ভাষা?'

'কৌতূহলী টেলিগ্রাফার যেটা পড়তে পারবে না সেই ভাষা,' শীতল কণ্ঠে ওকে বলল কর্টেয। 'কত হয়েছে চার্জ?'

'নব্বই ডলার,' বলল কেরানি, তারপর একশ ডলারের নোট দিয়ে কর্টেয যখন বাকিটা রেখে দিতে বলল ওকে, কেরানি নাক সিটকাল, ভাঙানিগুলো ছুড়ে মারল কাউন্টারের ওপর।

'লাগবে না, ধন্যবাদ,' বলে ওদের দিকে পেছন ফিরল সে, জানালা দিয়ে চোখ রাখল বাইরে। যখন দেখল ঘোড়ায় চেপে বহুদূর চলে গেছে কর্টেয আর বার্লো, তড়িঘড়ি অফিস বন্ধ করে রাস্তায় নামল জ্যাক, হনহন করে মোড়ের প্লাযা হোটেলে গিয়ে ঢুকল। ডেস্ক ক্লার্ককে ইশারায় অভিবাদন জানিয়ে দোতলায় উঠে গেল কেরানি, পনের নম্বর কামরার দরজায় টোকা মারল। একটা কণ্ঠস্বর ভেতরে আমন্ত্রণ জানাল ওকে।

কবাট ঠেলে ভেতরে ঢুকল কেরানি। দেখল বিশালদেহী লোকটা বিছানায় বসে, তার হাতের সিক্সগানখানা সোজা ওর পানেই চেয়ে আছে। সভয়ে কুঁকড়ে গেল টেলিগ্রাফার, হাত যন্ত্রচালিতের মত উঠে গেল মাথার ওপরে।

'ভয় পেয়ো না,' বিছানায়-বসা লোকটা অভয় দিল ওকে। 'এমনি সাফ করছিলাম আরকি।'

পরিষ্কার করার সাজসরঞ্জাম বা তেল কিছুই ছিল না আশেপাশে, কিন্তু কেরানি সে-কথা উল্লেখ করল না আর।

'ও···ওই লোকগুলো এসেছিল, ঠিক যেমনটি আপনি বলেছিলেন,' কামরার মালিককে জানাল সে। 'এই মেসেজটা দিয়েছে পাঠাতে। আমি মাথামুণ্ডু কিস্যু বুঝতে পারিনি।'

'তোমার না বুঝলেও চলবে,' বলল বিশালদেহী। মেসেজশিটটা নিয়ে পড়তে শুরু করল সে মনোযোগ দিয়ে।

বার্লোর বিশ্বাস অর্জন করেছি। অপর দুজন সেথ র‍্যামস আর টমাস ওয়ারেন। তিনজনই জড়িত ছিল লিংকন কাউন্টি ওঅরে। স্যান্তা ফে হয়ে রিও চ্যামায় যাচ্ছি। ওদিকে এল রিটোর কাছেপিঠে র‍্যামসের প্রেমিকা থাকে। ওয়ারেন আর টাকার হদিস জানি না এখনো। লা ফণ্ডায় ঘোড়া আর কিছু টাকা মজুত রাখতে হবে। সম্ভব হলে র‍্যামস আর ওয়ারেন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য। ট্রেন ডাকাতির জন্যে ওদের যে নিয়োগ করেছিল তার নাম জানা যায়নি। বার্লো

বলছে পুবের লোক। ছফুটের ওপর লম্বা। পরিপাটি পোশাক। ফ্ল্যাট-হিল জুতো। উচ্চারণে বস্টনের টান।

মেসেজ পাঠাবার ঠিকানা: পোস্ট বক্স থার্টি ফোর, স্যান্তা ফে। বিশালদেহী জানে ঠিকানাটা নিউ মেক্সিকো টেরিটোরির ইউ এস মার্শাল জন টি শেরম্যানের। মার্শালের দায়িত্ব এক্ষেত্রে মেসেজটা ওয়াশিংটনে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের সদর দফতরে তারযোগে পাঠিয়ে দেয়া। মুচকি হাসল বিশালদেহী। আগে থেকেই একটা মেসেজ লিখে রেখেছিল সে, এবার সেটা, কেরানির অগোচরে, কর্টেযের-টার সঙ্গে বদলে ফেলল। কাগজখানা ফেরত দিল ও, পকেট থেকে বিশ ডলারের একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে ছুড়ে মারল কেরানির উদ্দেশে, খপ করে সেটা লুফে নিল ঘুষখোর সরকারি কর্মচারী।

'পাঠিয়ে দাও,' বলল বিছানায়-বসা লোকটা।

'ধন্যবাদ, মিস্টার,' বলল কেরানি, মুখে বিশ ডলারি হাসি। 'অনেক ধন্যবাদ!'

'কারোকে বল না,' ওকে সাবধান করে দিল বিশালদেহী।

দ্রুত ওপরে-নিচে মাথা ঝাঁকাল কেরানি, ঢোক গিলল ঘন ঘন। বিছানায়-বসা লোকটার শীতল চাহনি ওকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, বললে তার পরিণাম কী হবে।

'নিশ্চয় নিশ্চয়, মিস্টার,' কোনমতে উচ্চারণ করল সে, পায়ে পায়ে পিছিয়ে বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে।

ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসি নিয়ে একটুক্ষণ ওর গমনপথের দিকে চেয়ে রইল বিশালদেহী, তারপর হাত বাড়িয়ে বিছানার আরেক প্রান্ত থেকে গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটা টেনে নিল কাছে। বাঁ-হিপবোনের ঠিক সামনে প্যান্টের একটা স্পেশাল পকেটে ফ্রন্টিয়ার মডেল পিস্তলটা ঢুকিয়ে রাখল সে। এই পকেটটা চামড়ার, নিচের অংশে শক্তিশালী স্প্রিং লাগান। যে-মুহূর্তে পিস্তলের বাঁট স্পর্শ করবে হাত, আপনা থেকে আলগা হয়ে যাবে স্প্রিংক্লিপ, ক্ষিপ্র ড্রয়ের পথ সুগম করবে। বাস্তবে এই কায়দাটি এখনো ব্যবহার করেনি বিশালদেহী। তবে যে-লোক তৈরি করে দিয়েছে এটা সে একজন দক্ষ গানস্মিথ। বিশালদেহী নিশ্চিত, প্রয়োজনের সময়ে এই অভিনব মেকানিজম ঠিকই বাড়তি সুবিধে পাইয়ে দেবে তাকে।

হোটেলের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে, ঝটপট রাস্তায় বেরিয়ে এল সে, প্লাযার ওপাশে গিয়ে লিভারি স্ট্যাবল থেকে দুঘোড়ার একটা বাকবোর্ড ভাড়া করল।

লাফিয়ে চালকের আসনে উঠে বসল বিশালদেহী, রিভার ক্রসিংয়ের উদ্দেশে শহরের দক্ষিণ সীমানা বরাবর বাকবোর্ড ছোটাল। কর্টেয আর বার্লোর স্যান্তা ফে পৌঁছুতে কমপক্ষে দুদিন লাগবে: ওদের ঘোড়া দুটো এখন আর তাজা নেই, তায় জানোয়ার হিসেবেও ওগুলো সেরা জাতের নয়। পাহাড়ি পথে

জোরকদমে ঘোড়া হাঁকিয়ে, বিশালদেহী জানে, এর অর্ধেক সময়ে সে টেরিটোরিয়াল ক্যাপিটালে পৌঁছে যেতে পারবে। সারাটা পথেই কর্টেযের চেয়ে একদিন রাস্তা এগিয়ে থাকবে সে। হাসল বিশালদেহী–স্মিত নয়, হায়েনার। এই একটা দিনই তার জন্যে অত্যন্ত মূল্যবান।

বার্লোর অনুরোধে পাহাড়ি পথে এগোচ্ছে ওরা।

চোখজুড়ান দৃশ্য। রীতিমত ঈর্ষা জাগায়। এম্প্যাশলার বহু ওপর দিয়ে, এঁকেবেঁকে এল রিটো অভিমুখে চলে গেছে পাহাড়ি ট্রেইল। ওদের দুধারে পর্বতমালা, গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে আকাশ ছুঁয়েছে চুড়ো। সকালের অধিকাংশ সময়ে নাগাড়ে ওপরে উঠেছে ওরা। ঘোড়া মজুত ছিল, লা ফণ্ডার ডেস্কে একটা আনমার্কড এনভেলপে কিছু টাকাও পেয়েছে। কিন্তু এর বেশিকিছু নয়। ওয়াশিংটন থেকে কোন খবরবার্তা আসেনি, যা থেকে কর্টেয আন্দাজ করতে পারবে সামনে কোন ধরনের বিপদ হতে পারে। অগত্যা নিজের ভাগ্যকে নিয়তির হাতে সঁপে দিয়েছে ও। এ-অবস্থায় একটাই করণীয় আছে ওর: বার্লোর সাহায্যে র‍্যামস কিংবা ওয়ারেনের কাছে পৌছান, ওদের রহস্যময় নিয়োগকর্তার পরিচয় জানতে পাবে, এই আশায়।

এখন পাহাড়ের গা বেয়ে একটানা ওপর পানে উঠে যাচ্ছে ট্রেইল। ওদের বাঁয়ে, পাহাড়ের ফাটলে থোকা থোকা উজ্জ্বল নীল ফুল ফুটে আছে, এখানে-সেখানে কাঁচাহলুদ ঝুমকা বা ওঅটরকাপ, আর সবুজ আগাছা। এছাড়া গুটিকতক পাইন রয়েছে, পাহাড়ি হাওয়ায় অনবরত দুলছে সেগুলো। পথ পাইন পাতায় ছাওয়া, ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। যখন কোন চাতালের নিচ দিয়ে একফালি পাথুরে জমি অতিক্রম করে ওরা, আচমকা বেশ জোরাল শোনায় খুরের আওয়াজ, মৃদু প্রতিধ্বনি তোলে পাহাড়ের গায়ে। যত ওপরে উঠছে, সরু নালার আকৃতি নিচ্ছে ট্রেইলটা। দূর-নিচে বোল্ডার-পরিপূর্ণ একটা মরা পাহাড়ি ঝরনার খাত চোখে পড়ছে ওদের। মাঝেসাঝে দু-একটা হরিণ দেখতে পাচ্ছে, নিঃশব্দ পায়ে ছুটে পালাচ্ছে অপেক্ষাকৃত গভীর জঙ্গলে। হামেশা তীক্ষ্ণ বাঁক নিচ্ছে ট্রেইল, এত যে সামান্য ভুলচুক হলে পড়তে হবে অতল খাদে গিয়ে। শেষপর্যন্ত একসময় নচের মুখে পৌছাল ওরা, নিচে এল রিটো উপত্যকার দেখা পেল।

'তোমার ধারণা ওকে পাওয়া যাবে ওখানে?' বার্লো প্রশ্ন করল কর্টেযকে।

'সেটা তো তোমারই ভাল জানা উচিত। সেথ তোমার পার্টনার ছিল। সেদিন না বলছিলে এল রিটোয় ওর প্রেমিকা থাকে?'

'হ্যাঁ। মেক্সিক্যান মেয়ে। লিংকন কাউন্টিতে পরিচয়।'

'নিজের বাড়িতেই থাকে মেয়েটা, নাকি অন্য কোথাও?'

'অতশত জানি না,' বার্লো জবাব দিল। 'ওকে আমি দেখিওনি কোনদিন। র‍্যামসই একবার বলেছিল, ওকে যদি কখনো দরকার হয় এবং জানা না থাকে

কোথায় আছে, আবরানা গুটিয়েরেযের কাছে গেলেই হবে।'

'তোমার কথাই যেন সত্যি হয়,' বলল কর্টেয, চোখ রাস্তায়। এখন ছায়াচ্ছন্ন বনের ভেতর নেমে গেছে ট্রেইল, সামনে অনেকগুলো সর্পিল বাঁক।

'টাকা পেলে তুমি কী করবে, দোস্ত?' প্রথম বাঁকের দ্বিতীয় অংশ পেরোতে পেরোতে কৌতূহল প্রকাশ করল বার্লো। পেছনে সামান্য হেলে রয়েছে, মুখ কর্টেযের দিকে ফেরান।

'খরচ করব,' সংক্ষেপে সারল কর্টেয। অহেতুক স্বপ্ন দেখা যাদের মুদ্রাদোষ, তাদের সাথে কখনো তাল মেলায় না ও।

'স্বাভাবিক,' উৎফুল্ল কণ্ঠে সায় দিল বার্লো। 'আমি, বাপু, ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যাব। দামি কটেজ ভাড়া নেব স্যান ফ্রান্সিসকোর উপকূলে। বিদেশী মদ আর সিগারে ভরে ফেলব সেলার। তারপর ভাল ভাল মেয়েমানুষ। মানে, যেভাবে মানুষের বাঁচা উচিত আরকি!'

কর্টেয নীরব রইল। এই একটা ব্যাপারে সর্বদা বিস্ময় বোধ করে ও: প্রায় সব অপরাধীরই স্বপ্ন থাকে আর দশটা সাধারণ মানুষের মত শেষ জীবনটা আরাম-আয়েসে কাটান। কিন্তু এসব চিন্তায় নিজেকে এখন ভারি করতে চাইল না ও। কেন-যেন ওর মন বলছে, সামনে বিপদ; অনেক রক্ত ঝরবে। খুনোখুনি তার কখনই পছন্দ নয়। প্রয়োজনের তাগিদে বহু করতে হয়েছে সত্যি, কিন্তু প্রতিবারই, হত্যাকাণ্ডের পর, ভীষণ মর্মযাতনায় ভুগেছে সে। কেবলই মনে হয়েছে আদপেই কি কোন অর্থ আছে এই রক্তপাতের? চরম দণ্ড কি রোধ করতে পারে অপরাধ? ওর বিশ্বাস, পারে না। দণ্ড নয়, বরং সমাজব্যবস্থাই এমন হওয়া উচিত যাতে মানুষ অপরাধের দিকে ঝুঁকে না পড়ে। বস্, এবং অকৃত্রিম সুহৃদ, জন টাওয়ারের কী ধারণা এক্ষেত্রে জানে না সে। তবে অনুমান করে টাওয়ারের এসব সস্তা ভাবালুতা নেই। ওর জন্মই যেন হয়েছে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে—তা সে যেকোন মূল্যেই হোক না কেন।

'...স্যান ফ্রান্সিসকোয় সুন্দর সুন্দর মেয়ে আছে,' বলছিল বার্লো আপনমনে হাসতে হাসতে। স্বপ্ন দেখছিল সে, উপসাগরের নীল উচ্ছল জলরাশিতে সাঁতার কাটছে, সঙ্গে ডানাকাটা কোন পরী। এরকম ঘোরের মাঝে মরতে পারাটা ভাগ্যই বলতে হবে। আর, আশ্চর্যের ব্যাপার, ঘটলও ঠিক সেটাই।

দ্বিতীয় বাঁকের মুখে, হঠাৎ ওপরের কোথাও থেকে কর্কশ শব্দে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। সভয়ে পিছু হটল কর্টেযের ঘোড়া, স্যাম বার্লো ছিটকে পড়ল স্যাডল থেকে যেন ভারি মুগুর দিয়ে ওর মাথায় আঘাত করেছে কেউ। টলোমলো পায়ে ট্রেইলের কিনার থেকে পিছিয়ে আসার প্রয়াস পেল বার্লোর ঘোড়া। বিনা বাধায় খাড়া চল্লিশ ফুট নিচে নেমে গেল বার্লোর দেহ, তারপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল পাথরের ওপর। ঠাস করে ফেটে গেল ওর খুলি, এত উঁচুতেও কর্টেযের কানে পৌঁছাল সেই শব্দ। ইতিমধ্যে স্যাডল থেকে

নেমে পড়েছে ও, পাহাড়ের এবড়োখেবড়ো দেয়ালে মিশিয়ে দিয়েছে শরীর। হাতে উইনচেস্টার, কান খাড়া।

সাবধান থাকেনি বলে নিজেকে ধিক্কার দিল ও, এখন বুঝতে পারছে না কোত্থেকে হয়েছে গুলি। হত্যাকারী ওপরে, সামনে কোথাও রয়েছে? নাকি পেছনে?

ঝটিতি দেয়াল থেকে সরে এল কর্টেয, উইনচেস্টারের লেভার টানতে টানতে একছুটে পার হলো বাঁক, চকিতে থেমেই ঘুরে দাঁড়িয়ে রাইফেল তাক করল পেছনে। হাঁটু ঈষৎ বেঁকে রয়েছে।

কিচ্ছু নেই। সোজা হলো ও, পাহাড়-প্রাচীর ঘেঁষে উঁকি দিল সন্তর্পণে, হাতে রাইফেল তৈরি, চোখ পাহাড়চূড়া আর ছড়ান-ছিটান বোল্ডারগুলো জরিপ করছে।

কিস্যু নেই।

নিজেকে আততায়ীর স্থানে কল্পনা করল ও। সে হলে কী করত? বসে থাকত গ্যাঁট হয়ে। নড়াচড়া বা গুলি না করলে কোনমতেই শিকার দেখতে পেত না তাকে। অথচ কর্টেযকে হয়তো সারাক্ষণই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে লোকটা। অপেক্ষা করতে অসুবিধে নেই তার। যদি খুন করতে চায় আমাকে, ভাবল কর্টেয।

কিন্তু কেবল বার্লোকে হত্যা করাই যদি তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে?

সেক্ষেত্রে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাবে লোকটা, নিঃশব্দে এবং ধীরেসুস্থে ফিরে যাবে নিজের ঘোড়ার কাছে। এবং কোথায় ছিল সে, কর্টেয সেটা কখনো জানতে পারার আগেই সটকে পড়বে নির্বিঘ্নে।

কিন্তু শুধু বার্লোকে কেন?

একটাই কারণ থাকতে পারে এর:- কর্টেয আর ওর মাঝে যোগাযোগের সুতোটা কেটে দেয়া। বার্লোর সাহায্য ছাড়া র‍্যামসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারবে না কর্টেয, ফলে রহস্যের কিনারা করাও সম্ভব হবে না আর। এরপর দ্বিতীয় সম্ভাবনাটার কথা মনে হলো ওর। এবং সাথে সাথে দুটো জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল। বার্লোর মৃত্যুর কারণ অন্য, আর সেই সঙ্গে এও বুঝতে পারল এল রিটোয় গিয়ে কী দেখতে পাবে সে।

র‍্যামসের কাছে টাকা নেই, কিন্তু ওয়ারেন কোথায় আছে সে জানে। তাই বার্লো আর র‍্যামস উটকো বোঝা হয়ে পড়েছিল। সেথ র‍্যামসও যে নিহত হয়েছে এ-ব্যাপারে এখন আর কোনরকম সংশয় নেই কর্টেযের। কেন-যেন, তুচ্ছ টাকার কারণে অকালে দু-দুটো আদমসন্তানের জীবননাশ হয়েছে বলেই হয়তো-বা, মাথায় আগুন ধরে গেল ওর। ফাঁকায় বেরিয়ে এল কর্টেয, শূন্যে মুঠি আস্ফালন করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশে।

'সাহস থাকে তো বেরিয়ে আয়!' চিৎকার করে বলল ও। 'তোর চেহারা দেখতে দে আমাকে!'

পাহাড়ে পাহাড়ে ফাঁকা প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে এল ওর গলা, কিন্তু কিছুই ঘটল না। কিছুই নড়ল না। নিদারুণ ক্ষোভে এপাশ-ওপাশ মাথা ঝাঁকাল কর্টেয, পরক্ষণে বিস্ময় বোধ করল নিজের মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করে। একটা ঘৃণ্য অপরাধী বৈ আর কিছু ছিল না বার্লো, তার মৃত্যুতে শোক ওর সাজে না।

ঘোড়ায় চেপে জোরকদমে এল রিটোর পথে ছুটল সে, মুহূর্তের জন্যেও তাকাল না ছায়াচ্ছন্ন পাহাড়ি নালাটার দিকে, কয়োট আর শকুনের দল আসার আগে পর্যন্ত যেখানে পড়ে থাকবে বার্লো।

# দশ

এল রিটো ট্রেইলের ধারে একটা বস্তিমত জায়গা। গুটিকতক অসুন্দর এডৌব, বেশি হলে গোটা বার, রাস্তার এপাশে-ওপাশে ছড়ান-ছিটান। অধিবাসীরা সকলেই মেক্সিক্যান। কর্টেয যখন হাজির হলো ওখানে, নানা বয়সের মানুষ, নারী-পুরুষ, ভিড় জমাল ওর চারধারে, বিদ্বেষপূর্ণ কৌতূহল নিয়ে চেয়ে রইল। অচেনা ভবঘুরে এ-অঞ্চলে বিশেষ আসে না, অনুমান করল কর্টেয, আর যারা আসে কখনোসখনো, ভাল নজরে দেখা হয় না তাদের।

বিশেষত এখন দেখছে না, নিজের ধারণাকে শুধরে নিল ও। বিশেষত এখন।

আবরানা গুটিয়েরেযের বাসার ঠিকানা জানতে বেগ পেতে হলো না ওকে, কারণ ঠিক সে-মুহূর্তে রাস্তার শেষপ্রান্তে দু-কামরার একটা বাসার সামনে ছোটখাট ভিড় জমে উঠেছিল। স্থির উৎসুক জনতা, ঠায় দেখছে দোরগোড়ায় বিলাপরত এক মহিলাকে, তার কোলে একজন পুরুষের রক্তাক্ত মাথা।

সেথ র‍্যামস।

স্যাডল থেকে নেমে ভিড় ঠেলে সামনে এগোল কর্টেয। নিতান্ত অনিচ্ছাভরে ওর অনুপ্রবেশ মেনে নিল ওরা। বাষ্পরুদ্ধ চোখে ওর দিকে তাকাল মহিলা। এরকম অসময়ে কর্তব্যপালন করতে হচ্ছে বলে মনে মনে নিজেকে গাল বকল কর্টেয।

'আবরানা?' বলল ও। 'আবরানা গুটিয়েরেয?'

'সি,' মাথা ঝাঁকাল মহিলা, কণ্ঠস্বর ভাঙা। 'সি।'

'আমি স্যাম বার্লো,' বিশুদ্ধ স্প্যানিশে মিথ্যে পরিচয় দিল কর্টেয, 'অ্যামিগো সেথ র‍্যামসের বন্ধু।'

'জানি,' বলল মহিলা। 'কিন্তু তোমার বন্ধুর কোন উপকার হবে না

তাতে।'

'আমাকে বলবে, কী ঘটেছিল?'

'পরে,' জবাব দিল আবরানা। 'কাল। এখন চলে যাও তুমি। কাল এস।'

'হ্যাঁ,' বলল আবরানার পাশে-দাঁড়ান এক বৃদ্ধা। 'চলে যাও। আমাদের কি একটু শান্তিতে থাকতে দিতে পার না তোমরা?'

ক্রুদ্ধ গুঞ্জন শোনা গেল জনতার মাঝে, বৃদ্ধার বক্তব্যে সুর মেলাচ্ছে।

'আবরানা,' মহিলার পাশে গোড়ালির ভরে বসে, কোমল সুরে বলল কর্টেয। 'আমি তোমাকে সাহায্য করব। সেথ মারা গেছে। ওর জন্যে তুমি আর কিছুই করতে পারবে না।'

আবার পলক তুলল মহিলা, কর্টেযের চোখে অভয়ের আলো দেখতে পেয়ে মাথা দোলাল নীরবে, মৃত ব্যক্তির মাথাটা সযত্নে নামিয়ে রাখল কোল থেকে। সেথ র‍্যামসের দৃষ্টিহীন চোখ স্থির চেয়ে রইল খোলা আকাশ পানে। পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে ওর হৃৎপিণ্ডে গুলি করা হয়েছে, লক্ষ্য করল কর্টেয; পশমি শার্টে পোড়া বারুদের দাগ লেগে রয়েছে, যেখান দিয়ে ঢুকেছে বুলেট সেই গর্তের চারপাশে কাল হয়ে গেছে। এরপর মাথার পেছনে আরেক আঘাত। পুবের এই আততায়ী পেশাদার, ভাবল কর্টেয, কোনরকম ঝুঁকির মধ্যে যায়নি।

র‍্যামসের বগলতলায় হাত ঢুকিয়ে, কর্টেয ইশারা করল একজনকে পায়ের দিকটা ধরতে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও, এগিয়ে এল লোকটা, ধরাধরি করে লাশ ঘরে নিয়ে গেল ওরা, বিছানায় রাখল। সোজা হলো কর্টেয, ধন্যবাদ জানাল সাহায্যকারীকে, বুকে ক্রুশ আঁকতে আঁকতে বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে গেল মেক্সিক্যান। লণ্ডভণ্ড অবস্থা কামরার। ঝড় বয়ে গেছে প্রতিটি আসবাবের ওপর দিয়ে। দেয়াল আলমারিগুলো ভাঙা, থাক খসিয়ে দেয়াল পরখ করা হয়েছে। মেঝের শতরঞ্চির জায়গায় জায়গায় কাটা। পাশের কামরায় গেল ও। এটার হাল আরো শোচনীয়। মেঝেময় ভাঙা কাচের টুকরো, কর্টেয ঢুকতেই বুটের চাপে মচমচ করে গুড়িয়ে গেল কিছু। একটা কাঠের চেয়ারে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল আবরানা গুটিয়েরেয, হাতে মুখ ঢেকে।

'আমাকে বল কী ঘটেছিল,' অনুরোধ জানাল কর্টেয। 'আমি হয়তো সাহায্য করতে পারব।'

'ওর জীবন ফিরিয়ে দিতে পারবে?' তিক্ত সুরে জিজ্ঞেস করল আবরানা। 'পারবে ফিরিয়ে দিতে আমার লোককে?'

'সব খুলে বল আমাকে,' আবার বলল কর্টেয। 'বল কাজটা কার।'

'আমি জানি না,' স্বীকার করল মহিলা। 'সেথ…আমরা মাঠে ছিলাম। প্রচুর কাজ, ফসল তোলার মরসুম। একসময় ঘরে ফিরলাম আমরা, সেথ বাসায় ঢুকল। লোকটা নিশ্চয় অপেক্ষা করছিল ভেতরে। ওদের কথা শুনতে পেলাম আমি। তারপর ঝগড়া শুরু হলো দুজনের, শুনলাম লোকটাকে

"জোচ্চর" আর "মিথ্যুক" বলে চিৎকার করে গাল দিচ্ছে সেথ। তারপর সেই লোক জিজ্ঞেস করল, "কোথায় ও?" আর সেথ জাহান্নামে যেতে বলল তাকে। মারামারি বাধার উপক্রম হলো ওদের মধ্যে, আমি দৌড়ে ভেতরে ঢুকলাম। লোকটা হাত ঢোকাল পকেটে, এখানে'–ইশারায় বাঁ নিতম্বটা দেখাল আবরানা–'পিস্তল বের করেই গুলি করল। গুলি…' ফের কান্নায় ভেঙে পড়ল মহিলা। কর্টেয অপেক্ষা করতে লাগল নীরবে। প্রয়োজন আছে এ-কান্নার, জানে সে, অত্যন্ত কাছ থেকে সেথ র‍্যামসকে গুলি খেতে দেখেছে আবরানা, এত যে সেই ভয়াবহ দৃশ্য ভুলতে বহুকাল লাগবে ওর।

'লোকটা সম্পর্কে বল কিছু,' বেশ কিছুক্ষণ পর বলল কর্টেয।

'খুব লম্বা,' চোখ মুছতে মুছতে জবাব দিল মহিলা। 'প্রায় তোমার সমান। চেহারা দেখতে পাইনি ভালমত। মুখটা নিষ্ঠুর, লম্বাটে। কাল সুট। তাগড়া শরীর।'

'চুল, বা চোখের রঙ?'

'না, সিনর। যখন দেখলাম সেথ পড়ে যাচ্ছে, খালি হাতে ওই লোকটার দিকে ছুটে যাই আমি ওকে খুন করার জন্যে। আমাকে জোরে কিছু একটা দিয়ে আঘাত করে সে–এখানে–' ঘাড় ফেরাল আবরানা, ডান কানের ঠিক ওপরে একটা কালসিটে চোখে পড়ল কর্টেযের। 'যখন জ্ঞান ফিরল, লোকটা নেই। ঘরদোরের এই হাল, যেমন দেখছ তুমি।'

'আবরানা, জান তুমি কেন এসেছিল ওই লোক?'

'সি,' অবসন্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মহিলা। 'টাকার জন্যে। না?'

মাথা দোলাল কর্টেয। 'ঠিক।'

'আমি ওদের বলেছিলাম ফিরিয়ে দিতে। অত টাকা থাকা ভাল না, শয়তান ভর করে ঘাড়ে। মানুষকে শেষ করে দেয়। টমি ছিল এখানে। ও হেসেই উড়িয়ে দিল।'

'টমি কে? টম ওয়ারেন?'

'সি,' বলল আবরানা।

'এখন কোথায় সে জান কিছু?'

ফের ঘষাকাচের মত হয়ে গেল মহিলার চোখ।

'নিশ্চয় জান,' বলল কর্টেয। 'ঠিক আছে, বলতে হবে না, কিন্তু সেথ কি জানত?'

মাথা ঝাঁকাল আবরানা।

'ঠিকানাটা কোথাও লিখে রেখেছিল কি?'

আপনাআপনি ম্যান্টলের দিকে ঘুরে গেল আবরানা গুটিয়েরেযের চোখ, পরক্ষণে বিস্ফারিত হলো কিছু পড়ে যাওয়ায়। একটুক্ষণ দোনোমনো করল সে, তারপর উঠে পা চালিয়ে পাশের ঘরে গেল। লণ্ডভণ্ড জিনিসপত্র হাতড়ে সিগার বক্স বের করে আনল একটা। বক্সের ডালা ভাঙা, ভেতরটা শূন্য।

'নিয়ে গেছে,' বলল আবরানা, কণ্ঠে পরাজয়ের সুর।

'এবার, ধীরে ধীরে, সব জানা গেল। র‍্যামস আর ওয়ারেন যখন বুঝতে পারে বার্লো যোগ দিচ্ছে না ওদের সঙ্গে, তখন কৌশল অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেয় ওরা। টাকাগুলো বড় একটা ব্যাগে ভরে ট্রেনযোগে ত্রিনিদাদে পাঠিয়ে দেয়, অ্যাটকিনসন টোপেকা অ্যাণ্ড স্যান্তা ফে ডিপোর সেফটি লকারে রাখার জন্যে। এরপর ক্লেইমচেকটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিখণ্ডিত করে। একটা খণ্ড নিজের কাছে রেখে দেয় ওয়ারেন, অন্যটা নেয় র‍্যামস। এমনভাবে চেকটা ছিঁড়েছিল ওরা যেন একটার অভাবে অপরটি অচল হয়ে যায়, সিরিয়াল না মেলে। এরপর র‍্যামসের কাছে ক্লেইম চেকের যে-অংশটা ছিল তার পেছনে নিজের ঠিকানা লিখে বিদায় নেয় ওয়ারেন।

'হোটেলে থাকবে,' জানাল আবরানা গুটিয়েরেয। 'স্যান্তা ফে-র। নাম...নামটা...?'

কর্টেয ওর জানা তিনটের নাম বলল, কিন্তু সেগুলোর কোনটি নয়।

'অদ্ভুত নাম,' বলল মহিলা। 'শুনতে অনেকটা অ্যাংলোরা যেভাবে বলে, গুড ডে, হাউ-ডু-ইউ-ডু, এরকম।'

'কিছু আসে যায় না,' ওকে বলল কর্টেয। 'আবরানা, ওই লোকের আগেই ওয়ারেনের কাছে পৌঁছুতে হবে আমাকে, নইলে ওকেও খুন করবে সে। তুমি বোঝ এটা?'

'সি,' বলল আবরানা, স্পষ্ট কণ্ঠস্বর, এমন মহিলার জীবনটাই যার অসংখ্য মিথ্যেয় ভরা। ওর সমস্ত স্বপ্ন সেই মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে যখন লুটের টাকা রক্ষা করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল সেথ র‍্যামস। ইস্টার্নার ছেঁদো কথায় ভোলার বান্দা ছিল না। স্যান্তা ফে-র পথে অনেকদূর এগিয়ে রয়েছে সে, কর্টেযের ভাগ্য, যদি এর সামান্য ব্যবধানও কমাতে সক্ষম হয়। চকিতে জানালার বাইরে তাকাল কর্টেয। পাহাড়ী আকাশে মেঘ, ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে আবার।

'আবরানা, আমাকে এবার যেতে হয়,' বলল ও। 'কিন্তু আমি চাই, সেথের লাশ যেন দাফন করা হয় ভালভাবে। এবং যতটা সম্ভব তোমাকেও সাহায্য করতে। এগুলো একজন বন্ধুর উপহার। তুমি নিলে আমি খুশি হব।'

প্যাণ্টের পকেট থেকে একতাড়া ডলার বের করে বাড়িয়ে ধরল কর্টেয। আবরানা পালা করে ওর চোখ আর টাকার দিকে তাকাল।

'আ...'

'নাও,' বলে মহিলার হাতে টাকাগুলো জোর করে গুঁজে দিল কর্টেয। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে হিচ রেইল থেকে ঘোড়ার লাগাম খুলে নিল।

স্যাডলে উঠবে সে, এই সময়ে দরজায় এসে দাঁড়াল আবরানা গুটিয়েরেয।

'বার্লো!' চেঁচিয়ে ডাকল ও।

সাড়া দিতে একমুহূর্ত দেরি হলো কর্টেযের, তারপর ঘাড় ফেরাল।

'হেলোস,' বলল মহিলা। 'হোটেলটার নামঃ হেলোস।'

হাত নাড়াল কর্টেয। হারলো-স্ স্যান ফ্রান্সিসকো স্ট্রীটের সস্তা এক হোটেল। খুব টানাটানি যাদের, ওখানেই ওঠে। টমাস ওয়ারেনও সম্ভবত তা-ই করেছে। কর্টেয কামনা করল, সেই রহস্যময় ইস্টার্নারের আগেই যেন সে গিয়ে হাজির হতে পারে হারলো-স্য়ে।

## এগার

লোকে বলে বাররো অ্যালিঃ গোড়ালি-ঢাকা ধুলোময় রাস্তা, ফুটপাথ নেই, দুধারের একতলা' এডৌবগুলো নড়বড়ে। খচ্চর বাঁধা যত্রতত্রঃ অধিকাংশ ফ্রেইটিং আউটফিটের অফিস বাররো অ্যালিতে, নামকরণটা সে-কারণেই। কর্টেযের ঘোড়া ছড়ান-ছিটান আবর্জনার মাঝ দিয়ে এগোচ্ছে পথ করে, এমন সময়ে ভারি মেঘ ফুঁড়ে দিগন্তে দেখা দিল সূর্য, শরীরে তামাটে রোদের উষ্ণ উত্তাপ অনুভব করল ও। সাগরপিঠ থেকে সাত হাজার ফুট উঁচুতে, স্যাংগর ডি ক্রিস্টোসের মালভূমিতে নির্মিত ছোট্ট শহরটা এখনো শীতল। তবে এল রিটো থেকে আসার পথে যে-জলভরা মেঘের দাপট ছিল সারাক্ষণ তা পুবে সরে যাচ্ছে এখন, আকাশ সুনীল হয়ে উঠছে। রাস্তায় বৃষ্টির পানির ভ্যাপসা গন্ধ। একটা ক্যান্টিনার দরজা খুলে ঘুম-জড়ান চোখে বেরিয়ে এল এক লোক, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে। লা পালোমা, ক্যান্টিনাটার নাম। এর পাশেই সিয়েলো আযুল, তারপর লা গলোনড্রিনা। বেশির ভাগ বাড়ির জানালা বন্ধ, কিন্তু খোলা দরজাপথে বেশকিছু মেয়েছেলেকে দেখতে পেল কর্টেয, হাই তুলছে। বাররো অ্যালি নিশাচরদের জায়গা, সকালে ঝিমায়।

ভাঙাচোরা দুটো এডৌবের মাঝ দিয়ে দক্ষিণে মোড় নিল কর্টেয, স্যান ফ্রান্সিসকো স্ট্রীটে বেরিয়ে এল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাইনবোর্ডখানা চোখে পড়ল ওরঃ পি এফ হারলো, আবাসিক হোটেল। হিচ রেইলে ঘোড়া বেঁধে আড়মোড়া ভাঙল ও, দীর্ঘ পথচলায় খিল ধরে গেছে হাতে-পায়ে।

সাবেক ধাঁচের এডৌব, ভেতরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন, ঠাণ্ডা। দরজার পাশেই কাউন্টার। সামনে লম্বা করিডর, পর্দাটানা। করিডরের দুধারে সারি সারি কামরা, পর্দার ফাঁকে দরজাগুলো আবছা দেখতে পেল কর্টেয।

মালিকের চেহারায় নির্লজ্জ কৌতূহল। থলথলে মুখ লোকটার, চৌকো চোয়াল, চোখে বেশ্যার দালালদের মত ধূর্ততা। কথায় জার্মানিক টান, কর্টেযের চাহিদা শুনে বুড়ো আঙুল দিয়ে তিন দিনের না-কামান দাড়ির জঙ্গল

চুলকাতে চুলকাতে চিন্তার ভান করল সে।

'ওয়ারেন···ওয়্যারেন,' বলল হারলো, উচ্চস্বরে। 'আর কোন নাম আছে?'

'আহ্,' বিরক্তি প্রকাশ করল কর্টেয। 'এভাবে সারাদিন অপেক্ষা করতে পারব না আমি।'

'ওয়ারেন,' আবার বলল হারলো, আনমনে।

এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল কর্টেযের, খপ করে লোকটার শার্টের কলার চেপে ধরল, হ্যাঁচকা টানে দেহের অর্ধেকটা কাউন্টারের এপাশে নিয়ে এল।

'বল্, কোন্ কামরায় আছে?' চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

ভয়ে কপালে উঠল হারলোর চোখ, ছটফট করতে লাগল কর্টেযের বজ্রমুঠি থেকে ছাড়া পাবার জন্যে।

'যেভেন,' বলল সে। 'যেভেন।'

ছেড়ে দিল কর্টেয, ধপ করে মেঝেয় পড়ল লোকটার পা। নোংরা পর্দা ঠেলে করিডরে পা রেখেছে কর্টেয এই সময়ে পেছন থেকে ডাকল হারলো। 'কিন্তু অন্য লোকটা যে মানা–'

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল কর্টেয, ডেস্কে ফিরে এল।

'অন্য লোক?' কর্কশ সুরে জিজ্ঞেস করল ও। 'অন্য লোকটা আবার কে?'

'ই···ইয়াঙ্কি,' তোতলাতে লাগল হারলো। 'কিছুক্ষণ আগে এসেছে। এখনো আছে, বোধহয়।'

ছোঁ মেরে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল কর্টেয, ফের কপালে উঠল হোটেল মালিকের চোখ। এমন চেহারা করল যেন ভয় পাচ্ছে পিস্তলটা নিজেই আক্রমণ করে বসবে ওকে!

'তোমার নাম কী?' জানতে চাইল কর্টেয।

'হারলো, পিটার হারলো। এই বোর্ডিংটা আমার।'

'ঠিক আছে, হারলো,' কঠিন সুরে বলল কর্টেয, 'এবার মন দিয়ে শোন এখন কী করতে হবে তোমাকে। ঝটপট শেরিফের কাছে যাবে। তাকে বলবে একটা খুন হয়েছে এখানে।'

'খুন?' ঢোক গিলল হারলো। 'এখানে?'

'যাও,' বলল কর্টেয। 'জলদি!'

কর্টেযের মুখের দিকে তাকাল হারলো, এবং সেখানে যা দেখতে পেল সম্ভবত নিশ্চিত হলো তাতে, এ-মুহূর্তে বোর্ডিংয়ের বাইরে থাকাই তার জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ। এই মেক্সিকে দেখে মনে হচ্ছে এসব ব্যাপারে তামাশা করার লোক সে নয়। কম্পিত হাতে কাউন্টারের পাল্লাটা খুলল ও, সাবধানে চলে এল এপাশে, চোখ কর্টেযের পিস্তলের ওপর স্থির। সভয়ে, ওপর-নিচে মাথা দোলাল লোকটা, দুবার, তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল দরজার উদ্দেশে।

নিঃসাড়ে শতরঞ্চি-পাতা করিডরে পা রাখল কর্টেয, সাত লেখা দরজার সামনে এসে থামল। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে কান পাতল ও, ভেতরে কোন শব্দ

হচ্ছে কিনা বোঝার প্রয়াস পেল। সুনসান পরিবেশ, কেবল ওপাশের একটা বাড়ি থেকে নারীকণ্ঠের হাসি ভেসে আসছে।

লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলল ও, মেঝেতে গড়ান দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে, এক হাঁটুর ভরে বসল উঠে, হাতে উদ্যত কোল্ট, বুড়ো আঙুলের সাহায্যে হ্যামারটা টেনে রেখেছে পেছনে। শূন্য কামরা, সাদামাঠা আসবাবপত্র। নড়বড়ে একটা খাট, তুলো সরে যাওয়ায় জাজিমের এখানে-সেখানে গর্ত, ওপরে কাদারঙের কম্বল বিছান। পাশেই চেস্টার ড্রয়ার, ওপরে একটা কালি-পড়া লণ্ঠন, কামরার আরেক দিকে দেয়াল আলমারি, সবুজ রঙ-করা পাল্লাটা ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে।

দুই কদমে দেয়াল আলমারির সামনে পৌঁছে গেল কর্টেয, এক ঝটকায় খুলে ফেলল পাল্লাটা। ভেতরে পুরে রাখা হয়েছে ওয়ারেনকে, মাথা দুহাঁটুর মাঝে, হাত দুটো ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে শরীরের দুপাশে। বসার ভঙ্গিটা রণক্লান্ত পরাজিত একজন দৌড়বিদের মত। ওয়ারেনও পরাজিত, জীবনের কঠিনতম দৌড়ে সে হেরে গেছে।

অতিকষ্টে দেয়াল আলমারি থেকে লাশ বের করল কর্টেয, বিছানায় ফেলে দিল উপুড় করে, ক্যাঁচকোঁচ শব্দে প্রতিবাদ জানাল খাট। রক্ত লেগে গিয়েছিল হাতে, মৃত ব্যক্তির জামায় মুছে ফেলল সেটা, দ্রুত সার্চ করল ওয়ারেনের পকেট। যা ভেবেছিল, কিছুই মিলল না।

লাশটা চিত করল ও। ওয়ারেনের মুখে এখনো ফুটে রয়েছে নিপট বিস্ময়ের ছাপ, যেন মৃত্যুর জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না সে। যেভাবে খুন করা হয়েছে, বোঝা যায়, দক্ষহাতের কাজ। ব্রেস্টবোনের ঠিক নিচেই, ঈষৎ ডান দিকে, একটা ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে শুধু। এর অর্থ, মৃত্যুর সময়ে ওয়ারেন টেরও পায়নি ঠিক কী ঘটেছে, অনায়াসে ওর বুকের ভেতর ঢুকে গেছে লম্বা ছুরির ফলা, হৃৎস্পন্দন নিমেষে স্তব্ধ করে দিয়েছে। তেমন রক্তক্ষরণ হয়নি, কেবল দেয়াল আলমারির পাটাতনে জমাট বেঁধে রয়েছে একদলা।

চকিতে অন্যদিকে মনোযোগ সরাল কর্টেয, চেস্টার ড্রয়ারটা তল্লাশি করল। খালি একটা ডারহাম স্যাক, ম্যাচের কাঠি গুটিকয়, একটা অয়েলস্কিন ওয়ালেট–ভেতরে ত্রিশটা ডলার–আর এক মহিলার ছবি, সোফার হাতলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ছবির নিচে লেখা: 'গেইনসবরো স্টুডিয়ো, এল পাসো।' খাটের নিচে সন্ধান করল কর্টেয, ওঅরব্যাগ দেখতে পেল, ওয়ারেনের জামাকাপড় ভরা। এলোমেলো হয়ে আছে সবকিছু, তার মানে এটাও সার্চ করেছে খুনী। হঠাৎ চকচকে একটা আভা নজর কাড়ল কর্টেযের, খাটের নিচে লম্বা হয়ে গেল ও, সোজা ব্লেডের একটা ছুরি বের করে আনল। ডার্ক, ওর দেশের জিনিস, আমেরিকানরা বলে মেক্সিক্যান নাইফ। সাত ইঞ্চি দীর্ঘ ফলা, ক্ষুরধার। হিল্টের আশেপাশে চটচটে হয়ে লেগে রয়েছে ওয়ারেনের রক্ত। ছুরিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল কর্টেয, জানে এ থেকে কিছুই জানার উপায়

নেই; পশ্চিমের যে কোন হার্ডওঅ্যার স্টোরে কিনতে পাওয়া যায় এ-জিনিস। নিদারুণ হতাশায় 'ধুস্ শালা,' বলল ও, ছুরিটা উঁচু করে নিক্ষেপ করল নিচে, চেস্টার ড্রয়ারের গায়ে গেঁথে গেল ফলা, তিরতির কাঁপতে লাগল। এবং ঠিক তখনই ভরাট একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল দরজা থেকে:

'সাবধান, নড়বে না একটুও!'

নিথর দাঁড়িয়ে গেল কর্টেয, একটা হাত এগিয়ে এসে হোলস্টার থেকে আলগোছে তুলে নিল ওর পিস্তলখানা। একজোড়া হাত শরীরের বিভিন্ন জায়গায় টোকা মারল—অর্থাৎ ওগুলোর মালিক জানে একজন লোক কোথায় লুকিয়ে রাখতে পারে তার পিস্তল কিংবা ছুরি। কিন্তু যেহেতু এ-ধরনের তল্লাশিতে মিলতে পারে এমন কোথাও অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখেনি কর্টেয, ফলে অচিরেই ঘুরে দাঁড়াতে বলা হলো তাকে।

'নাম?'

প্রশ্নকারী হৃষ্টপুষ্ট গড়নের মানুষ, উচ্চতা পাঁচ ফুট সাতের কাছাকাছি। পরনে নীল জিনস আর সাদা সুতি শার্ট, তার ওপরে ওয়েস্টকোট—ডান বুকে শেরিফের পাঁচ কোনা ব্যাজ আঁটা।

'কর্টেয, হুয়ান কর্টেয,' সাবাডিয়া বলল তাকে। 'শেরিফ, আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি তুমি এসে পড়েছ—এই লোককে খুন করা হয়েছে।'

ও দেখল শেরিফের পেছন থেকে জুলজুলে চোখে চেয়ে আছে হারলো, দৃষ্টিতে চাপা উল্লাস।

'হ্যাঁ,' বিস্ময়কর রকমের ভরাট কণ্ঠে বলল শেরিফ, 'আমি নিজেও খুশি হয়েছি বৈকি, সিনর কর্টেয। একটা বাচ্চাছেলেও বুঝবে, ও অসুখে মরেনি।'

'আমি যখন আসি তখন ও মারা গেছে,' কর্টেয বলল। 'তুমি নিজেই দেখতে পাবে, খুনটা যে-ই করে থাকুক, ওই দেয়াল আলমারিতে ঢুকিয়ে রেখেছিল ওকে। আমি টেনে বের করেছি, আর তুমিও এলে।'

'বটে,' বলল শেরিফ। 'আর কিছু বলার আছে তোমার?'

অবাক চোখে শেরিফের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইল কর্টেয, তারপর হারলোর উদ্দেশে ফিরল। মুখ গম্ভীর।

'ও তোমাকে কী বলেছে?' জিজ্ঞেস করল কর্টেয।

'কে...হারলো?' মৃদু হাসল শেরিফ। 'কী আবার, এক লোক ওর হোটেলে এসে একজন খদ্দেরের হদিস জানতে চেয়েছে। সেই খদ্দের আগেই বলে রেখেছিল, কেউ যেন না জানে সে আছে এখানে। তারপর লোকটা ওকে বলেছে শেরিফকে ডেকে আনতে, কি নাকি খুনোখুনি হবে।'

মাথা ঝাঁকাল কর্টেয, নিজের বোকামি বুঝতে পারছে। বারবার বুদ্ধির দৌড়ে ইস্টার্নারের কাছে হেরে যাচ্ছে ও।

'আর অমনি তুমিও ধরে নিয়েছ, এখানে এসে পাবে আমাকে, দেখবে হাতে রক্ত লেগে রয়েছে, খুনের অস্ত্রটাও আছে...নাকি?'

'বাছা, তোমাকে দেখে তো এতটা বোকা মনে হয় না,' বলল শেরিফ।

'হারলো তোমাকে বলেনি, আমি আসার অল্পক্ষণ আগে আরো একজন এসেছিল এ-ঘরে?'

শেরিফের ভ্রূ উঁচু হলো। কর্টেযের ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই, ডাকল সে, 'হারলো?'

'শেরিফ?'

'কর্টেয আসার আগে আর কেউ এসেছিল?'

'ন্‌...না, স্যার।'

'আমাকে কথা বলতে দাও ওর সাথে...' বলে সামনে পা বাড়াল কর্টেয। সভয়ে পিছু হটল হোটেল মালিক, মুখ চুন। কিন্তু মাঝপথে থেমে গেল কর্টেয, শেরিফের পিস্তল ওর পেটে চেপে বসেছে।

'কোন চালাকি নয়,' গম্ভীর স্বরে সাবাডিয়াকে সাবধান করল শেরিফ।

'ঠিক আছে,' বলল কর্টেয, 'ঠিক আছে।'

এক কদম পিছু হটল ও, হাত মাথার ওপর।

'শেরিফ, আমি আমার বেল্টের পকেট থেকে একটা জিনিস বের করব,' বলল ও। 'আচ্ছা?'

'কী জিনিস?'

'ব্যাজ,' জবাব দিল কর্টেয। 'অতি সাধারণ একটা ব্যাজ।'

'বেশ,' অনুমতি দিল শেরিফ, চেহারায় কৌতূহল। 'তবে ধীরে ধীরে।'

বেল্ট খুলল কর্টেয, ডান পাশের চোরা পকেট থেকে রূপোর চাকতি বের করল একটা, শেরিফের দেখার সুবিধের জন্যে বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিল। জানালা গলে-আসা রোদে জ্বলজ্বল করে উঠল চাকতিতে খোদাই করা লেখাগুলো: ডিপার্টমেণ্ট অভ জাস্টিস, ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকা।

জিনিসটা একবার দেখল শেরিফ, তারপর কর্টেযের দিকে তাকাল। 'এটা তুমি চুরি করেও থাকতে পার।'

ইতিমধ্যে ভাঁজ-করা একটা কাগজও বের করেছিল কর্টেয, এবার সেটা শেরিফের দিকে বাড়িয়ে দিল ও। শেরিফ বাঁ-হাতে নিল ওটা।

'ওই কাগজে লেখা আছে আমি জাস্টিস ডিপার্টমেণ্টের স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেটর, সরাসরি ইউ এস অ্যাটর্নি-জেনারেলের নির্দেশে কাজ করছি। এবং এরই কোথাও আরেকটা কথা বলা আছে: যুক্তরাষ্ট্রের ল-অফিসারমাত্রই আমাকে সাহায্য করতে বাধ্য।'

'এটাও তুমি চুরি করে থাকতে পার,' বলল শেরিফ।

'হ্যাঁ, আমি বিলি দ্য কিডও হতে পারি,' বলল কর্টেয। 'কিন্তু তা নই। দেখ, শেরিফ, ওই বেজন্মাটার মুখের অবস্থাটা একবার তাকিয়ে দেখ, তারপর তুমিই বিচার কর, ও সত্যি কথা বলছে কি-না!'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কর্টেযের দিকে তাকাল শেরিফ। এসব সস্তা চালাকিতে সে

ভুলছে না। দীর্ঘ ষোল বছর যাবৎ সাফল্যের সাথে ল-অফিসারের দায়িত্ব পালন করে আসছে সে, কেউ তাকে বোকা বানাতে পারেনি, আজও পারবে না। পায়ে পায়ে পিছিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল শেরিফ। এখন কর্টেয আর হারলো উভয়কেই দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট।

'হারলো,' গর্জে উঠল শেরিফ। 'এসব কী শুনছি?'

'না, মানে, আমি,' আমতা আমতা করতে লাগল হোটেল মালিক।

'জলদি বল, কী জান তুমি,' ধমক লাগাল কর্টেয।

ভয়ে শুকিয়ে গেল হারলোর আত্মা, হড়হড় করে উগরে দিল সব। শেরিফ হগবেনের অগ্নিদৃষ্টির আওতা থেকে পালাতে পারলে যেন বাঁচে ও।

হারলো ওদের জানাল, কর্টেয হাজির হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে হোটেলে আসে বিশালদেহী এক আমেরিকান, ওয়ারেনের খোঁজ করে। ওয়ারেন হোটেল মালিককে বিশ ডলার বখশিস দিয়ে বলেছিল কেউ ওর খোঁজ করলে তাকে যেন ওর হদিস না জানান হয়। কিন্তু ইস্টার্নার এসেই বলল, 'আমাকে শুধু রুম নম্বরটা জানাও, তাহলেই চলবে।' যথারীতি ন্যাকা সেজেছিল হারলো, তখন লোকটা বিশ ডলারের পাঁচখানা স্বর্ণমুদ্রা কাউন্টারে রেখে আবার জানতে চায় কোন্ ঘরে আছে ওয়ারেন। এইভাবে মোট পনেরটা স্বর্ণমুদ্রা রাখে সে, তারপর সোজা তাকায় হারলোর চোখের দিকে। এই পর্যায়ে হারলোর মনে হয়েছিল এতগুলো টাকা বুঝি হাতছাড়া হতে যাচ্ছে, আর দেরি করেনি সে, ওয়ারেনের রুম নম্বর ফাঁস করে দিয়েছে।

'আরেকটা কথা,' ডলারগুলো ওকে দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলেছে বিশালদেহী। 'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই, একজন মেক্সিক্যান এসে ওয়ারেনের খোঁজ করবে।' কর্টেযের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে সে, তারপর যোগ করেছে, 'তুমি শুধু তাকে বলবে আমি এখনো ওয়ারেনের ঘরে আছি। ব্যস। বুঝেছ?' তারপর হারলো যখন ওপরে-নিচে মাথা ঝাঁকিয়েছে, তখন বিশালদেহী ওকে বলেছে কর্টেয কী কী করতে পারে। বিশালদেহীর চেহারার বর্ণনা জানতে চাইবে, কিংবা ডাকতে পাঠাবে শেরিফকে। লোকটা হয়তো দাবি করবে সে একজন সরকারি ইনভেস্টিগেটর, কিন্তু কথাটা মিথ্যা। আসলে ওর নাম স্যাম বার্লো, দিনকতক আগে পালিয়েছে ফোলসম প্রিজন থেকে, হত্যার অভিযোগে ওকে খোঁজা হচ্ছে। যদি ধরিয়ে দিতে পারে, হারলোকে মোটা বখশিস দেবে সরকার। এবং এতে কোন ঝুঁকি নেই।

'যদি না,' একটু থেমে যোগ করেছে ইস্টার্নার, 'তুমি আমার অবাধ্য হও। সেরকম কিছু ঘটলে, হারলো, আমি অবশ্যই স্যান্তা ফে-তে ফিরে এসে খুন করব তোমাকে।'

হারলো বুঝেছিল ওর নির্দেশ না মানলে তার বিপদ হবে, এতই শান্ত অথচ কাটা-কাটা স্বরে কথাগুলো বলেছিল লোকটা। এরপর বিশালদেহী করিডর হয়ে ওয়ারেনের ঘরে যায়। কোনরকম ধস্তাধস্তি বা সন্দেহজনক অন্য

কোন শব্দ শুনতে পায়নি সে। লোকটাকে হোটেল ত্যাগ করতেও দেখেনি। অবশ্যি সারাক্ষণ কাউন্টারে ছিল না ও, ঘুষের পয়সায় গলা ভেজাতে কিছু সময়ের জন্যে পাশের একটা স্যালুনে গিয়েছিল।

'এ দেখছি ঘোলা পানিতে মাছ শিকার,' হারলোর কথা যখন শেষ হলো, বলল শেরিফ।

হতাশায় আড়ষ্ট বোধ করল কর্টেয: এখানেও বুদ্ধির খেলায় ওকে হার মানিয়েছে ইস্টার্নার। এমন এক কাহিনী ফেঁদেছে হারলোর মাধ্যমে, যার ফলে ফোলসম প্রিজনে খোঁজখবর না নিয়ে শেরিফ ছাড়তে পারবে না ওকে। অথচ প্রচুর সময় নষ্ট হবে এতে, অপরাধী সিকি মিলিয়ন ডলারসহ নির্বিঘ্নে চলে যাবে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

'হগবেন,' আচমকা জিজ্ঞেস করল কর্টেয, 'ত্রিনিদাদে কটা ট্রেন যায় এখান থেকে?'

'দিনে একটা, তবে তুমি সেটায় চড়ছ না।'

'কখন ছাড়ে?' অধৈর্য সুরে বলল কর্টেয।

বাঁ-হাতে ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে ঘড়ি বের করল শেরিফ, চাপ দিয়ে ডালা খুলল।

'দুপুরে ছেড়ে গেছে,' জবাব দিল সে।

'তার মানে প্রায় চার ঘন্টা আগে।'

'ঠিক,' সায় দিল হগবেন। 'ওখানে পৌঁছুবে, এই নটা-সাড়ে নটার দিকে, পথে কোন ঝামেলা না হলে।'

কর্টেযের দিকে চোখ ফেরাল শেরিফ, তারপর আবার ঘুরল হারলোর উদ্দেশে।

'আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল,' বিড়বিড় করে বলল হগবেন। 'তুমি বলছ তুমি ডিপার্টমেণ্ট অভ জাস্টিসের ইনভেস্টিগেটর। আর ওই লোক বলে গেছে, তুমি ফেরারি আসামি।'

'ওই লোকই ওয়ারেনকে খুন করেছে,' যুক্তি দেখাল কর্টেয। 'তাই না?'

'পরিস্থিতি তাই বলছে বটে,' স্বীকার করল শেরিফ। 'কিন্তু কেন করেছে সেটা বলনি তুমি।'

ব্যাজটা তুলে নিল কর্টেয, জাস্টিস ডিপার্টমেণ্টের নির্দেশনামাটা ভাঁজ করল, তারপর পকেটে ঢুকিয়ে রাখল ওগুলো।

'জন শেরম্যান শহরে আছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

বিস্মিত দেখাল শেরিফকে। জন টি শেরম্যান এই টেরিটোরির ইউ এস মার্শাল।

'তুমি চেন তাকে?'

'না,' বলল কর্টেয। 'তবে আমাদের দুজনেরই বন্ধু এক। তাছাড়া টেলিগ্রাফে প্রায়রিটি কল করার সুবিধে আছে ওর। এভাবে বোধহয় সমস্যাটার

ফয়সালা করতে পারি আমরা।'

ঠোঁট ওল্টাল হগবেন। 'হুম্,' বলল।

'শেরিফ,' শান্ত কণ্ঠে বলল কর্টেয, 'তোমার ধারণা ঠিক হতে পারত যদি আমি বার্লো হতাম, পালিয়ে আসতাম ফোলসম থেকে। সেক্ষেত্রে আমাকে আটকে রাখাই তোমার উচিত হত। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। মারাত্মক ভুল করছ তুমি—এজন্যে তোমার সার্ভিস বুকে কাল দাগ পড়বে, এমনকি বরখাস্তও হতে পার। তার চেয়ে আমার প্রস্তাবটাই কি ভাল নয়?'

'হুম্,' আবার বলল হগবেন।

'শেরিফ,' এখন আর মিনতি নয়, কর্টেযের কণ্ঠে স্থিরসংকল্প ফুটে উঠেছে। 'আমি চাই না তোমাকে খুন করতে, কিন্তু প্রয়োজন হলে তাও করব।'

কর্টেযের চোখের পানে তাকাল শেরিফ, নিজের হাতে-ধরা পিস্তলখানা দেখল, তারপর আবার তাকাল কর্টেযের দিকে, দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা। পারবে এ লোক, মনে মনে স্বীকার করল সে। এবং সেই সঙ্গে এও উপলব্ধি করল, কর্টেয মামুলি কোন ফেরারি আসামি নয়।

'বেশ,' সিক্সশূটারটা হোলস্টারে রাখতে রাখতে বলল শেরিফ। 'হারলো, ঘরে তালা ঝুলিয়ে দাও। কারোকে ঢুকতে দেবে না। বুঝেছ? আর হ্যাঁ, তুমিও যাবে না কোথাও। আবার হয়তো তোমাকে দরকার হতে পারে আমার!' কথাগুলো এভাবে বলল হগবেন যে হারলো কুঁকড়ে গেল ভয়ে, সবিনয়ে হাত কচলাতে কচলাতে ঘাড় কাত করল।

'কর্টেয,' ডাকল শেরিফ হগবেন। 'চল, যাওয়া যাক!'

# বার

বিশালদেহী জানে এখন সে নিরাপদ।

অ্যাটকিনসন টোপেকা অ্যাণ্ড স্যান্তা ফে ট্রেনের বিলাসবহুল কামরায় বসে আছে সে। পরিতৃপ্তি বোধ করছে বিশালদেহী: অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে সে নিজের ট্রেইল গোপন করতে পেরেছে, ধাওয়াকারীকে পেছনে ফেলে দিয়েছে অনেকটা। টার্কি মাউন্টিনসের কোল ঘেঁষে দীর্ঘ চড়াই ভাঙছে ট্রেন, যতবার বাঁক নিচ্ছে, স্যাংগর ডি ক্রিস্টো মাউন্টিনসের তুষার-ধবল সব চূড়া চোখে পড়ছে তার, কোন কোনটা চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু। সামনে র‍্যাটন পাস, তার পঁচিশ মাইল উত্তরে ত্রিনিদাদ, কলোর‍্যাডো।

ডাকাতির সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে পারে এরকম কেউ আর এখন বেঁচে

নেই। কেউ না, শুধু হুয়ান কর্টেয বাদে। মেক্সিক্যানকে জানে বিশালদেহী, তাই বোঝে পথে যত বাধার সৃষ্টিই সে করে থাকুক, কিছুই ক্ষান্ত করতে পারবে না কর্টেযকে। কোনদিনই পারবে না। সে হয়তো টাকা নিয়ে ত্রিনিদাদ থেকে সরে পড়তে পারবে, তবু কর্টেয তার পিছু ছাড়বে না, ভুলবে না তাকে। কাজেই মরতে হবে কর্টেযকে। ওকে খুন করতে চায়নি সে। অথচ এর কোন বিকল্পও খুঁজে পায়নি, তাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সেরেই এসেছে। কর্টেয জানে কোথায় যাচ্ছে সেঃ ত্রিনিদাদে। সুতরাং সেও আসার চেষ্টা করবে। সম্ভবত পরদিনের ট্রেনে–স্যান্তা ফে-তে সহযোগিতা পাবে ও, বেশি সময় নেবে না ওরা ওর পরিচয় জানতে। এমনকি স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্তও হতে পারে। অবশ্যি কিছুই আসে যায় না এতে। রেলওয়ে স্টেশনে ওত পেতে থাকবে তিনজন লোক, কর্টেয হাজির হওয়ামাত্র খুন করবে তাকে। কোনরকম সুযোগ পাবে না সে, আততায়ীদের চেহারা পর্যন্ত দেখতে পাবে না। ওই তিনজন ভাড়াটে খুনী, অর্থের বিনিময়ে হেন কাজ নেই যা করে না, যদি কোনরকম ঝুঁকি না থাকে।

ব্যাপারটা দুঃখজনক সত্যি; কিন্তু তাকে শান্তিতে থাকতে হলে, কর্টেযকে মরতে হবেই। সামনের চিন্তা করল সে, পথের কথা ভাবল। ত্রিনিদাদ থেকে, ডেনভার হয়ে শেইয়েন, ওয়াইওমিং। সেখান থেকে স্টেজকোচে সল্ট লেক সিটি। তারপর কখনো পায়ে হেঁটে, কিংবা ঘোড়া বা বাগিতে চেপে অরিগঁর পোর্টল্যাণ্ড। তারপর সিটেল, এবং সেখান থেকে ফেরি পার হয়ে ভ্যানক্যুভার। যৌবনে একবার সে গিয়েছিল ওখানে, তখনই পাইনশোভিত পার্বত্যভূমির প্রেমে মজেছে। ভ্যানক্যুভারের ওপাশে ভিক্টোরিয়া, ব্রিটিশ সেটল্‌মেন্ট। নানান রঙবেরঙের বিচিত্র সব কাঠের বাড়ি ঢাল বেয়ে পানির কিনার অবধি নেমে এসেছে। মাথার ওপরে তুষারশুভ্র পর্বতমালা, গালফ অভ জর্জিয়ার আরেক পাশে আকাশ ছুঁয়েছে। ওখানে বাড়ি কিনবে সে, পছন্দমত হাউসকিপার রাখবে–তারপর হয়তো কিছুদিন পর বিয়ে করে ফেলবে তাকে, মহিলা যদি আকর্ষণীয়া হয়–এবং ব্রিটিশ সেট্‌লারদের মাঝে ছোটখাট একজন জমিদারের হালে জীবনযাপন করবে। সিকি মিলিয়ন ডলারের আয়ে আরামে দিন চলে যাবে তাদের, অত্যন্ত আরামে। সন্তান-সন্ততির জন্যে প্রচুর ধনসম্পত্তি রেখেও। এখনো সক্ষম পুরুষ সে, আকাঙ্ক্ষা জাগলে একঘর ছেলেমেয়ের জন্ম দিতে পারে। নিজের দিবাস্বপ্নে এতটা পুলক বোধ করল বিশালদেহী যে তার ঠোঁটের কোণে একচিলতে সূক্ষ্ম হাসি জেগে উঠল। সবই হবে সময়ে, নিজেকে বলল সে, সুসময়ে।

এবং কেবলমাত্র কর্টেযের মৃত্যুর পরই।

হঠাৎ খটাখট শব্দে সচল হয়ে উঠল টেলিগ্রাফ যন্ত্র, ওদের প্রশ্নের জবাব আসছে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের সদর দফতর থেকে।

শেরম্যান মার্শাল স্যান্তা ফে, টেলিগ্রাফারের কাঁধের ওপর দিয়ে পড়ল ওরা। হুয়ান কর্টেযকে সাহায্য করা প্রায়রিটি ওঅন। ওর কোডেড সিগনেচার থেকে আমরা ওকে শনাক্ত করেছি। কিন্তু এরপরও যদি সন্দেহ থাকে ওকে ওর প্রেমিকার নাম বলতে বল। আমরা অপেক্ষা করছি। অ্যার্টনি-জেনারেল।

'নরিন,' কর্টেয বলল ওদের। 'মিস নরিন।'

জবাবটা পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। কল্পনায় দেখছে তারে ভেসে হাজার মাইল দূরে পেনসিলভানিয়া অ্যাভিনিউর হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে যাচ্ছে খবর।

আবার যখন খলবল করে উঠল চাবি, চমক লাগল ওদের ঘোরে। ঘাড় গুঁজে লিখতে শুরু করল টেলিগ্রাফার, হাত চলছে ঝড়ের গতিতে।

জবাব শুদ্ধ। ওই লোকই কর্টেয। ওকে জিজ্ঞেস কর এ-কদিন কোথায় ছিল সে? আজ পর্যন্ত ওর একটা রিপোর্টও আমরা পাইনি। কী ভেবেছে সে, আমরা টেলিপ্যাথি জানি? সবরকম সহযোগিতা দেবে ওকে। অর্থাৎ কর্টেয যা বলবে তাই করবে তোমরা। এটা আমার আদেশ। কর্টেযের রিপোর্টের অপেক্ষায় আছি।

সাবাডিয়ার হাসি একান-ওকান হয়ে গেল। দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছে ও, অ্যাটর্নি-জেনারেল তাঁর খাস কামরায় পায়চারি করছেন ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে, কটুগন্ধী সিগারে ঘন ঘন দম দিতে দিতে প্রাইভেট সেক্রেটারি মিস লিলিকে ডিকটেশন দিচ্ছেন। লিলির কথা মনে হতেই মুহূর্তের জন্যে নরিনের চেহারা ভেসে উঠল ওর মানসপটে। কিন্তু সে মাত্র ক্ষণিকের তরে, তারপর আবার বর্তমানে ফিরে এল ও।

শেরম্যানের উদ্দেশে ফিরল কর্টেয।

'সন্তুষ্ট?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আর লজ্জা দিয়ো না,' বলল শেরিফ হগবেন। 'কিন্তু কী করা বল, খোঁজখবর নিতেই হয় আমাদের।'

'বাদ দাও,' রুক্ষ স্বরে বলল কর্টেয। এখন হালকা রসিকতা করার সময় নেই ওর। এ-মুহূর্তে একটাই চিন্তা তার: কত তাড়াতাড়ি দুর্বৃত্তের পিছু নিতে পারবে আবার।

'ত্রিনিদাদে একটা টেলিগ্রাফ পাঠাতে হবে,' বলল ও। 'কার সাথে পরিচয় আছে তোমাদের: ডেপুটি ইউ এস মার্শাল, স্থানীয় শেরিফ…?'

'ওখানকার শেরিফ আমার বন্ধু মানুষ,' জানাল হগবেন, ভুল শোধরানর জন্যে ব্যগ্র এখন। 'ওর নাম সেসিল স্মিথ। সবাই ডাকে, স্মিথি।'

'চমৎকার,' বলল কর্টেয। 'রেলওয়ে ডিপোর ব্যাগেজ অফিসে তিনজন লোককে পাহারায় রাখতে হবে। সুটকেস নিতে আসে এরকম সকলের ওপর

নজর রাখবে ওরা। লোকটার চেহারার বর্ণনা লিখে দিচ্ছি আমি।'

'তুমি ওকে গ্রেফতার করতে চাও, নাকি?' শেরম্যান প্রশ্ন করল।

'যদি ত্রিনিদাদ ত্যাগ করার চেষ্টা করে,' কর্টেয জবাব দিল। 'হয়তো করবেও তা, কিন্তু যেহেতু জানি না কোন্ পথে যাবে, কড়া নজর রাখতে হবে ওর ওপর।'

'আমি বলব ওদের,' গম্ভীর সুরে বলল শেরম্যান। 'তুমি কোন চিন্তা কর না।'

'আরেকটা কথা,' চালিয়ে গেল কর্টেয। 'এখানে এটি অ্যাণ্ড এসএফ রেলওয়ের টপ লোক যে, তাকে আমার এক্ষুণি দরকার।'

'বব গ্রে,' বলল হগবেন। 'আমি ডেকে নিয়ে আসছি।'

পা বাড়িয়ে ছিল শেরিফ, কিন্তু কর্টেযের পরের কথায় থেমে গেল।

'তাকে বলবে আমার একটা স্পেশ্যাল ট্রেন চাই। সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন এঞ্জিন এবং সেরা এঞ্জিনিয়র। রেকর্ড টাইমে ত্রিনিদাদে যাব আমরা। কাজেই পথে যেন কোনরকম ফালতু ঝামেলা না হয় সে-ব্যবস্থা রাখতে হবে। এখান থেকে ত্রিনিদাদ পর্যন্ত গোটা রাস্তা যেন সাফ থাকে। বুঝেছ, আমার কথা–সাফ! পথে কোথাও থামা চলবে না।'

'কিন্তু পানির জন্যে থামতেই হবে,' যুক্তি দেখাল শেরম্যান। 'তেলও লাগতে পারে।'

'ওকে জানাও, সেগুলোরও ব্যবস্থা রাখতে। কোত্থেকে কতটা নেবে সেটা ওর ব্যাপার।'

'কঠিন কাজ,' বলল হগবেন, সংশয়ের সুরে।

'তাহলে আর দেরি না করে এক্ষুণি নেমে পড় মাঠে,' কর্টেয বলল ওকে। চোখ পিটপিট করল শেরিফ, মাথা ঝাঁকাল ওপর-নিচে, তারপর ঘুরেই একরকম ছুটে বেরিয়ে গেল মার্শালের অফিস থেকে।

'বর্ণনাটা এখনই দেবে, কর্টেয?' টেলিগ্রাফারের কামরা থেকে ডাকল শেরম্যান। 'আমরা তৈরি।'

'আসছি,' বলে ভেতরে গেল কর্টেয, একটি টেবিলের কোণে বসল নিতম্ব ঠেকিয়ে।

'ছয় ফুট,' বলল ও। 'কালচে সোনালি চুল, নীল চোখ। গোঁফ আছে; এটাও কালচে সোনালি, তবে হয়তো কামিয়ে ফেলেছে। শেষ দেখা গেছে কাল সুট পরনে, মাথায় কাল টুপি। বাঁ পায়ে জখম আছে, তবে সেটা হয়তো লুকাবার চেষ্টা করবে। ডানের চেয়ে বাঁ-হাতই চলে বেশি, পিস্তল-টিস্তল থাকলে ওদিকেই থাকবে। আরেকটা কথা, ওদের বলবে খুব হুঁশিয়ার থাকতে, ওই লোক ক্র্যাক শট, এক্সপার্ট নাইফ ফাইটার। এমনকি খালিহাতেও খুন করতে পারে।'

'খোদার কসম, কর্টেয,' চেঁচিয়ে উঠল শেরম্যান। 'তোমার ভাবসাবে মনে

হচ্ছে লোকটাকে তুমি চেন।'

'আমারও সেরকম বিশ্বাস হতে শুরু করেছে,' স্বীকার করল কর্টেয।

বাইরের অফিসে গিয়ে প্যাড আর পেন্সিল টেনে নিল ও। কাগজের মাথায় লিখল: 'একান্ত গোপনীয়। কেবলমাত্র অ্যাটর্নি-জেনারেলের জন্যে।' তারপর যা-যা জানে আর ওর সন্দেহের কথা লিপিবদ্ধ করল সংক্ষেপে।

## তের

মার্কাসই প্রথম দেখতে পেল কর্টেযকে।

শিস দিয়ে শাভেজ আর মন্টায়ার মনোযোগ আকর্ষণ করল ও, চিবুক ইশারায় গুয়াডালুপে স্ট্রীট ধরে রেলরোড ডিপোর দিকে এগিয়ে-আসা লোক তিনজনকে দেখিয়ে দিল। ওদের দুজনকে ওরা ভালই চেনে: জন শেরম্যান এবং শেরিফ মাইক হগবেন। তৃতীয়জনের চেহারার বর্ণনা যে-লোককে খুন করতে বলা হয়েছে ওদের তার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

ডিপো বলতে, একটা এডৌব দালান, সঙ্গে ত্রিপল-ছাওয়া টানা বারান্দা। তিন ল-অফিসার দীর্ঘ অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসতেই বুড়োমত এক লোক লোডিং প্ল্যাটফর্মের ডান পাশের অফিসকামরা থেকে বেরিয়ে, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল ওদের দিকে।

'ওই যে আসছে গ্রে,' বলল হগবেন।

রবার্ট গ্রে, অ্যাটকিনসন টোপেকা অ্যাণ্ড স্যান্তা ফে রেলরোড কোম্পানির ডিস্ট্রিক্ট সুপারভাইজর, শশব্যস্ত ভঙ্গিতে হাজির হলো ওদের কাছে, ঘন ঘন কপাল মুছতে লাগল যদিও বেলা এখনো ওঠেনি।

'সিনর কর্টেয?' বলল সে। 'আমি রবার্ট গ্রে। জীবনে কখনো এরকম ঝামেলায় আমি...'

লোকটার কথায় আমল দিল না কর্টেয, এঞ্জিন তৈরি কিনা সেটাই দেখতে চাইছে। আধো-অন্ধকারাচ্ছন্ন আর্চের নিচ দিয়ে একটা লোকোমোটিভ চোখে পড়ল ওর, ধোঁয়া উঠছে হিসহিস। নীল ডোরাকাটা কোট পরিহিত এঞ্জিনিয়র দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির দেয়ালে হেলান দিয়ে, চেহারায় স্পষ্ট উদ্বেগ।

'রাস্তা পরিষ্কার?' সুপারভাইজর গ্রের বকবকানি থামিয়ে জানতে চাইল কর্টেয।

'হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনি ভাবতেও পারবেন না, স্যার, কী রকম ঝামেলা হয়েছে কাজটা সারতে,' বলল গ্রে। 'প্রায় সারা রাত জাগতে হয়েছে আমাকে, একটা না একটা...'

বাচাল, ভাবল কর্টেয। কী ভেবেছে বুড়ো, সারা রাত পানভোজন আর ফুর্তি করে কাটিয়েছি আমরা। নাগাড়ে টেলিগ্রাফের পাশে বসে থাকতে থাকতে কোমর ধরে গেছে ওর, চোখ খচখচ করছে। ওয়াশিংটন থেকে ওর সন্দেহের কোন ভিত্তি আছে কিনা জানতে চাওয়া হয়েছে। সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেনি সে। প্রমাণ মিলবে কলোর‍্যাডোর ত্রিনিদাদে। সন্দেহ প্রমাণের একটাই রাস্তা আছে ওর: ওখানে গিয়ে সেটা সংগ্রহ করা। টেলিগ্রাফের মাধ্যমে বারবার একই কথা বলেছে ও, শেষমেশ একসময়ে, তর্কযুদ্ধে ক্লান্ত হয়েই সম্ভবত, অ্যাটর্নি-জেনারেল অনুমতি দিয়েছেন। ওই বৃদ্ধকে জানে কর্টেয, উপলব্ধি করতে পারে অনুমতি দেয়ার সময়ে কী রকম কষ্ট পেয়েছেন তিনি। তবু, যাহোক, দিয়েছেন। ওয়াশিংটনে তোলপাড় শুরু হয়েছে, জানে সে, একটা কিছু না পাওয়া অবধি এ-ঝড় থামবে না। তবে কাজ সারতে হবে ওকে একাই, যেমনটি ওর পছন্দ। শেরম্যান আর হগবেনের সাথে হাত মেলাল ও, ধন্যবাদ জানাল ওদের সহযোগিতার জন্যে।

'এই পথে, সিনর কর্টেয,' আগে আগে ডিপোতে ঢুকতে ঢুকতে বলল গ্রে। 'এঞ্জিন তৈরি।'

হাত ইশারায় ইয়ার্ডের শেষপ্রান্তে অপেক্ষমাণ লোকোমোটিভটা দেখাল সুপারভাইজর, তারপর ঘুরে এগোল আবার যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

'ঠিক আছে, মিস্টার গ্রে,' বলল কর্টেয। 'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আমি আপনার পদোন্নতির জন্যে সুপারিশ করব হেড অফিসে। থাক্, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, জুতোয় কাদা লেগে যাবে।'

রবার্ট গ্রে পালা করে তার নিষ্কলঙ্ক জুতো আর কর্টেযের নোংরা তোবড়ান বুটজোড়া দেখাল। ভ্রূকুটি করল সে। কথা সত্যি, রেলরাস্তার আশপাশ তেল কয়লা আর ছাইয়ে প্যাচপেচে হয়ে থাকে সর্বদা। এছাড়া রয়েছে বিষ্ঠা। পইপই করে সহকারীদের মানা করেছে সে, ট্রেন যখন ডিপোতে থাকে তখন কেউ যেন শৌচাগারে যাবার সুযোগ না পায়, কিন্তু বলাই সার—রাস্তার কারো প্রকৃতির ডাক পড়লেই নির্বিঘ্নে কাজটা সেরে নেয় রেলইয়ার্ডে ঢুকে।

'আচ্ছা, সিনর কর্টেয,' বলল সুপারভাইজর।

মাথা ইশারায় অভিবাদন জানিয়ে ডিপো প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে পড়ল কর্টেয, এঞ্জিনের দিকে পা বাড়াল। ডিপো ভবনটি আয়তাকার, পুবমুখী। এর পেছনে টানা একটা প্ল্যাটফর্ম, সিঁড়ি ভেঙে প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্মগুলোয় যাওয়া যায়। দুটো প্ল্যাটফর্ম মেইন আপ আর ডাউন লাইনের ধারে। এর প্রায় উল্টোদিকে, ইয়ার্ডের আরেক প্রান্তে, উত্তরপশ্চিম কোণ ঘেঁষে বিশাল ক্যারেজ শেড। ডিপোর পেছনে রয়েছে তিনটি বাফার, আর চতুর্থটি ইয়ার্ডের উত্তর প্রান্তে। যেসব গরুবাছুরের চালান যায় কিংবা আসে এখানেই রাখা হয় সেগুলো যাতে প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্মের ওপর বাড়তি চাপ না পড়ে। এইসব লাইন আর প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে ওঅটর টাওয়ার, প্রায় বিশ ফুট

উঁচু, এ মুহূর্তে শেষপ্রান্তের ইনকামিং প্যাসেঞ্জার লাইনে অপেক্ষমাণ চারটে ফ্ল্যাটবেড ট্রাকের ওপর দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এই ওয়াগনগুলোর পাশ দিয়ে প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্ম ধরে এগোল কর্টেয, ওঅটর টাওয়ারের পশ্চিম দিকের খোলা জায়গায় লোকোমোটিভটা যেখানে রয়েছে সেদিকে যাচ্ছে। আর এই সারা পথেই ওকে অনুসরণ করছে তিনটে রাইফেল সাইট। সবচেয়ে সুবিধেজনক অবস্থানে রয়েছে মার্কাস।

ওঅটর টাওয়ারে গিয়ে উঠেছে সে, শুয়ে আছে পাটাতনে টানটান হয়ে। কনুইয়ের ভরে একটু বাঁকা হয়ে আছে ওর শরীর, উইনচেস্টারের কুঁদো কাঁধে ঠেকিয়ে চোখ রেখেছে সাইটে। ইয়ার্ডের দক্ষিণ পাশে একটা সুইচ বক্স, যেসব লেভারের সাহায্যে ট্রেনের লাইন অদলবদল করা হয় সেগুলো রয়েছে এখানে। বক্সটা ফুট ছয়েক উঁচু, এর পেছনে হাঁটু গেড়ে বসে রাইফেল স্থির করল মণ্টায়া, অপেক্ষা করছে মার্কাসের সংকেতের জন্যে। ডিপোর দক্ষিণ দিকে, পেছনের প্ল্যাটফর্মটা যেখানে ডিপো ভবনের দেয়ালে গিয়ে ঠেকেছে, একস্তূপ কাঠের বাক্সের পেছনে ঘাপটি মেরে আছে শাভেজ।

কর্টেয এখন ফাঁকায়। কোনরকম আড়াল নেই আশেপাশে, প্ল্যাটফর্ম আর এঞ্জিনের সঙ্গে ওর ব্যবধান গজ পঞ্চাশেক। মার্কাস কনুইটা সরাল ঈষৎ, চলমান টার্গেট বলে কর্টেযের থেকে একটু সামনে নিশানা স্থির করে ট্রিগারটা টিপে দিল। অন্য দুজনও গুলি ছুড়ল প্রায় একই সময়ে। কর্টেয এমনভাবে ছিটকে পড়ল মাটিতে যেন মাথায় বাজ পড়েছে। ইতিমধ্যে চলতে শুরু করেছে মার্কাস, ওঅটর টাওয়ারের লোহার সিঁড়ি বেয়ে তড়িঘড়ি নামছে নিচে। মণ্টায়া আর শাভেজ উঠে দাঁড়িয়েছে, কর্টেয যেখানে পড়ে রয়েছে রেল ট্র্যাক পেরিয়ে ছুটছে সেদিকে, উদ্দেশ্য ইয়ার্ডের উত্তর প্রান্তে বাইরে যাওয়ার যে-কাঠের সিঁড়ি রয়েছে সেখানে পৌঁছান। সিঁড়ির মাথায় ফুট তিনেক উঁচু কাঁটাতারের বেড়া, টপকালেই আবর্জনায় ভরা রোমেরো স্ট্রীট।

গ্রে-র চিৎকারে মার্শাল শেরম্যান আর শেরিফ হগম্যান ডিপো ভবনের ভেতর দিয়ে ছুটে এল, থমকে দাঁড়াল বুড়ো সুপারভাইজরের পাশে।

'ওরা গুলি করেছে ওকে!' চিঁহি সুরে বলল সে। 'ওই যে, পালাচ্ছে!'

ততক্ষণে সচল হয়ে উঠেছে শেরম্যান আর হগবেন, পিস্তল বেরিয়ে এসেছে হাতে: শেরম্যান ওঅটর টাওয়ারের কোনা ঘুরে মার্কাসের দিকে এগোল। আর হগবেন সোজা দৌড়ে গেল কর্টেয যেখানে পড়ে রয়েছে সেখানে। শেরিফকে দেখে পশ্চিমে বাউলি কাটল দুই মেক্সিক্যান, হগবেন গুলি ছুড়ল। কিন্তু প্রায় ত্রিশ গজ দূরে ছিল ওরা, ফলে মিস্ করল। দুই গুপ্তঘাতক যখন প্রায় সরলরেখায় ওর সামনে রয়েছে, হগবেন দেখল মাটি থেকে উঠে পড়েছে কর্টেয।

চমকে উঠল মেক্সিক্যান দুজন, যেন আচমকা পাতাল ফুঁড়ে আবির্ভূত হয়েছে কোন দানব। একজন মরিয়া হয়ে উঠল এই আপাত-দুর্জয় লোকটিকে শেষ করতে, ঝটপট লেভার টেনে হাতের কারবাইন ঘোরাল।

কিন্তু কোন সুযোগই পেল না সে।

বিদ্যুৎগতিতে কোমরের কাছে ঝলসে উঠল কর্টেযের হাত, পিস্তল বেরিয়ে এসে সমানে আগুন ঝরাতে লাগল। মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল শেরিফের। সে দেখল পেছনে ছিটকে পড়েছে প্রথম মেক্সিক্যান, উইনচেস্টারখানা ডানা মেলেছে হাওয়ায়, দুমড়ে-মুচড়ে ধীরে ধীরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে লোকটা, ভারি ক্যালিবারের বুলেটের আঘাতে মুখের সামনের অংশটুকু অদৃশ্য হয়েছে। দ্বিতীয়জনও ধরাশায়ী হলো তার সঙ্গীর মত, এমনভাবে শূন্যে উঠে গেল পা যেন সত্তর ফুট লম্বা কেউ কাঠের তক্তা দিয়ে আড়াআড়িভাবে আঘাত করেছে। কর্টেযের দিকে দৌড়ে গেল হগবেন, কিন্তু সাবাডিয়া ওকে শেরম্যানের কাছে যেতে ইশারা করল। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল শেরিফ, দুই ফ্ল্যাটকারের জোড়ের নিচ দিয়ে গলে চলে গেল ওপাশে।

শেরম্যানকে দেখতে পেল সে, রেল লাইন লাগোয়া শেষ বাফার-সেটের পেছনে বসে আছে গুড়ি মেরে, ওর পিস্তল কাশছে। কাঠের সিঁড়ির গোড়ায় গা ঢাকা দিয়েছে তৃতীয় গুপ্তঘাতক, মার্শালের ক্ষিপ্র ধাওয়ার ফলে পালাতে পারেনি সময়মত।

দ্রুত পায়ে বাফারগুলোর দিকে ছুটে গেল হগবেন, সুইচবক্স টপকে চলে গেল শেরম্যানের পাশে, গুলি ছুড়তে শুরু করল। মরিয়া হয়ে জায়গা বদল করল গুপ্তঘাতক; তার অবস্থান মোটেও নিরাপদ নয়, এই পচা কাঠের সিঁড়ি বুলেট ঠেকাতে পারবে না। চকিতে ফাঁকায় বেরিয়ে এল মার্কাস, ছুটল উর্ধ্বশ্বাসে।

আতঙ্কিত খরগোশের মত এঁকেবেঁকে ছুটে গেল ক্যারেজ শেডের দিকে, এর পুরু দেয়ালের আড়ালে আত্মগোপন করার জন্যে।

প্রবেশমুখ থেকে যখন বিশ গজ দূরেও নেই এই সময়ে কর্টেযকে চোখে পড়ল ওর, লাইন টপকে দৌড়ে আসছে। নিজের কাছেই ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ঠেকল ওর, জানে তার নিশানা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি: তবু সেই মরা লোকই ছুটে আসছে তাকে ধরতে, পিস্তল উঁচিয়ে।

চলন্ত অবস্থায়ই উইনচেস্টারের লেভার টেনে কর্টেযের উদ্দেশে গুলি ছুড়ল ও, কিন্তু তাড়াহুড়ো আর আতঙ্কে মিস্ করল আবারো। ঝট করে একপাশে সরে গিয়ে বুলেটটাকে পাশ কাটাল কর্টেয, একইভাবে এগোল। ফের কারবাইনের লেভার টানল মার্কাস, পরক্ষণে সভয়ে দেখল কর্টেযের হাত নড়ছে। গর্জে উঠল সিক্সগান, মার্কাসের বাঁ পায়ের এক ফুট সামনে গর্ত সৃষ্টি হলো মাটিতে। ভয়ে চিৎকার করতে করতে, লাফিয়ে আরেক দিকে ছুটল ও। ট্রেন থেকে নামছে এঞ্জিনিয়র, দেখতে পেল মার্কাস, চেঁচিয়ে বলছে কিছু, তবু নগ্ন আতঙ্ক তাড়িয়ে নিয়ে চলল ওকে। দশ গজ। আর মাত্র দশ গজ। মার্কাস দেখল এক হাঁটুর ভরে বসে পড়েছে তার শিকার, পিস্তল তাক করছে, দুহাতে শক্ত করে চেপে ধরেছে বাঁট, কনুই ডান হাঁটুর ওপর স্থির। মার্কাস বুঝতে

পারল মরতে চলেছে সে। কিন্তু কোন গুলি হলো না।

নিদারুণ হতাশাভরে মাথা নাড়াল কর্টেয, হাতের খালি পিস্তলটার দিকে চেয়ে রইল। ইতিমধ্যে আবার উঠে পড়েছে সে, তবে টলছে সামান্য। মার্কাস এখন আর বিশ ফুট দূরেও নেই ওর থেকে, ক্যারেজ শেডের দূরত্বও প্রায় সমান। কর্টেয থেমে হাত বাড়াল বুটের গোড়ালিতে, লুকান ছুরিটা বের করবে। তারপর মাথা নাড়াল হতাশাভরে। নাইফ থ্রোয়িংয়ে সে দক্ষ। কিন্তু এত দূর থেকে চলমান টার্গেট ভেদ করা কঠিন। অপেক্ষা করতে লাগল ও, অল্পক্ষণের মধ্যে শেরম্যান আর হগবেন হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হলো ওখানে, সারা শরীরে ঘাম।

'সর্বনাশ, কর্টেয!' বলল শেরম্যান। রক্তে ভিজে গেছে কর্টেযের বুকের একপাশ। মার্কাসের গুলি শেষ করতে পারত ওকে। ডান বাহুর ঠিক নিচে যেখান দিয়ে বুলেটটা ঢুকেছে ওর দেহে সে-জায়গার বলিষ্ঠ মাংসপেশী এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে যেন কোন আদিম জন্তু থাবা বসিয়েছিল। এরপর যা ঘটেছে তা নিছক সৌভাগ্য: পাঁজরে আঘাত করেছে বুলেট, কিন্তু ভেতর দিকে না ঢুকে, বুকের কিছু মাংস খুবলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে। মণ্টায়ার বুলেটে ওর কোটের ঝুলে গর্ত তৈরি হয়েছে একটা। আর শাভেজ মিস্ করেছে, কীভাবে তা একমাত্র খোদাই জানেন।

'শেরম্যান, তুমি এদিকটা সামলাও,' বলল কর্টেয, শরীরে ওর জখম কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। যতখানি দেখতে, আঘাত তত মারাত্মক নয়, যদিও রক্তক্ষরণের ফলে এখন খানিকটা দুর্বল বোধ করতে শুরু করেছে ও, ঝিমঝিম করছে মাথা। একটা সীমার পর শরীরকে আর চালাতে পারে না অ্যাড্রেনালিন: কন্টিনেণ্টাল শেলফে ভূমিকম্প হলে যা হয়, ভীষণ কাঁপতে থাকে শরীর, প্রতিরোধ করা যায় না–চেতনা লোপ পায়। কর্টেয জানে সে-অবস্থা আসবে, তাই চাইছে যে-লোক ওকে খুন করার প্রয়াস পেয়েছিল আগেভাগে তাকে ধরে ফেলতে।

'আমি পেছনটা দেখছি,' বলল হগবেন। 'কর্টেয, তুমি ঠিক আছ?'

মাথা দোলাল কর্টেয। ঈষৎ কাঁপছে ওর আঙুল, কিন্তু ওদের চোখে সেটা লুকিয়ে সিক্সগানটা রিলোড করে নিল ও।

'হ্যাঁ,' বলল সাবাডিয়া। 'একদম ঠিক।'

'আমি না হয় যাই,' বলল শেরম্যান। 'কিংবা মাইক।'

'না,' কর্টেয জেদী। 'ওকে আমি জীবিত ধরতে চাই।'

'তোমার ঈশ্বরের দোহাই, কর্টেয, একটু সবুর কর তাহলে,' মিনতি ঝরল মার্শালের কণ্ঠে। 'আমি আগে লোক দিয়ে ঘিরে ফেলি জায়গাটা!'

'আমার অত সময় নেই,' সাবাডিয়া বলল ওকে। শেরম্যান ভাবল নিশ্চয়ই ট্রেন ধরার কথা বলছে ও। ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকাল সে। কর্টেয ওর ভুল ভাঙাল না।

আর কথা না বাড়িয়ে, সন্তর্পণে ক্যারেজ শেডের ভুতুড়ে অন্ধকারে ঢুকে

পড়ল ও। শেড মানে দুপাশে দেয়াল, কাঠের ছাদ, এমাথা-ওমাথা উভয় মুখই খোলা, ইয়ার্ডের পশ্চিম প্রান্তে ঝোপ-ঝাড়ের কিনারে কয়েক সারি বাফার দেখা যাচ্ছে। খুনী ওই পথে পালাবার চেষ্টা করলে, ধরে ফেলবে হগবেন।

শেডের অভ্যন্তরে তিন জোড়া ট্র্যাক। কর্টেযের সবচেয়ে কাছের জোড়ায় এক সারি কয়লার ট্রাক দাঁড়িয়ে, সর্বমোট চারটে। মাঝের লাইন ফাঁকা। শেষ মাথায় দুটো প্যাসেঞ্জার কোচ। মাটিতে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল কর্টেয, চোখে ইতিমধ্যে সয়ে গেছে অন্ধকার, বুট-পরা একজোড়া পা সন্ধান করছে ওগুলো। পেল না দেখতে। লোকটা অত বোকা নয়, ভাবল ও।

এবং কারবাইনটা এখনো আছে তার কাছে।

কয়লার ট্রাকের সারি ঘেঁষে শেডের শেষ মাথা বরাবর এগোল ও। এখন আরেকটু ভাল দেখতে পাচ্ছে। কিছুদূর যেতেই পুরনো একটা প্যাকিং কেস চোখে পড়ল ওর, সম্ভবত রিও চামা অঞ্চলের কোন মাইন বা করাত কলের যন্ত্রপাতি আনা হয়েছিল ওতে, তিন ফুট উঁচু। বাক্সটার পেছনে থামল ও, ধীরে ধীরে উঠে গেল মাথায়। কোটের নিচে বগলতলায় পিস্তলখানা রেখে কক্ করল কর্টেয, শব্দ ঢাকা পড়ে গেল। তারপর উঠে দাঁড়াল আচমকা, উঁচু কয়লার ট্রাকগুলোর ওপর চোখ ঘুরছে। একেবারে শেষের-টায় ত্রিপল বিছান ছিল একটা, ঝটিতি পিস্তল উঁচিয়েই গুলি করল ও, পরপর তিনটে, শুয়ে পড়ল ডাইভ দিয়ে, অপেক্ষা করতে লাগল।

বদ্ধ জায়গায় বিকট শোনাল গুলির আওয়াজ, মনে হলো কেয়ামত ঘটে গেছে। দমকা হাওয়ায় কেটে গেল বারুদের ধোঁয়া, কর্টেয মাথা নাড়াল। সাবধানে পিছু হটল ও, এরকম জায়গায় গেল যেখান থেকে গড়িয়ে নেমে যেতে পারবে মাটিতে। কড়াৎ শব্দে গর্জে উঠল উইনচেস্টার, ওর মুখের ইঞ্চি কয়েক তফাতে বাক্সের গায়ে আছড়ে পড়ল বুলেট, কাঠের টুকরো ছিটাল কিছু। এগুলোর একটা সাঁই করে বেরিয়ে গেল ওর গালে ঘষা দিয়ে, তীব্র জ্বলুনি অনুভব করল ও, পরক্ষণে টের পেল রক্ত বেরোচ্ছে। হঠাৎ খেয়াল করল কর্টেয নিজের অজান্তেই কখন যেন বাক্সের মাথা থেকে মাটিতে নেমে পড়েছে সে। এখন দবদব করছে ওর মাথার ভেতর, অল্পক্ষণের জন্যে ঝাপসা দেখল চোখে। এতই আচমকা হয়েছে গুলি যে ও টেরই পায়নি কোত্থেকে এসেছিল ওটা। তবে আর একটিমাত্র জায়গায়ই দেখা বাদ রয়েছে। শিকারী নেকড়ের হাসি ফুটে উঠল কর্টেযের ঠোঁটে, গড়িয়ে গোড়ালির ভরে উঠে বসল ও, হাতে সিক্সগান তৈরি, তারপর ক্যারেজ শেডের শেষপ্রান্ত অভিমুখে ছুটে গেল তীরের গতিতে, কয়লার ট্র্যাকের কোনা ঘুরেই ঝাঁপ দিল সামনে, ঘুরন্ত বলের মত শূন্যে গোটা কয়েক পাক খেয়ে চলে গেল প্যাসেঞ্জার কোচের আড়ালে। ওপাশের জানালা থেকে চলন্ত টার্গেট নিশানা করে পাঁচটা গুলি ছুড়ল মার্কাস, একবারও পারল না লক্ষ্যভেদ করতে।

দরজা খোলাই ছিল, চকিতে অন্ধকার কোচে উঠে পড়ল কর্টেয।

আততায়ী কোথায় আশা করবে ওকে—ছাদে না ভেতরে?

ছাদে।

আপনমনে মাথা ঝাঁকাল ও, কোচের মেঝেতে বুক মিশিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল সামনে। যখন ভেস্টিব্যুলের কাছাকাছি চলে এল, থেমে সাবধানে ডান পাশের দুই সিটের মাঝখানের খালি জায়গায় ঢুকে পড়ল ও, আস্তে করে নামিয়ে ফেলল জানালাটা। বাইরে মাথা গলিয়ে দিল কর্টেয, হাত, ধনুকের মত বেঁকে গেল ওপর পানে। এবার সিক্সগানটা এমনভাবে ওপর দিকে ছুড়ে দিল সে যেন পাশের কামরার ছাতে সজোরে নেমে আসে ওটা।

যেজন্যে ওত পেতেছিল, ছাদে শব্দ শুনতে পেল মার্কাস। দুই ক্যারেজের মধ্যবর্তী প্ল্যাটফর্মের কাছে ঘাপটি মেরে বসেছিল সে, চট করে দরজা দিয়ে বেরিয়েই নেমে পড়ল কাঁকর-বিছান মাটিতে, কারবাইন তাক করে আছে ওপরে, প্যাসেঞ্জার কোচের ছাদে যাকে দেখবে বলে আশা করছে তার সন্ধান পেলেই মোক্ষম গুলি ছোড়ার জন্যে তৈরি।

চরম হতাশায় সবে ঝুলে পড়তে শুরু করেছে চোয়াল এই সময়ে আলতো পায়ে ওর পেছনে নেমে এল কর্টেয। আসল ঘটনা বুঝতে পেরে মার্কাস যখন ঘুরল পাঁই করে তখন দেরি হয়ে গেছে অনেক। বিদ্যুৎগতিতে ওর ঘাড়ের পাশে রদ্দা মারল কর্টেয। মেপে, তা নইলে প্রতিপক্ষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

দড়াম করে কাটা কলাগাছের মত লুটিয়ে পড়ল মার্কাস, দেহ মাটি স্পর্শ করার আগেই জ্ঞান হারিয়েছে, তারও আগে হাতছাড়া হয়েছে ওর কারবাইন। তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে মার্কাসের দিকে চেয়ে রইল কর্টেয, জানে সম্ভবত লোকটার কলারবোন আর শোল্ডার ব্লেড ভেঙে ফেলেছে সে, হুমেরাস স্থানচ্যুত হয়েছে কিংবা ছিঁড়ে গেছে, বারোটা বেজেছে ফুসফুসের ঊর্ধ্বাংশের, গোটা দু-তিনেক পাঁজর ভেঙেছে, এবং সম্ভবত প্লুরা ফুটো হয়ে গেছে। এ-মুহূর্তে মার্কাসের একজন ডাক্তার দরকার ভীষণ, নইলে যে মারা যাবে তা নয়, উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করবে লোকটা, আকস্মিক ধাক্কার ফলে হেমোরেজ, এমনকি সেই সাথে প্লুরিসি আর নিউমোনিয়ায়ও আক্রান্ত হতে পারে।

চিৎকার করে দুটো নাম বলল কর্টেয, আবার, তারপর দেখল শেরম্যান আর হগবেন ছুটতে ছুটতে আসছে, হাতে উদ্যত পিস্তল। ভূলুণ্ঠিত তালগোল-পাকান অচেতন দেহটাকে একবার দেখল ওরা, তারপর পালা করে কর্টেযের শূন্য হোলস্টার আর নিরস্ত্র হাত দুটোর ওপর নজর বোলাল।

'এই লোকের একজন ডাক্তার দরকার,' বলল কর্টেয।

'তোমারও,' গম্ভীর সুরে ওকে জানাল হগবেন।

'আমার সে-সময় নেই,' জবাব দিল কর্টেয।

পরক্ষণে জ্ঞান হারাল সে।

# চোদ্দ

'তুমি পাগল হয়ে গেছ,' বলল ডাক্তার।

'হাহ্,' শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে জবাব দিল কর্টেয। ওর ডান হাতখানা আড়ষ্ট হয়ে আছে সামান্য, বুকের ডান দিকে ব্যাণ্ডেজ। একটু-আধটু অস্বস্তি হচ্ছে বটে, তবে কাজকর্ম মোটামুটি চালিয়ে যেতে পারবে। শার্টের বোতাম লাগান শেষ করে প্যান্টের দিকে হাত বাড়াল ও।

'অন্তত এক হপ্তা বিছানায় শুয়ে থাকা উচিত তোমার,' উপদেশ দিল ডাক্তার। 'ওই সেলাইগুলো যদি ছিঁড়ে যায়...' কী ঘটতে পারে কল্পনা করে যাত্রার ঢঙে শিউরে উঠল সে।

'এসব কথা আমাকে বহুবারই শুনতে হয়েছে,' মৃদু হাসল কর্টেয। 'কিন্তু সময় দিতে পারিনি।'

'ঠিক আছে, সিনর কর্টেয,' বাতাসে হাত ছুড়ে বলল ডাক্তার। 'মানছি তোমার প্রচণ্ড শক্তি, হাড়গোড় সব তিমি মাছের কাঁটা দিয়ে তৈরি। যাকগে, আমার কর্তব্য আমি করলাম, সেলাইগুলোর ওপর যদি বেশি চাপ পড়ে—ফের রক্তপাত শুরু হবে।'

'আমি আবার এসে তোমার কাছ থেকে সেলাই করিয়ে যাব,' একগাল হাসল কর্টেয। 'এবার বল, মার্কাস কেমন আছে?'

'বাঁচবে,' পাকা-চুল বুড়ো বলল ওকে। 'সম্ভবত তোমার চেয়ে ভাল অবস্থায় আছে ও। আর যা-ই হোক, ঘোরাঘুরি করছে না খামোকা। তবে,' হতাশ ভঙ্গিতে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল ডাক্তার, 'বাঁ-হাতখানা আর কখনো ব্যবহার করতে পারবে কিনা সন্দেহ।'

'বাকি জীবনটা যেখানে কাটাতে হবে ওকে সেখানে ওর একটা হাত না থাকলেও চলবে,' নির্দয় কণ্ঠে বলল কর্টেয। 'চলি, ডাক্তার, বেঁচে থাকলে দেখা হবে আবার।'

মাথা দোলাল বুড়ো। 'শুনলাম তুমি জাস্টিস ডিপার্টমেণ্টে কাজ কর,' বলল সে। 'নিশ্চয় খুব বড় ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান ওটা।'

'নিশ্চয়,' আবার হাসল কর্টেয।

'সাবধানে থেক, বাছা,' কর্টেযের কাঁধে সস্নেহে চাপ দিয়ে বলল ডাক্তার। 'ডান দিকে বেশি জোর দিয়ো না। এখান থেকে বেরিয়ে যাবার পর হয়তো ভুলে যাবে এসব কথা, তবু চেষ্টা কর মনে রাখতে। তা নাহলে যখন হয়তো তোমার সবচেয়ে খারাপ সময় যাচ্ছে, তখনই তুমি একদম পঙ্গু হয়ে যাবে।'

ঘাড় কাত করল কর্টেয, বেরিয়ে এল বাইরে। ডাক্তারের চেম্বার প্যালেস অ্যাভিনিউয়ে, শেরম্যানের অফিসের ঠিক উলটো দিকে। বাকবোর্ড নিয়ে শেরিফ হগবেন বাইরে অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে।

'দারুণ খেলা দেখিয়েছ তুমি,' হাসতে হাসতে বলল হগবেন।

'কোথায় আর, অনেক সময় নষ্ট হলো,' গম্ভীর সুরে বলল কর্টেয।

'খুব বেশি না,' ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে ঘড়ি বের করে বলল শেরিফ। 'একটার মধ্যে রওনা দিতে পারবে।'

'পাঁচ ঘণ্টা লেট, এতক্ষণে হয়তো স্প্রিংগার পার হয়ে যেতাম।'

রেলরোড ডিপোর সামনে ওদের সাথে মিলিত হলো মার্শাল শেরম্যান।

'তোমার হয়ে ওয়াশিংটনে মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি আমি,' বলল সে। 'ত্রিনিদাদে সেসিল স্মিথকে খবর দিয়েছি। ওরা জানে তোমার একটু দেরি হবে পৌঁছুতে, তবে কেন সেটা আর জানাইনি।'

'গুড,' মাথা দোলাল কর্টেয। 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'তোমাকেও,' বলল শেরম্যান। 'সম্ভব হলে ওয়াশিংটনে আমার জন্যে একটু সুপারিশ কর।'

'অবশ্যই করব,' মৃদু হাসল কর্টেয। 'আর হ্যাঁ, মার্কাসের যত্নআত্তিটা যেন ভাল হয়।'

'সে আর বলতে,' ভাঁজ পড়ল শেরিফ আর মার্শালের গালে।

হগবেনের সঙ্গে করমর্দন করে ঘুরে দাঁড়াল কর্টেয, দ্রুত পা চালিয়ে ডিপো ভবনের মাঝ দিয়ে প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এল। এঞ্জিনটা এখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, হিসহিস করে ধোঁয়া ওগরাচ্ছে। সকালের সেই এঞ্জিনিয়রই আছে এখনো, আগের মতই ভাবলেশহীন মুখে গলা বাড়িয়ে রয়েছে জানালার বাইরে। কর্টেয কাছে গিয়ে পরিচয় দেয়ার পরও কোনরকম ভাবান্তর হলো না ওর চেহারায়।

'হাউডি,' বলল এঞ্জিনিয়র। 'উঠে পড়।'

দোল খেয়ে ফুটপ্লেটে উঠে পড়ল কর্টেয, এঞ্জিনিয়র ব্রেক হ্যাণ্ডেল সামলাতে মনোযোগী হলো। জিনিসটা দেখতে অতিকায় কোন কফি গ্রাইণ্ডারের হাতলের মত। স্টোকার শাবলের চাড়ে ফার্নেসের ঢাকনা খুলতেই প্রচণ্ড উত্তাপের ধাক্কা খেল ওরা, গনগনে আগুনে আরেক দফা কয়লা ফেলল স্টোকার।

'কতক্ষণ লাগবে ত্রিনিদাদে পৌঁছুতে?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কর্টেয। এঞ্জিন চলতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে, তীক্ষ্ণ ঘসঘস শব্দে দায় হয়ে উঠেছে কান পাতা।

'প্রায় দুশ মাইলের মত,' এঞ্জিনের সিটি বাজিয়ে বলল এঞ্জিনিয়র। দড়ি টেনে আবার সিটি বাজাল সে, থুতনি চুলকাতে চুলকাতে চেয়ে রইল সামনে। 'কোনকিছু যখন টানতে হচ্ছে না—প্রশ্নটা বেশ মজার, বাছা।'

ফের থুতনি চুলকাল সে, আড়চোখে দেখল বয়লার চেক করছে তার স্টোকার।

'এক্ষুণি বেশি দিয়ো না, প্যাডি,' বলল সে। 'আমাদের মেরে ফেলতে চাচ্ছো নাকি!'

স্টোকারের ফোকলা মুখ ভরে গেল নিঃশব্দ হাসিতে, সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল।

'এদের অভ্যেস নেই,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল এঞ্জিনিয়র। ফের হাসল স্টোকার।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আমরা যদি এই বুড়ো ঘোড়াটাকে একটু জোরে ছোটাতে পারি, ছঘণ্টায় পারব। আরো তাড়াতাড়ি সম্ভব, কিন্তু–'

'আমার ধারণা বেশি লাগবে,' বলল কর্টেয।

'তাই,' একমত হলো এঞ্জিনিয়র। সখেদে নিজের থুতনি ঘষল সে। 'তবে আসল কথা হচ্ছে, এর আগে কখনো এত জোরে কেউ গাড়ি ছোটায়নি। কাজেই আমরা কেউই জানি না কী ঘটবে।'

ডিপো ভবন এখন বেশ পেছনে পড়ে গেছে ওদের। কর্টেযের মনে হলো শেরম্যান আর হগবেনকে যেন একঝলক প্ল্যাটফর্মে দেখল সে। তবে নিশ্চিত বুঝতে পারল না।

'ছঘণ্টায় পারবে না, পঞ্চাশ ডলার বাজি রেখে বলতে পারি আমি,' ও বলল এঞ্জিনিয়রকে।

'মজার বাজি তো,' জবাব দিল এঞ্জিনিয়র। 'তাই না, প্যাডি?'

ফোকলা গালের হাসি উপহার দিল প্যাডি, আরেক বেলচা কয়লা ফেলল ফার্নেসে।

'ঠিক আছে, পঞ্চাশ ডলারই সই,' কপট গাম্ভীর্যের সুরে বলল এঞ্জিনিয়র, থ্রটল টেনে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ল্যামির দিকে ছোটাল গাড়ি।

# পনের

বাজি হেরে গেল কর্টেয।

রাত আটটা আঠার মিনিটে ত্রিনিদাদে পৌঁছুল ওরা। এরকম রুদ্ধশ্বাস ভ্রমণ আর কখনো আসেনি কর্টেযের জীবনে। এর প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছে সে, প্রাণটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে। সবিস্ময়ে এঞ্জিনিয়র টিম উইল্টন আর তার আইরিশ স্টোকারের কাজকর্ম লক্ষ্য করেছে ও, দেখেছে কীভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অবিশ্রাম পরিশ্রম করে, এঞ্জিনের কাছ থেকে সমস্ত শক্তি

নিংড়ে বের করে নিয়েছে ওরা। বুঝতে অসুবিধে হয়নি ওর, সহকর্মীসুলভ পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ আছে বলেই নিজেদের কাজে এতটা দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে এই দুজন।

ধীর গতিতে চড়াই ভেঙে গ্লোরিটায় প্রবেশ করেছে ওরা, তারপর সাত হাজার ফুট দীর্ঘ গিরিপথের নিচে ট্রেন ছুটিয়েছে ঝড়ের বেগে। চোখের নিমেষে মাইল ফলকগুলো হারিয়ে গেছে একের পর এক, কখনো কখনো কর্টেযের মনে হয়েছে এক্ষুণি হয়তো লাইনচ্যুত হবে গাড়ি। চাকার একটানা ঝিকঝিক শব্দ আর দুলুনি অবিরত ঘা দিয়ে চলেছে মস্তিষ্ক কোষে, তারপর একসময় অসাড় হয়ে গেছে বোধশক্তি। ধুলো আর বাতাসে টকটকে লাল হয়ে গেছে ওদের চোখ, বয়লারের আঁচ আর ধোঁয়ায় মুখ কালি।

সগর্জনে গ্যারিনাস আর লাস ভেগাস পেরিয়েছে ওরা, ডিপো ভবনের অদূরে হিচ-রেইলে-বাঁধা ঘোড়াগুলো চমকে উঠেছে এঞ্জিনের শব্দে। টার্কি মাউন্টিনসকে বাঁয়ে রেখে মোরা পেরোনর সময়ে ফোর্ট ইউনিয়নের ছবি ভেসে উঠেছে কর্টেযের চোখে, ওখানকার পরিচিত লোকদের কথা মনে পড়েছে। তারপর শুরু হয়েছে চড়াই ভাঙা, ধাপে ধাপে আবার উঠে গেছে প্রায় সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচু ব্যাটন পাসের মাথায়, এ-সময়ে গতি সামান্য মন্থর করেছে এঞ্জিনিয়র যাতে অনেকক্ষণ ধরে যারা এই ট্রেনের গর্জন শুনছে তারা ধরতে পারে পার্থক্যটা। যখন কাইমারন পেরোচ্ছিল, ডানে স্প্রিংগারের ঘরবাড়িগুলোকে খয়েরি প্রান্তরে ছড়ান-ছিটান কিছু কাঠের বাক্সের সমাহার মনে হয়েছে কর্টেযের। দূর-উত্তরপশ্চিমে তখন স্যাংগর ডি ক্রিস্টোসের আকাশছোঁয়া চূড়াগুলো দেখতে পাচ্ছিল সে, গোলাপি তুষার চিরুনির মত শিংগুলোকে অলঙ্কৃত করে রেখেছে। এর মাইল ত্রিশেক পুবে লগলিন পীক, তার উত্তরে অপেক্ষাকৃত নিচু টিনাহা।

তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে, লোকোমোটিভের একচক্ষু আলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দিল সামনে। আশেপাশের নিবিড় পাইন বনকে ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। মাথার ওপরে বিজলি চমকাচ্ছে থেকে থেকে।

মুহূর্তের জন্যে সামনে রেটনকে দেখতে পেল ওরা, পরক্ষণে ডিপো প্ল্যাটফর্মে লণ্ঠনহাতে-দাঁড়ান রেল কর্মচারীদের কান ঝালাপালা করে দিয়ে আবার প্রবেশ করল অন্ধকারের গর্ভে।

'আর বিশ মাইল,' তেলচিটে একটা রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বলল এঞ্জিনিয়র টিম উইল্টন। 'এবং পুরোটাই ডাউনহিল।'

কর্টেযের উদ্দেশে বিজয়ীর হাসি হাসল সে, ঢাউস একটা পকেট ঘড়ি বের করে মেলে ধরল চোখের সামনে। 'সাতটা পঁয়তাল্লিশ,' বলল উইল্টন, হাসি দুকান ছুঁয়েছে। 'তার মানে কী দাঁড়াল, প্যাডি?'

পলক তুলল প্যাডি, হাসল ফোকলা গালে, এবং ঠিক তেত্রিশ মিনিট পর যখন ত্রিনিদাদে থামল ওরা তখনো বন্ধ হয়নি সে-হাসি।

*

ট্রেন যখন এল লোকটা তখন ডিপো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে।

ঢাল গড়িয়ে স্টেশনে ঢুকল গাড়ি, ঘট-ঘটাং করে থেমে গেল এঞ্জিন, বাতি ঝলমলে ক্যারেজগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সামনে। প্রতিটি জানালার ওপর লক্ষ্য রাখছে বিশালদেহী, ছায়া-ঘেরা একটা কোণে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোকিত মুখগুলো দেখছে, তার বাঁ-হাত আলতোভাবে ছুঁয়ে আছে শর্ট-ব্যারেল্ড কোল্ট পকেট পিস্তলের বাঁট। সুকৌশলে খোঁজখবর নিয়েছে সে; ডিপোর টিকেট কেরানি দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়েছে সেদিন স্যান্তা ফে থেকে কোন 'স্পেশাল' ট্রেন আসেনি, কিংবা এ-মুহূর্তেও আসছে না। কাজেই কর্টেয যদি এ-ট্রেনে না থাকে, ধরে নিতে হবে সে মারা গেছে। প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে প্ল্যাটফর্মে, মানুষজন পরস্পরের নাম ধরে ডাকছে, মহিলারা দুহাত বাড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে স্বামী নয়তো প্রেমিকদের দিকে। পুরুষেরা একে অন্যের কাঁধ চাপড়ে দিচ্ছে, প্রত্যেকেই উৎফুল্ল, দীর্ঘ অদর্শনের পর প্রিয়জনকে প্রথম দেখার সময়ে যেমনটি হয়ে থাকে।

নিজের জায়গায় অনড় দাঁড়িয়ে রইল বিশালদেহী; সজাগ, সতর্ক।

আর পনের মিনিটের মধ্যে ট্রেন ছাড়বে, তবে এবার দুটো অংশে। সামনের তিনটে কামরা, নতুন এঞ্জিনের সাথে যুক্ত হয়ে, উত্তরে রওনা হবে, পুয়েব্লো আর কলোর‍্যাডো স্প্রিংস হয়ে ডেনভার যাবে, এবং সেখান থেকে শেইয়েন। পেছনেরগুলো মোড় নেবে পুবে, পাহাড়ের ঢাল ধরে লা হুণ্ডা আর ক্যানসাসের বিস্তীর্ণ প্রান্তর পেরোবে, ডজ আর উইচিটা হয়ে এগিয়ে যাবে যাত্রার শেষ গন্তব্য ক্যানসাস সিটির উদ্দেশে। তবু নড়ল না সে। ট্রেন থেকে যারা নেমেছিল তারা এখন চলে যেতে শুরু করেছে, লোহার চাকা-লাগান ট্রলিতে লটবহর নিয়ে তাদের অনুসরণ করছে পোর্টাররা। দু-চারটে নতুন মুখ কেবল রয়ে গেছে আশেপাশে, বিদায় নিচ্ছে বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে। দুই বাচ্চা-কোলে এক মহিলাকে ট্রেনে উঠতে সাহায্য করল একজন ড্রামার।

কর্টেয নেই।

জোড়া খোলার সময় ঝাঁকি খেল ট্রেন, ডিপোর আরেক মাথা থেকে শান্টিং করে দ্বিতীয় এঞ্জিনটা এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। বড়জোর আর পাঁচ মিনিট। তার বেশি হবে না।

এখনো কর্টেযের দেখা নেই।

তারমানে কর্টেয মারা গেছে। কোন সন্দেহ নেই এতে। বেঁচে থাকলে এতক্ষণে এখানে এসে পড়ত সে। একটু দুঃখ বোধ করল বিশালদেহী। কর্টেয মারা গেছে ভাবতেই কষ্ট হয়। ছায়া-ঘেরা কোণ ছেড়ে বেরিয়ে এল সে, ডিপোতে ঢুকে গটগট করে এগিয়ে গেল ব্যাগেজ কাউণ্টার অভিমুখে। অল্পবয়েসী এক ছোকরা দায়িত্বে ছিল এখন, নিরাসক্ত চেহারায় সে তাকাল বিশালদেহীর দিকে।

'চামড়ার ব্যাগ,' হলুদ রঙের একখানা টিকেট বাড়িয়ে দিয়ে ওকে বলল বিশালদেহী। টিকেটটা ছিড়ে গিয়েছিল, আঠা দিয়ে জোড়া লাগান হয়েছে। 'একটু তাড়াতাড়ি, প্লিজ, আমাকে আবার ওই ট্রেনটা ধরতে হবে।'

'আসছি, স্যার,' বলল কেরানি।

লকারের পেছনে চলে গেল সে, অচিরেই ফিরে এল হাতলভাঙা ঢাউস এক ব্যাগ নিয়ে।

'এটা, স্যার?' জিজ্ঞেস করল কেরানি।

'আমাকে দেখতে দাও,' বলল বিশালদেহী। ব্যাগের গায়ে সাঁটা টিকেটটা দেখল সে: বারবার পড়ে নম্বর মুখস্থ করে ফেলেছিল আগেই–মিলে গেল। 'হ্যাঁ, এটাই।'

'দু'ডলার সার্ভিস চার্জ লাগবে, স্যার,' বলল কেরানি। সুষ্ঠু স্বাভাবিকভাবে চলছে সবকিছু। ভয়ের কোন আলামত দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

ওয়ালেট বের করল বিশালদেহী তার কাল প্রিন্স অ্যালবার্ট ফ্রক-কোটের বুক পকেট থেকে, পাওনা মিটিয়ে দিয়ে হাতে তুলে নিল ব্যাগটা, হনহন করে বেরিয়ে এল বাইরে। এখনো সতর্ক সে; প্ল্যাটফর্মে পা রেখেই নজর বোলাল ডাইনে-বাঁয়ে। কেউ তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করছে না। অধিকাংশ যাত্রীই উঠে পড়েছে গাড়িতে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন ঘোরাঘুরি করছে দরজার আশপাশে, শেষ সিটি বাজার অপেক্ষায় রয়েছে। দ্রুত পায়ে সামনের ক্যারেজের দিকে এগিয়ে গেল বিশালদেহী, দোল খেয়ে উঠে পড়ল ট্রেনে, আলো ঝলমলে কম্পার্টমেন্টে গিয়ে ঢুকল। বাঁ-পাশের জানালার ধারে খালি একটা আসনে সবে বসেছে সে এই সময়ে বিকট সুরে সিটি বাজাল এঞ্জিন। পকেট থেকে ঘড়ি বের করল বিশালদেহী। দেরিতে ছাড়ছে গাড়ি।

আর ঠিক তখনই চেনা একটা কণ্ঠস্বর চুরমার করে দিল তার স্থৈর্য।

'হ্যালো, জন,' শান্ত কণ্ঠে বলল কর্টেয।

# ষোল

স্মিত হাসল জন টাওয়ার।

'আমার বোঝা উচিত ছিল,' মৃদু স্বরে বলল সে। পরাজয়ের লেশমাত্র নেই কণ্ঠে। বরং নিজের প্রতি ব্যঙ্গ রয়েছে একধরনের, আর খানিকটা বিরক্তির, বারবার একই ভুল করায়।

'তুমি কীভাবে ভাবলে, জন, পালিয়ে যেতে পারবে টাকা নিয়ে?' প্রশ্ন করল কর্টেয।

'পারব না, তুমিই-বা জানলে কীভাবে?'

'ব্যাগ দেখ,' পরামর্শ দিল কর্টেয।

কথাটার ত্বরিত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল ও, টাওয়ারের আত্মবিশ্বাসী চোখজোড়ায় সংশয়ের ছায়া পড়ল মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিল সে, এপাশে-ওপাশে মাথা নাড়াল।

'ধাপ্পা দিচ্ছ তুমি,' অস্ফুট স্বরে বলল অবসরপ্রাপ্ত চীফ ইনভেস্টিগেটর।

'ব্যাগটা খুললে নিজ চোখেই দেখতে পাবে,' কর্টেয জবাব দিল।

'না,' বলল টাওয়ার।

পাশের সিটে ব্যাগটা নামিয়ে রাখল সে, চোখ সামনে-দাঁড়ান লোকটার দিকে। ছেলেবেলার স্মৃতি মনে পড়ল ওর; পরিচিতজনেরা বিদ্রূপ করে বলছে, 'তোর দ্বারা কিস্যু হবে না, জন।' কবেকার কথা···সে-দিন? টের পেল টাওয়ার, সগর্জনে রক্ত ছুটছে তার শিরায় শিরায়, আগুন জ্বলে উঠছে মাথায়, তারপর অনুভব করল গলার পাশের মোটা রগটা ফুলে উঠেছে, তার সমগ্র সত্তা তার ব্যর্থতাকে ধিক্কার দিতে শুরু করেছে।

'বেশ,' বলল টাওয়ার, সংযত কণ্ঠে। 'তুমিই আমাকে খতম করবে–না আমি তোমাকে?'

'তোমাকে আমার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, জন,' এমনভাবে জবাব দিল কর্টেয, যেন প্রশ্নটা নেহাত অবান্তর। ভুল, হুয়ান, ভাবল টাওয়ার, মোটেও অবান্তর নয়।

'ইচ্ছে করলেই আমি তোমাকে খুন করতে পারতাম, হুয়ান,' বলল সে। 'অনেক সুযোগও পেয়েছিলাম।'

'উচিত ছিল করা,' কর্টেয বলল ওকে।

'মেক্সিক্যানরা?'

'দুজন মারা গেছে। একজন বেঁচে আছে। মুখ খুলবে সে।'

'ওহ,' টাওয়ারের কণ্ঠে অবসাদ। হুয়ান কর্টেযকে খুন করতে চায়নি সে। হয়তো করতে হতও না। কিন্তু এবার করবে। ওর সত্তার একটা অংশ চাইছে এখনই ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে। টাকার জন্যে নয়ঃ সে-পালা চুকে গেছে অনেক আগেই। খুন করতে চাইছে, এত লোক থাকতে শেষপর্যন্ত কর্টেযের কাছেই পরাজয়বরণ করতে হচ্ছে বলে।

'আমার পিস্তলটা চাইবে তুমি,' বলল সে। কর্টেয মাথা ঝাঁকাল, চোখ হুঁশিয়ার।

'আস্তে,' বলল ও।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল টাওয়ার। পিস্তলের বাঁট স্পর্শ করল সে, চকিতে রিলিজ স্প্রিং থেকে মুক্ত হয়ে হাতে উঠে এল অস্ত্র। সিক্সগানের নিশ্চিন্ত ছোঁয়ায় মুহূর্তের জন্যে উত্তেজিত হয়ে উঠল তার স্নায়ু, কিন্তু কর্টেযের হাতের দিকে চোখ পড়তেই দেখল পিস্তল রয়েছে সেখানে। হুয়ান কর্টেযকে নড়াচড়া করতে

দেখেনি সে, অথচ সিক্সগানটা শোভা পাচ্ছে, স্থির চোখে চেয়েছে তার পেট বরাবর। কাঁধ ঝাঁকাল টাওয়ার, পকেট পিস্তলখানা হস্তান্তর করার সময়ে হাসতে চেষ্টা করল জোর করে।

'হুয়ান,' বলল সে, 'আমি এখন উঠে দাঁড়াচ্ছি।'

'ধীরে ধীরে,' পরামর্শ দিল কর্টেয। একজন মহিলা যাত্রী ফ্যালফ্যাল করে দেখছে ওর পিস্তলটা।

'আমার কথা শোন, হুয়ান,' বলল টাওয়ার। 'আমি উঠব এবং নেমে যাব এই ট্রেন থেকে।'

'না,' বলল কর্টেয। 'সেটা হবে না।'

'আমার পিস্তল তোমার কাছে, হুয়ান,' বলল টাওয়ার। মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে ঠোঁটের কোণে, বলিষ্ঠ হচ্ছে ক্রমশ।

'না!' আদেশ ঝরল কর্টেযের কণ্ঠে। 'প্লিজ, জন।'

'পিঠেই গুলি করতে হবে, হুয়ান,' বলল টাওয়ার। উঠে দাঁড়াল, খুব ধীরে, কর্টেয নজর রাখছে ওকে। 'দেখ চেষ্টা করে, যদি পার।'

'আমাকে বাধ্য কর না,' বলল সাবাডিয়া। ওর কণ্ঠে এখন মিনতি।

'মারতে চাইলে, এখনই মেরে ফেল,' বলেই চকিতে ঘুরে দাঁড়াল টাওয়ার, দীর্ঘ একটা মুহূর্ত অপেক্ষা করল সিক্সগানের হ্যামার পেছনে টানার শব্দ শোনার আশায়। তারপর পা বাড়াল সামনে, ধীর কদমে এগোল ক্যারেজের আইল ধরে।

'টাওয়ার!' চিৎকার করে ডাকল কর্টেয।

একটিবারও পেছনে না ফিরে, ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে গেল জন টাওয়ার, আর ঠিক তখুনি কোটের বুকে চকচকে তারা-আঁটা এক লোক বেরিয়ে এল ব্যাগেজরুমে দরজার বাইরে। তার পিস্তল হোলস্টারে, কিন্তু হাত ছুঁয়ে আছে বাঁট। বিমূঢ় দেখাচ্ছে তাকে। ক্যারেজের ভেতরে তাকাল সে, দেখল মাঝ-আইলে পিস্তলহাতে একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্টেয। এবার টাওয়ারের উদ্দেশে ঘুরল সে, পিস্তল বের করতে করতে, কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে প্রচুর।

বিকট শব্দে গর্জে উঠল টাওয়ারের স্লিভ-হোলস্টার থেকে বের-করা ছোট্ট ডেরিঞ্জারটা, উজ্জ্বল হলুদ স্ফুলিঙ্গ ঝরাল নাক বোঁচা ব্যারেল। দড়াম করে ব্যাগেজ রুমের দরজার ওপর আছড়ে পড়ল শেরিফ, ব্যাটউইং দোরের কাচ ভেঙে হুড়মুড় করে ঢুকে গেল ভেতরে। খ্যাপাটে চিৎকার জুড়ে দিল এক মহিলা, ব্যাগেজ রুমের কেরানি পিস্তলহাতে বেরিয়ে এল বাইরে, পাগলের মত তাকাল ডাইনে-বাঁয়ে। প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় টাওয়ারকে দেখতে পেল ও, পালাচ্ছে ছুটে, এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ল, প্ল্যাটফর্মের একটা অয়েল ল্যাম্পের চিমনি ঝনঝন করে ভেঙে গেল।

ব্যাগেজ রুমের মেঝেয় চাপ চাপ রক্তের মাঝে পড়ে ত্রিনিদাদের শেরিফ

তখন মৃত্যুর প্রহর গুণছে। কেরানি ওর ছেলে এবং ডেপুটি। টাওয়ারের পিছু নিল সে, ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল কর্টেয। ক্যারেজের ভেতর হুলস্থূল চলছে, জানালার কাচ নামিয়ে সবাই দেখতে চেষ্টা করছে কী ঘটছে।

'ভেতরে যাও!' ডেপুটির পেছনে ছুটতে ছুটতে আদেশ করল কর্টেয। পিস্তলের আওয়াজ শুনতে পেল ও, দেখল ছেলেটা নেমে গেছে প্ল্যাটফর্ম থেকে, পরমুহূর্তে চলে এল ডেপুটির পেছনে, পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল পিতৃশোকে উতলা পুত্র, হাতে পিস্তল। হাপরের মত ওঠানামা করছে ওর বুক, হুসহুস করে শ্বাস বেরোচ্ছে গলা দিয়ে। যেন কয়েক-শ গজ চড়াই ভেঙেছে। পিস্তল-ধরা হাতখানা কাঁপছিল, কর্টেয আস্তে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল ওটা।

'ও...,' ফুঁপিয়ে উঠল ছেলেটা। 'ও...'

'আমি জানি,' কর্টেয বলল। 'দেখেছি।'

'তুমি...' সক্ষোভে ওর দিকে তাকাল ডেপুটি। 'তুমি দেখেছ! তুমি... তুমি ওকে ট্রেন থেকে নেমে...খুন করতে দিয়েছ আমার...বাবাকে!'

'না,' বলল কর্টেয, অর্থাৎ বোঝাতে চাইল ব্যাপারটা আদৌ ঘটেনি এভাবে। ছেলেটাকে ওর বলতে ইচ্ছে হলো কেন জন টাওয়ারের পিঠে গুলি করতে পারেনি সে, কিন্তু একটি কথাও বাড়াল না আর কারণ কিছুই বোঝাতে পারবে না ওকে। বস্তুত সে নিজেও জানে না।

ডেপুটির বাহুতে হাত রাখল ও।

'ওদের গিয়ে বল, ট্রেনটা যেন না ছাড়ে,' নির্দেশ দিল কর্টেয। 'আমি ওর পিছু নিচ্ছি।'

নিরাসক্ত চোখে ওর পানে তাকাল ডেপুটি। প্রাথমিক ঘোর কেটে গিয়ে এখন সেকেণ্ডারি রিঅ্যাকশন শুরু হয়েছে। পরে, আবার সাহস ফিরে পাবে সে, সবাইকে গল্প করবে কীভাবে তাড়া করেছিল খুনীর। 'যাও,' বলল কর্টেয। 'ব্যাগটা নামিয়ে নাও ট্রেন থেকে। সিকি মিলিয়ন ডলার আছে ওতে।'

ঘাড় কাত করল তরুণ। নিজের সিক্সগানখানার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন জীবনে কোনদিন দেখেনি ওটা, তারপর প্যান্টের ওয়েস্টব্যাণ্ডের নিচে গুঁজে রাখল। ফের প্ল্যাটফর্মে উঠল সে, কর্টেয দেখল শ্লথ পায়ে ফিরে যাচ্ছে ও স্টেশন আলো করে ট্রেনটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

এবার, ভাবল সে। কোথায়? কোথায় যাবে ও? আমি হলে কোথায় যেতাম? অনড় দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল কর্টেয, যেভাবে ওকে শেখান হয়েছে ভাবতে, টাওয়ার যেভাবে ভাববে বলে ও জানে কারণ টাওয়ার ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এবং স্বল্প সময়ের জন্যে হলেও, শিক্ষক।

কখনো যদি কিছু লুকোতে হয়, প্রকাশ্য জায়গায় লুকাবে। তোমার সমান বুদ্ধিমান কেউ যদি সন্ধানে থাকে সেই জিনিসের, তুমি আবিষ্কার করতে পার এরকম সব জায়গায় খুঁজবে সে, এবং তোমার কল্পনায় যেগুলো আসেনি

সেখানেও। তাই কিছু যদি লুকোতেই হয়, এমনভাবে লুকাও যেন জিনিসটা তুচ্ছ, মূল্যহীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখবে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছে প্রতিপক্ষের দৃষ্টি। সবসময় নয়। তবে প্রায়ই। তোমাকে যদি ধাওয়া করা হয়, ধাওয়াকারী একটা জিনিস আশা করবে, তুমি পালাবে। সে তোমাকে সামনে খুঁজবে, কারণ ওখানেই তোমাকে প্রত্যাশা করে সে। যদি চতুর শিকারী হয় লোকটা, বুঝে ফেলবে তোমার গন্তব্য, ঘোরাপথে আগেভাগে সেখানে গিয়ে ওত পেতে থাকবে তোমার জন্যে। কাজেই তোমার খেলা হবে মানুষরূপী শেয়ালের। শিকারী জানে তাড়া খেয়ে শেয়াল কখনই নিজের আস্তানায় ফিরে যায় না, কারণ ওটাকে সে নিরাপদ রাখতে চায়। তুমি যদি শিকারীকে ধোঁকা দিতে পার, এমন জায়গায় চলে যাও যেখানে সে কোনদিনই তোমার খোঁজ করবে না।

ঠিক।

প্ল্যাটফর্মে উঠে পড়ল কর্টেয, ব্যাগেজ রুমের ভাঙাচোরা দরজার সামনে লোকজন যেখানে জটলা পাকিয়েছে সেদিকে এগোল। শেরিফের লাশ সরিয়ে ফেলেছে ওরা। মেঝেতে কালচে দাগ লেগে রয়েছে।

'হারিয়ে ফেলেছি,' কর্টেয বলল ওদের, কণ্ঠ ভাবলেশহীন। 'কিস্যু দেখতে পেলাম না ওখানে।'

স্টেশনে-দাঁড়ান লোকগুলো কেবল একনজর তাকাল ওর পানে, উচ্চবাচ্য করল না কোনরকম। ওদের একজনের হাতে শোভা পাচ্ছে চামড়ার ব্যাগটা।

'ট্রেনটা বরং চলেই যাক,' স্টেশনমাস্টারকে বলল কর্টেয। 'শুধু শুধু লোকজনকে আটকে রাখার কোন মানে হয় না।' হাত ইশারায় ব্যাগটা দেখাল ও। 'নিরাপদ কোথাও রেখে দাও ওটা।'

'হাহ্,' বলল লোকটা। স্টেশনমাস্টার ঘড়ি বের করল তার ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে, একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কর্টেযের দিকে ফিরল আবার যেন বলতে চাইছে, কর্টেয নিশ্চয় বোঝে তার কারণে কতখানি লেট হয়ে গেল ট্রেনটা। তারপর দেয়ালের ধারে-রাখা ট্রলির দিকে এগিয়ে গেল সে, একচক্ষু লণ্ঠনটা তুলে নিল।

'উঠে পড়!' হাঁকল স্টেশনমাস্টার। অপার্থিব শোনাল তার গলা; সরু, ভুতুড়ে। দূর-পশ্চিমের পাহাড়পর্বতের মাথায় কুয়াশার আভাস। স্টেশনমাস্টারের কথার সাথে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে।

ট্রেনের শেষ প্রান্তে ক্যাবুজ থেকে নেমে লণ্ঠন নাচিয়ে কণ্ডাক্টর জবাব দিল স্টেশনমাস্টারের সংকেতের। একে অন্যের উদ্দেশে হাত নাড়াল ওরা, কণ্ডাক্টর উলটো দিকে ঘুরিয়ে নিল লণ্ঠন যেন অন্ধকারে সবুজ বাতি দেখা যায়। সজোরে হুইসিলকর্ড টানল এঞ্জিনিয়র, ঘস-ঘস-ঘস্স্ করে উঠল বিশাল এঞ্জিন, ইস্পাতের রেইলের ওপর ঘুরতে শুরু করল অতিকায় সব চাকা।

এখন ডিপো ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ট্রেন; বেগ বাড়ছে ক্রমশ। রিয়ার অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্মে একলাফে চড়ে বসল কর্টেয, পরীক্ষা করতে চায় ওর ধারণা ঠিক কিনা। ওকে দেখে চমকে গেল কণ্ডাক্টর, ভুরু কোঁচকাল।

'আ...কী ব্যাপার?'

'বাজি ধরার অভ্যেস আছে?' জিজ্ঞেস করল কর্টেয, চোখের তারায় কৌতুক। জানে ঢিলটা আন্দাজে ছুড়ছে, না লাগলে গচ্চা দিতে হবে।

'কোন্ ব্যাপারে?' জানতে চাইল কণ্ডাক্টর। 'আগাম বলতে পারছি না কিছু?'

'দুঃখিত,' ছদ্মগাম্ভীর্যের সুরে বলল কর্টেয। 'তোমার সাথে বাজি ধরার ইচ্ছে ছিল। আমার বিশ্বাস, আজ রাতে আরো একজন ওঠার চেষ্টা করবে এই প্ল্যাটফর্মে।'

'তাই?' বিস্ফারিত হলো কণ্ডাক্টরের চোখ।

'আরে না,' মৃদু হাসল কর্টেয, 'ঠাট্টা করছিলাম আরকি।'

'হাহ্,' মাথা ঝাঁকাল কণ্ডাক্টর, দরজা খুলে ঢুকে গেল ক্যাবুজে। শহরের উত্তর সীমানার দিকে মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলল ট্রেন।

কর্টেয প্রতীক্ষায় রইল।

## সতের

'বেশ, বেশ,' আপনমনে বলল কর্টেয।

শ-পাঁচেক গজ এসেছে ওরা এমন সময়ে কমে এল ট্রেনের গতি। কল্পনায় ত্রিনিদাদের মানচিত্র স্মরণের প্রয়াস পেল ও। অপেরা হাউসকে বাঁয়ে রেখে এঁকেবেঁকে চলে গেছে দীর্ঘ রাস্তা। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে আছে তীক্ষ্ণ বাঁক, ভাবখানা আগেভাগে হুঁশিয়ার করতে চাইছে সবাইকে: সামনে রেটন পাস, সাপের মত আঁকাবাঁকা। উত্তর সীমা, উত্তর! রেল রাস্তার ওপর কি সেতু আছে কোন? আছে, মনে পড়ল ওর, পিকেটওয়্যার ভ্যালি থেকে একটা ট্রেইল এসে মিলিত হয়েছে ওই কাঠের সেতুতে। আর এর ডানে সুইচবক্স, ডেনভারের ট্রেনকে বাঁয়ে আর লা হুণ্ডার ট্রেনকে ডানে ঘুরিয়ে দেয়।

এখন হাঁটার গতিতে এগোচ্ছে ওরা, শহরের পশ্চিম প্রান্তে চলে এসেছে। সাবধানে গলা বাড়াতে, অদূরে ট্রেনের মাথার ওপরে সেতুটা চোখে পড়ল কর্টেযের, রাতের অন্ধকারের চাইতেও নিশ্ছিদ্র কাল। ব্রেক টেনে ট্রেন প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেলল এঞ্জিনিয়র, তারপর যখন বুঝল লাইন বদল করেছে চাকা, থ্রটল খুলে দিল আবার। ঝাঁকি খেয়ে আগে বাড়ল ট্রেন।

আর ঠিক তখনই ছুটন্ত মানুষটাকে দেখতে পেল কর্টেয, বুঝল ওর অনুমান মিথ্যে হয়নি। সেতুর একটা খুঁটির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে টাওয়ার, একের পর এক লাইন টপকে দৌড়ে আসছে ট্রেনের মাঝ বরাবর। ওর খোঁড়ানটা এখন পরিষ্কার চোখে পড়ছে, মুহূর্তের জন্যে বেদনায় টনটন করে উঠল কর্টেযের বুক, করুণা বোধ করল পলায়নপর লোকটার প্রতি। তারপর ওর নাম ধরে ডাকল সে।

সিগন্যাল-বক্সের শেষ প্রান্তে খোলা জায়গায় আচমকা থমকে দাঁড়াল জন টাওয়ার, ল্যাম্প পোস্টের আলোয় ছবির মত স্পষ্ট। কর্টেয লাফিয়ে মাটিতে নামতেই ওকে দেখতে পেল টাওয়ার, ক্রুদ্ধ একটা চিৎকার দিয়ে তেড়ে এল ওর দিকে। পিস্তল উঁচিয়ে আগে বাড়ল কর্টেয, মনেপ্রাণে চাইছে টাওয়ার যেন পালিয়ে যায়। কিন্তু টাওয়ার পালাল না। চরম হতাশায় ওর মাঝে তখন খুনের নেশা জেগে উঠেছে, অন্ধ আক্রোশে ভুলে গেছে সমস্ত ট্রেনিং, কেবল একটা চিন্তাই কাজ করছে মাথায়: সামনের ওই লোকটাকে খুন করতে হবে। মাথা নিচু করে খ্যাপা ষাঁড়ের মত কর্টেযের উদ্দেশে ধেয়ে এল সে। পিস্তলহাতে অপেক্ষা করতে লাগল কর্টেয, পায়ের পাতার ওপর দাঁড়িয়ে, বিশ্বাস হতে চাইছে না টাওয়ার এরকম বোকামি করতে পারে। কমে আসছে উভয়ের ব্যবধান, সিক্সগানের হ্যামার পেছনে টেনে ধরল কর্টেয। হঠাৎ একদিকে ঝাঁপ দিল টাওয়ার, শূন্যে গোটা কয়েক ডিগবাজি খেয়ে আত্মগোপন করল রেল লাইনে বিছাবার উদ্দেশ্যে-রাখা পাথর-স্তূপের পেছনে। এবং একই সময়ে আগুন ঝরাল ওর ডেরিঞ্জার। ব্যাপারটা এতই আচমকা ঘটে গেল যে মুহূর্তের জন্যে চোখে ধাঁধা দেখল কর্টেয। ছোট্ট পকেট পিস্তল, রেঞ্জ বেশি হলে দু-তিন গজ, তাই এ-যাত্রা বেঁচে গেছে ও। এবার উবু হয়ে ছুটল কর্টেয, হাতে পিস্তল তৈরি, সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলেছে। এখন যদি দেখতে পায় টাওয়ারকে–খুন করবে। টাওয়ারও জানে সেটা, তাই রেল লাইনে পাথর ফেলার একটা বেলচা তুলে নিয়ে প্রস্তুত থাকল। কর্টেয পাথরস্তূপের কোনা ঘুরতেই সবেগে বেলচাটা ঘোরাল সে। বাতাসে শিস কেটে কর্টেযের ডান পাশে আঘাত হানল ওটা, তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল কর্টেয, ছিটকে পড়ল পাথরস্তূপের গায়ে, অসাড় হাত থেকে পিস্তলটা খসে পড়ল। ব্যথায় কোকাতে লাগল ও, টের পেল সেলাই ছিঁড়ে ক্ষতের মুখ খুলে গেছে। উষ্ণ রক্তে ভিজে গেল ওর শরীর, মুহূর্তের জন্যে লোপ পেল বোধশক্তি। আবার ওকে তেড়ে এল টাওয়ার, বেলচা মাথার ওপর ওঠান, সপাটে বাড়ি মেরে কর্টেযের খুলি ছাতু করে দিতে চাইছে। মরিয়া হয়ে উঠল কর্টেয, প্রচণ্ড যন্ত্রণা সত্ত্বেও, গড়িয়ে সরে গেল একপাশে। বেলচাটা আছড়ে পড়ল রেল লাইনের ওপর, এত জোরে যে ভারসাম্য হারাল টাওয়ার, বেলচা হাতছাড়া হলো।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল কর্টেয, ডান হাতে আঘাত হানল টাওয়ারের উদ্দেশে। এরচেয়ে বোধহয় ভেজা কম্বল দিয়ে আঘাত করাও ভাল ছিল–মস্তিষ্কের

নির্দেশ মানতে অস্বীকার করছে হাত। কর্টেয দেখল টাওয়ারের বাঁ-হাত আড়াআড়িভাবে ছুটে আসছে ডান কাঁধের কাছ থেকে। চট করে বাউলি কাটল ও, জানে ওই মার গলায় পড়লে শ্বাসনালি ভেঙে এখুনি সে মারা যাবে। টাওয়ারের ইটের মত শক্ত তালু ঘষা খেল কর্টেযের কাঁধে, কপাল আঘাত হানল। বোঁ করে ঘুরে উঠল কর্টেযের মাথা, টলতে টলতে কয়েক কদম পিছিয়ে গেল ও, মনে হলো এখুনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে মাটিতে।

'আয়!' ডাকল টাওয়ার। 'আয়, কর্টেয!' অর্থাৎ, এসে খুন হয়ে যাও।

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘোলাটে ভাব খানিকটা দূর করল কর্টেয। তাজা রক্তে এখন পিচ্ছিল হয়ে গেছে ওর ডান পাশ, চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। ডাক্তারের সাবধানবাণী মনে পড়ল ওর: সবচেয়ে প্রয়োজনের মুহূর্তে শরীর বিদ্রোহ করে বসতে পারে।

ফের আক্রমণ করল টাওয়ার, ক্ষিপ্র গতিতে, কোনমতে মার ঠেকিয়ে কর্টেয পিছু হটল। ব্যর্থতায় হিসহিস করে উঠল টাওয়ার।

বাঁচতে হবে! জীবনের আদি-অকৃত্রিম দাবিটি এখন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিল ওর কাছে। চাবুক আছে সঙ্গে, কিন্তু ব্যবহার করবে সে জো নেই। ডান হাত সম্পূর্ণ অকেজো। ঝট করে বুটের চোরা কুঠরিতে বাঁ-হাতটা বাড়াল ও, চ্যাপটা ব্লেডের সলিনজেল থ্রোয়িং নাইফখানা বের করে আনল! কিন্তু ওর নড়াচড়া দেখেই কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝে ফেলেছিল টাওয়ার, নেকড়ের মত দাঁত খিঁচিয়ে এগিয়ে এল সে, লাথি মেরে ছুরিটা দূরে পাঠিয়ে দিল কর্টেযের হাত থেকে।

'এবার, হুয়ান?' হি-হি করে খ্যাপার মত হাসল প্রাক্তন গোয়েন্দা।

তারপর হাত তুলল ঘাড়ের কাছে, কলারের নিচে-লুকান দুধার চোখা ছুরিটা বের করল টেনে। সিগন্যাল বক্সের সরু আলোয় পড়ে ঝিকিয়ে উঠল ওটার ফলা। দক্ষ হাতে ছুরিটা বাগিয়ে ধরল টাওয়ার, ফলা বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝ দিয়ে বেরিয়ে রইল। কর্টেয দেখল নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে টাওয়ার। পায়ের পাতায় দেহের ভর চাপাল ও, চোখ ছুরির ওপর স্থির করল।

আচমকা ছুরি চালাল টাওয়ার, কর্টেয সময়মত লাফিয়ে পিছু হটায় বাতাস কাটল ওর পেটের কয়েক ইঞ্চি তফাতে। ফের হামলা করল টাওয়ার, এবার বাউলি কাটার সময়ে কর্টেয টের পেল ওর কপালে ঠাণ্ডা ঘাম জমেছে। বুঝল ভয় পাচ্ছে সে। এখন যদি বাঁ-হাতে চাবুক বের করার প্রয়াস পায়, সফল হওয়ার আগেই টাওয়ার শেষ করবে ওকে। আবার চেষ্টা না করলেও মরতে হবে।

ওর সামনে এখন আর কোন পথ খোলা নেই। আর কয়েক সেকেণ্ড, কর্টেয জানে, তারপর সম্পূর্ণ ঝাপসা হয়ে যাবে চোখ, সময় থাকতে দেখতে পাবে না টাওয়ারের নড়াচড়া, এবং এই বেঘোরে ওকে পড়ে থাকতে হবে মরে।

এবার কী করবে সে? পালাবে? শেষ একটা চেষ্টা নেবে বাঁচার? ন্যায়প্রতিষ্ঠা কি নিজের জীবনের চেয়েও দামি?

তারপর সহসাই ও বাতাসে কাদের যেন ফিসফিস শুনতে পেল। ওর অবসন্ন মনের কোন এক গহিন কোণে জ্বলে উঠল সহস্র আগুনের ফুলকি, মুহূর্তে অতীতে উড়িয়ে নিয়ে গেল ওকে, হাজার হাজার মাইল পেছনে চলে গেল সে–মুখোমুখি হলো মেক্সিক্যান সেনার, এবং আরো অসংখ্য নরপশুর, এগিয়ে আসছে ওর দিকে, যেমন এখন আসছিল ওই লোকটা।

নড়ে উঠল ওর ডান হাত, কখন কর্টেয নিজেই জানে না, কারা যেন ডাকছে ওকে, এবং সে ওদের...

'জর্জ–জলদি! লুই–এদিকে! লুতেরো–লুতেরো!'

টাওয়ার কেবল চোখের কোণে আলোর ঝিলিক দেখতে পেল একটু, ছুরিসমেত মাথার ওপর হাত ওঠাল ও, পরক্ষণে মৌমাছির হুল ফোটানর মত তীব্র জ্বালা অনুভব করল গলায়, ছুড়ে মারল ছুরিটা। টাওয়ার অনুভব করল ওর গলার জ্বলুনি ক্রমেই বাড়ছে। এই অসময়ে, মরুদেশে মৌমাছি! বিস্ময় বোধ করল ও। তারপর সামনে-দাঁড়ান লোকটাকে দেখতে পেল সে, রক্তে শার্ট ভেজা।

আবার হাত ঘুরিয়েছে ও। টাওয়ারকে ফের হুল ফোটাল মৌমাছি। অবাক কাণ্ড!

'উফ্!' চেঁচিয়ে উঠল জন টাওয়ার, আবছায়া দেখল কর্টেয, স্লো মোশনে টলছে একটা কবন্ধ, হাঁটু ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, এমনভাবে লুটিয়ে পড়ছে যেন তলিয়ে যাচ্ছে অথৈ পানিতে। আর, টাওয়ার মারা যাওয়ার সময় জানতেও পেল না পরিষ্কার দ্বিখণ্ডিত হয়েছে ওর গলা।

## আঠার

'এখনো বিশ্বাস হতে চাইছে না আমার,' বললেন অ্যাটর্নি-জেনারেল।

'স্বাভাবিক, স্যার,' সমর্থন করল হুয়ান কর্টেয ওরফে সাবাডিয়া।

এখন আবার পুরোপুরি সুস্থ সে। আগামীকাল হাসপাতালে যাবে সেলাই কাটাতে।

'ও ভাবল কীভাবে যে পার পেয়ে যাবে?' নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করলেন ডেস্কের পেছনে-বসা বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তাঁর কণ্ঠে বেদনা।

'সেটা আমিও জিজ্ঞেস করেছিলাম, স্যার,' বলল কর্টেয। 'ও কোন জবাব দেয়নি।'

'কিন্তু কেন এ-কাজ করল?' অস্ফুটে বললেন অ্যাটর্নি-জেনারেল। 'কেন?'

'উত্তরটা বোধহয় আমি জানি, স্যার,' বলল কর্টেয। 'জন টাওয়ার অত্যন্ত দক্ষ লোক ছিল, অবসর দেয়ার ব্যাপারটা সে মেনে নিতে পারেনি। টাওয়ার জানত, ওই পঙ্গু শরীরেও সে যে কোন সুস্থ-সবল লোকের মোকাবেলা করতে পারে। এবং আমি নিজেই তার সাক্ষী।'

'কিন্তু মেডিক্যাল রিপোর্ট...'

'মেডিক্যাল রিপোর্ট আর যাই হোক একজন মানুষের অহঙ্কারকে সারিয়ে তুলতে পারে না, স্যার,' শান্ত গলায় জবাব দিল কর্টেয। 'টাওয়ারের অহঙ্কারের ঘা লেগেছিল, তাই যখন বুঝল অতি সহজেই সে সিকি মিলিয়ন ডলার লুট করতে পারে, তখন সবাইকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে ক্ষোভের বশে বাঁকা পথটাই বেছে নিয়েছিল।'

'হুম্,' ম্লান সুরে বললেন অ্যাটর্নি-জেনারেল, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'সেলাই কাটছে কবে?'

'কাল, স্যার,' জবাব দিল কর্টেয।

'ভাল। আবার কাজে যোগ দেয়ার আগে নিশ্চয় দু-চারদিন বিশ্রাম নিতে চাও?'

'আপনি যদি হুকুম করেন, স্যার।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তা কীভাবে কাটাবে ছুটিটা ভেবেছ কিছু?'

তন্বীশ্রী নারিনের মুখ ভেসে উঠল কর্টেযের মানসপটে। মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল:

'জ্বি, স্যার, ভেবেছি।'

***